চিরদিনের
বাইবেল
অমরেন্দ্রকুমার সেন

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৯ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিণ্টার্স
২৬/২এ, সিমলা রোড
কলকাতা-৬।

উৎসর্গ

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

সম্মানভাজনেষু

বাইবেল খ্রীশ্চানদের ধর্মগ্রন্থ। এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের দুটি অংশ, ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট। যে সম্পূর্ণ বাইবেল প্রচলিত আছে তা অনুবাদ করেছিলেন বিদেশ থেকে আগত মিশনারিরা। তাঁরা এদেশে বাংলা শিখে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। বলা বাহুল্য তা সঠিক অনুবাদ হয় নি বাংলাও হয় নি।

যেমন ওল্ড টেস্টামেণ্টের তাঁরা অনুবাদ করেছেন পুরাতন নিয়ম এবং নিউ টেস্টামেণ্টের নূতন নিয়ম। লুক লিখিত সমাচারে অষ্টম পরিচ্ছেদের পরে ছিল নষ্টম পরিচ্ছেদ নবম নয়। অন্য উদাহরণ তুলে লাভ নেই।

এই বাইবেল আজও চালু আছে কিন্তু তা বৃহৎ এবং পড়তে বাধা পেতে হয়। সর্বত্র ভাষা বোধগম্য হয় না। বাইবেল আজ কেবলমাত্র খ্রীশ্চান ধর্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয় পরন্তু এই পবিত্র গ্রন্থ পড়তে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও সমান আগ্রহী।

বাইবেল ধর্মগ্রন্থ, তৎকালীন ইতিহাস, আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত যেমন ইতিহাস। এই জন্যে আগ্রহী পাঠক পাঠিকাদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে সহজ ভাষায় এই সম্পূর্ণ বাইবেল লেখবার প্রয়াস। প্রয়াস কতদূর সফল হলো তার বিচার আপনারাই করবেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাইবেলের মূল ঘটনাবলী থেকে সরে যাবার প্রয়াস করা হয় নি তবে কোনো কোনো স্থলে তদানীন্তন প্রাকৃতিক অবস্থা, রীতি-নীতি বা কোনো সামাজিক ব্যবস্থা অথবা চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমান চন্দন মিত্র লেখককে অনেক সাহায্য করেছেন। এজন্য লেখক ও আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

—প্রকাশক

CHIRODINER BIBLE

By

Amarendra Kumar Sen

Rs. 40·00

১

আদি কথা

এই কাহিনী যখন আরম্ভ করছি মিশরের পিরামিডের বয়স তখন নিঃসন্দেহে হাজার বছর পার হয়েছে। ব্যাবিলন ও নিনেভা তখন নগরকেন্দ্রিক দুটি বিখ্যাত রাজ্য। তাদের নামডাক ও রবরবা প্রচুর। একডাকে তাদের সকল মানুষ চেনে। শহর বা এই রাজ্য দুটির অবস্থান ছিল বর্তমান ইরাকের মধ্যে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে।

বিশাল নীল নদ, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উপত্যকায় তখন সভ্য মানুষ জমিয়ে বসেছে, চাষবাস করছে, গ্রামের পত্তন করছে। আরবের নিষ্ফলা ও শুষ্ক মরুভূমি বাসযোগ্য নয় তাই খাদ্য ও বাস করবার উপযুক্ত ভূমির সন্ধানে একদল মানুষ চলতে চলতে এই নদীগুলির উর্বর উপত্যকার সন্ধান পেয়ে সেখানে গেড়ে বসল।

এই লোকগুলিকে বলা হয় যশুয়া বা জু কিংবা ইহুদি।

বাইবেল এই ইহুদিদেরই দান এবং আরও অনেক পরে এই সম্প্রদায়েই জন্ম নিলেন প্রভু যীশু, যিনি প্রবর্তন করলেন খ্রীশ্চান ধর্ম।

ইহুদিদেব উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। ইহুদিদের অবদান প্রচুর তথাপি এরা নিজ দেশ হারিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এরা চিরকাল সংগ্রাম করে আসছে, আজও সংগ্রাম শেষ হয় নি।

বাইবেলের প্রথম অংশ বা ওল্ড টেস্টামেণ্ট বা 'পুরাতন নিয়ম' নামে পরিচিত তা ইহুদিদেরই ইতিহাস। ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়ে জানা যায় যে ইহুদিরা নিজেদের প্রভাব অপরের ওপর বিস্তার করত না, কাউকে আক্রমণ বা কারও ওপর উৎপীড়ন চালায় নি বরঞ্চ নিজেরা উৎপীড়িত বা অত্যাচারিত হয়েছে। ভবঘুরে জীবন-যাপন করতে হয়েছে দীর্ঘদিন, কোনো দেশ তাদের আপন করে ঠাঁই দেয় নি। বর্তমান ইহুদিদের কথা বলা হচ্ছে না।

ইহুদিদের গোড়ার ইতিহাস অস্পষ্ট তবুও পুরাতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে যা উদ্ধার করেছে তা থেকে অনেক জানা যায়। উত্তর থেকে বয়ে এসে দুটি নদী পারস্য উপসাগরে পড়েছে। নদী দুটির নাম সকলেরই জানা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস। ব্যাবিলনের মানুষরা ইউফ্রেটিসকে বলত পুরাত্তু এবং টাইগ্রিসকে বলত দিকলাত। দুই নদীর মাঝের ভূমি অত্যন্ত উর্বর, এখানে বুঝি সোনার ফসল ফলত।

পারস্য উপসাগরে মিলিত হবার কিছু আগে ইউফ্রেটিসের তীরে ছিল ব্যাবিলন

আর নিনেভা ছিল টাইগ্রিসের তীরে মাঝ বরাবর। ব্যাবিলন এবং নিনেভা, তখনকার এই দুটি বিখ্যাত শহরের নাম মানুষ ভুলবে না।

উত্তরে ছিল আরারাট ও অন্যান্য পাহাড়। এই পাহাড়ী অঞ্চল বেশ ঠাণ্ডা। পাহাড়ী উপত্যকাগুলি ছিল উর্বর কিন্তু সমতলের উপত্যকা উষ্ণ ও নিষ্ফলা। পাহাড়ের শীত এবং সমতলের উষ্ণতা অনেকে সহ্য করতে না পেরে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের দোয়াবে বসতি স্থাপন আরম্ভ করল, এখানে ফসল ফলাবার ও পশুচারণের জমির অভাব ছিল না।

নীলনদের উর্বর উপত্যকার সন্ধান পেয়ে সেখানেও অনেকে চলে গেল। উভয় উপত্যকাতেই মানুষ চাষ-আবাদের পত্তন করে সুখে দুঃখে কাল কাটাতে লাগল। এই দুই উপত্যকায় জনসংখ্যা ও মেষ প্রভৃতি পশু সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল অতএব উর্বর জমি ও পশুচারণের ভূমির সমস্যা দেখা দিলো।

যাযাবর মানুষরা এসে ভিড় জমায়। স্থায়ী মানুষদের সঙ্গে লড়াই লাগে। লড়াইয়ের ফলে নতুন সীমারেখার সৃষ্টি হয়। নতুন গ্রাম বা ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। তখন তো পৃথিবীর জনসংখ্যাই কম ছিল অতএব এইসব রাজ্যের জন-সংখ্যা আর কত হবে? খুবই কম।

তবে যতই দিন যাচ্ছিল সভ্যতারও ক্রমবিকাশ হচ্ছিল। মানুষ অনেক কিছু উদ্ভাবন করছিল যা তাদের প্রয়োজনে লাগছিল।

এই ক্রমবিকাশের ফলেই চার হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল ব্যাবিলন, নিনেভা। কাজেই মিশরীয় সভ্যতা তো আরও পুরাতন।

ব্যাবিলন ও মিশরের মধ্যে ছিল আর একটি ছোট দেশ যার নাম অ্যাসিরিয়া। এই অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্যে মিশরীয়-দের ওপর নির্ভর করতে হতো কারণ সেসব সামগ্রী মিশর ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যেত না।

মিশরে যেতে হলে ব্যাবিলনীয়দের অ্যাসিরিয়া পার হয়ে যেতে হতো। অ্যাসি-রিয়ার বর্তমান নাম সিরিয়া তবে সিরিয়া হবার আগে এর হয়ত অন্য নামও ছিল।

অনুচ্চ পাহাড় ও উপত্যকার দেশ অ্যাসিরিয়া। গাছপালা বেশি ছিল না। জমিও উর্বর নয় তবে ছোট ছোট হ্রদ ও নদী দেশটাকে দর্শনযোগ্য করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাবার সড়ক ছিল। সড়কের দু পাশে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর নরনারী পুত্র কন্যা নিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা এসেছিল প্রধানতঃ আরবের মরু অঞ্চল থেকে। ভাষা এক ছিল, একই ঈশ্বরের আরাধনা করত।

তাহলে কি হয়। মাঝে মাঝে লড়াই না করে থাকতে পারত না। লড়াইয়ের বিভিন্ন কারণ ছিল যেমন চুরি ডাকাতি, মেষ চুরি, পরস্ত্রী অপহরণ বা পরের জমিতে জোর করে হস্তক্ষেপ। তখন তো কোনো পঞ্চায়েত বা আদালত ছিল না আর কোনো একটি গ্রামে এরা দীর্ঘদিন বাসও করত না তাই নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলত। হয়ত মোড়ল ছিল, সে মিটিয়ে দিত।

পথের ধারে এইসব বস্তি বা ঝোপড়িবাসীদের রাজা বা জমিদার নামে কেউ ছিল না কিন্তু মিশর, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়াতে রাজা ছিল। ঐসব বস্তি ও ঝোপড়িবাসীরা কিন্তু ঐ তিন দেশের রাজাকে মান্য করত, বশ্যতাও স্বীকার করত। না করে উপায় ছিল না। কর আদায়ের জন্যে রাজারা মাঝে মাঝে এদের ওপর সৈন্য লেলিয়ে দিত।

তখন হয়ত দুই দলে লড়াই চলছে। রাজার সৈন্যদের দেখেই ওরা লড়াই থামিয়ে ফেলত এবং মিশর বা মেমফিস বা আক্কাড়ের রাজার সৈন্যদের ওরা মিলিত-ভাবে স্বাগত জানাত। সৈন্যরা তো অনেক বেশি শক্তিশালী, বাধা দিলে তো ধ্বংস অনিবার্য।

এদের লড়াই না করেও উপায় ছিল না। অলস সময় কাটাবার জন্যে করবেই বা কি? এখন না হয় মরু রাজ্যে ফুটবল ক্রিকেট খেলা চালু হয়েছে, তখন তো চিত্ত বিনোদন দূরের কথা কোনো খেলার প্রচলন ছিল না। তাই লড়াইও হয়ত এদের কাছে তখন একটা খেলা ছিল।

অনেকটা আপসের মতো এই লড়াইয়ের মধ্যেই নাকি ইহুদিদের উৎপত্তি ধীরে ধীরে রূপ পেয়েছিল। পথের দু ধারে বস্তিতে তারা বাস করত। দু মুঠো খাবার জন্যে লুটপাট চুরিচামারি করত। আর এই জন্যেই তারা দল গড়তে আরম্ভ করে। দল বড় হতে একটা বড়সড় সম্প্রদায়ও গড়ে উঠল, কিছু নিয়ম-কানুনও গঠিত হলো। সেইসব মেনে তারা বাস করতে লাগল তবে এসব অনেকটা অনুমান। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে পারস্য উপসাগরের উর অঞ্চলে ইহুদি-দের উৎপত্তি। তবে সকলে একমত নন।

অধিকাংশ পণ্ডিত বলেন ইহুদিদের পূর্বপুরুষরা আরবের মরু অঞ্চলেই বাস করত। কবে তারা তাদের পিতৃভূমি ছেড়ে পশ্চিমে উর্বর ভূমিতে চলে গিয়ে-ছিল তাও অনুমান সাপেক্ষ। তারা যেখানে চলে এসে বাস করতে আরম্ভ করল সেই অঞ্চলটি কি তারা নিজ দেশ বলে মেনে নিয়েছিল? জানা নেই।

যে পথ দিয়ে তারা গিয়েছিল সে পথও অবলুপ্ত, হারিয়ে গেছে। এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে সেই যাযাবর ইহুদিরা মাউণ্ট সাইনাইয়ের মরুভূমি পার হয়ে মিশরে প্রবেশ করে কিছুকাল বাস করেছিল। এই সময় থেকে কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেণ্টে তার উল্লেখ আছে। এই সময় থেকে ইতিহাসও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়েছে। তবুও প্রাচীন সেই ইতিহাসের সবটাই স্পষ্ট নয়, কিছু জোড়াতালি দিলে একটা পুরো ছবি পাওয়া যায়।

পাঠ্যপুস্তক পড়ে যে ইতিহাস আমরা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিয়েছি, পরবর্তী গবেষণা তার অনেক ধারণা পালটে দিয়েছে। এমন উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়।

সেই কয়েক হাজার বছর আগে কয়েকটি যাযাবর সম্প্রদায় ভবঘুরে জীবন ত্যাগ করে একত্রে মিলিত হয়ে বিশেষ একটা সম্প্রদায় বা জাতি গঠন করে প্যালে-

স্টাইনে কি করে নিজস্ব একটা দেশ স্থাপন করল সে আজ সঠিকভাবে বলা না গেলেও এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল।

সেই দেশ ও জাতি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে কয়েক শতাব্দী ধরে জীবনপণ সংগ্রাম করেছিল যে পর্যন্ত না দিগ্বিজয়ী গ্রীক অ্যালেকজান্ডার তাদের রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। অ্যালেকজান্ডার ছিল গ্রীসের ম্যাসিডনিয়ার মানুষ কিন্তু প্যালেস্টাইন রইল রোম সাম্রাজ্যের দখলে।

ইতিহাসের পাতায় দুটি নাম যুক্ত হলো, প্যালেস্টাইন এবং জু বা ইহুদি। এ নাম ইতিহাসের পাতা থেকে কোনোদিনই মুছে ফেলা যাবে না।

ইহুদিদের প্রাচীন ইতিহাস শুধু প্যালেস্টাইনেই আবদ্ধ নেই, সে ইতিহাস ছড়িয়ে আছে মিশর, ক্যানান ও ব্যাবিলনে। এসব ক্রমশঃ জানা যাবে।

একটা কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অন্যান্য মানুষ থেকে ইহুদিদেরও কোনো বিশেষত্ব নেই। তাদেরও দোষ এবং গুণ আছে। অতিরিক্ত কিছু যে প্রতিভা আছে তাও নয় তবে ওদের একটা স্বাতন্ত্র্যতা আছে। ওরা যে দেশেই থাকুক এবং যে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ-করে থাকুক সেই দেশের মানুষ থেকে ওরা ব্যক্তিগতভাবে একটু আলাদাভাবে থাকতে চায়। তবে এখনও অনেক দেশ আলাদা একটা পাড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল যা ঘেটো নামে পরিচিত। ইহুদি সমাজের উদ্দেশে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, তাদের ওপর নানা দোষ বা গুণ আরোপ করা হয়েছে, এজন্যে তাদের বিষয়ে সঠিক ধারণা করতে সময় সময় ধাঁধায় পড়তে হয়।

স্থায়িভাবে বাস করবার জন্যে ইহুদিরা মিশর, ব্যাবিলন ও ক্যানান যেখানে গেছে সেখানে বাধা পেয়েছে। সেইসব দেশের বাসিন্দারা বলেছে আমাদের নিজেদেরই জায়গা হচ্ছে না তা তোমাদের কোথায় থাকতে দোব ? তোমরা অন্য কোথাও যাও। ইহুদিরা যেতে চায় নি অতএব লড়াই হয়েছে।

যে কোনো প্রাচীন জাতির সঠিক ইতিহাস আবিষ্কার করা কঠিন কাজ। যেসব তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তা খুঁটিয়ে বিচার করতে গিয়ে পরস্পরবিরোধী তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় নিজ দোষ ঢেকে গুণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেরা নির্দোষ, অপর কোনো পক্ষই দোষী। ইহুদি ইতিহাসের বেলায় যেমন এ কথা খাটে, অন্য জাতির ইতিহাসের বেলায়ও তেমনি সে কথা খাটে।

বেশি দিনের কথা নয়। ইউরোপ থেকে দলে দলে মানুষ নতুন দেশ উত্তর অ্যামেরিকায় যখন নামতে আরম্ভ করে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে তখন অ্যামেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা বাধা দিয়েছিল। স্বাভাবিক। কিন্তু অ্যামেরিকার ইতিহাস পড়লে মনে হবে রেড ইন্ডিয়ানরাই দোষী, তারা শ্বেত জাতিদের হত্যা করেছে অথচ আগ্নেয়াস্ত্রে বলীয়ান কেবলমাত্র তীরধনুক অবলম্বনকারী আদিবাসিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছে। দুঃখের বিষয় নিরক্ষর ইন্ডিয়ানরা তাদের ইতিহাস লিখে রাখতে পারে নি নচেৎ আমরা অন্য এক ইতিহাস পড়তুম।

ওল্ড টেস্টামেণ্টে ইহুদিদের যে ইতিহাস একদা পাওয়া গিয়েছিল তার অনেক ধারণা পালটে গিয়েছিল পরে যখন মধ্যপ্রাচ্যে ও মিশরে চিত্রলিপি হাইরোগ্লিফিক ও প্যাপিরাসে লেখা বর্ণমালা উদ্ধার করতে পারা গেল। দুই ইতিহাসে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সকলে নিজ নিজ গৌরব লিখেছে, দোষত্রুটি চাপা দিয়েছে।

সঠিক ইতিহাস লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয় তবে বাইবেলের যুগের পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও সামাজিক রীতিনীতি, মানুষজনের আচার আচরণ এইসব বিষয়ে যতদূর সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করব।

বিভিন্ন বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেলগুলির বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ শোনা যায়। বাংলা প্রকাশিত এই সমস্ত সম্পূর্ণ বাইবেল কেউ আগাগোড়া পাঠ করেছেন কি না বা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই। যেসকল বিদেশী পাদ্রীরা এদেশে ধর্মপ্রচার করতে আসতেন তারাই বাংলা শিখে অনুবাদ করতেন। এজন্যে ভাষার বা উচ্চারণের অনেক ত্রুটি থেকে গেছে।

সম্পূর্ণ বাইবেল বাংলায় যাতে সকলে সহজে পড়তে পারেন সেইজন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা। ইংরেজী যে বাইবেল পাওয়া যায় তা সুখপাঠ্য, সে ভাষার আলাদা একটা স্বাদ আছে। তথাপি প্রচলিত ইংরেজীতেও বিভিন্ন প্রকাশক বাইবেল বিপণন করেছেন। চার্চ অফ ইংলন্ডই বোধহয় আধুনিক ইংরেজীতে বাইবেল প্রকাশ করেছেন। আমার ঠিক জানা নেই। আগ্রহী পাঠক এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেন।

বর্তমান যুগের প্রথম শতকে যদি কোনো ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করা যেত, তুমি বাইবেল পড়েছ? প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে সে নিশ্চয় অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। বাইবেল আবার কি? কারণ বাইবেল শব্দটি তখন এবং আরও বহু বছর পর্যন্ত কারও জানা ছিল না। তখন কোনো বইবেই বাইবেল বলা হতো না।

চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের জনৈক গোষ্ঠীপতি জন ক্রাইসোটর ইহুদিদের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথিগুলিকে 'বিবলিয়া' অর্থাৎ 'বুকস' (গ্রন্থমালা) বলে উল্লেখ করতেন।

এইসব বিবলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিব্রু ভাষায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লেখা হয়ে আসছিল। প্রভু যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন হিব্রু ভাষার প্রচলন ছিল না। তখন সাধারণ মানুষ যে-ভাষায় কথা বলত তার নাম ছিল আরামিক। হিব্রু অপেক্ষা আরামিক অনেক সরল ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টের অনেক অংশ আরামিক ভাষায় লেখা হয়েছিল।

বাইবেল নামে এক মহাগ্রন্থ বা ধর্মপুস্তক রচনা করব বলে বা যা লেখা হয়েছিল তারই বা সূত্রপাত কে বা কবে করলেন 'হারিয়ে গেছে সে-সব অব্দ, ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ'। এক মাসে বা এক বছরে কেউ বাইবেল লিখে ফেলেননি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষেরা বাইবেল লিখেছেন।

ইহুদিদের গ্রামে ভজনালয় অথবা মন্দির ছিল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এখানে সমবেত হতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ নিজেদের বিষয় বা অন্যান্য ঘটনা পাতলা চামড়া বা প্যাপিরাস পাতার ওপর লিখে রাখত। সেই সংগে কিছু সং বাণী, উপদেশ, গীতসংহিতা বা প্রচলিত বিধানও লিখে রাখতেন। এই ভাবেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের সূত্রপাত। ওল্ড টেস্টামেণ্ট হলো বাইবেলের পূর্ব ভাগ, প্রথম খণ্ড বা 'পুরাতন নিয়ম'।

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ইহুদিরা যখন প্যালেস্টাইনে থিতু হয়ে বসেছিল তখন এইরকম অনেক পুঁথি সংগ্রহ করে একত্র করা হয়। পুঁথিগুলি সম্পাদনা করে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষার চেষ্টাও করা হয়েছিল বোধহয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে সংগৃহীত পুঁথিগুলি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং এই গ্রীক গ্রন্থ ইউরোপে পোঁছয়। বাইবেলের পূর্বভাগ এইভাবে স্থায়ী আসন লাভ করল।

লেখার ব্যাপারে পরবর্তী ভাগ বা নিউ টেস্টামেণ্ট রচনার কাজ অনেক সহজ হয়েছিল কিন্তু তা প্রচার করতে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

রোমের এক সম্রাট যীশুকে সহ্য করতে না পেরে কাঠের ক্রুশে লটকে সাধারণ দস্যুদের সংগে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিল। রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল হিংসা ও তরবারি। রোমানরা যীশুর প্রেমের বাণী বিশ্বাস করত না, কখনও প্রশ্রয়ও দিত না। অহিংসা ও প্রেমের বাণী শাসকরা বিপজ্জনক মনে করত।

যীশুর মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর বাণী প্রচার করতে অনুগামীদের অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার কোনো প্রশ্নই উঠত না।

তাই যীশুর অনুগামীরা দীর্ঘ পত্র ও পুস্তিকা মারফত প্রভু যীশুর জীবনী ও বাণী গোপনে প্রচার করত। পত্র ও পুস্তিকা হাতে পেলে তা নকল করে অন্য এক দলকে পাঠাত। এইভাবে তখন যীশুর বাণী প্রচারিত হতো। সেই সব পবিত্র বাণী ক্রমশঃ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকল।

যীশুর মৃত্যুর প্রায় তিন শতাব্দী পরে চাকা ঘুরে গেল। ইতিমধ্যে খ্রীশ্চান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজে ও শাসনকার্যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশের রাজা অপেক্ষা গির্জা প্রধান হলো এবং গির্জার সর্বোচ্চ কর্তাই প্রধান হয়ে উঠলেন। শাসনকার্যে ও আইন প্রণয়নে মহামান্য পোপের কথাই শেষ কথা, তাঁর ওপর আপিল চলবে না।

তখন যীশুর বাণী প্রচারে আর কোনো বাধা রইল না। তখন ঐসব পত্র, পুঁথি, পুস্তিকা সংগ্রহ করে বাইবেলের দ্বিতীয় ভাগ বা নিউ টেস্টামেণ্ট লেখা হলো। তবে ঐসব প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে অনেক অংশ বাতিল করা হয়েছিল বা নতুন করে লেখা হয়েছিল।

নিউ টেস্টামেণ্ট বা নতুন নিয়ম এক দিনে বা এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা

সম্ভব হয় নি। অনেক মাথা একত্রে মিলিত হয়ে, অনেক আলোচনা করে অনেক মতামত নিয়ে, বৈঠক করে তবে নিউ টেস্টামেন্ট চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। বাইবেলের এই দ্বিতীয় অংশ গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। পরে তো পৃথিবীর সব ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়েছে।

২

জগৎ সৃষ্টির বিবরণ

সবচেয়ে পুরাতন প্রশ্ন এবং যে প্রশ্নটির উত্তর হয়ত কোনো দিনই পাওয়া যাবে না সেই প্রশ্নটি হলো আমরা কোথা থেকে এলুম। মহাবিশ্ব তথা পৃথিবী কি করে সৃষ্টি হলো? বিজ্ঞানীরা কিছু দূর পর্যন্ত উত্তর দিতে পারেন কিন্তু এক জায়গায় তাঁদের থামতে হয়। আরম্ভটা হলো কি করে? এ প্রশ্ন চিরন্তন, এ প্রশ্নের শেষ নেই।

এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁরা মৃত্যুর দিনেও এই প্রশ্ন করেন, উত্তর না পেয়ে ভাবেন পরলোকে গিয়ে নিশ্চয় উত্তর পাবেন। কিন্তু তাঁরা তো আর ফিরে আসেন না অতএব তাঁরা উত্তর পেলেন কি না জানা যায় না। তবুও অনেক ব্যক্তি যে উত্তর পান তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

বিশ্বসংসার তথা পৃথিবী কি করে সৃষ্টি হলো, পাঁচ হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ার মানুষ যা জানত তারা সেটাই বিশ্বাস করত। সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল তদানীন্তন ইহুদিরা।

পৃথিবী কি করে সৃষ্টি হলো? উত্তর কি? তখনকার ইহুদিরা বিশ্বাস করত যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে যেমন সমুদ্র, নদী, হ্রদ, পাহাড়, বৃক্ষলতা, পশুপাখি, মানুষ ইত্যাদি এক একজন দেবতা সৃষ্টি করেছেন। দেবতার সংখ্যা অনেক। বিশেষ এক দেবতা বিশেষ এক জীব, বস্তু, প্রাণ বা কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। তবে শেষ পযন্ত ইহুদিরা বহু দেবতার অস্তিত্ব বাতিল করে একটি দেবতায় তাদের বিশ্বাস স্থাপন করে আসছেন। তিনি হলেন সদাপ্রভু ঈশ্বর। এ কথায় পরে আসছি।

খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছরে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উপত্যকায় যে সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল তাকে আমরা বলি সেমেটিক সভ্যতা। সেমেটিক জাতিরা ইহুদিদের মতো বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এখনও অনেকে বহু দেবতায় বিশ্বাসী। হিন্দুরাই তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রমুখ তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। পুজা প্রার্থনাও করে অনেক দেবতার।

সৃষ্টির যে কাহিনী আমরা ওল্ড টেস্টামেণ্টে পড়ে আসছি তা লেখা হয়েছে মোজেসের মৃত্যুর হাজার বছর পরে। মোজেসের কথা পরে অবশ্যই বলা হবে। ইহুদিরা এই মোজেসের সময় থেকে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে আসছে। তখন একেশ্বরবাদ বিশ্বাস না করলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত ছিল। সেই ঈশ্বরের নাম জিহোভা, তিনি হলেন স্বর্গের রাজা।

সেই সময় যারা মন্দিরে প্রার্থনা করতে যেত তখন তাদের শোনানো হতো যে একেবারে আদিতে পৃথিবী এক নিঃশব্দ শূন্যে ঘোর তিমিরে নিরালম্বভাবে বিচরণ করত। পৃথিবী পারাপারহীন অসীম জলরাশিতে পূর্ণ, শুধু জল আর জল, কোথাও ডাঙা ছিল না, জীবজন্তুও ছিল না, গাছপালাও ছিল না।
সেই সীমাহীন জলরাশির ওপর সর্বশক্তিমান জিহোভা একদিন আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'লেট দেয়ার বি লাইট' অন্ধকার দূর হোক আলো আসুক। আলোয় ভুবন ভরে গেল, অন্তহীন বিশাল জলরাশি আলোয় ঝলমল করে উঠল। জিহোভা বললেন এই দীপ্তি হলো 'দিন'।
সেই আলো এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে অন্ধকার ফিরে এল। জিহোভা বললেন এই অন্ধকারের নাম রাত্রি। দিনের পর রাত্রি আসবে। রাত্রের পর দিন ফিরে আসবে।
তারপর জিহোভা বললেন এবার পৃথিবীর জলরাশির ওপর একটা আকাশ হোক. যেখানে মেঘ ভাসবে, বাতাস বইবে। তাই হলো। সমুদ্রের ওপর বাতাস বইল, তরঙ্গ উঠল, আকাশে মেঘ ভাসল। দিন শেষ হয়ে এল, সন্ধ্যা হলো তারপর রাত্রি। রাত্রের অবসানে প্রত্যূষ, এবং ধীরে ধীরে আলো ফুটল। প্রথমদিন শেষ হলো।
দ্বিতীয় দিন আরম্ভ হলো। এদিন জিহোভা বললেন, জলের মাঝে ডাঙা উঠুক। ডাঙা এবং অনেক উঁচুনিচু পাহাড়ও দেখা দিলো। পাহাড়ের পাদদেশে সৃষ্টি হলো উর্বর উপত্যকা ও বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমি। জিহোভা এবার বললেন উর্বর ভূমিতে গাছপালা লতাগুল্ম তৃণ জন্ম নিক, ফলে ফুলে শস্যে এরা ভরে উঠুক। পৃথিবী সবুজ হলো। তারপর আবার রাত্রি হলো, আর একটা দিনও শেষ হলো।
চতুর্থ দিন আরম্ভ হলো। জিহোভা বললেন আকাশে নক্ষত্র ফুটুক, ঋতুচক্র প্রবর্তিত হোক, দিন গণনা শুরু হোক। সূর্য হবে দিনের রাজা, রাত্রি হবে বিশ্রামের সময়, তখন আকাশে নক্ষত্রদের সঙ্গে চাঁদও দেখা দেবে।
পঞ্চম দিনে জিহোভা বললেন, নদী ও সমুদ্রে মাছ আসুক, আকাশে পাখি ডানা মেলে উড়ুক, বৃহৎ তিমি থেকে শুরু করে কত রকমের, রঙের, ছোট বড় কত মাছ সাগরে সাঁতার দিতে লাগল। ক্ষুদ্র চড়ুই থেকে শুরু করে ঈগল ও আরও কত ছোট বড় রংবেরঙের পাখি আকাশে উড়তে লাগল। ক্লান্ত হলে গাছের ডালে বসে গান গাইতে লাগল। রাত্রি হতে না হতে পাখিরা বাসায় ফিরল। পঞ্চম দিন শেষ হলো।
ষষ্ঠ দিনে জিহোভা বললেন, এসব উপভোগ করবে কে? অতএব পৃথিবীতে প্রাণী আসুক। পাখি তো আগেই এসেছিল। এবার এল নানারকম জীবজন্তু, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি যারা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করবে।
এসব হবার পর জিহোভা কিছু মাটি তুলে নিয়ে নিজের আকৃতির মতো একটা মূর্তি গড়ে তাকে জীবন দান করে তার নাম দিলেন মানুষ যার স্থান হলো সকল পশুপাখীর ঊর্ধ্বে। এইভাবে ষষ্ঠ দিন শেষ হলো। সৃষ্টিও শেষ হলো এবং

পরদিন অর্থাৎ সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিলেন। বিশ্রামের জন্যই এই সপ্তম দিন ধার্য করা রইল।

জিহোভা মানুষের নাম দিয়েছিলেন অ্যাডাম। ফল ফুল লতাগুল্ম শোভিত, যেখানে শাখায় শাখায় মনের আনন্দে পাখি বসে গান করে, রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। স্রোতোস্বিনীর কলকল শব্দ শোনা যায় এমন অতি সুন্দর একটি উদ্যানে অ্যাডামকে বাস করতে বললেন। উদ্যানটির নাম ইডেন।

অ্যাডাম আবিষ্কার করল তার কোনো অভাব না থাকলেও সে বড় একা। সতত শান্তি, তবুও কি যেন নেই। অ্যাডাম লক্ষ্য করল যত জীব বিচরণ করছে প্রত্যেকের একটি করে সাথী আছে, তার নেই, সে নিঃসঙ্গ, একা। জিহোভা অ্যাডামের বেদনা বুঝলেন। তিনি অ্যাডামের বুকের পাঁজর থেকে একটি হাড় খুলে নিয়ে সেই হাড় থেকে প্রথম নারী ইভকে সৃষ্টি করলেন। এইভাবে সৃষ্টি হওয়ায় অ্যাডাম ও ইভের নাভি ছিল না। জিহোভা তাদের সেই স্বর্গ-তুল্য ইডেন উদ্যানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দিলেন।

ইডেন উদ্যানে অনেক গাছের মধ্যে বিশেষ একটি গাছ ছিল যে গাছে লোভনীয় ফল ঝুলত। অ্যাডাম ও ইভকে সেই গাছের ফল দেখিয়ে জিহোভা বললেন, এই উদ্যানে যে কোনো গাছের ফল তোমরা খেতে পার কিন্তু এই গাছটির ফল যতই লোভনীয় মনে হোক না কেন কখনই খাবে না এমন কি স্পর্শও করবে না। তাহলে তোমরা ভালো মন্দর বিচার করতে শিখবে, তোমাদের সরলতা দূর হবে, মনের আনন্দ ও শান্তি নষ্ট হবে, তোমাদের সর্বনাশ হবে অতএব এই ফল তথা গাছটি থেকে দূরে থাকবে। নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এন না।

অ্যাডাম ও ইভ জিহোভার আদেশ মন দিয়ে শুনে তারা প্রতিজ্ঞা করল ঐ বৃক্ষের ফল তারা খাবে না।

ঈশ্বর যত ভূচর সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে খল ছিল সাপ।

অ্যাডাম সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ইভ পাশে বসে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত উভয়ে যে উলঙ্গ এ জ্ঞান তাদের ছিল না। কোনো জীবেরই আবরণ নেই, তাদেরও নেই। এটাই স্বাভাবিক। আবরণ কি তাও তারা জানত না।

এমন সময়, সেই খল সাপ সেখানে এসে ইভকে বলল, জিহোভা তোমাদের যে আদেশ দিয়েছে তা আমি শুনেছি কিন্তু তোমরা মূর্খ তাই ওর কথা বিশ্বাস করেছ। ওর ভয় তোমরা ঐ নিষিদ্ধ ফল খেলে তোমরা জিহোভার মতো বুদ্ধিমান হয়ে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাই বলেছে ঐ গাছের ফল খেলে তোমরা মরবে। যে ফল দেখতে এত এত ভালো, এমন রসাল এবং সুমিষ্ট তো নিশ্চয় সেই ফল খেয়ে কি কেউ কখনও মরতে পারে? বুড়ো জিহোভার কথায় কি অত গুরুত্ব দিতে আছে?

হিংসুটে সাপ কত ভালো ভালো কথা বলল। ইভ প্রলুব্ধ হলো। গাছে সবচেয়ে যে ফলটি সেরা সেই ফলটি সাপ গাছ থেকে পেড়ে এনে ইভের হাতে দিয়ে বলল, দেখেছ কি সুন্দর, রসে টইটুম্বুর, খেয়ে দেখ কিছু হবে না।

ইভ অর্ধেক ফল খেয়ে অ্যাডামকে ঘুম থেকে তুলে তাকে বাকি আধখানা খেতে দিলো। অ্যাডাম সেটুকু খেয়ে ফেলল। কিন্তু এ কি হলো? তাদের মধ্যে অকস্মাৎ এক পরিবর্তন এল। তারা নগ্ন, তাদের ভীষণ লজ্জা হলো।
এই সময়ে সর্বজ্ঞ জিহোভা ওদের কাছে এলেন। ওরা তখন লজ্জা নিবারণ করতে গাছের আড়ালে লুকিয়েছে। জিহোভা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমি আর তোমাদের দায়িত্ব বহন করতে পারব না। এখন থেকে তোমরা ও তোমাদের সন্তানরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে আহার সংগ্রহ করবে। তোমরা এখন চরে খাও গে যাও বলে তিনি অ্যাডাম ও ইভকে স্বর্গোদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সাপকেও অভিসম্পাত দিলেন, তুমি এবার থেকে বুকে হাঁটবে, ধূলি খাবে, মানুষ তোমার মস্তক চূর্ণ করবে।

জিহোভার অভিশাপ নিষ্ফল হবার নয়। অ্যাডাম ও ইভকে জীবন ধারণের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কালক্রমে ওদের দুটি ছেলে হলো, কেন এবং এবেল। পুরাতন নিয়ম বইয়ে অ্যাডাম ও ইভের যেমন নাম দেওয়া আছে আদম ও হবা তেমনি তাদের দুই ছেলের নাম দেওয়া আছে কইন ও হেবল। দুই ভাই বড় হলো।
বড় ভাই কেন চাষবাস করে আর ছোট ভাই এবেল মেষ পালন করে। ভায়ে ভায়ে মাঝে মাঝে বিবাদ হয় যেমন আজও হয়। চাষবাস করলে আর ভেড়া চরালেও তখনও তারা যৌবনে উপনীত হয় নি, কিশোর বলা চলে।
কেনের জমিতে প্রথম ফসল হয়েছে, এবেলেরও মেষের বাচ্চা হয়েছে। দুই ভাই জিহোভার মন্দিরে পূজা দিতে গেল। মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দুই ভাই পাথরের দুটি বেদী নির্মাণ করল। কেন তার জমির প্রথম ফসল দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এবার হোম কাষ্ঠ জ্বালাবে। এবেল মেষ শাবকটি বেদীর ওপর বলি দিয়ে হোম কাষ্ঠ জ্বালিয়েছে। মেষ শাবকের দেহে মেদ থাকায় অগ্নি ভালোই জ্বলছিল কিন্তু কেন তখনও অনেক চেষ্টা করেও চকমকি জ্বালাতে পারছিল না। এবেল চুপ করে ভাইয়ের আগুন জ্বালাবার নিষ্ফল চেষ্টা লক্ষ্য করছে।
কেন ভাবল এবেল বুঝি তাকে বিদ্রূপ করছে। সে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে এবেলকে বলল তাকে বিদ্রূপ করার কারণ কি? এবেল বলল, সে মোটেই বিদ্রূপ করে নি, সে শুধু দেখছে।
এবেলের কথা কেন বিশ্বাস করল না, বলল, তুই এখান থেকে উঠে যা। এবেল বলল, যাব কেন? আমার উৎসর্গ এখনও শেষ হয় নি, হোমাগ্নি এখনও নেবে নি।
কেন আরও রেগে গেল। বলল, যাবি না? তবে রে? বলে এবেলকে কেন আঘাত করল। যদিও হত্যার উদ্দেশ্যে নয় তথাপি আঘাতটা হয়েছিল মারাত্মক জায়গায় এবং বেশ জোরে। ফলে এবেল তখনি মরে গেল। বাইবেলে এই হলো প্রথম হত্যা।
কেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভাইকে হত্যা করবার জন্যে সে তো আঘাত করে

নি। কেন সেখান থেকে পালিয়ে একটা ঝোপে লুকিয়ে রইল। সবার দৃষ্টি এড়াতে পারলেও জিহোভার দৃষ্টি সে এড়াবে কি করে ? অলক্ষ্যে থেকে তিনি সবই লক্ষ্য করছিলেন। কেনের সামনে উদয় হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার ভাই কোথায় ?

কেন রূঢ় স্বরে উত্তর দিলো, আমি জানি না। আমি কি ভাইয়ের রক্ষক ? আমি কি ওর ধাই মা যে ওর ওপর সর্বদা নজর রাখতে হবে ?

কেন জানে না সে কার সঙ্গে কথা বলছে। মনে মনে জানে সে মিথ্যা বলছে অতএব এর ভালো হলো না।

আদেশ অমান্য করার জন্যে জিহোভা যেমন অ্যাডাম ও ইভকে স্বর্গোদ্যান ইডেন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তেমনি এখন তিনি কেনকে ভিন্ন দেশে তাড়িয়ে দিলেন। অ্যাডাম ও ইভ আর কোনো দিন যেমন এবেলকে দেখতে পান নি তেমনি তারা আর কেনকেও দেখতে পান নি।

অ্যাডাম ও ইভ অত্যন্ত শোকাহত হলো। ছোট ছেলেটা হঠাৎ মরে গেল আর বড়টা কোথায় নিরুদ্দেশ হলো কেউ বলতে পারল না। পরে তাদের আরও ছেলে-পুলে হলেও তারা বাকি জীবন শান্তিতে কাটাতে পারে নি। অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে বৃদ্ধ বয়সে তারা মারা গিয়েছিল। জিহোভার আদেশ না শুনে জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণই তাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

আদি মানব ও মানবীর সন্তানসন্ততি, তাদের নাতিনাতনী ও তাদের বংশধররা পৃথিবী ভরে ফেলল। তখন পৃথিবীও অনেক ছোট ছিল। কেউ গেল উত্তরে কেউ দক্ষিণে কেউ পুবে বা পশ্চিমে, কেউ পাহাড়ে, কেউ কোনো উপত্যকায়, মরু অঞ্চলে বা পাহাড়ে।

এবেলকে হত্যা করে কেন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তা বন্ধ হলো না। মানুষকে মানুষ মারতে শিখে গেছে। মানুষের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল অপরাধ, পাপ ও হত্যাও তত বাড়তে লাগল। ভেড়া চুরি, শস্য লুঠ, পরের গাছ কাটা, কিশোরীকে উত্যক্ত বা অপহরণ করা ইত্যাদি অপরাধ দিন দিন বাড়তে লাগল। এবেলের মৃত্যুর পর ও কেন নিরুদ্দেশ হওয়ার পর অ্যাডাম ও ইভের আর একটি ছেলে হলো, তার নাম শেথ। শেথের বংশে জন্মেছিল মেথ্‌সেলা (পুরাতন নিয়মে এই নাম, মথুশেলহ) যিনি নয় শত উনসত্তর বৎসর পর্যন্ত বেঁচে-ছিলেন। এই মেথুসেলার নাতির নাম নোয়া।

নোয়া সৎ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের বিবেক মেনে চলতেন, দয়াবান, গুণবান এবং ধার্মিক ছিলেন। এমন আশা দেখা দিলো যে নোয়া মানবজাতিকে সৎপথে চালিত করতে পারবে।

জিহোভা দেখেছেন পৃথিবী পাপে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ক্রমশ ভোগলালসার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তাই তিনি স্থির করলেন যে তিনি কেবলমাত্র নোয়ার পরি-বারকে বাঁচিয়ে রাখবেন আর সকল নরনারী শিশু ও যাবতীয় পশুপক্ষী মেরে ফেলবেন।

তিনি নোয়ার কাছে এসে বললেন তুমি মজবুত কাঠের মজবুত একটা জাহাজ তৈরি কর। জাহাজখানা লম্বায় হবে সাড়ে চারশ' ফুট, চওড়ায় পঁচাত্তর ফুট, উচ্চতা হবে তেতাল্লিশ ফুট। তখন অবশ্য এই মাপ ছিল না তবে হাতের মাপ চালু ছিল। সেই হিসেব অনুসারে জাহাজের এই মাপ হয়। তিনি নোয়াকে আরও বললেন জাহাজখানা ত্রিতল হবে। ভেতরে কুঠুরি থাকবে, ছাদের এক হাত নিচে বাতায়ন থাকবে। পার্শ্বে দরজা থাকবে।

এই আকারের একটা জাহাজ বড় নদীতে তো বটেই সমুদ্রেও যেতে পারে। ভেবে অবাক হতে হয় যে সে যুগে শুধু কাঠ দিয়ে নোয়া কি করে এমন মজবুত একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন। তখন পেরেক ইসক্রুপ ইত্যাদি ছিল না তবে কাঠের গোঁজ দেওয়া যেত। দু খন্ড কাঠ মজবুত করে জোড়া দেবার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল।

মানুষ সে যুগে অনেক কিছুই তৈরি করত। পিরামিড তো মানুষই তৈরি করেছে, নিজের হাতে। তা আজও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পিরামিডের ভেতরে যেসব সামগ্রী ছিল সেগুলি নষ্ট হয় নি। বস্ত্রগুলি পোকায় কাটে নি। পোকা পাওয়াও যায় নি।

জিহোভা স্বয়ং আদেশ দিয়েছেন, জাহাজ তৈরি করতেই হবে। অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্বল করে নোয়া তার ছেলেদের নিয়ে জাহাজ তৈরি করতে আরম্ভ করল। প্রতিবেশীরা তাকে ঠাট্টা করে বলত জাহাজ ভাসাবে কোথায়? কাছে নদী নেই, সমুদ্রও বহু দূরে। প্রতিবেশীরা জানে না নোয়া জিহোভার আদেশে জাহাজ তৈরি করছে। কি হবে, কোথায় ভাসবে, তিনি ভাববেন, তাঁর আদেশ তো অমান্য করা যায় না।

সাইপ্রেস গাছের মোটা গুঁড়ি চিরে তক্তা বানিয়ে জাহাজ তৈরি হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তিনটে ডেক তৈরি হলো। ওপরে ছাদও তৈরি হলো তারপর জাহাজের যতটা অংশ জলে ডুবে থাকতে পারবে ততটা অংশ পুরু করে পিচ লাগিয়ে দেওয়া হলো। কাঠ ভিজে পচে যাবে না, ভেতরটাও শুকনো থাকবে। জাহাজের ছাদও এমন ভাবে তৈরি হলো যে কোথাও একটা ছিদ্র বা সরু ফাটলও রইল না। দিনের পর দিন অবিরাম ও প্রবল বারিপাত হলেও জাহাজের ঘরে এক ফোঁটাও জল পড়বে না। এইভাবে জাহাজ তৈরি শেষ হলো। এই জাহাজই বাইবেল তথা ইতিহাসে 'নোয়াজ আর্ক' নামে বিখ্যাত।

এবার নোয়া তার পত্নী, তিন ছেলে ও তাদের পত্নীরা জাহাজে ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। কিন্তু জল কোথায়? জলযাত্রা কিভাবে ও কোথা থেকে আরম্ভ হবে তা তখন তারা জানে না।

জলযাত্রায় যাতে খাদ্যাভাব না হয় এজন্যে শস্যাদির ভান্ডার করা হলো। আহার ও বলিদানের জন্যে—পশুও নেওয়া হলো। এছাড়া এক এক জোড়া করে স্ত্রী পুরুষ যাবতীয় পশুপাখি জাহাজে তোলা হলো।

জাহাজ বোঝাই হতে এক সপ্তাহ সময় লাগল। পশু ও পাখিদের পৃথক খাঁচায় আটকে রাখা হলো। বন্দী অবস্থা তারা মেনে নিচ্ছিল না তাই তাদের কলরবে

জাহাজ মুখর। তাদের গর্জনে কান ঝালাপালা, তারপর তারা জাহাজের গায়ে, গরাদে বা জালে ধাক্কাও দিচ্ছে। শুধু জলজ প্রাণী ছাড়া জাহাজে যাবতীয় পশুপাখির স্ত্রী-পুরুষ জোড়া নেওয়া হয়েছিল।

সপ্তম দিনের সন্ধ্যায় জাহাজের খোলা দরজা দিয়ে একটি প্রশস্ত ও মজবুত পাটাতন পেতে দেওয়া হলো। পাটাতন বেয়ে সপরিবারে নোয়া তার আর্কে উঠল। পাটাতন তুলে নেওয়া হলো। জিহোভা স্বয়ং জাহাজের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন।

সেই দিন শেষরাত্রি থেকে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি নয়, প্রবল বারিপাত। এমন বাধাহীন অবিরাম বৃষ্টি পৃথিবীতে কখনও হয় নি। চল্লিশ দিন আর রাত্রি ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারা দেশ প্লাবিত হলো, চারদিকে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। একটিও প্রাণী বেঁচে রইল না, শস্যক্ষেত, গাছপালা ভেসে গেল। ডুবে গেল।

কেবলমাত্র নোয়ার জাহাজখানি ভাসতে লাগল আর ভেতরে যেসব মানুষ ছিল তারা ও পশুপাখিগুলি বেঁচে রইল।

গবেষকরা বলেন তখন ভূমধ্য সাগর ছিল না, কয়েকটা হ্রদ, কিছু জলাভূমি ও বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি ছিল। জিব্রাল্টারে যোজক ভেঙে আটলাণ্টিকের জল ঐসব হ্রদ, জলা ও নিম্নভূমি প্লাবিত করে ভূমধ্যসাগর সৃষ্টি করেছিল। এই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিও হয়ে থাকতে পারে।

বৃষ্টি থামল। আকাশে তখনও ঘন মেঘ জমে আছে। আবার বৃষ্টি নামতে পারে। কিন্তু জিহোভা দয়ালু। তিনি আকাশে এমন ঝড় বইয়ে দিলেন যে সমস্ত জমা মেঘ উড়ে গেল। সূর্য দেখা দিলো। এবার তার কিরণ অত্যন্ত প্রখর।

নোয়া একটি বাতায়ন খুলে দেখলেন। দেখলেন চারদিকে শুধু জল আর জল। যতদূর দৃষ্টি যায় জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সীমাহীন জলরাশির মধ্যে তাঁর আর্ক ভাসছে। তিনি কোথায় রয়েছেন তাও বুঝতে পারলেন না। কোনো দিকে ডাঙার চিহ্ন নেই, পাহাড়ের মাথাও দেখা যাচ্ছে না।

নোয়া তখন খাঁচা খুলে একটা দাঁড়কাক এনে সেটাকে জানলা গলিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিলেন। ডানা ঝটপট করে কাকটা উড়ে গেল কিন্তু ফিরে এল। নোয়া বুঝলেন জল কোথাও সরে নি।

এবার তিনি একটি পায়রা ছাড়লেন কারণ পায়রা অন্য পাখি অপেক্ষা অনেক বেশি দূর পর্যন্ত না থেমে উড়ে যেতে পারে। অনেক পাখিই পায়রার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। ছেড়ে দেওয়া সেই পায়রা উড়তে উড়তে কোথাও গাছের ভাঙা একটা ডালও দেখতে পেল না যার ওপর সে কিছুক্ষণ বসে ক্লান্ত ডানা দুটোকে একটু বিশ্রাম দিতে পারে। চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে সে নোয়ার আশ্রয়েই ফিরে এল। নোয়া তাকে তাঁর পিঞ্জরেই ফিরিয়ে দিলেন।

নোয়া সাতদিন অপেক্ষা করলেন তারপর আবার সেই পায়রাটিকে খাঁচা খুলে বাইরে ছেড়ে দিলেন। সারাদিন গেল পাখি ফিরল না, ফিরে এল ঠিক সন্ধ্যার মুখে। তার ঠোঁটে তাজা একটি অলিভ পাতা (জিত বৃক্ষের নবীন পত্র—পুঃ নিঃ)। নোয়া বুঝলেন জল নেমে যাচ্ছে। যে গাছগুলো তখনও বেঁচে আছে তাদের মাথা জেগে উঠছে।

নোয়া আবার সাতদিন অপেক্ষা করলেন। তারপর সেই পায়রাটিকেই তৃতীয়বার ছেড়ে দিলেন। এবার পায়রা আর ফিরে এল না। নোয়া বুঝলেন জল সরে গেছে, পাখি কোথাও আশ্রয় পেয়েছে।

এই ঘটনার কিছু পরেই নোয়ার মনে হলো জাহাজখানা যেন কোথাও ধাক্কা খেল। ধাক্কা খায় নি। তখন জল সরে গেছে, ডাঙা জেগে উঠেছে, নোয়ার জাহাজ বা আর্ক আর জলে ভাসছে না, জলশূন্য জমিতে দাঁড়িয়ে আছে।

নোয়ার আর্ক আরমেনিয়ার মাউন্ট আরারাটে আটকে গিয়েছিল।

পরদিনই নোয়া তাঁর আর্ক থেকে বেরিয়ে অনেক দিন পরে ডাঙায় পা রাখলেন। ডাঙায় নেমে কিছু পাথর সংগ্রহ করে একটা বেদী বানিয়ে কয়েকটা পশু বলি-দান দিলেন।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত জুড়ে অর্ধ বৃত্তাকার রামধনুর উদয় হলো। সাতটা রং স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে, সে এক অপূর্ব শোভা। নোয়া বুঝ-লেন এ সদাপ্রভু ঈশ্বরেরই কীর্তি। তিনি রামধনু দ্বারা জানিয়ে দিলেন এবার পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জীবগণ সুখে বাস করবে, বসুন্ধরা শস্যশালিনী হবে। নোয়ার দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণই রইল না।

নতুন করে জীবন আরম্ভ হলো। নোয়ার তিন ছেলে শেম, হ্যাম এবং জ্যাফেথ ও তাদের তিন পত্নী আবার চাষবাস ও পশু পালন আরম্ভ করল। তাদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকল, সুখে শান্তিতে তারা বাস করতে লাগল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

যে সংকট থেকে নোয়া ও তার পরিবার সদ্য মুক্ত হয়েছে এবং যে পাপ থেকে তারা দূরে থাকতে চেয়েছিল তার প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি।

নোয়ার একটি উৎকৃষ্ট জাতের আঙুরের ক্ষেত ছিল। ক্ষেত থেকে পাকা ও রসাল আঙুর তুলে ওরা সুরা তৈরি করত। একদিন লোভ সামলাতে না পেরে নোয়া নিজেই একদিন অতিরিক্ত সুরা পান করে মাতাল হয়ে সাধারণ মদ্যপের মতো আচরণ করতে লাগল।

শেম এবং জ্যাফেথ পিতার এই কুৎসিত আচরণ সমর্থন করল না, তারা পিতার নিন্দা করতে লাগল কিন্তু অপর সন্তান হ্যাম ভিন্ন ধাতের ছিল। পিতা যদি সুরা পান করতে পারে তবে সেই বা করবে না কেন। পাত্রর পর পাত্র সুরা পান করে সেও মাতলামি করতে লাগল। সে ভাবল মদ খেয়ে মাতলামি করা মানে মজা করা। এতে অন্যায় কিছু নেই।

ইতিমধ্যে নোয়া ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে হ্যামের এমন নীতি বিরুদ্ধ আচরণ শুনে তাকে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে হ্যাম আফ্রিকা চলে গিয়েছিল এবং নিগ্রোদের প্রথম পিতা। আমরা যাদের নিগ্রো বলে জানি তারা সম্ভবতঃ হ্যামের বংশোদ্ভব। ইহুদিরা হ্যাম সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে না। অন্য দুই পুত্র শেম ও জ্যাফেথ অন্য দেশে চলে যায় এবং নিজ নিজ বংশ বিস্তার করে, অনেক ভাষাও প্রবর্তিত হয়। সে এক জটিল ইতিহাস। এরপর নোয়া সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু শোনা যায় না। হ্যামের এক নাতি নিমরড কুশলী ও পরাক্রান্ত ব্যাধরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

জিহোভার সহায়তায় নোয়া এক সুস্থ সমাজ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু নোয়ার সে আশা পূর্ণ হয় নি। তিন সন্তানের বংশধররা এমন কিছু কাজ করতে আরম্ভ করল যা জিহোভার বিরক্তি উৎপাদন করল।

তাদেরই কোনো এক গোষ্ঠী ইউফ্রেটিস উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। নদী-তীরে ব্যাবিলন নগরী তারাই নির্মাণ করে। এখানকার জমি খুব উর্বর, প্রচুর শস্য ফলত। নগর নির্মাণ শেষ করে তারা স্থির করল তারা ইঁট পুড়িয়ে অতি উচ্চ একটি মিনার তৈরি করবে। যার নিচে তারা সকলে সমবেত হবে এবং মিনা-রের মাথায় চড়ে তারা দূর দূরান্তে তাদের স্বজাতিকে দেখতে পাবে।

এই কাজ জিহোভার মনঃপূত নয়। তিনি চান না সকল ইহুদি একস্থানে বাস করুক। তারা যেন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সব মানুষ একজায়গায় থাক-বার চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে সমস্যা বাড়বে।

শত শত শ্রমিক মিনার তৈরি করছিল। অনেকটা গাঁথা হয়েও গেছে। জিহোভা তাদের মুখে বিভিন্ন ভাষা দিলেন। তারা নিজেদের ভাষা ভুলে অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগল ফলে রীতিমতো গন্ডগোল সৃষ্টি হলো। কি কাজ করতে হবে কেউ বুঝতে পারছে না বোঝাতেও পারছে না। কি করে কাজ হবে? অতএব মিনার নির্মাণ বন্ধ হয়ে গেল। ভিন্ন ভাষার মানুষ ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ঐ মিনার টাওয়ার অফ ব্যাবেল নামে খ্যাত। 'ব্যাবেল' শব্দের অর্থ ভেদ।

ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে এই হলো পৃথিবীতে সভ্যতা আরম্ভ হওয়ার সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এবার আমরা দেখব নতুন পৃথিবী গড়তে ইহুদি জাতির অবদান কতখানি।

৩

অগ্রদূতের দল

আব্রাহাম ছিলেন একজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, স্মরণীয় অগ্রদূত। কয়েক হাজার বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তাঁর সাহস পরবর্তীকালের অভিযাত্রী যারা দুর্গম আফ্রিকা, মেরু অঞ্চল, সাগরপথ সন্ধানী এমন কি আমেরিকা আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল তাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কলম্বাস, লিভিংস্টোন, ক্যাপটেন কুক, ক্যাপটেন স্কট বা অ্যামুণ্ডসেন এদের কারও চেয়ে অভিযাত্রী হিসেবে আব্রাহাম খাটো নন। ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে উর দেশে আব্রাহামেরা বাস করতেন।

নোয়ার পুত্র শেম আর্ক থেকে নেমে আসার পর থেকে ওরা বংশপরম্পরায় মেষপালক। আব্রাহাম একজন ধনী মেষপালক ছিলেন। তাঁর কয়েক হাজার মেষ ছিল। সেই বিরাট মেষপাল তদারক করার জন্যে তিনশত পুরুষ ও বালক নিযুক্ত ছিল। এরা আব্রাহামের প্রতি এতদূর অনুগত ছিল যে আব্রাহাম আদেশ করলেই বিনা প্রশ্নে ওরা নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারত।

মেষপালন ছাড়াও এরা যুদ্ধ করতে শিখেছিল। তারা নিপুণভাবে তীর ও বর্শা চালাতে পারত। এর প্রয়োজন ছিল কারণ ভূমধ্য সাগর তীরে পশুচারণ ভূমির মালিকানা রক্ষা করতে অথবা দখল নিতে অনেক সময় মারামারি করতে হতো।

আব্রাহামের বয়স যখন পঁচাত্তর তখন তিনি জিহোভার দৈববাণী শুনলেন। জিহোভা তাঁকে বললেন তুমি তোমার পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে ক্যানান দেশে গিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন কর। বর্তমানের প্যালেস্টাইন হলো অতীতের ক্যানান।

পুরাতন নিয়মে লিখিত আছে :

"সদাপ্রভু আব্রামকে কহিলেন। তুমি আপন দেশ জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈত্রিক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব। যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব, এবং তোমাকে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে।"

সদাপ্রভুর আদেশ তো বটেই তাছাড়া আব্রাহাম নিজেও স্থান ত্যাগ করার কথা

ভাবছিলেন কারণ যে চ্যালডিয়ানদের মধ্যে তিনি বাস করতেন তারা প্রতিবেশী-দের সঙ্গে প্রায়ই মারামারি করত। আব্রাহাম ছিলেন জ্ঞানী গুণী ও শান্তিপ্রিয়। বৃথা এই দ্বন্দ্ব তাঁর মোটেই ভালো লাগত না। মানুষে মানুষে লড়াই করবে কেন? অপরকে হত্যা করবে কেন? সদাপ্রভুর আদেশ পেয়ে তিনি আনন্দিতই হলেন।

তিনি আদেশ দিলেন এখানকার তাঁবু গোটাও। তখন ভৃত্যেরা আগে মেষগুলিকে দলবদ্ধ করল। মেয়েরা শোবার কম্বল গুছিয়ে নিল। মরু পথে চলবার জন্যে যথেষ্ট খাদ্য সঙ্গে নিল। এইভাবেই আরম্ভ হলো ইহুদি জাতির প্রথম স্থানান্তর অভিযান।

আব্রাহাম হলেন ইহুদি জাতির আদিপুরুষ। আব্রাহাম শব্দটির অর্থ 'বহুজনের পিতা' (ফাদার অফ দি মালটিটিচিউড)।

আব্রাহাম নোয়ার দশম পুরুষ, পিতার নাম টেরা। উর নামে যে নগররাষ্ট্রে তিনি বাস করতেন তার পুরোহিত-রাজা ছিলেন উদ্ধত, অত্যাচারী ও ব্যভি-চারী। এ রাজ্যে আব্রাহাম টিঁকতে পারছিলেন না। ঈশ্বর-বিশ্বাসী সদাচারী আব্রাহামকে রাজা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। আব্রাহামকে রাজা বলত তুমি জিহোভার ভজনা ছেড়ে তার উপাস্য দেবতা সিন-এর ভজনা করতে। আব্রাহাম কিছুতেই রাজি নয়। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আব্রাহামকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিতে বললেন। জিহোভার কৃপায় আব্রাহাম রক্ষা পেলেন। রাজা আব্রাহামকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আব্রাহাম জিহোভার আদেশ ভিক্ষা করলেন। তখনই জিহোভা আব্রাহামকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে।

জিহোভা দৈববাণীতে আরও বলেছিলেন যে আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের বস-বাসের জন্যে ক্যানান দেশ তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাই আব্রাহামের বংশধরগণ অর্থাৎ ইহুদিরা নিজেদের ঈশ্বরের মনোনীত মানবসম্প্রদায় (চোজেন পিপল অফ গড) বলে দাবি ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টা করে আসছেন।

আব্রাহামের পত্নীর নাম সারা। দুঃখের বিষয় সারার কোনো সন্তান হয় নি। এই বিরাট অভিযানে একজন সহকারী চাই। প্রয়োজন হলে যে আব্রাহামের পরিবর্তে কাজ করতে পারবে। আব্রাহাম তাঁর ভাইপো লটকে তাই সঙ্গে নিলেন।

জিহোভার আদেশ পেয়ে স্ত্রী সারা, ভাইপো লট পরিবারবর্গ, সানুচর বিরাট মেষপাল নিয়ে আব্রাহাম পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর লক্ষ্য সূর্য যেখানে অস্ত যায়।

আরবের মরু অঞ্চল অতিক্রম করতে থাকলেও তিনি ব্যাবিলন উপত্যকা এড়িয়ে চললেন। আসিরিয় সৈন্যগুলি ভীষণ অত্যাচারী। ইহুদিদের দেখতে পেলে তারা তাদের হত্যা করে সব লুটপাট করে নিত। মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যেত।

যাইহোক পথে কোনো বিপদ ঘটে নি। সেই বিরাট দল জর্ডন নদী অতিক্রম করে পশ্চিমের চারণভূমিতে পৌঁছল।

বিশ্রাম নেবার জন্য সেচেম গ্রামে তারা থামল। এই গ্রাম ক্যানানের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামে মরি-এর ওক নামে খ্যাত একটি ওক গাছের কাছে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে আব্রাহাম জিহোভার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন। এরপর আব্রাহাম বেথেলের দিকে যাত্রা করলেন। ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করবার জন্যে তিনি এখানে কিছু-দিন বিশ্রাম নিলেন।

কিন্তু হায়! আব্রাহাম যা অনুমান করেছিলেন তা হলো না। পাহাড়ের গায়ে বা উপত্যকায় যথেষ্ট তৃণ জন্মায় না, পশুচারণ ভূমি হিসেবে এ দেশ দরিদ্র। বিরাট এক মেষপাল সঙ্গে নিয়ে আব্রাহাম ও লট ক্যানানে থিতু হবার আগেই সেই মেষপাল সমস্ত ঘাস খেয়ে ফেলল। মেষগুলিও ক্ষুধার্ত ছিল। কিন্তু মেষগুলিকে তো খাওয়াতে হবে। নতুন চারণভূমির সন্ধান চলতে লাগল। কে আগে চারণভূমি খুঁজে বার করতে পারে এ নিয়ে আব্রাহাম ও লটের মেষপালক-গণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা থেকে মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল, দু পক্ষেই হতাহতর সংখ্যা বাড়তে লাগল। নতুন দেশে এসেও বুঝি সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

এসব হিংসা বা দ্বন্দ আব্রাহাম পছন্দ করতেন না। পশুচারণ ভূমি খুঁজে বার করবার জন্যে মারামারি কেন? সকলে মিলেমিশে কাজ কর নইলে পশুগুলি তো মরবেই তোমরাও মরবে। অনেক চেষ্টা করেও আব্রাহাম যখন দু পক্ষের মারামারি থামাতে পারলেন না তখন তিনি লটকে ডেকে বললেন আমাদের দু জনের মধ্যে এমন মারামারি নরহত্যা শোভন নয়। পশুপালকরা পশুচারণভূমি খুঁজে বার করা অপেক্ষা ওরা নতুন দেশে নিজেদের বাসস্থানের জন্যে ভূমি দখল করতে চায়। তাহলে তাই হোক। আমাদের মেষপাল নিয়ে আমরা দুদিকে চলে যাই, তুমি তোমার, আমি আমার। তাহলে আমরা শান্তি পাব এবং আমাদের আত্মীয়তা ও মৈত্রী অটুট থাকবে।

লট বুদ্ধিমান। সে রাজি হলো।

সে বলল সে জর্ডন নদীর উপত্যকায় থাকতে চায়। আব্রাহাম বললেন, বেশ তুমি তাই থাক। আমি এই দেশের বাকি অংশে চলে যাই। সেই বাকি অংশের বর্তমান নাম প্যালেস্টাইন।

সেমেটিক সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের দোয়াবে। ইহুদিরাও এইখান থেকে উদ্ভূত। পরে সেমেটিক জাতিরা বোধহয় এক মিশ্রিত জাতি ছিল। তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ক্যানানেও তখন সেমেটিক জাতির অন্যান্য সম্প্রদায় বাস করছিল। তারা আব্রাহামকে কোনো বাধা দেয় নি বরঞ্চ সাদরে গ্রহণ করেছিল। তারা আব্রাহামকে বলত 'ইব্রি' যার অর্থ ভিন্ন দেশ থেকে আগত। মনে হয় ইব্রি থেকে হিব্রু শব্দটি এসেছে। আর এই সেমেটিক ভাষায় আব্রাহাম শব্দের অর্থ বহুজনের পিতা।

আব্রাহাম খরা ও প্রখর রোদের দেশের পোড়া মানুষ। জীবনের অধিকাংশ সময় সেই দেশেই কেটেছে। এখানে এসে ছায়া সুনিবিড় বড় বড় গাছের দেখা

পেলেন।
প্রাচীন হেব্রন শহরের কাছে এক ওক গাছের কুঞ্জে আব্রাহাম তাঁবু ফেললেন। এখানেও তিনি যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে জিহোভার প্রার্থনা করে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁরই জন্যে জিহোভা শান্তির নীড় খুঁজে দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা জানাবেনই তো।
কিন্তু সদাপ্রভু জিহোভা তাঁর সহায় হলেও আব্রাহামের কপালে বুঝি শান্তি লেখা নেই। জর্ডন উপত্যকায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে লটের বিবাদ আরম্ভ হলো, বিবাদ থেকে লড়াই। লট আব্রাহামের নিজের ভাইপো। তাকে তার পরিবার-বর্গকে রক্ষা করা আব্রাহামের কর্তব্য। লটের স্বার্থ রক্ষা করতে আব্রাহামকে যেতেই হলো।
স্থানীয় যেসব শাসকরা লটকে বিব্রত করছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতা-শালী ছিল এলামের রাজা। তার শক্তি এতদূর ছিলো যে সে একাই অ্যাসি-রিয়ার মতো বড় শাসকদের সঙ্গে লড়াই করতে পারতো।
এই সময়ে এলামের রাজা সডম ও গমোরা নগর থেকে জোর করে কর আদায় করছিল কিন্তু ঐ দুই নগরের মানুষেরা কর দিতে রাজি নয়। সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তারা যখন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো তখন এলামের রাজা সসৈন্যে তাদের ওপর চড়াও হলো।
দুর্ভাগ্যের বিষয় যে লট যেখানে বসবাস করছিল সেই উপত্যকাতেই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ক্ষিপ্ত সৈনিকরা যুক্তি মানে না, প্রশ্ন করে না। তারা সডম ও গমোরার নরনারীদের বন্দী করবার সময় নিরপেক্ষ লট ও তার পরিবারের সকলকেও বন্দী করল।
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা এক প্রতিবেশীর কাছে আব্রাহাম এই দুঃসংবাদ শুনলেন।
আব্রাহাম তখনি সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত তাঁর মেষপালক বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলেন। গভীর রাত্রে এলামের রাজা ও তার বাহিনী নিদ্রামগ্ন। সডম ও গমোরা পরাজিত, তাদের রাজা ও নেতারা বন্দী। তারা কোনো আক্রমণ আশা না করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। সেই সময়ে পুরোভাগে থেকে আব্রাহাম তাঁর বাহিনী নিয়ে অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কি ঘটছে বোঝবার আগেই তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত। এমন সাংঘাতিক মুগুর বা গদাপেটা তারা বহু দিন খায় নি।
লট ও তার পরিবারবর্গকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আব্রাহাম সগৌরবে ফিরে এলেন। এই জয়ের ফলে প্রতিবেশি রাজ্যগুলিতে আব্রাহামের মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল।
সডমের রাজা যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল এখন চারদিক নিরাপদ দেখে আব্রা-হামের সঙ্গে দেখা করতে এল। সঙ্গে এসেছে স্যালেমের রাজা মেলচিজেডেক। স্যালেমের পরে নাম হয় যেরুশালেম অর্থাৎ শান্তির আলয় এবং বর্তমানে জেরুস্যালেম।

ইহুদিরা ক্যানান দেশে আসবার অনেক আগে থেকেই জেরুস্যালেমের অস্তিত্ব। মেলচিজেডেক ও আব্রাহামের মধ্যে গভীর প্রীতির সঞ্চার হলো কারণ উভয়েই জিহোভার ভক্ত, তাঁরই পূজা করে।

সডমের রাজাকে আব্রাহামের পছন্দ হলো না কারণ সে ধর্মরহিত ও কাল্পনিক সব দেবদেবীর আরাধনা করে। তা ছাড়া তার চালচলনও আব্রাহামের পছন্দ হচ্ছিল না। তবে পরাজিত এলামের রাজার সম্পত্তির লুটের ভাগ সে আব্রাহামকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু আব্রাহাম তা গ্রহণ করেন নি। তোমার হৃত সম্পত্তি ও পশগুলি যা তুমি উদ্ধার করেছ তা ভোগ করার অধিকারী তুমি তবে ইতিমধ্যে আমার ক্ষুধার্ত বাহিনী তোমার কয়েকটা মেষ ভক্ষণ করে ফেলেছে।

এশিয়ার পশ্চিম ভাগে সডোম ও গমোরা দেশ দুটির সুনাম ছিল না। এই দুই দেশের মানুষ শ্রমবিমুখ ও অলস তো ছিলই, চরিত্র বলে কিছু ছিল না, চুরি ডাকাতি খুন খারাবি লুটপাট তাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। খুন করলে খুনীর শাস্তি হতো না, বিচারও হতো না। তারা সবরকম পাপে ডুবে ছিল। তাদের কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছিল, তারা গ্রাহ্য করত না, ব্যঙ্গ করত। সৎ মানুষদের মূর্খ বলত। তাদের আচরণে আশপাশের দেশের মানুষরা বিরক্ত।

একদিন যখন কালো পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আব্রাহাম তাঁর তাঁবুর সামনে বসে আকাশে বর্ণচ্ছটা দেখতে দেখতে মনে মনে ঈশ্বরের গুণগান করতে করতে ভাবছেন যে এতদিনে জিহোভা তাঁর কথা রেখেছেন। তিনি পরম শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন। কবে সেই উর দেশ ত্যাগ করবার সময় জিহোভা তাঁকে সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু আব্রাহামের মনে একটা দুঃখ ছিল। সারা তাঁকে একটি উত্তরাধিকারী দিতে পারে নি। তবে আব্রাহামের এ দুঃখ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। আব্রাহাম একদিন জানতে পারলেন সারা সন্তানবতী। শীঘ্রই তাদের বংশধর আসবে। আব্রাহাম তাঁবুর সামনে বসে এইসব কথাই চিন্তা করছিলেন।

এমন সময় ক্লান্ত ও ধূলিধূসরিত তিনজন পথিক এসে তাঁর আতিথ্য ভিক্ষা করল। আব্রাহাম তখনি তাদের নিজের তাঁবুর মধ্যে সাদরে ডেকে নিয়ে তাদের পরিচর্যা করে বিশ্রাম নিতে বললেন এবং সারাকে ডেকে ক্ষুধার্ত অতিথিদের জন্যে শীঘ্র কিছু খাদ্য প্রস্তুত করতে বললেন।

তাঁবুর বাইরে একটি গাছের তলায় অতিথি তিনজন তৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে সেইখানে বসেই নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে রাত্রি এগিয়ে যাচ্ছিল। অতিথিরা বলল এবার তারা বিদায় নেবে। আব্রাহাম তাদের এগিয়ে দিতে চললেন। তারা সডোম ও গমোরা যাবে। আব্রাহাম সহসা আবিষ্কার করলেন অতিথি তিনজন আর কেউ নয়, জিহোভা স্বয়ং ও দুজন দেবদূত।

আব্রাহাম বুঝতে পারলেন কেন ওঁরা ঐ নগরীতে যাচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যও অনুমান করলেন। কিন্তু পাশেই যে তাঁর ভাইপো লট সপরিবারে রয়েছে। জিহোভাকে আব্রাহাম অনুরোধ করলেন, প্রভু দেখবেন লট, তার পত্নী ও সন্তান-

দের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।
জিহোভা কথা দিলেন তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি অতিরিক্ত কিছু বললেন, আব্রাহাম তুমি যদি ঐ দুই শহর থেকে পঞ্চাশজন, ত্রিশজন এমন কি দশজন সৎ মানুষ আমার সামনে আনতে পার তাহলে আমি ঐ শহরদুটি ধ্বংস করব না। পারবে না, শহরের নরনারী পংকিল পাপে ডুবে আছে।
যথাসময়ে সতর্কবাণী পেয়ে গেল, লট যেন এখনি সপরিবারে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় কারণ শহর দুটি এখনি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সাবধান, চলে যাবার সময় লট বা পরিবারের কেউ যেন পিছন ফিরে ক্ষণিকের জন্যেও না দেখে কি ঘটছে।
লট তখনি তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে ঘুম থেকে তুলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটল। প্রায় সারা রাত তারা যত দ্রুত পায়ে পারল চলল। ভোর হবার আগে তারা জোয়ার গ্রামে পৌঁছিতে চায়। আর বেশি পথ বাকি নেই, রাত্রিও শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে সেই গ্রাম যেখানে তারা নিরাপদ আশ্রয় পাবে। কিন্তু লটকে হারাতে হলো তার পত্নীকে, তার সন্তানরা মাতৃহীন হলো।
পিছনের আকাশ লাল, নরনারী, বাড়িঘর, পশু পাখি, গাছপালা সবই পুড়ছে, ভস্ম জমছে। লটের পত্নীর কৌতূহল হলো, পলকের জন্যে একবার পিছন ফিরে দেখলে আর কি হবে? তার স্বামীও টের পাবে না। লট পত্নী অদম্য কৌতূহল জয় করতে পারল না। সে পিছন দিকে তাকাবার সংগে সংগে লবণমূর্তিতে পরিণত হলো। কেউ টের না পেলেও সর্বদর্শী জিহোভা টের পেয়েছিলেন। তাঁর আদেশ না মানার এই পরিণতি।
পত্নীকে অকস্মাৎ হারিয়ে লট ব্যথা পেল। কন্যা দুটি তখন বিবাহযোগ্যা। একজনের পুত্রের নাম মোব। মোবাইট গোষ্ঠীর স্রষ্টা এই মোব। অপর কন্যার পুত্রের নাম বেন আমি, সে অ্যামোনাইটস গোষ্ঠীর স্রষ্টা।
পুরাতন নিয়মে এরকম লিখিত আছে :
"পরে লোট ও তাঁহার দুইটি কন্যা সোয়র হইতে পর্বতে উঠিয়া গিযা তথায় থাকিলেন; কেন না তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন আর তিনি ও তাঁহার সেই দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিলেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগৎসংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোনো পুরুষ নাই, আইস আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। এইরূপে তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাঁহার সহিত শয়ন

করিল ; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। এইরূপে লোটের দুই কন্যাই পিতা হইতে গর্ভবতী হইল। পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব রাখিল ; সে এখনকার মোয়াবীয়দের আদিপিতা। আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন্-আম্মি রাখিল, সে এখনকার আম্মান-সন্তানদের আদিপিতা।"

লটের দুর্ভাগ্য আব্রাহামকে পীড়িত করতে লাগল। বেচারা কোথাও স্থিতি হয়ে বসে সুখ ও শান্তি ভোগ করতে পারছে না। কাছেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর দুটির বীভৎস দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মানুষের এই দুঃখজনক ও শোচনীয় পরিণতি তাঁকে নিরন্তর পীড়িত করত। তিনি স্থির করলেন এই স্থানও তিনি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন।

মামরির সমতলভূমি ও অরণ্যভূমি ছেড়ে আরও পশ্চিমে চললেন। চলতে চলতে প্রায় ভূমধ্য সাগরের তীরে এলেন। অনতিদূরেই নীল সমুদ্র।

সমুদ্রের তীর বরাবর যে জাতি এখানে বসবাস করছিল তারা এসেছিল সুদূর ক্রিট দ্বীপ থেকে। আব্রাহামের হাজার বছর আগে তাদের রাজধানী চেনোসোস কোনো অজ্ঞাতনামা শত্রু সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল। যারা পালাতে পেরেছিল তারা আশ্রয়ের আশায় মিশর দেশে গিয়েছিল কিন্তু ফারাও-এর সৈন্যবাহিনী তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন তারা পূব দিকে ক্যানানদের দেশে যায়। তারা ক্যানানীয়দের অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল এবং সমুদ্র বরাবর একফালি জমি তারা ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে বাসস্থান নির্মাণ করে।

ক্রিট থেকে আগত এই নবাগতদের মিশরীয়রা বলত ফিলিস্টাইন বা ফিলিস্তিয়। ফিলিস্টিয়ানরা নিজেদের নতুন দেশের নাম দিলো ফিলিস্টিয়া যার বর্তমান নাম প্যালেস্টাইন।

ফিলিস্টাইনদের কপালে সুখ ছিল না। প্রতিবেশী বিশেষ করে ইহুদিদের সঙ্গে তাদের নিরন্তর সংগ্রাম লেগেই ছিল। এই সংগ্রাম থামল যেদিন রোমানরা ফিলিস্তিয় এবং ইহুদি, উভয়ের স্বাধীনতা অপহরণ করল।

পশ্চিম জগতে ফিলিস্টাইনরা তখন সুসভ্য জাতি রূপে পরিচিতি লাভ করেছিল। মেসোপটেমিয়ার মানুষরা যখন গদা, পাথরের কুড়ুল ও মুগুর নিয়ে লড়াই করত তখন ফিলিস্টাইনরা লোহার তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের কচু কাটা করত। তাই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি ও ক্যানানীয়দর রুখতে পারত।

আব্রাহাম নিরুৎসাহ হবার পাত্র নন। তাছাড়া তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, রণকৌশলও বোঝেন। তাঁর বাহিনীর অস্ত্রও প্রাচীন কিন্তু কোথা দিয়ে, কোন পথে, কখন ও কিভাবে শত্রুকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করা যাবে এ বিদ্যা তাঁর উত্তমরূপে জানা তো ছিলই, সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতেও জানতেন।

তিনি সুযোগ বুঝে ফিলিস্টিয়া আক্রমণ করে শত্রুকে পরাজিত করে সগৌরবে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বেয়র-শেবার (দিব্য কূপ) কাছে একটা জায়গা বেছে

নিয়ে তিনি বসবাস করতে আরম্ভ করলেন।

এখানে জিহোভার নামে ইহুদিরা একটা বেদী নির্মাণ করল। পানীয় জলের জন্যে একটা গভীর ইঁদারা খনন করল। ইঁদারাটি থেকে সব সময়ে শীতল জল পাওয়া যায়। তারপর চারদিকে গাছ লাগালেন যাতে তপ্ত রৌদ্রে শীতল ছায়ায় তারা বিশ্রাম করতে পারে, ছেলেরাও সেখানে খেলতে পারে।

আব্রাহামের বহুমুখী প্রতিভা স্থানটিকে মনোরম করে তুলল। এখানেই আব্রাহাম ও সারার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। তারা ছেলের নাম রাখল আইজ্যাক যার অর্থ হাসি। হাসিই তো, দেরিতে হলেও প্রথম সন্তান-জন্ম হাসি ও আনন্দের সঞ্চার করে। পুত্রের আশা তো তাঁরা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্বে এক কাণ্ড ঘটেছিল। আব্রাহাম যখন হতাশ হলেন যে আর তাঁর বংশধর জন্মগ্রহণের সময় নেই তখন সারা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেছিলেন। এমন নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল। এমন নিয়ম আজও প্রচলিত আছে।

আব্রাহামের এই দ্বিতীয় পত্নী ইহুদি কন্যা নয়। সে মিশর দেশবাসী, তার নাম হাগর। সে আব্রাহামের ক্রীতদাসী ছিল। সারা স্বভাবতই স্বামীর এই দ্বিতীয় বিবাহ পছন্দ করে নি, কেই বা করে? সতীন কেউ সহ্য করতে পারে না। তায় মেয়েটি ইহুদি নয় এবং স্বামীর পরিচারিকা।

অবস্থা চরমে উঠল যখন সারার নিজের সন্তান হওয়ার আগে হাগরের একটি পুত্র সন্তান হলো। ছেলের নাম রাখা হলো ইশমাইল। হাগরকে সারা হিংসা তো বটেই, ঘৃণা করতে লাগল, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। সারা হাগরের বিনাশ কামনা করল।

পরে সারার ছেলে হলো। এই ছেলে আইজ্যাক বড় হলো। ইশমাইলও বড় হলো। দুজনে একত্রে খেলা করত। আবার শিশুসুলভ মারামারিও করত আর তখনি সারা উঠত ক্ষেপে।

হাগরের বয়স সারার চেয়ে অনেক কম, দেখতেও সারার চেয়ে ভালো। স্বামী তার এই কাঁচ বউয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। এ পাপ যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই ভালো।

আব্রাহামকে সারা বলল, তুমি এখনি আমার চোখের সামনে থেকে হাগর আর ইশমাইলকে বিদেয় করবে কি না। আব্রাহাম রাজি নয় কারণ ইশমাইল তো তারই ছেলে, ছেলেকে তিনি ভালওবাসেন। না, না, এ তিনি পারবেন না, তাহলে অন্যায় হবে।

সারা অনমনীয়, সে হাগর ও ইশমাইলকে তার সঙ্গে থাকতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে স্বয়ং জিহোভা না এসে থাকতে পারলেন না। আব্রাহামকে তিনি বললেন সারা যা বলছে তা মেনে নাও। বিবাদ করে লাভ নেই।

আব্রাহাম শান্তিপ্রিয় তো বটেই এবং ধৈর্যশীল। কিন্তু প্রভুর আদেশ তিনি অমান্য করতে পারেন না। অতএব একদিন সকালে অন্তত বেদনার সঙ্গে তিনি হাগরকে বললেন তুমি ইশমাইলকে নিয়ে তোমার দেশে তোমার পরিবারে ফিরে

যাও। হাগরও ছেলেকে নিয়ে চোখের জলে বিদায় নিল।

মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ অনেক দূর। সাতদিন ধরে তারা চলল। তৃষ্ণায় কাতর। একদিন অবস্থা এমন হলো যে তারা বুঝি মারাই যাবে। পথও হারিয়ে ফেলেছে। বাঁচবার আর আশা নেই। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে হাগর বসে পড়ল। এমন সময় জিহোভা তাদের উদ্ধার করলেন। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কোথায় জল পাওয়া যাবে এবং কোন পথে গেলে হাগর তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, জিহোভা তাও বলে দিলেন। হাগর নীল নদের তীরে পৌঁছল এবং পথ চিনে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ফিরে গেল। তারা তাকে ও তার সন্তানকে গ্রহণ করল। জিহোভার আশীর্বাদধন্য ইশমায়েল বড় হয়ে যোদ্ধা হয়েছিল। পিতা আব্রাহামের সঙ্গে তার আর সাক্ষাৎ হয় নি। এদিকে আব্রাহামও তাঁর দ্বিতীয় সন্তান আই-জ্যাককে প্রায় হারিয়েছিলেন।

আব্রাহাম সদাপ্রভু জিহোভার একান্ত ভক্ত ও সেবক ছিলেন। তিনি নিজেও ধর্মা-চরণ থেকে বিরত থাকতেন না। সত্য ও ন্যায়ের পথেই তিনি চলতেন। যে কোনো কারণেই হোক জিহোভা যেন তাঁর প্রতি বিরক্ত না হন এই ছিল আব্রাহামের কামনা। এজন্য জিহোভার যে কোনো আদেশ তিনি বিনা প্রশ্নে ও প্রতিবাদে পালন করতেন।

জিহোভার ইচ্ছা হলো আব্রাহামকে তিনি আর একবার পরীক্ষা করবেন কিন্তু এবার পরীক্ষার ফল মারাত্মক হতে চলেছিল, আর একটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

জিহোভা একদিন আব্রাহামের সমুখে সহসা আবির্ভূত হয়ে আদেশ করলেন, তুমি তোমার ছেলে আইজ্যাককে মরিয়া পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ছেলেকে বলিদান দিয়ে তার দেহ পুড়িয়ে দাও।

প্রভুর আদেশ তা যতই কঠোর হোক পালন করতেই হবে। তাঁর কি ইচ্ছা কে জানে তবে তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই তো করেন।

স্বল্প সময় ভ্রমণের জন্যে তিনি দুজন ভৃত্যকে প্রস্তুত হতে বললেন। সঙ্গে পানীয় জল, কিছু খাদ্য নিলেন। একটি গাধাও সঙ্গে চলল। তার পিঠে বোঝাই করা হয়েছে শুকনো জ্বালানি কাঠ। তারপর আইজ্যাককে সঙ্গে নিয়ে সদলে মরুপথে চললেন, লক্ষ্য মরিয়া পাহাড়।

আইজ্যাক যে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছে এমন মনে হলো না। সে বেশ হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে পথ চলতে লাগল। তিন দিন পরে তারা মরিয়া পাহাড়ে পৌঁছল।

আব্রাহাম তাঁর ভৃত্য দুজনকে পাহাড়ের নিচে অপেক্ষা করতে বলে ছেলেকে নিয়ে পাহাড় চূড়ায় উঠলেন।

আইজ্যাকের নানা কৌতূহল, নানা প্রশ্ন। কিছু উৎসর্গ বা বলিদান দিতে সে তার পিতাকে অনেক বার দেখেছে কিন্তু এবার যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে। পাথরের বেদী সে চেনে, সঙ্গে জ্বালানি কাঠ এসেছে তাও সে দেখেছে। বাবা একটা লম্বা আর শাণিত ছোরা এনেছে তাও সে দেখেছে। এই ছোরা দিয়েই

তো উৎসর্গীকৃত মেষশাবকের গলা কাটা হয় কিন্তু সেই মেষশাবক কোথায় ? সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, মেষশাবক কোথায় ?
আব্রাহাম উত্তর দিলেন, যথা সময়ে আব্রাহাম তার ব্যবস্থা করবেন।
কথা শেষ করে আব্রাহাম ছেলেকে তুলে পাথরের বেদীতে শুইয়ে দিলেন। ছোরাখানা বার করলেন। শাণিত ছোরায় রোদ পড়ে চিকচিক করতে লাগল। আব্রাহাম ছেলের মাথাটা চেপে ধরে তার ঘাড়ের শিরা কাটতে উদ্যত হলেন।
ঠিক সময়ে অলক্ষ্যে জিহোভার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রভু বুঝতে পেরেছেন তাঁর ভক্তদের মধ্যে এমন অনুগত ভক্ত আর একটিও নেই। ওকে আর পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। অলক্ষ্যে সেই কণ্ঠস্বর বললেন, নিরস্ত হও। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে আশীর্বাদ করছি।
আব্রাহাম আকাশের দিকে মুখ তুলে দেবতার বাণী শুনছিলেন। বাণী স্তব্ধ হবার পর তিনি আইজ্যাককে পাথরের বেদী থেকে তুলে দেখলেন পাশে ঝোপে ছোট একটা গাছের ডালে বেশ বড় একটা কালো ভেড়ার সিং আটকে গেছে, ছাড়াতে পারছে না। এ প্রভু দ্বারা প্রেরিত।
আব্রাহাম ভেড়াটিকে ধরে বলিদান দিলেন।
তিন দিন পরে পিতা ও পুত্র সারার কাছে ফিরে এলেন।
বেয়র-শেবা আব্রাহামের আর ভালো লাগছে না। এখানেও নানা অশান্তি, অবাঞ্ছিত কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। এখান থেকেই হাগার ও প্রিয় পুত্র ইশমাইলকে বিদায় দিতে হয়েছে। অন্যতম প্রিয় পুত্র আইজ্যাককে বলিদান দেবার জন্যে মরিয়া পাহাড়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল।
পশ্চিমে এসে প্রথমে তিনি মামরিতে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। সেখানেই আবার ফিরে এলেন। নতুন করে বাড়ি তৈরি করলেন।
সারার বয়স এখন একশ সাতাশ বছর। পুরাণের মতো বাইবেলেও অতিশয়োক্তি দোষ দেখা যায়। বৃদ্ধা সারা এই কষ্টদায়ক পথশ্রম সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আব্রাহামকে শোকাহত করে মারা গেলেন। পূর্ব নাম ছিল সারি কিন্তু জিহোভার আদেশে আব্রাহাম তাঁকে সারা বলে ডাকতেন যার অর্থ রানী।
সারাকে কবর দেবার জন্যে হিটাইট সম্প্রদায়ের ইফ্রন নামে এক চাষীর কাছ থেকে মাচপেলার গুহায় আব্রাহাম চারশ শেকেলের বিনিময়ে জমি কিনলেন। মাচপেলার সেই নির্জন গুহায় সারা চিরদিনের জন্যে শায়িত রইলেন ? আব্রাহাম এখন নিঃসঙ্গ।
আব্রাহামের কিছু ভালো লাগছে না। তিনি চিরদিন পরিশ্রম করেছেন, ঘুরেছেন, প্রচুর, যুদ্ধও করেছেন। তবে এখন তিনি ক্লান্ত। বয়সের ভার বুঝতে পারছেন। বিশ্রাম চাই কিন্তু কোনো অবলম্বন নেই একমাত্র ঈশ্বর আরাধনা ছাড়া। তাই করবেন।
দৈহিক শান্তি পেলেও মানসিক শান্তি বুঝি আব্রাহামের কপালে লেখা নেই। আইজ্যাকের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হলেন। তিনি বাস করছেন ক্যানানীয়দের মধ্যে যারা অদ্ভুত সব দেবদেবীর উপাসক। ক্যানানীয় কোনো কন্যার সঙ্গে

আইজ্যাকের পুত্র কন্যারা ঐ সব অশাস্ত্রীয় দেবদেবীর উপাসনা করবে যা আব্রাহাম একেবারেই চান না।

আব্রাহাম যখন তাঁদের পুরাতন দেশ ছেড়ে পশ্চিমে চলে আসেন তখন তাঁর ভাই নাহোর তাঁর সঙ্গে আসে নি। সে সেই দেশেই থেকে গিয়েছিল। আব্রাহাম শুনেছেন নাহোর সেখানে বেশ বড় একটি পরিবারের জনক, পুত্র পৌত্র অনেক, কন্যাও কম নয়। এই পরিবারে আইজ্যাক যদি তার একটি সম্পর্কিত বোনকে বিবাহ করে তাহলে ভালো হয়। পরিবার একত্র থাকবে, ভিন্ন সম্প্রদায় থেকে বধূ আনতে হবে না।

আব্রাহাম তখন তাঁর পুরাতন ও বিশ্বাসী এক কর্মচারীকে ডাকলেন। এই কর্মচারী আব্রাহামের সব সম্পত্তির তদারক করত। তাকে আব্রাহাম বললেন আইজ্যাকের জন্যে তিনি কোন বংশের ও কেমন মেয়ে চান। মেয়েটি সংসারমুখী হবে, তার প্রভাবে পরিবারের সকলে আনন্দে থাকবে, চাষের কাজ ও পশুপালন জানবে এবং সর্বোপরি সে উদার ও দয়াশীলা হবে।

কর্মচারী বলল কর্তা একজন সর্বগুণসম্পন্না, নানা বিদ্যায় পটীয়সী, লাবণ্যময়ী ও দয়াবতী এক পুত্রবধূ যে চান তা সে বুঝতে পেরেছে।

কর্মচারী যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলো। বারোটি উট সঙ্গে নিলো। কারণ আব্রাহামের আদি বাড়িতে গিয়ে তাঁর ভ্রাতা নাহোর এবং অন্যান্যদের জানাতে হবে যে আব্রাহাম এ দেশ ছেড়ে সুদূর পশ্চিমে গিয়ে ভুল করেন নি। তিনি সেখানে প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করেছেন এবং সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করছেন। ক্যানানে আব্রাহাম বিশিষ্টতম ব্যক্তি।

প্রায় আশি বছর আগে উর ত্যাগ করে আব্রাহাম যে পথে পশ্চিমে এসেছিলেন সেই পথ দিয়েই কর্মচারী পুব দিকে চললো।

মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ, গাছের ছায়া বা তৃষ্ণার জল সহজে পাওয়া যায় না। তাই যতই দিন যায় গতিও শ্লথ হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত উর অঞ্চলে পেঁছে কর্মচারী নাহোর ও তার পরিবারের খোঁজ করতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যায় যখন মরুতাপ দূর হয়ে শীতল বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে সেই সময়ে কর্মচারী হারান শহরে এসে পেঁছিল। কূপ থেকে জল তুলে কলস ভরবার জন্যে রমণীরা ঘর থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে। জল ভরে ঘরে ফিরে রাতের খাবার তৈরি করতে হবে।

কর্মচারী এবং সকলেই তখন ক্লান্ত। বিশ্রামের জন্যে তারা একটি কূপের কাছে বসল, উটগুলিকেও বসাল। একটি বালিকা কূপ থেকে জল তুলছিল। তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে কর্মচারী সেই বালিকার কাছে জল চাইল। বালিকা সানন্দে জল দিতে রাজি হলো।

কূপের চারপাশ বেশ ছায়াস্নিগ্ধ। কয়েকটা খেজুর ও বাবলা গাছ শোভা বর্ধন করেছে। বালিকাটিও বেশ সপ্রতিভ, মন আকৃষ্ট করে। ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। টানা টানা চোখ, পাতলা নাক, বয়সের অনুপাতে বেশ লম্বা, দোহারা গড়ন।

কর্মচারীকে বালিকা জল পান করাল এমন কি তার উটগুলিও বাকি রইল না। বালিকা ক্লান্তিহীন। বারোটা উটের তৃষ্ণা নিবারণ করাতে কত না জল কূপ থেকে তুলল।
তৃষ্ণা নিবারণের পালা শেষ হতে কর্মচারী বালিকাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের গ্রামে আমার এই উটগুলো নিয়ে রাত কাটাবার জায়গা কোথাও পাওয়া যাবে? বালিকা বলল, নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তোমরা আমাদের বাড়ি চলো। তোমায় আশ্রয় দিতে পারলে আমার বাবা খুব খুশি হবেন। তোমাদের থাকার ও উট-গুলোকে খাওয়াবার কোনো অসুবিধে হবে না। শুধু রাত্রি কেন যতদিন পর্যন্ত তোমাদের বিশ্রামের দরকার ততদিন আমাদের বাড়িতে থাকবে তারপর তোমরা আবার যাত্রা আরম্ভ করবে। আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।
বালিকার ব্যবহারে কর্মচারী দারুণ খুশি। আব্রাহাম তো এমনই একটি বালিকাকে পুত্রবধূ করতে চায়। যোগাযোগ হলে চমৎকার হবে। কর্মচারী ভাবল দেখি কি হয়, মেয়েটির পরিচয় জানতে হবে।
মেয়েটি বলল সে নাহোরের পুত্র বেথুয়েলের কন্যা, তার নাম রেবেকা। লাবান নামে তার একটি ভাই আছে। সে তার বাবার কাছে শুনেছে আব্রাহাম নামে তার এক দাদু আছে, তার দাদুর আপন ভাই। তার জন্মের অনেক আগে তিনি নাকি ক্যানান দেশে চলে গিয়েছিলেন।
কর্মচারী যেন হাতে স্বর্গ পেল। এ তো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। যার সন্ধানে সে এসেছে সে তার সঙ্গে কথা বলছে? কি আশ্চর্য যোগাযোগ!
কর্মচারী তখন রেবেকার পিতা বেথুয়েলের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় জানিয়ে বলল ভূমধ্যসাগরের তীরে যে দেশ সেখানে আব্রাহাম এখন সগৌরবে বাস করছেন। তিনি সেখানকার একজন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। সকলে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। উট ও মেষের লোমের যে সমস্ত কম্বল এবং সোনা ও রুপোর যে সব উপহার কর্মচারী হেব্রন থেকে এনেছিল সেগুলি সে এখন বেথুয়েলকে দিলো। উরবাসীরা সেসব সামগ্রী দেখে চমৎকৃত। সোনার পানপাত্র-গুলির কারুকার্য দেখে তারা মুগ্ধ। এই সব নিবেদন করে কর্মচারী বলল, আব্রাহামের পুত্র আইজ্যাকের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্যে সে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।
পিতা এবং পুত্রী উভয়েই এই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হলো। এই সময়ে কন্যার ক্বচিত মতামত নেওয়া হতো। পিতা যে পাত্র মনোনীত করতো, কন্যাকে সেই পাত্রকেই বিবাহ করতে হতো। রেবেকার পিতা বেথুয়েল অন্য ধরনের মানুষ ছিল। পুত্রকন্যাদের মতামতও বিচার করে দেখতো, সহসা অগ্রাহ্য করতো না। সে চায় তার কন্যা সুখী হোক তাই সে রেবেকাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো যে সে অচেনা দূর দেশে যেতে রাজি আছে কি না এবং সম্প-র্কিত ভাইকে বিবাহ করবে কি না যে ভাইকে সে কখনও দেখেনি।
রেবেকা উত্তর দিলো সে রাজি এবং যাবার আয়োজন করতে লাগলো।
অতএব বৃদ্ধা ধাই মা ও অন্য দাসীদের সঙ্গে নিয়ে রেবেকা একদিন উটের পিঠে

চেপে পশ্চিমের সেই অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো যে দেশের এক উজ্জ্বল চিত্র আব্রাহামের সেই কর্মচারী তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

সন্ধ্যার মুখে উটের সারি গলার ঘণ্টা টুং টাং করে বাজাতে বাজাতে সেই দেশে পৌঁছল তখন প্রথম দর্শন হলেও রেবেকাদের খারাপ মনে হলো না।

একজন যুবক তার ক্ষেতে কাজ সেরে ঘরে ফিরছিলো। ঘণ্টার আওয়াজ শুনে সে রাস্তার ধারে থামলো। কারা আসছে ? আরে এগুলো তো তার চেনা উট। তারপর অবগুণ্ঠনবতী সেই কন্যাকে দেখলো যে তার পত্নী হবে।

আইজ্যাককে কাছে ডেকে সেই কর্মচারী তার প্রতিবেদন পেশ করে রেবেকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। বলল রূপ ও গুণের এমন সমন্বয় বিরল। এই কন্যা তোমাকে সুখী করবে।

আইজ্যাক ভাবল কর্মচারী যা বলছে তা যদি সত্য হয় তাহলে সে ভাগ্যবান। আইজ্যাক সত্যই ভাগ্যবান নচেৎ রেবেকার মতো পত্নী পাওয়া যায় না। শীঘ্রই তাদের বিবাহ হলো।

আইজ্যাক ও রেবেকার বিবাহের কিছুদিন পরে আব্রাহাম একশত পঁচাত্তর বৎসর বয়সে মারা গেলেন। ম্যাচপেলার সেই গুহায় পত্নী সারার কবরের পাশে তাঁকেও কবর দেওয়া হলো।

আব্রাহামের ক্ষেতখামার, পশুপাল যথা উট, মেষ, ছাগ ইত্যাদি, বাড়ি এবং অন্য সম্পত্তি ছিল সবই উত্তরাধিকার সূত্রে আইজ্যাক পেল। আইজ্যাক অলস ছিল না এবং পত্নীর প্রতিও সে দায়িত্বশীল ছিল। উভয়ে একত্রে কাজকর্ম করতো ফলে তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিলো।

কাজকর্ম শেষে সন্ধ্যার মুখে নিজেদের তাঁবুর সামনে বসে তারা গল্প করতো। ওদের যমজ ছেলেরা সামনে খেলা করতো। ওরা ভাবতো ওদের চেয়ে সুখী আর কে আছে।

যমজ ভাইদের মধ্যে আগে যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তার নাম এসাউ যার অর্থ লোমশ আর পরের ভাইটির নাম জেকব। দুই ভাইয়ের অনেক কীর্তিকাহিনীর কথা আমরা পরে শুনবো। যমজ হলেও দুই ভাইকে কিন্তু দেখতে ঠিক এক-রকম ছিলো না।

এসাউ-এর গঠন ছিল বলিষ্ঠ, শক্তসমর্থ কিন্তু সৎ। তার দেহে ছিল প্রচুর লোম, রং বাদামী, মনে হতো যেন ভাল্লুক। পরে নিপুণ শিকারী হয়েছিল। দ্রুত ছুটতে পারত। প্রকৃতি খুব ভালবাসতো। শিকার করে বা ফাঁদ পেতে পশু ধরে সারাদিন কাটিয়ে দিত।

জেকব ছিল শান্ত। বাড়ি থেকে কমই বাইরে যেত। মা রেবেকা এই সন্তান-টিকে বেশি ভালবাসত। ছেলের প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি আদর করত ফলে জেকব হয়েছিলো মায়ের আদুরে ছেলে।

এসাউকে মা তেমন পছন্দ করতো না। ছেলেটা যেন বুনো, পশুপাখির ছানা এনে ঘর ভর্তি করে ফেলে। গায়ে উটের নয়তো ছাগলের গন্ধ। ছেলেটার বুদ্ধি-

সুদ্ধিও কম, কেমন যেন।
জেকব বেশ শান্ত, হাসি মুখ, বাধ্য, মায়ের প্রিয়। মা তাকে বুদ্ধিমান মনে করতো। মায়ের দুঃখ এসাউ-এর আগে জেকব কেন ভূমিষ্ঠ হলো না তাহলে সেই তো তার বাপের উত্তরাধিকারী হতো।
এসাউটা সত্যিই বুনো। ভালো জিনিসের দিকে তার নজরও নেই, লোভও নেই। ভালো নরম কম্বল, শৌখিন আসবাব, বা কারুকাজ করা পাত্র, এসব এসাউকে আকৃষ্ট করে না। সে যে এক ধনী, অভিজাত ও নামী পরিবারের সন্তান, এজন্যে তার একটুও গর্ব ছিলো না। সে যেন তাদের পশুপালকের একজন।
শান্তশিষ্ট বা বাধ্য মানুষের মানসম্মান বুঝি চিরদিনই কম। সমাজে তারা বড়ো একটা পাত্তা পায় না। জেকবের অবস্থা ঠিক এইরকম অথচ তার ভাই এসাউ। সাহসী, সারা দেশ দাপিয়ে বেড়ায়, অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। সর্দারী করে। তাই তার নামডাক বেশি। কিন্তু একটা বড়ো গুণ তার ছিল। সে সরল, লোভহীন এবং উদার।
রেবেকার তো ষোলোআনা ইচ্ছে যে পিতার সমস্ত সম্পত্তি জেকব ভোগ করুক। সম্পত্তির বিষয় এতদিন জেকব চিন্তা করে নি কিন্তু তার মা তার মনে সম্পত্তি তথা সুখ, সমৃদ্ধি ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের লোভ ঢুকিয়ে দিলো। এখন মা ও ছোট ছেলে দুজনেই চক্রান্ত করতে লাগলো কি করে এসাউকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। এমন কুৎসিত চক্রান্তের কথা শুনতে ভালো লাগে না। তবুও যা ঘটেছিল তা তো মানতে হবে কারণ পরবর্তী ইতিহাসে এইসব ঘটনার প্রভাব বিস্তারিত হয়েছিল। যা ঘটেছিল তা খুঁটিয়ে লিখলে পড়তে মনে কষ্ট হবে, ভালোও লাগবে না।
আগেই বলেছি এসাউ বাড়ির বাইরেই বেশির ভাগ সময় কাটাত। পাখি শিকার, জন্তু ধরার ফাঁদ, মেষ চরানো বা উটের পিঠে চেপে দৌড় প্রতিযোগিতা এবং চাষবাস নিয়েই তার সময় কাটাত। এগুলি ছিল তার নেশা। সে আর কিছু ভালবাসতো না। রোদ, হাওয়া, জল এবং পেটভরে আহার পেলেই সে তৃপ্ত। নেতারা কোথায় কি আলোচনা করছে, কে কি ফন্দী আঁটছে, এসবের মধ্যে কখনই নাক গলাত না, ভালো লাগতো না। ক্ষিধে পেলে খেতো, তেষ্টা পেলে পান করতো, মাঝে মাঝে সুরা, ঘুম পেলে ঘুমতো। এই নিয়েই সে সন্তুষ্ট।
এসাউ একদিন শিকার করে ঘরে ফিরলো। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। জেকব তখন রান্নাঘরে ডাল রান্না করছিল।
ভাইকে বিনয় করে এসাউ বললো তাঁর ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। জেকব এক বাটি ডাল দেবে নাকি? তাহলে সে রুটি দিয়ে খাবে।
জেকব যেন শুনতেই পায় নি।
এসাউ এবার গলা চড়িয়ে বললো, আমি ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি, এক বাটি ডাল আমাকে দিবি কি না?
জেকব বললো, বেশ, ডাল দিচ্ছি কিন্তু তুই আমাকে কি দিবি বল?

এসাউয়ের সত্যি তখন ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। বললো, তুই যা চাইবি তাই দোব। এসাউ আর কিছু ভাবতে পারছিল না।
জেকব বললো, যা চাইব তাই দিবি ? বড় ছেলে হিসেবে তুই তোর সব সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে দিবি ? কোনোদিন আর দাবি করবি না ?
হ্যাঁ সব তোকে দোব, নিকুচি করেছে তোর সম্পত্তিতে, একটা ক্ষেত, খালি কটা জমি কি এখন আমার ক্ষিধে মেটাতে পারবে ? আমি বলে এখন ক্ষিধের জ্বালায় মরছি আর উনি বলছেন সম্পত্তি। হ্যাঁরে বাবা সব তোর এখন এক বাটি ডাল আর রুটি দে তো।
তুই প্রতিজ্ঞা করছিস ?
নিশ্চয়। আমি তোদের মতো কথা ফিরিয়ে নিই না. কই ডাল কি হলো ? দে না।
দুঃখের বিষয় সেকালের ইহুদিরা মুখের কথা যথেষ্ট মনে করতো। এ ধরনের কথা তো দুই ভাই কৌতুকের ছলেও বলতে পারে কিন্তু এসব কথার তখন গুরুত্ব দেওয়া হতো। এক বাটি ডাল ও রুটির বিনিময়ে একজন ক্ষুধার্ত যুবক তার সম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করবে এ কথা আজকাল কে বিশ্বাস করবে ? কিন্তু সেকালে এমন প্রচলিত ছিল। তাই জেকব ধরে নিল এসাউ যখন প্রতিজ্ঞা করেছে তখন সে সম্পত্তির দাবি ত্যাগ করলো।
জেকব তার মাকে বললো এক বাটি ডাল ও রুটির বিনিময়ে এসাউ তার সমস্ত সম্পত্তির দাবি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে। এখন পিতা আইজ্যাকের নিয়মমাফিক সম্মতি আদায় করতে হবে। তিনি রাজি হলেই জেকব মালিক হবে।
এমন একটা সুযোগও এসে গেল।
আইজ্যাক একটা রোগে ভুগছিল। চোখের রোগ। মরু অঞ্চলে যারা থাকে এমন চোখের রোগ তাদের অনেকেরই হয়। এছাড়া মামরির যে অঞ্চলে আইজ্যাক বাস করছিল সেখানে দীর্ঘদিন ধরে খরা চলছিল। কূপগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। আরো কিছুদিন পরে হয়ত জল একেবারেই পাওয়া যাবে না। জলাভাবে পশুগুলোও একের পর এক মারা যাবে।
তাই সময় থাকতে আইজ্যাক জলের আশায় তার পশুপাল নিয়ে আরও পশ্চিমে যেতে যেতে ফিলিস্টিনদের দেশের ভেতরে ঢুকে পড়ল। ফিলিস্টিনিয়রা বাধা দিয়েছিল। এক পুরুষ আগে এখানেই বেয়র-শেবাতে আব্রাহাম যেসব কূপ খনন করেছিল সেগুলি এখন জলে পূর্ণ। জলের অভাব হবে না কিন্তু মামরি উপত্যকা থেকে ফিলিস্টিন পর্যন্ত আসতে আসতে বৃদ্ধ আইজ্যাকের শরীর ভেঙে পড়ল।
তবুও যে হেব্রনে তার পিতা আব্রাহাম একদা বসতি স্থাপন করেছিলেন সেখানে ফিরে আইজ্যাক মনে শান্তি পেলেও সে যেন অনুভব করলো তার দিন ফুরিয়ে আসছে। এখানে সে শান্তিতে চোখ বুজতে পারবে। তবে মরবার আগে বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করে গেলে সে শান্তিতে মরতে পারবে।

আইজ্যাক তার বড় ছেলে এসাউকে ডেকে পাঠিয়ে বললো অরণ্যে গিয়ে একটি হরিণ শিকার করে আনতে। তারপর সেই হরিণের মাংস ঝলসে তাকে কিভাবে পরিবেশন করতে হবে তা এসাউ জানে। হরিণের ঝলসানো মাংস তার খুব প্রিয়। শেষবারের মতো এই মাংস খেয়ে, সে এসাউকে আশীর্বাদ করবে এবং সে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিধান অনুসারে এসাউয়ের নামে লিখে দেবে।
এসাউ বললো সে তার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করবে। হরিণ শিকার করে এনে নিজে সেই মাংস ঝলসে পরিবেশন ঠিক যেমন তার পিতা খেতে ভালবাসেন। এসাউ তার সেরা তীর ধনুক নিয়ে তখনি হরিণ শিকারের জন্যে বেরিয়ে পড়লো।
পিতা পুত্রে যেসব কথাবার্তা চলছিল, আড়ালে থেকে রেবেকা সেসব শুনে আতংকিত হয়ে তখনি প্রিয় পুত্র জেকবকে ডেকে ফিসফিস করে বললো, শোন, তোর বাবার অবস্থা মোটেই ভালো নয়, আজ রাত্রিও হয়তো টিঁকবে না। আজ রাত্রে শেষবারের মতো শয্যাগ্রহণ করবার আগে তোর বাবা সব সম্পত্তি এসাউকে লিখে দেবে। তুই এসাউ সেজে তোর বাবার সামনে গিয়ে বলবি, কি লিখে দেবেন দিন। তোর বাবা এখন চোখে ভালো দেখতে পায় না, তোকে চিনতে পারবে না। এসাউ মনে করে তোকেই সব লিখে দেবেন আর আমাদেরও ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
মতলবটা জেকবের মনঃপূত হলো না। বিপদ আছে। সে কি করে এসাউ সাজবে? এসাউ লোমশ, সে লোমহীন, এসাউয়ের কণ্ঠস্বর কর্কশ, তার মোলায়েম। কি করে হবে?
কি করতে হবে রেবেকা তা ভেবে রেখেছিল। সে বললো, এ খুব সোজা। তবে এখনি হরিণ বা হরিণের মাংস কোথায় পাওয়া যাবে? সে তাড়াতাড়ি কচি দেখে দুটো ছাগল ছানা মেরে ছাল ছাড়িয়ে ঝলসে দিলো ঠিক যে ভাবে এসাউ রান্না করত। ছাগল ছানার ছাল দুটো আগুনের তাপে শুকিয়ে জেকবের দুই হাতে পরিয়ে দিলো। তারপর এসাউয়ের একটা জামা জেকবকে পরিয়ে দিলো। জামাটাতে তখনও এসাউয়ের গায়ের ঘামের গন্ধ লেগেছিল। বলে দিলো এসাউ-য়ের মতো গলা মোটা করে কথা বলবি। এসাউ যে পাত্র করে মাংস নিয়ে যায় রেবেকা তেমন একটা পাত্রে ঝলসানো মাংস গুছিয়ে দিলো এবং এসাউ যেভাবে তার বাবাকে খাওয়ায় তা অনুকরণ করতে বললো।
আইজ্যাক ঠকে গেল। চোখে দেখতে পায় না, ঘরে আলোও কম। এসাউয়ের গায়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মাংস পরিবেশনের সময় এসাউয়ের লোমশ হাতও সে স্পর্শ করেছে, কথাও বলছে তারই মতো। আইজ্যাক ধরতে পারল না। এমন কি মাংসটাও যে হরিণের নয় তাও বুঝতে পারল না।
আহার শেষ করে আইজ্যাক ছেলেকে বললো তার সামনে নতজানু হয়ে বসতে। জেকব নতজানু হয়ে বসলে আইজ্যাক তাকে আশীর্বাদ করে তার সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করলো।
বাপকে তৃপ্ত করে খাইয়ে দাইয়ে নিজের কাজ হাসিল করে জেকব আইজ্যাকের

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মুহূর্তেই এসাউ পিতার ঘরে ঢুকে অচিরেই সব টের পেয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলো। আইজ্যাক যার পর নেই বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়ে বললেন আর তো কিছু করবার নেই, তিনি তো তাঁর অর্পণপত্র বা কথা ফিরিয়ে নিতে পারেন না। ভুল হয়ে গেলেও নয়। এসাউকে বললেন তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। জেকব অপেক্ষা তাকেই তিনি বেশি ভালবাসেন এবং জেকব মনে করেই তো সমস্ত কিছু আগেই দান করেছেন। এখন আর কোনো উপায় নেই, যা ঘটবার তা তো ঘটেই গেছে। জেকব যে চোর তা সে ভাবতেই পারে নি। বড় ভাইকে ঠকিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে সে অন্যায় করেছে।

এসাউ ক্রোধে উন্মত্ত, লম্ফঝম্ফ করছে বুনো পশুর মতো, সুযোগ পেলেই ভাইকে খুন করবে। তাকে তো সে সবই দিয়ে গিয়েছিল। আগে বললে পিতার সম্মতিও সে আদায় করে দিত তা বলে এই ভাবে ঠকানো? সহ্য করা যায় না।

রেবেকা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে জানে জেকবকে যদি এসাউ আক্রমণ করে তাহলে সে দাঁড়াতেই পারবে না। এসাউকে এখন শান্ত করাও যাবে না।

জেকবকে ডেকে রেবেকা বললো পূব দেশে তার ভাই লাবানের কাছে এখনি পালিয়ে যেতে। এখানে সব কিছু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত জেকব মামার বাড়িতেই থাকতে পারবে। একজন মামাতো বোনকে বিয়েও করতে পারবে।

জেকব বীর নয়, তীর ছুঁড়তে বা গদা চালাতেও জানে না। আপাততঃ পালিয়ে বাঁচাই শ্রেয়, মায়ের পরামর্শই মেনে নেওয়া যাক। তৈরি হয়ে জেকব মামার বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলো।

সে তো জানে সে অপরাধ করেছে, পাপী। পাপবোধও তার সঙ্গে চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে অনুশোচনাও হয়, কি দরকার ছিল এসবে? মামার বাড়ি পৌঁছনো, সেখানে দীর্ঘদিন বাস এবং পরে নিজের বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত সময় তার জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়। কত আকাঙ্ক্ষা কত অদ্ভুত স্বপ্ন তাকে বিহ্বল করেছে, কত চক্রান্তেরও স্বীকার হতে হয়েছে। এসব ক্রমশঃ জানা যাবে।

মামার বাড়ি খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয় নি তবে পথে যেতে যেতে সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করে। অপরকেও স্বপ্নের বিষয় বস্তু বিশ্বাস করতে বলে।

জেকব বলে যে পথে যেতে যেতে বিথেল নামে একটি জায়গার কাছে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। তার মাথার ওপরে আকাশ খুলে গেল। আকাশ থেকে তার কাছে জমি পর্যন্ত লম্বা একটা মই নেমে এলো। মই বেয়ে নেমে এলো কয়েকজন দেবদূত যাদের ওপরে রয়েছেন স্বয়ং জিহোভা। জিহোভা জেকবকে বললেন যতদিন তুমি দেশত্যাগী হয়ে থাকবে ততদিন আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

কিন্তু এই স্বপ্ন জেকব সত্যই দেখেছিল কি না, জিহোভা তাকে কিছু আশ্বাস দিয়েছিলেন কি না তা কেবল জেকব একাই বলতে পারে। স্বপ্নের সাক্ষ্য প্রমাণ

পাওয়া যায় না। মনে হয় জেকব নিজের অপরাধ চাপা দেবার জন্যে এই কথা রটিয়ে বেড়াত অর্থাৎ আমি যদি অপরাধী হই তাহলে কি সদাপ্রভু আমাকে আশীর্বাদ করবেন নাকি সাহায্যের আশ্বাস দেবেন ? আমি নিরাপরাধ। আর সত্যিই কি জেকব জিহোভার কোনো সহায়তা পেয়েছিল ? সন্দেহ আছে।
কারণ জেকব উর দেশে মামার বাড়ি পেঁছিলে মামা অবশ্য থাকবার জন্যে তাকে ঘর দিলেন কিন্তু যখন সে সুন্দরী কিশোরী মামার মেয়ে র‍্যাচেলকে বিয়ে করতে চাইল তখন কিন্তু মামা বললো আগে তুমি সাতবছর বিনা পারিশ্রমিকে আমার ক্ষেত-খামারে কাজ করো, পশু চরাও।
র‍্যাচেলকে বিয়ে করবার আশায় জেকব বিনা পারিশ্রমিকে সাত বছর খাটল। তখন মামা তার সঙ্গে র‍্যাচেলের পরিবর্তে বড় মেয়ে লিয়ার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। লিয়াকে জেকব পছন্দ করত না।
মামা বললো, বড় মেয়ে অবিবাহিত থাকতে ছোট মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে পারি না। র‍্যাচেলকে চাইলে তোমাকে আমার ক্ষেত-খামারে আরও সাত বছর বিনা পারিশ্রমিকে খাটতে হবে। জিহোভা যদি জেকবকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয় জেকবকে সংকট থেকে মুক্ত করতেন।
জেকবেরও উপায় ছিল না। আপাততঃ লিয়াকে বিয়ে না করে এবং র‍্যাচেলের আশা ত্যাগ করে দেশে ফিরলে এসাউ তাকে ছাড়বে না। তাছাড়া র‍্যাচেলকে সে ভালবেসে ফেলেছে, তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। অতএব লিয়াকে বিয়ে করে জেকব বিশ্বস্ততা ও যত্নের সঙ্গে মামার ভেড়া চরাতে লাগল। এইভাবে আরও সাত বছর পূর্ণ হলো।
তবুও এখনও সে মামার দয়ার ওপর নির্ভরশীল কারণ তার নিজের বলতে কিছুই নেই, একটাও ভেড়া, ছাগল বা উটের সে মালিক নয়। আলাদা করে নিজস্ব সংসারও পাততে পারছে না। মামার সঙ্গে আবার সাত বছরের চুক্তি করতে হলো। মামার যতো কালো, গায়ে নানা রঙের ছোপধরা বা ফুটকি দেওয়া ভেড়া ও ছাগল আছে সবগুলির সে মালিক হবে। এই পশুগুলির মালিক হলে জেকব নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। মালিক হবে ঐ সাত বছর বিনা পারিশ্রমিকে খাটলে।
লাবান বেশ চতুর। ব্যবসা বোঝে। সে জানে কালো, গায়ে নানারঙের ছোপধরা বা ফুটকিওয়ালা ভেড়া বা ছাগল বিরল। সেগুলো সাত বছর পরে যদি ভাগ্নের সম্পত্তি হয় তাহলে তার সেরা পশুগুলি চলে যাবে। তাই সে এইরকম মদ্দা আর মাদি পশুগুলো পাল থেকে আলাদা করে অন্য একটা চারণভূমিতে পাঠিয়ে দিলো। লাবান এগুলোর দেখাশোনার ভার দিলো তার ছেলেদের ওপর। ছেলেদের সাবধান করে দিলো জেকব যেন এদিকে না আসে বা এই পশুগুলো চরাতে না নিয়ে যায়।
মামার চাতুরী ভাগ্নে ধরে ফেলল। গত চৌদ্দ বছর মামার পশুগুলোর তদারকী করতে করতে জেকব পশুপালন সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছিল। এ বিদ্যা সে

উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিল। বিশেষ রঙের পশুদের কি ভাবে পরিচর্যা করলে, তাদের খাদ্য ও জলের সঙ্গে কি খাওয়ালে এবং কতো পরিমাণে খাওয়ালে তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয় তা সে ভালো করেই শিখে নিয়েছিল। সেইসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সে তার রঙিন পশুগুলোর সংখ্যা মামার পশুর চেয়ে বাড়িয়ে ফেললো।

লাবানের পশুগুলো তার ভাগ্নে, ছেলেরা বা ক্রীতদাসেরা দেখাশোনা করত। সে এদিকে বড় একটা আসত না কিন্তু সাত বছরের মধ্যে ভাগ্নে যা করে ফেলেছে তা সে প্রথমে টের পায় নি। সে অবাক হয়ে দেখলো তার চেয়ে ভাগ্নের রঙিন পশুর সংখ্যা অনেক বেশি। ভাগ্নে তাকে ঠকিয়েছে।

লাবান খুব রেগে গেল কিন্তু কিছু করবার আগে সাত বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। জেকব চুক্তিমতো তার পশুর পাল নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। যাবার আগে মামার খালি বাড়ি থেকে তার মামা অর্থাৎ শ্বশুরের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি চুরি করে নিয়ে গেছে। লাবান ও পরিবারের সকলে তখন অন্যত্র ছিল।

সব জানতে পেরে লাবান প্রথমে ভাবল ভাগ্নে অর্থাৎ জামাইকে তাড়া করে সব ছিনিয়ে আনবে। সেটা গৃহযুদ্ধের আকার নিতে পারে ভেবে নিজেকে সংযত করল।

উর দেশ জেকব চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে গেল কিন্তু ক্যানানে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার আর উপায় নেই কিন্তু ক্যানানে এখন বাস করছে এসাউ। এসাউকে তার বড় ভয়। প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু এই দীর্ঘ একুশ বছর ভাই কি রাগ পুষে রেখেছে? এতদিনে পিতা আইজ্যাকের নিশ্চয় মৃত্যু হয়েছে এবং এই দীর্ঘ কয়েক বছর তার অনুপস্থিতিতে তার ভাই এসাউই তো সব সম্পত্তি ভোগ দখল করেছে। এখন তার নিজস্ব কিছু সম্পত্তি তো হয়েছে। ভাই নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবে। দেখাই যাক না।

ফেরবার পথেও জেকব নাকি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল। তার কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় সে এক অবিশ্বাস্য স্বপ্ন দেখেছিল। সে নাকি জিহোভার এক দূতের সঙ্গে মারামারি করেছিল। সেই দেবদূত এতো জোরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল যে তার ঊরুর হাড় ভেঙে গিয়েছিল। সত্যই ভাঙে নি, স্বপ্নে। দেবদূত বিদায় নেবার আগে তাকে বলে গেছে তার নাম হবে ইজরেল এবং তার জন্মভূমিতে সে এক প্রভাবশালী রাজারূপে খ্যাতি অর্জন করবে।

কিন্তু জেকব মামরির দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই তার সাহস কমে আসছে। মনকে প্রবোধ দিলেও রাগী এসাউকে সে ভুলতে পারছে না। তারপর যখন সে খবর পেল যে এসাউ অনেক মানুষ আর উট নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে তখন সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল।

জেকব ঠিক করল ভাইয়ের মন ভোলাবার জন্যে সে তার সবকিছু ভাইকে দিয়ে দেবে তাহলে তার প্রাণটা তো বাঁচবে। কিন্তু এসাউয়ের বাইরেটা কর্কশ হলেও ভেতরটা কোমল ঠিক যেন নারকেল।

ইতিমধ্যে জেকব তার পশুগুলোকে তিনটি ভাগ করে ফেলেছে এবং প্রতিদিন এক পাল করে পশু সে এসাউকে আগাম উপহার পাঠাচ্ছে। উপহার আসুক আর না আসুক এসাউ কিন্তু অনেক দিন আগেই ভাইকে ক্ষমা করেছে। দুই ভাইয়ে যখন মুখোমুখি হলো তখন এসাউ অতীত ভুলে এগিয়ে এসে জেকবকে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো যা হবার তা হয়ে গেছে, সব ভুলে যাও ভাই।
এসাউ বললো তাদের বাবা এখনও বেঁচে আছে তবে বয়সের ভারে নড়াচড়া করতে পারেন না। তিনি তাঁর নতুন নাতিনাতনিগুলি দেখলে খুশি হবেন। তাদের আশীর্বাদ করবেন। চল, আমরা বাবার কাছে যাই।
জেকবের সন্তান-সংখ্যা এগারো কিন্তু পিতার কাছে পৌঁছবার আগে পথ অতিক্রম করতে করতে আরও একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।
জেকবের এই বারোটি সন্তানের মধ্যে দশটির মা তার প্রথমা স্ত্রী লিয়া। জেকব যদিও লিয়াকে ভালোবাসত না কিন্তু সে ছিল সুগৃহিণী। লিয়াকে তো জেকব বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল তাই এই বিরাগ।
দ্বিতীয়া স্ত্রী র‍্যাচেল আর লিয়া দুই বোন কিন্তু দুই সতীন। লিয়ার দশটি ছেলেমেয়ে, তার মোটে একটি, এজন্যে লিয়াকে সে হিংসা করত। খিটিমিটি লেগেই ছিল।
এখন শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে র‍্যাচেল তার দ্বিতীয় সন্তানটির জন্ম দিয়ে পথেই মারা গেল। র‍্যাচেলের বড় ছেলেটির নাম যোসেফ আর ছোটটির নাম রাখা হলো বেঞ্জামিন। শোকাহত জেকব মৃত র‍্যাচেলকে বেথলিহেমে কবর দিয়ে তার পশুপাল নিয়ে একসময়ে পশ্চিমে হেব্রনে পৌঁছল।
আইজ্যাক বয়সের ভারে অবনত তবুও যে ছেলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার শক্তিটুকু ছিল। তবে আইজ্যাক আর বেশিদিন বাঁচেন নি। পুত্রের সঙ্গে মিলনের কিছুদিন পরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ম্যাচিপেলার সেই গুহায় পিতা আব্রাহাম ও মাতা সারার পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।
আইজ্যাকের মৃত্যুর পর জেকবই যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো। সে নতুন নাম নিলো ইজরেল। বঞ্চনার দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি সে লাভ করল বটে কিন্তু শান্তিতে তা ভোগ করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত জেকবকে সব ছেড়ে-ছুড়ে, পুরনো আবাস ত্যাগ করে যেতে হলো। শেষ জীবন তাকে কাটাতে হলো সুদূর মিশরে। সে আর এক কাহিনী।

৪

পশ্চিমে আরও পশ্চিমে

ওল্ড টেস্টামেণ্ট ইতিহাস ঠিকই তবে কাহিনীগুলির সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্ক সর্বত্র মানিয়ে নেওয়া যায় না। অনেক স্থানে বাস্তবের সঙ্গে কিছু কিছু কল্পনা মিশে গেছে বলে সন্দেহ করা হয়। ইহুদি জাতির যারা গোড়াপত্তন করেছিলেন তাঁরা মারা যাবার অনেক পরে ওল্ড টেস্টামেণ্টের গ্রন্থনা শুরু হয়েছে। গোড়ার দিকে প্রধান নায়ক ছিলেন আব্রাহাম, আইজ্যাক, জেকব। স্থায়ী আবাসভূমির সন্ধানে তাঁরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দুঃখ দুর্দশা বিঘ্ন বিপদ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দস্যুর আক্রমণ অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা করতে হয়েছে কিন্তু তাঁরা কখনও আদর্শচ্যুত হন নি। একটা স্থির লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছবার চেষ্টা করে গেছেন।

তবে যে যুগে তাঁরা জন্মেছিলেন তখন ইহুদিদের কোনো লিখিত ভাষা ছিল না, তাদের কোনো বর্ণমালা ছিল না। দুঃসাহসিক অভিযানের ঘটনাগুলো মুখে মুখে পুত্র শুনেছে পিতার কাছ থেকে। এইভাবে একটা ধারাবাহিক গাথা বংশের মধ্যে চলে এসেছে। পিতা যখন পুত্রকে তার পিতার কাহিনী শুনিয়েছে তখন তার ওপর কিছু প্রলেপ পড়া অসম্ভব নয়। সকলেই চায় পিতৃপুরুষদের কাহিনী গৌরবজনক করতে অতএব কিছু অসত্য কাহিনী এসে পড়তেই পারে।

আর এইসব কাহিনীর সঠিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও মুশকিল যদি সেগুলি নির্ভেজাল ভাবে কেউ লিখে না রাখেন। অতীতের সেই সব প্রাচীন নায়কেরা আসলে ছিলেন মেষপালক। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না। তাঁদের লিখিত কোনো ভাষাও ছিল না।

ঘুরতে ঘুরতে একটা ভালো পশুচারণভূমি এবং জলের উৎস পেয়ে গেলেন কিন্তু সেখানে জলের উৎস হয়তো শুকিয়ে গেল কিংবা খরার জন্যে চারণভূমিও শুকিয়ে গেল তখন তাঁরা লটবহর তুলে অন্যত্র চললেন। তাদের এই-ভাবে যাযাবর জীবন কাটাতে হয়েছে। আহারের সন্ধানে মানুষ সারা পৃথিবী ছুটে বেড়িয়েছে আর এই ভাবেই গড়ে উঠেছে সভ্যতা তথা গ্রাম, শহর, পরিবহণ ব্যবস্থা, কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য।

আইজ্যাকের সময়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ক্যানানই হলো ইহুদিদের উপযুক্ত বাসভূমি। ইহুদিরা এই সময়ে শান্তিতে ছিল, সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছিল কিন্তু তা স্থায়ী হলো না।

জেকব নিজেই এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারলেন না। যখন তিনি প্যালেস্টাইনে বাস করছিলেন তখন তিনি রীতিমতো বৃদ্ধ। দীর্ঘস্থায়ী খরার ফলে তীব্র জলসংকট দেখা দিলো। প্যালেস্টাইনে আর বাস করা যায় না। ইহুদিরা বাধ্য হয়ে, প্যালেস্টাইন তথা এশিয়া ত্যাগ করে আফ্রিকায় চলে যেতে বাধ্য হলো। সেখানে গিয়েও তারা থিতু হতে পারলো না। পুরাতন বাসভূমি তাদের বারবার হাতছানি দিত এবং প্রথম সুযোগেই তারা প্যালেস্টাইনে ফিরে এসেছিল।

কোনো ইহুদি নগরীর প্রাচীরের ধারে বৃদ্ধ ইহুদিরা সমবেত হলে তারা তাদের অতীত কাহিনী বিবৃত করে গর্ব অনুভব করতো। পিতৃপুরুষদের শক্তি সাহস বলবীর্যই প্রাধান্য পেত সেই সব কাহিনীতে। এবং সব বৃদ্ধই প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে তার পিতা বা পিতার পিতার তুল্য বীর আর কেউ ছিল না।

জেকব তো দুই বোনকে বিয়ে করেছিল। বড় বোনের নাম লিয়া, তার দশটি ছেলে আর ছোট বোন র‍্যাচেলের দুটি ছেলে, যোসেফ এবং বেঞ্জামিন।

জেকব ছোট বউ র‍্যাচেলকেই বেশি ভালবাসতো, বেশি যত্ন করতো, তার সব আবদার রক্ষা করতো। লিয়ার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। লিয়া ছিল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। জেকব স্বভাবতই লিয়ার দশটি পুত্র অপেক্ষা র‍্যাচেলের দুটি ছেলেকে অনেক বেশি যত্নআত্তি করতো, তাদের ভালবাসতো। এ বিষয়ে, সে ছিল স্পষ্ট, কিছু লুকোছাপা ছিল না। খোলাখুলি সে লিয়ার ছেলেদের অবহেলা করতো যার ফল মোটেই ভালো হয় নি। ব্যাপারটা দু পক্ষের ছেলেদের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। প্রথম পক্ষের দশজন ও দ্বিতীয় পক্ষের দু-জনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। দ্বিতীয় পক্ষের দুজন তো পিতার সমর্থন পেয়ে প্রথম পক্ষের দশজনকে গ্রাহ্যই করতো না।

এই বারোটি ছেলের মধ্যে যোসেফ ছিল সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, চতুর এবং কুশলী। সে প্রায়ই বাড়াবাড়ি করতো। সে জানতো অন্যায় করলেও তার বাবা তাকে শাস্তি দেবেন না। তার কিছু অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল যা পরে জানা যাবে। এইসব নানা কারণে তার ভাইরা তাকে হিংসা করতো, তাকে সহ্য করতে পারত না।

একদিন সকালে জলখাবার সময়ে সে তার ভাইদের বললে, জানিস আমি দারুণ একটা স্বপ্ন দেখেছি।

কোনো একজন ভাই বললো, তোর আবার স্বপ্ন, যত সব বাজে। কি দেখেছিস ?

যোসেফ বললো, হুঁ হুঁ বাজে মোটেই নয়। স্বপ্নে দেখলুম কি আমরা সবাই ক্ষেতে গিয়ে শস্যের আঁটি বাঁধছি কিন্তু আমার বাঁধা আঁটিটা শিষগুলো সোজা উঁচু করে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তোদের গুলো রয়েছে আমার আঁটিটা ঘিরে কিন্তু প্রত্যেকের মাথা নিচু।

ভাইগুলো হয়তো যোসেফের তুল্য বুদ্ধিমান নয় কিন্তু সহজ অর্থটা তারা ধরতে পারল। বললো, তার মানে তুই বলতে চাইছিস তুই আমাদের নেতা, তোর সব হুকুম আমরা মানতে বাধ্য।

যোসেফ শুধু হাসল। তার হাসি যেন ভায়েদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। কিন্তু ওর স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব দিলো না।

কয়েক দিন পরে সে আবার বললো, আমি আরও বড় একটা স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এবার সে বাড়াবাড়ি করে ফেললো। তার বাবা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু স্বপ্নও বুঝি সত্য হয়।

একজন জিজ্ঞাসা করলো, কি স্বপ্ন দেখেছিস ? তোর শস্যের আঁটিটা মস্ত লম্বা হয়ে গেছে আর শিষ থেকে শস্যকণা ঝরে পড়ে ক্ষেত ভরিয়ে দিয়েছে ?

যোসেফ বললো, তা নয়। এবার শস্য নয়, নক্ষত্র। আমি দেখলুম আকাশে সূর্য রয়েছে আর রয়েছে এগারোটা নক্ষত্র আর সকলে অবনত হয়ে আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

স্বপ্নের বিবরণ ও তার ব্যাখ্যা শুনে জেকব বিরক্ত হয়ে বললো, যোসেফ, তুই বাড়াবাড়ি করছিস। তুই বলতে চাইছিস এগারোটা নক্ষত্র তোর ভায়েরা আর সূর্য হলুম আমি। আমরা সকলে তোর ক্রীতদাস হয়ে গেছি। তোর মা নেই, তোকে একটু আদর বেশি দিই বলে কি তুই মাথায় উঠেছিস ?

জেকব এর বেশি তাকে আর কিছু বললো না। ব্যাপারটা ঐখানেই মিটে গেল। যোসেফকে যেমন আদর করছিল তেমনি আদর করে যেতে লাগলো। এরপর জেকব একদিন নানা রঙের চোগা জাতীয় লম্বা ঝুলের একটা জামা যোসেফকে উপহার দিলো। আর কোনো ছেলেকে কোনো উপহার দিলো না। যোসেফের অহংকার দেখে কে! যোসেফ সেই রঙিন জামা পরে নাক উঁচু করে ভাইদের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এই উপেক্ষা ভাইদের মোটেই ভালো লাগলো না। তাদের হিংসা আরও বেড়ে গেল। তারা যোসেফকে জব্দ করবার চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু বুদ্ধিতে তার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল।

একদিন একটা সুযোগ পাওয়া গেল। বারোজন ভাই মিলে সিচেমের খেতে কাজ করছে। ওদের বাবা তখন অন্যত্র কোথাও গেছেন। সহসা এগারোজন ভাই যোসেফকে ধরে তার গা থেকে রঙিন জামাটা খুলে নিয়ে তাকে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিলো। গর্তটা বোধহয় একদা কূপ ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে, খানিকটা বুজেও গেছে। কেউ সাহায্য না করলে কূপ থেকে উঠে আসা সম্ভব নয়।

তারা ভাবতে লাগল এবার কি করা যায়। যোসেফকে তো মেরে ফেলা যায় না আর ওকে মেরে ফেলার সাহসও নেই কিন্তু বাড়ি ফিরে তাদের বাবাকে কি বলবে ? তারা চায় না যোসেফ আবার বাড়ি ফিরে আসে। জল আর খাবার না পেয়ে যদি মরে যায় তো কি আর করা যাবে ?

ওদের জুডা নামে ভাই বললো তার চেয়ে, এক কাজ করা যাক। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

জেকব প্রমুখ ইহুদিরা যেখানে বাস করতো তার কাছ দিয়ে গেছে একটা বড় রাস্তা। মিশরের নীল নদের উপত্যকা থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত রাস্তাটা বিস্তৃত। উটের পিঠে মাল চাপিয়ে সওদাগররা এই পথ দিয়ে দলে দলে যাওয়া

আসা করে।
সেই সময়ে একদল সওদাগর ঐ পথ দিয়ে আসছিল। জুডা বললো আমরা যোসেফকে ঐ সওদাগরদের কাছে বিক্রি করে দিই। তারপর ওর জামাটা ছিঁড়ে ছালের রক্ত মাখিয়ে বাবাকে দেখিয়ে বলবো যোসেফকে সিংহ খেয়ে ফেলেছে, বাঘও হতে পারে। ওকে বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা আমরা ভাগ করে নোব।
মিডিয়ানাইটের সেই সওদাগরের দল ওদের কাছে এলো। ওরা যাচ্ছে গিলিয়াড থেকে মিশরে। মশলা, চুয়া, গুগগুল বা অন্য কোনো সুগন্ধী দ্রব্য তারা মিশরে বেচতে যাচ্ছে। নাইল উপত্যকার লোকেরা এইসব মাল খুব পছন্দ করে।
সওদাগরদের কাছে ওরা বললো একটা ক্রীতদাসকে ওরা বিক্রয় করতে চায়। অনেক দর কষাকষির পর কুড়িটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ওরা যোসেফকে সওদাগরদের কাছে বিক্রি করে দিলো। সওদাগরদের সঙ্গে যোসেফ পশ্চিমে চলে গেল।
ভাইরা ঘরে ফিরে যোসেফের রক্তমাখা ছিন্নভিন্ন জামা দেখিয়ে বললো তাকে সিংহ খেয়ে ফেলেছে। জেরা করেও তাদের টলানো যায় নি। সকলেই বললো, সিংহ তাকে খেয়েছে।

জেকব তার এই প্রিয় ছেলেটির জন্যে দীর্ঘ কুড়ি বছর পর্যন্ত শোকে মুহ্যমান হয়ে রইলো। কচি একটা ছেলেকে সিংহ খেয়ে ফেললো? কেই বা কি করবে, সকলেই তো বালক। অন্য কোনো একটা ছেলেকে সিংহ খেলে জেকব মোটেই শোক পেতো না। হয়তো ভাবতো যোসেফ আর বেঞ্জামিনকে বাদ দিয়ে সবকটাকে খেয়ে ফেললেই বা কি।
এদিকে জেকবের অজানতে যোসেফ মিনারে পৌঁছল। সে তার অতিবুদ্ধি ফলাতে গিয়ে কয়েকবার বিপদে পড়েছিল। তবুও সে বুদ্ধিমান ও চতুর। সে অনেক কিছু লক্ষ্য করতো যা আর কেউ লক্ষ্য করতো না। তার নানারকম অভিজ্ঞতা হতে লাগলো। সে অনেক কিছু শিখতে লাগলো।
মিডিয়ানাইট সওদাগররা ওকে সস্তায় কিনেছিল, তাদের মতলব ছিল বেশি দামে ওকে বেচে দেবে। এতে ওদের লাভ হবে। সুযোগ জুটেও গেল। মিশরীয় সৈন্য বাহিনীর পোটিফার নামে একজন ক্যাপটেনের কাছে ওরা যোসেফকে বেচে দিলো।
পোটিফার পরিবারে এসে যোসেফ সবরকম কাজ করতে লাগলো এবং নিজের যোগ্যতাবলে সে মালিকের ডান হাত হয়ে উঠল। তাকে ছাড়া মালিকের চলে না। বাড়ির সব কাজ করতো, হিসেব রাখত, খেতে শ্রমিকদের তদারকী করতো। বেশ বুদ্ধিমান আর চৌকশ ছেলে।
পোটিফারের বউ তার নিস্তেজ ও নীরস স্বামীটিকে পছন্দ করতো না। এক-মাথা কালো চুলওয়ালা চকচকে সুদর্শন ছেলেটিকে যুবতী বধূর খুব পছন্দ হলো। সে যোসেফকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করতে লাগলো। যোসেফ বুঝল অবৈধ প্রণয়ে বিপদ ঘটতে পারে তাই সে পোটিফার বধূকে এড়িয়ে চলতে

লাগলো। তাতেও বিপদ ঘটলো।
বউ যোসেফের নামে স্বামীর কাছে মিথ্যা অভিযোগ করতে লাগলো। ছোঁড়াটি অলস, চোর, মুখে মুখে কথার জবাব দেয়। প্রাচীন মিশরে ক্রীতদাসদেরও উট বা ভেড়া ছাগল মনে করা হতো। তারা মানুষ নয়, ভারবাহী জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। অভিযোগ শুনে মালিক তো ক্ষেপে লাল। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিলো। তার বিরুদ্ধে কোনো স্পষ্ট অভিযোগ না থাকলেও এবং পুলিশ কোনো তদন্ত না করে যোসেফকে ফাটকে পুরলো। জেলখানাতেও সঙ্গী বন্দী ও কারারক্ষীদের সঙ্গে সে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললো।
যোসেফের প্রতি কারাধ্যক্ষের বিশ্বাস জন্মাল। সে তার প্রায় সব কাজের দায়িত্ব যোসেফের ওপর ছেড়ে দিলো। তার হয়ে যোসেফ সব কাজ করতে লাগলো। জেলের ভেতরে যোসেফের অবাধ স্বাধীনতা। শুধু তাকে বলা হলো জেলখানায় মূল ফটকের বাইরে সে যেন কখনও না যায়। যোসেফও ভাবে কি দরকার বাইরে যাবার। নতুন আবার কি বিপদ ঘটবে। এই তো বেশ আছে, পেটভরে খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে।
কারাগারে বন্দীদের মধ্যে দুজনকে তার খুব পছন্দ হয়েছিল। একজন হলো ফ্যারাওয়ের রাজপ্রাসাদের প্রধান স্টুয়ার্ড। ফ্যারাওয়ের খাওয়াদাওয়া, সুরাপান ও স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করা ছিল তার মূল কাজ। অতিথি এলে তাদের দেখাশোনা, ডিনার টেবিল সাজান ইত্যাদিও তাকে করতে হতো। আর অপরজন ফ্যারাওয়ের রুটি তৈরি করত।
দুজনেই হয়তো কোনো কারণে ফ্যারাওয়ের বিরাগভাজন হয়েছিল আর সেজন্যে এই দণ্ড। সে যুগে রাজা ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, প্রজারা রাজাকে মনে করতো সাক্ষাৎ ভগবান। মিশরীয়রা কখনও ফ্যারাওয়ের নাম মুখে আনতো না। তাঁকে ফ্যারাওই বলতো যার অন্য অর্থ 'বড় বাড়ি'। অমুক কাজের জন্যে বড় বাড়ি নির্দেশ দিয়েছে, বড় বাড়ি তমুককে বিদেশে যাবার হুকুম দিয়েছেন। এই রকম আর কি। মিশরীয়রা ফ্যারাওকে ভক্তি অপেক্ষা ভয় বেশি করতো, তার নাম মুখে আনার সাহস কারও ছিল না।
এরা দুজনেই ছিল বড় বাড়ির ভৃত্য। কারাগারে তাদের কোনো কাজ ছিল না অর্থাৎ সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় নি। তাদের কিছু করবার ছিল না। বসে গল্প করতো, আড্ডা দিতো তবে ওদের সময় কাটাবার একটা মজার প্রণালী ছিল। ওরা যে স্বপ্ন দেখতো তা অপরকে বলতো এবং স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করতো, এতে অনেকটা সময় কাটান যেতো। প্রাচীনকালের মানুষ মনে করতো স্বপ্নের একটা উদ্দেশ্য আছে, ব্যাখ্যা আছে, স্বপ্ন কোনো ঘটনার দৈববাণী। ভারতেও আছে, স্বপ্নাদ্য মাদুলি বা ওষুধ কিংবা দেবতা ভক্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন আমি অমুক ডোবায় পাঁকে পচছি। আমাকে উদ্ধার কর।
যোসেফ তো ভীষণ চালাক। সে বলতো সে স্বপ্নর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে। তখন স্টুয়ার্ড বললো, তাই নাকি? আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু তার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি একটা আঙুরলতার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম।

সহসা একটা ডাল থেকে তিনটে শাখা লতিয়ে উঠল। তিনটে শাখাতেই থোলো থোলো আঙুর ফলল। আমি আঙুরগুলো তুলে নিংড়ে রস বার করে সেই রস সুরাপাত্রে ভরে ফ্যারাওকে পান করতে দিলুম। স্বপ্ন এইখানেই শেষ। এর কি ব্যাখ্যা ?

যোসেফ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, ব্যাখ্যা খুব সোজা। তিন দিনের মধ্যে তুমি কারাগার থেকে মুক্তি পাবে এবং ফ্যারাওয়ের স্টুয়ার্ডের চাকরি ফিরে পাবে।

রুটিওয়ালা ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার স্বপ্নটা তাহলে শোনো। ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন। আমি তিনটে ঝুড়ি রুটি ভর্তি করে মাথায় নিয়ে রাজবাড়ি যাচ্ছি। হঠাৎ আকাশ থেকে অনেকগুলো পাখি এসে সব রুটি খেয়ে ফেলল। এর কি মানে হতে পারে ?

মানে সোজা কিন্তু তোমার পক্ষে খুব খারাপ। তিন দিনের মধ্যে তোমার ফাঁসি হবে।

অবাক কান্ড। তৃতীয় দিনে ফ্যারাও তাঁর জন্মদিন পালন করলেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রাসাদের সমস্ত দাসদাসীকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করলেন। স্টুয়ার্ড ও রুটিওয়ালার কথা তাঁর মনে পড়ল, মনে পড়ল তারা কারাগারে পচছে। ফ্যারাও তখনি হুকুম জারি করলেন। রুটিওয়ালাকে এখনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও আর স্টুয়ার্ডকে খালাস করে প্রাসাদে নিয়ে এসো। সে তার আগের চাকরি করবে।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্টুয়ার্ড তো মহাখুশি। যোসেফকে ধন্যবাদ তো দিলোই উপরন্তু তাকে সোনার পাহাড়ের লোভ দেখিয়ে বললো ফ্যারাওকে বলে আমি তোমাকে কালই খালাস করে নিয়ে যাব। যোসেফের ঋণ সে ভুলবে না, সকলকে তার কথা বলবে।

কিন্তু প্রাসাদে ফিরে কাজে যোগ দিয়ে পোশাক পরে যেই সে আদেশের অপেক্ষায় ফ্যারাওয়ের সিংহাসনের পিছনে দাঁড়াল অমনি সে যোসেফের নামই ভুলে গেল। ভুলেও তার নাম আর উচ্চারণ করলো না।

যোসেফকে জেলখানা থেকে উদ্ধার করবার কেউ নেই। বাধ্য হয়ে তাকে জেলেই থাকতে হলো। দেখতে দেখতে আরও দু বছর কেটে গেল। কিন্তু এই সময়ে ফ্যারাও একটা স্বপ্ন দেখে চঞ্চল হয়ে না উঠতেন তাহলে যোসেফকে তার বাকি জীবন বোধহয় জেলখানাতেই কাটাতে হতো।

ফ্যারাও স্বপ্ন দেখা মানে বেশ বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। স্বপ্নর মাধ্যমে ঈশ্বর কি সতর্কবাণী জানিয়ে দিলেন তা না জানা পর্যন্ত রাজ্যে সকলের ঘুম বন্ধ।

ফ্যারাও স্বপ্ন দেখেছেন যে একটা গাছের ডাঁটিতে শস্যের সাতটা উৎকৃষ্ট মঞ্জরী ফলেছে। সহসা আর একটা ডাঁটিতে সাতটা রোগা মঞ্জরী ফললো আর সেই রোগা মঞ্জরীগুলো পুষ্ট মঞ্জরীগুলোকে খেয়ে ফেললো। আরও দেখলেন যে সাতটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট গাভী নীলনদের তীরে চরছিল। সহসা কোথা থেকে

সাতটা রোগা গাভী এসে মোটা গাভীগুলোকে বেমালুম খেয়ে ফেললো, হাড় চামড়া ক্ষুর সিং কিছুই পড়ে রইল না।

এ তো স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। ফ্যারাওয়ের ঘুম কেড়ে নিল। কিন্তু কে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবে? দেশের সব বাঘা বাঘা পন্ডিত আর জ্ঞানীগুণিদের ডাকা হলো কিন্তু সকলে মাথা হেঁট করে ফিরে গেল। সেই সময়ে সেই স্টুয়ার্ডের সহসা মনে পড়ল যোসেফের কথা। সে তাদের দেখা স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। স্টুয়ার্ড সমস্ত বৃত্তান্ত বলে ফ্যারাওকে অনুরোধ করল সেই ইহুদি যুবককে কারাগার থেকে এখনি খালাস করে আনা হোক।

মহামান্য ফ্যারাও তখনি যোসেফের মুক্তির আদেশ জারি করলেন। কারাগার থেকে যোসেফকে তখনি মুক্তি দেওয়া হলো কিন্তু যোসেফ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তাকে তো আর ফ্যারাওয়ের সামনে হাজির করা যায় না অতএব তার চুল ছাঁটা হলো, দাড়ি কামান হলো, সুগন্ধী তেল মাখিয়ে, স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে তাকে মহামান্য সর্বশক্তিমান ফ্যারাওয়ের দরবারে হাজির করা হলো। কারাগারের একঘেয়ে জীবন যোসেফের বুদ্ধি ও সজীবতা ম্লান করতে পারে নি।

স্বপ্নের বিবরণী তাকে আগেই জানান হয়েছিল। এখন দরবারে হাজির হয়ে ফ্যারাওকে সে তার ব্যাখ্যা নিবেদন করলো। সে বললো দেশে আগামী সাত বছর কৃষির প্রচুর ফলন হবে। সাতটি উৎকৃষ্ট শস্য মঞ্জরী ও সাতটি পুষ্ট গাভী তাই বলছে কিন্তু তার পরে সাত বছর দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। অতএব সম্রাট আমার নিবেদন আপনি এমন একজন দক্ষ মন্ত্রী নিযুক্ত করুন যিনি প্রথম সত বছরের উদ্বৃত্ত শস্য থেকে পরবর্তী সাত বছরের জন্যে এমন এক খাদ্য-ভান্ডার গড়ে তুলুন যা সাত বছর দুর্ভিক্ষের সময় দেশের নরনারীকে অনাহারে রাখবে না।

যোসেফের ব্যাখ্যা ও পরামর্শ শুনে ফ্যারাও গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে মনে মনে যোসেফের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করলেন এবং বিদেশী ইহুদি হলেও যোসেফ-কেই তিনি কৃষি মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। আসলে এই ফ্যারাও মিশরীয় ছিলেন না, তিনিও ছিলেন বহিরাগত। এদের কথা পরের পরিচ্ছেদে বলা হবে।

মন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে যোসেফ বুঝিয়ে দিলো সে কাজের লোক। ফ্যারাও যোসেফের মন্ত্রক ছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয়ে পরামর্শ করেন এবং সুফল লাভ করেন। সাত বছর শেষে দেখা গেল যোসেফই রাজ্য শাসন করছে, বলতে গেলে সে প্রধান মন্ত্রী, অসীম তার ক্ষমতা। তার মুখের কথাই আইন। তবুও সে ফ্যারাওয়ের অনুগত ছিল। তাঁকে না জানিয়ে সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না। ইতিমধ্যে সে বিরাট খাদ্যভান্ডার গড়ে তুলেছে। দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে সে প্রস্তুত।

মিশরীয়দের চিরদিনই দিন আনি দিন খাই অবস্থা। কারও ঘরে এক জালা শস্যও মজুদ থাকে না। তারা চিরদিনই দরিদ্র। আর এই সব দরিদ্র মানুষদের

দিয়ে ফ্যারাওরা বিনা পারিশ্রমিকে পিরামিড তৈরি করিয়ে নিয়েছে। প্রজাদের না খাইয়ে নিজেদের প্রচুর সম্পদ গড়ে তুলেছে। শোষণের চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রমাণ হলো পিরামিডে সঞ্চিত চোখ ধাঁধানো সব অমূল্য সম্পদ।
সাত বছর শেষ হলো। দ্বিতীয় সাত বছর আরম্ভ হলো। প্রথম বছর একেবারে নিষ্ফলা গেল না, কিছু শস্য হলো কিন্তু পরের বছর থেকে ক্ষেত নিষ্ফলা। এককণা শস্যও পাওয়া গেল না। দেশে হাহাকার পড়ে গেল। প্রচন্ড খাদ্যাভাব দেখা দিলো কিন্তু যোসেফ প্রস্তুত।
অভুক্ত নরনারীদের রেশন দেওয়া শুরু হলো কিন্তু বিনামূল্যে নয়। প্রথমে দিতে হলো তাদের ঘরবাড়ি তারপর তাদের গৃহপালিত পশু এবং শেষে তাদের জমি। এইভাবে দ্বিতীয় সাত বছরের অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পরে ভূমধ্য-সাগর থেকে চাঁদের পাহাড় পর্যন্ত সমস্ত জমি, বাড়িঘর এবং গৃহপালিত পশুর মালিক হয়ে গেলেন স্বয়ং ফ্যারাও। মিশরীয়রা ফ্যারাওয়ের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে গেল, স্বাধীন মানুষ বলতে কেউ রইল না। এই দাসত্ব পাঁচ দশ বছর নয় চল্লিশ শতক পর্যন্ত চলেছিল। নিজের দেশে নিজের দেশের রাজার কাছে প্রত্যেক নাগরিক ক্রীতদাস। ফলে দশ বারোটা দুর্ভিক্ষে তাদের যে ক্লেশ সহ্য করতে হতো এখন ক্লেশ তার চেয়েও বেশি।
তবে মানুষ একেবারে অনাহারে থাকতো না, পেট ভরে না হলেও দু বেলা দু মুঠো খেতে পেতো। ওদিকে ভান্ডারে মজুত আছে প্রচুর খাদ্যশস্য। সেসব কি হচ্ছে? অন্য দেশ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জেন্য প্রস্তুত হয় নি। তারা মিশরে আসত দানার জন্যে এবং চড়া দামেই কিনতে হতো। মিশরের বাইরের দেশগুলিতেও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল।
ব্যাবিলনিয়া, অ্যাসিরিয়া এবং ক্যানান দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পারে নি। তীব্র জলা-ভাব আর নানারকম কীটের উৎপাতে নাগরিকরা ব্যতিব্যস্ত। খাদ্যাভাব, জলা-ভাব আর কীটের দংশনে মানুষ মরছে হাজারে হাজারে। মড়ক আর মহামারী ঠেকানো যাচ্ছে না। বাপ মা কানাকড়ির দামে ছেলেমেয়েকে বিক্রি করে দিচ্ছে।

জেকব এখন বৃদ্ধ। মামরি অঞ্চলেও প্রচন্ড খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, বলতে কি সমগ্র ক্যানান আক্রান্ত। জেকব, তার সন্তান ও পরিবারের অন্যান্যদেরও দুর্ভিক্ষের বেদনা সহ্য করতে হচ্ছে। আর চলছে না। শীঘ্রই অনাহারে মরতে হবে। হতাশ হয়ে ওরা স্থির করল কিছু দানার জন্যে মিশরে কাউকে পাঠান হোক।
যোসেফের নিজের ভাই বেঞ্জামিন বাড়িতে রইল। বাকি দশ ভাই গাধা ও শূন্য থলি নিয়ে মিশর যাত্রা করল। সাইনাই মরু পার হয়ে ওরা নীল নদের তীরে উপস্থিত হলো। মিশরীয় সীমান্ত রক্ষীরা ওদের আটক করে ওদের রাজ-প্রতিনিধির সামনে হাজির করল। রাজপ্রতিনিধি তো যোসেফ। ধূলিমলিন, ছিন্ন-বাস দঃস্থ ভাইদের দেখে যোসেফ চিনতে পারল কিন্তু ওরা যোসেফকে চিনতে পারল না। যোসেফও পরিচয় গোপন রাখল। এমন কি ইহুদিদের ভাষাও সে

জানে না, এমন ভানও করল।

যোসেফ একজন দোভাষীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে বললো আগন্তুকরা কি চায়। দোভাষী বললো, ওরা বলছে ওরা ক্যানানের শান্তিপ্রিয় মেষপালক। ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ পিতার জন্য কিছু আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিশরে এসেছে।

যোসেফ ওদের জেরা করতে বললো. ভালো করে খতিয়ে দেখ ওরা গুপ্তচর নয়-তো ? মিশরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গোপনে দেখতে এসেছে হয়তো। সব জেনে দেশে ফিরে যাবে তারপর কোনো দিন সুযোগ বুঝে আমাদের ওপর চড়াও হবে। ভালো করে যাচাই করে নাও।

ওরা তখন দিব্যি গেলে বললো, না, ওরা গুপ্তচর নয়। ওরা নির্দোষ, নিরীহ এবং সৎ নাগরিক। ক্যানানে ওরা বারো ভাই বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে বাস করে।

তাহলে তোমাদের বাকি দুই ভাই কোথায় ? যোসেফ জিজ্ঞাসা করল।

একজন বাবার কাছে আছে আর একজন মারা গেছে, এক ভাই বললো।

যোসেফ তো সব জানে তবুও কিছুই না জানার ভান করে বললো তাদের কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যাক এবং তারা যে সত্যি কথা বলছে তা প্রমাণ করবার জন্যে সেই ভাইকে নিয়ে আসুক।

এ তো আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল, দশ ভাই পরামর্শ করতে লাগল। তারা খুবই বিপদে পড়ল। বাড়িতে খাবারের মজুত কম, ওরা যাবে আবার ফিরে এসে দানা নিয়ে যাবে, অনেক সময় লাগবে, পথের ক্লেশ তো আছেই। একটা ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে পাপবোধ আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে হিব্রু ভাষায় আলোচনা করছিল। যোসেফ তো সেসবই মন দিয়ে শুনছিল এবং বুঝল যে তার ভায়েরা এখন অনুতপ্ত। ভায়েরা ভাবল বেঞ্জামিনকেও না হারাতে হয়। ওদিকে যোসেফ ভাবছিল ওরা বোধহয় ওর ভাই বেঞ্জামিনকেও হয় তাড়িয়ে দিয়েছে নয়তো মেরে ফেলেছে। সেটা জানা দরকার। কিন্তু সমস্যা হলো ফিরে গিয়ে শূন্য হাতে ওর বাবা জেকবের সামনে ওরা দাঁড়াবে কি করে ? কিন্তু উপায় নেই। তবুও ওরা যোসেফের কাছে আবেদন করল. আমরা কিছু মিথ্যা বলি নি এখন আমাদের কিছু দানা দিন।

যোসেফ লক্ষ্য করল গত তিরিশ বছরে ভায়েরা অনেক কিছু শিখেছে, তাদের মধ্যে আগেকার ঔদ্ধত্য আর নেই। তবুও তাদের ক্ষমা করতে হলে আরও কিছু পরীক্ষা করা দরকার। যোসেফ ওদের কোনো কথা শুনতে রাজি নয়।

অতএব বেঞ্জামিনকে আনতে তারা ফিরে চলল। যাবার আগে এক ভাই সিমিয়নকে জামিন রেখে যেতে হলো।

অগত্যা নয় ভাই ফিরে গেল। জেকব সব শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলো কিন্তু যোসেফের আদেশ শোনা ছাড়া উপায় নেই। বাড়িতে খাবার নেই। কয়েকজন দাস মারা গেছে। নিজেরা হয়তো পশু বধ করে কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে। এরকম চললে পশুও শেষ হয়ে যাবে। পশুও খাদ্যাভাবে মরতে আরম্ভ করেছে। অসহায় অবস্থা।

বেঞ্জামিনকে নিয়ে ভায়েরা আবার মিশরে যোসেফের কাছে ফিরে চলল। বাড়িতে

জেকব একা রইল।
গতবারে সীমান্তরক্ষী তাদের আটক করেছিল। এবার তো আটক করলই না উপরন্তু তাদের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার করল এবং সসম্মানে যোসেফের প্রাসাদে নিয়ে গেল। যোসেফের প্রাসাদে তাদের থাকবার জন্যে ঘর দেওয়া হলো। বলতে গেলে জামাই আদরে তাদের রাখা হলো। তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারল না এবং তাদের ভালোও লাগল না। তারা এখন গরিব তা বলে ভিক্ষা করতে আসে নি। মূল্য দিয়েই দানা কিনবে, তারা দান চায় না। তাদের এত আদর কেন? তারা বললো তারা স্বর্ণ দিয়ে শস্যের দাম দেবে কিন্তু তাদের বলা হলো তোমাদের দাম দিতে হবে না, তোমরা যতো পার তোমাদের ছালা ভর্তি করে শস্য নিয়ে যাও। তবুও তারা জোর করে সোনা দিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়েছিল কিন্তু পরে আবিষ্কার করেছিল সব সোনা একটা ছালায় শস্যের নিচে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সেদিন রাত্রে তারা যখন এইসব আলোচনা করছে সেই সময়ে বাইরে একটা সোরগোল শোনা গেল আর তারপরই অন্ধকার ফুঁড়ে একদল মিশরীর সৈন্য সেই ঘরে প্রবেশ করে বললো ইহুদিদের আটক করার হুকুম আছে। ওদের গ্রেফতার করা হবে।
ভায়েরা স্বভাবতই প্রতিবাদ জানাল, তারা তো কোনো অপরাধ করে নি। তারা নির্দোষ। দলের নেতা বললো প্রধানমন্ত্রীর অর্থাৎ যোসেফের সোনার পানপাত্র চুরি গেছে এইজন্য তাদের গ্রেফতার করা হবে। ভায়েরা বললো, সে কি! আমরা তো প্রধানমন্ত্রীর আশেপাশেও যাই নি তবে অন্য কোনো ইহুদি গিয়েছিল কি না তারা জানে না।
সৈন্যদলের ক্যাপটেন বললো, অনেক বিদেশীকে সার্চ করা হয়েছে, তোমাদেরও সার্চ করা হবে। ভায়েরা বলল ঠিক আছে, আমাদের আর আমাদের মালপত্তর সার্চ করে দেখ কিছু পাও কি না।
সৈন্যরা সার্চ আরম্ভ করল। ভায়েদের আগে সার্চ করে দানা ভর্তি থলেগুলোকে উপুড় করে ফেলে একের পর এক দেখতে লাগল এবং সব শেষে বেঞ্জামিনের থলের মধ্যে যোসেফের পানপাত্রটি বেরিয়ে পড়ল।
এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কি পাওয়া যাবে। তাদের গ্রেফতার করে যোসেফের সামনে হাজির করা হলো। ভায়েরা তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তারা নির্দোষ, পানপাত্রটি তারা চোখেই দেখে নি। বেঞ্জামিনের থলিতে সেটি কি করে এলো তা তারা জানে না।
কিন্তু যোসেফ তাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করল না। শেষ পর্যন্ত ভায়েরা ভেঙে পড়ল। তারা বললো তারা একটা জঘন্য অপরাধ করেছে সেইজন্যেই বোধ হয় তাদের এইসব হাঙ্গামা সহ্য করতে হচ্ছে। এর পর তারা যোসেফকে সওদাগরের কাছে বিক্রয় করে দেবার কাহিনী ইত্যাদি সব কিছু স্বীকার করল। তাদের বাবা জেকব জানেন যে তাঁর পত্নী র‍্যাচেলের পুত্র যোসেফ মৃত, তাকে সিংহ ভক্ষণ করেছে।

এবার যোসেফও নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। ঘর থেকে সে সমস্ত মিশরীকে বাইরে যেতে বললো এবং তারপর বেঞ্জামিনকে আলিঙ্গন করে আত্ম-প্রকাশ করল।

জেকবের ছেলেরা তো অবাক। মিশরের সর্বশক্তিমান প্রধানমন্ত্রী যোসেফ তাদের ভাই? তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে? সামান্য কিছু অর্থের লোভে এই ভাইকে তারা মিডয়ানাইট সওদাগরের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল।

সব মিটমাট হয়ে গেল। তখন যোসেফের অনুরোধে ফ্যারাও তাঁর নিজস্ব কয়েকটি রথ দিলেন। এই রথগুলি ক্যানানে গিয়ে জেকব ও পরিবারের সকলকে মিশরে নিয়ে আসবে।

জেকব মিশরে আসার পর ফ্যারাওয়ের অনুমতি নিয়ে যোসেফ তার পিতা জেকব এগারোটি ভাই এবং যারা সঙ্গে এসেছিল, মিশরে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিলো। গোশেন নামে যে প্রদেশটি ফ্যারাওয়ের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেখানে তাদের প্রত্যেককে জমি দেওয়া হলো। ইহুদিরা মিশরে নতুন বাসভূমি গড়ে তুলতে আরম্ভ করল।

জেকব যখন মামার বাড়ি উর থেকে তার দুই পত্নী ও সন্তানদের নিয়ে ক্যানানে ফিরে আসছিল সেই সময়ে একদিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছিল যে সে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। এই স্বপ্নের পর জেকবের আর এক নাম হয় ইজরেল অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেদের দাবি আদায়ের জন্যে জিহোভার সঙ্গে লড়াই করে আসছে।

মিশরে পুনর্বাসন পাবার পর জেকবের বারোটি ছেলে বারোটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং তারা ইজরেলী, ইহুদি বা হিব্রু নামে পরিচিত হয়।

ক্যানান ছেড়ে মিশরে এসে বসবাস করতে থাকলেও ইজরেলীরা তাদের পুরনো দেশকে ভুলতে পারে নি। সে দেশ জেকবকে হাতছানি দিয়ে ডাকত।

তাই জেকব তার ছেলেদের বলে রেখেছিল তার মৃত্যুর পর তাকে যেন তার বাবা ও মায়ের কবরের পাশে ম্যাচপেলার গুহায় কবর দেওয়া হয়। যোসেফ তাঁর এই শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছিল। সে স্বয়ং পিতার মৃতদেহ ম্যাচপেলার গুহায় নিয়ে গিয়ে কবর দিয়েছিল। তারপর মিশরে ফিরে এসে সসম্মানে এবং সকলের প্রিয় হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগল।

৫

মিশরে নতুন আবাস

মোটামুটি দেড়শ বছর আগে প্রাচীন মিশরীয়দের চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা অর্থাৎ হাইরোগ্লিফিক আমরা পড়তে শিখি নি। সেই বিচিত্র বর্ণমালা পাঠোদ্ধারের পর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অজানা কাহিনী জানা গেল। তখন আর তথ্যের জন্য একমাত্র ওল্ড টেস্টামেণ্টের পাতা ওল্টালেও চলবে।

খ্রীষ্টপূর্ব পনেরো শতকে হিকসস নামে আরবের এক মেষপালক উপজাতি মিশর জয় করেছিল বলে মনে হয়। যে সেমেটিক সভ্যতার ফসল ইহুদিরা সেই সভ্যতার ফসল এই হিকসসরা অর্থাৎ উভয়েই একদা সেমেটিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

সারা মিশর জয় করে হিকসসরা প্রাচীন রাজধানী থিবস্ থেকে কয়েকশত মাইল দূরে নতুন রাজধানী তৈরি করল। তারা তিনশত বছর ধরে মিশর শাসন করেছিল।

যোসেফ যখন মিশরে এসেছিল তখন যিনি ফ্যারাও ছিলেন তাঁর নাম ছিল অ্যাপেপা, হিকসস বংশের শেষ ফ্যারাও।

দীর্ঘদিন চেষ্টার ফলে মিশরীয়রা অত্যাচারী হিকসসদের উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছিল। নেতা ছিল প্রাক্তন রাজধানী থিবসের একজন মানুষ, যে ছিল মিশরীয়দের রাজা, নাম ছিল আশমেস। তারই নেতৃত্বে হিকসসদের তাড়িয়ে আবার নিজেদের হাতে শাসন ব্যবস্থা তুলে নেয়।

এর ফলে ইজরেলীরা বিপাকে পড়ল। ইজরেলীরা হিকসসদের মিত্র ছিল এবং তাদের প্রধান সহায় ছিল যোসেফ। শাসনব্যবস্থা হাতে ফিরে পেয়ে তারা ইজরেলীদের ওপর নির্যাতন শুরু করল। ইজরেলী হয়েও যোসেফ যে দুর্ভিক্ষের সময় তাদের বাপ ঠাকুর্দাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তা স্বীকার করতেও তারা রাজি নয়। মিশরীয়রা ইজরেলীদের ঘৃণা করত। স্বয়ং ফ্যারাও ইজরেলীদের সুনজরে দেখত না।

কারণ একটা থাকতে পারে। ইজরেলীরা মিশরীয় নাগরিক হয়েও যেন স্বতন্ত্র, তারা মিশরীয়দের সংগে খোলাখুলি ভাবে মিশত না অথচ শত্রুতাও করত না। তারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী এবং মিশরীয়দের চেয়েও ধনবান। মিশরীয়দের অভিযোগ করার পক্ষে এগুলি উপযুক্ত কারণ নয়। কিন্তু ইজরেলীরা তাদের উন্নতি করছে, মিশরীয়রা তাদের সংগে পেরে উঠছে না এই হলো গাত্রদাহ ও হিংসার কারণ। মেষপালক ইহুদিরা নতুন দেশে নতুন অবস্থার সংগে নিজেদের

বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মিশরীয়রা সে তুলনায় ইহুদিদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

ইজরেলীরা ফ্যারাওয়ের কাছে নালিস না করলেও মিশরীয়রা ক্রমাগত নালিস করেই চলেছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে।

ফ্যারাও বিরক্ত হয়ে ইজরেলীদের সমস্ত জায়গা জমি বাজেয়াপ্ত করে আদেশ জারি করলেন এবার থেকে সব ইজরেলীকে নির্দিষ্ট একটা সীমানার মধ্যে বাস করতে হবে, মিশরীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা আর বাস করতে পারবে না। এই নির্দিষ্ট বাসস্থান 'ঘেটো' নামে পরিচিত হয়েছে। সম্ভবতঃ মিশরেই এর উৎপত্তি।

মিশরীয়রা চায় ইজরেলীরা তাদের স্বাতন্ত্র্য ভুলে গিয়ে পুরোপুরি মিশরীয় বনে যাক নয়ত তারা মিশর ছেড়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাক, তারা বাধা দেবে না।

ইজরেলীরা মিটমাট করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। আর কি তারা দুর্গম মরুভূমি পার হয়ে ক্যানানে ফিরে যেতে পারবে? সেখানেও কি আশ্রয় পাবে? তাছাড়া তারা তাঁবু ছেড়ে যে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে, যে আরাম ভোগ করছে তা কি ত্যাগ করে আবার কঠোর জীবনে লিপ্ত হতে পারবে?

ইজরেলীরা ভীষণ সংকটে পড়ল, সামনে প্রচণ্ড সমস্যা, কি করবে স্থির করতে পারছে না। মিশর ত্যাগ করলে তাদের বিপদে পড়তে হবে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। সমস্যার সমাধান হয় না। ইজরেলীরা ঘৃণা ও উপেক্ষা সহ্য করে। জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। তবুও ইজরেলীরা মিশর ছেড়ে যেতে পারছে না।

অবশেষে তাদের মধ্যে এক মহান নেতার উদয় হলো। তিনি মিশরের সমস্ত গোষ্ঠীর ইজরেলীদের একত্র করে একটা জাতি গঠন করলেন তারপর তাদের নিয়ে তিনি একদিন মিশর ত্যাগ করে ক্যানান অভিমুখে যাত্রা করলেন যে ক্যানানকে আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জেকব বলে গেছেন ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি।

৬

দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে নীল উপত্যকা শাসন করত সেই বিখ্যাত ফ্যারাও যে রামেসিস দি গ্রেট নামে ইতিহাসে পরিচিত। রাজা মহান হলে প্রজারা সুখে ও শান্তিতে বাস করবে এই তো হলো নিয়ম কিন্তু তাঁর শাসনকালে মিশরীয় এবং ইজরেলীদের মধ্যে সম্পর্কের এতদূর অবনতি হলো যে একটা গৃহযুদ্ধ বুঝি বেধে যায়।

কয়েক শত বৎসর পূর্বে যাদের মিশরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় নি এখন তাদের প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করতে লাগল মিশরীয়রা। মিশরের ফ্যারাওরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতে ভালবাসতেন। এখন আর পিরামিড নির্মাণ ফ্যাশন নয়। শেষ পিরামিড নির্মিত হয়েছিল দু হাজার বছর আগে। তবে প্রাসাদ ছাড়া রাস্তা তৈরি করতে হবে। সৈন্যদের ব্যারাক তৈরি করতে হবে। নদীর ধারে লম্বা লম্বা বাঁধ দিতে হবে। এসব তৈরি করার জন্যে প্রচুর শ্রমিক লাগবে অথচ মজুরির হার বেশি হলে চলবে না। এজন্যে মিশরীয়রা মজুর খাটতে চাইত না। কেনই বা খাটবে ? যদি হতভাগ্য ইহুদিদের কম মজুরীতে খাটতে বাধ্য করা যায় ! অতএব নির্মাণকার্যে ইহুদিদের খাটানো হতো।

তবে শহরবাসী কিছু ইজরেলী ছিল যারা ব্যবসা করত। মিশরীয়রা প্রতি-যোগিতায় তাদের সঙ্গে পেরে উঠতো না এজন্যে তাদের হিংসা করত এবং ফ্যারাওয়ের কাছে গিয়ে ইজরেলী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে বলত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সব ইজরেলী-দের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সস্তায় কর্মঠ শ্রমিক পাওয়া যাবে না, সুবিধাদরে সেরা মালও পাওয়া যাবে না। এই সমস্যা সমাধানের একটা সূত্র খুঁজে পেল ফ্যারাও।

ফ্যারাও কড়া হুকুম জারি করল যে সমস্ত পুরুষ ইজরেলী শিশুকে হত্যা করে ফেলতে হবে। সমাধান সহজ কিন্তু এর চেয়ে নিষ্ঠুর আর কি হতে পারে ?

এক ইজরেলী দম্পতি, আমরাম এবং জোচিবেডের দুটি সন্তান ছিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম অ্যারন আর মেয়েটির নাম মিরিয়ম। এবার তাদের একটি পুত্র সন্তান হলো। তারা ঠিক করল যেভাবে হোক ছেলেটিকে তারা বাঁচিয়ে রাখবে। এই ছেলেটিই হলো ভবিষ্যতের মোজেস। মোজেস নামের অর্থ হলো 'যাকে তুলে আনা হয়েছে'।

তিন মাস পর্যন্ত তারা বাচ্ছাটিকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখল যে ফ্যারাওয়ের কর্মচারীরা টের পেল না কিন্তু আর বুঝি লুকিয়ে রাখা যায় না। প্রতিবেশীরা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। বাচ্ছার কান্না থামিয়ে রাখা যায় না। তারা ফিসফাস আরম্ভ করেছে। বাচ্ছাকে বাড়িতে লুকিয়ে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না।

মা জোচিবেড তখন বাচ্ছাকে নিয়ে নীল নদের ধারে গেল এবং ঘন প্যাপিরাসের ঝোপের আড়ালে বসে ছোট্ট একটা বেতের দোলনা তৈরি করল। ভেতরে যাতে জল না ঢোকে এজন্যে বাইরে বেশ করে কাদা লেপে দিলো। কাদা শুকিয়ে যাবার পর বাচ্ছাকে সেই দোলনায় শুইয়ে জলে ভাসিয়ে দিলো।

নদীর ধারে তখন অনেক জায়গায় চড়া পড়েছে, জল সেখানে অগভীর। চরে লম্বালম্বা প্রচুর প্যাপিরাস গজিয়েছে। বাচ্ছার দোলনা বেশি দূর যেতে পারল না। কিছু দূর গিয়ে প্যাপিরাসের বনে আটকে গেল।

এদিকে দিদি মিরিয়ম লুকিয়ে দেখছে ছোট্ট ভাইটি ভাসতে ভাসতে কতদূর গেল। সৌভাগ্যক্রমে তখন ফ্যারাওয়ের মেয়ে রাজকন্যা সখিদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে এসেছে। দোলনা সমেত ভাসমান বাচ্চা একজন সখির নজরে পড়ে গেল। সে তাকে দোলনা থেকে কোলে তুলে নিয়ে রাজকন্যাকে দেখাল। চার মাসের শিশুকে দেখলে যে কোনো নারীর হৃদয়ে মাতৃভাব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ফ্যারাওয়ের মেয়ে অনুমান করল শিশু নিশ্চয় ইজরেলী তবুও সে তাকে নিজের সন্তানের মতো কোলে তুলে নিলো। মিরিয়ম তখন কাছে এসে গেছে এবং সব দেখছে ও শুনছে।

ফ্যারাও কন্যা ঠিক করল শিশুটিকে সে পুষবে কিন্তু এতটুকু শিশু মায়ের বুকের দুধ না খেলে তো বাঁচবে না। এর মাকে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং সে ধরাও দেবে না। দুগ্ধবতী একজন ধাইমা চাই। কোথায় পাওয়া যাবে? সখিরাও জানে না।

এমন সময়ে মিরিয়ম এগিয়ে এসে বললো তার জানা একজন ধাইমা আছে, তার বুকে প্রচুর দুধ। সে ছুটে বাড়ি গিয়ে নিজের মাকেই ডেকে আনল।

একটি ইজরেলী শিশু অবাধ হত্যাকাণ্ড এড়িয়ে রাজপ্রাসাদেই নিজের মায়ের তত্ত্বাবধানে ও রাজকন্যার স্নেহমমতায় লালিত হতে লাগল। মোজেস ক্রমশঃ বড় হলো। লেখাপড়া এবং অন্যান্য বিদ্যাও শিখল।

মোজেস যখন ভালো পোশাক পরে জেন্টলম্যান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দাদা অ্যারন তখন ইঁটখোলায় সামান্য শ্রমিকের কাজ করছে। পরনে ছিন্নবেশ, মলিন মুখ। আরও মলিন হয় যখন মিশরীয় শ্রমিক-সর্দার অযথা পিঠে চাবুকের ঘা লাগায়।

এইসব দেখে মোজেস খুব কষ্ট পেত। মনে প্রাণে সে নিজেকে একজন ইজরেলী মনে করত। ইজরেলীদের জন্যে তার দরদ ও সহানুভূতির শেষ ছিল না। একদিন সে দেখল একজন মিশরীয় একজন অসহায় বৃদ্ধ ইজরেলীকে প্রহার করছে। প্রথমে প্রতিবাদ করল। আততায়ী কথা কানে তুলল না, মোজেসকে

সে গ্রাহ্যই করল না। তখন সে এগিয়ে গিয়ে ছোকরাকে আঘাত করল। আঘাত জোরই হয়েছিল এবং এত জোর যে মিশরীয় ছোকরা মারাই গেল। ধরা পড়ার ভয়ে মোজেস সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তবুও ব্যাপারটা গোপন থাকে নি।

আর একদিন মোজেস রাস্তায় দেখল দুজন ইজরেলী মারামারি করছে। সে তাদের বললো, মারামারি করছ কেন ? মিটমাট করে নিতে পার না। ওরা গ্রাহ্য করল না। একজন বিদ্রূপ করে বলল, কেন হে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ? তুমিও কি ঐ মিশরীয়ের মতো আমাদের মেরে ফেলতে চাও নাকি ? সুবিধে হবে না। কেটে পড়।

ব্যাপারটা গোপন নেই তাহলে ? ইতিমধ্যে মিশরীয় হত্যার ঘটনা ফ্যারাওয়ের কানে উঠল। ফ্যারাও তখনি আদেশ জারি করল বদমায়েশটাকে ধরে এনে ফাঁসিকাঠে লটকে দাও। হুকুমটা মোজেসেরও কানে উঠল। সে বোকা নয়। এখানে থাকলে মরতে হবে। সে পালাল। দূরে অন্য দেশে চলে গেল।

না পালালে তার 'মোজেস' হওয়া হতো না। মিশরে থাকলে এবং তার ফাঁসি যদি নাও হতো তাহলে সে কি আর করত। রাজকন্যার পালিত পুত্র রূপে মিশরীয় নাগরিক হয়ে অলস সময় ব্যয় করত।

এখন যার নাম রেড সি এবং যার মাথায় গালফ অফ সুয়েজ তখন তার বোধ-হয় অন্য নাম ছিল। ঐ সমুদ্রের কি নাম ছিল জানা যায় না কারণ বাইবেলে ওটি সমুদ্র নামেই উল্লেখিত হয়েছে। দীর্ঘ ও উত্তপ্ত মরুপথ পার হয়ে মোজেস এই অঞ্চলেই এসেছিলেন।

মোজেস একদিন একটি কূপের কাছে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। জেথরো নামে এক পুরোহিত কাছেই বাস করতেন। জেথরোয়ের কন্যারা তাদের পশুগুলিকে জল-পান করাবার জন্যে কূপের ধারে নিয়ে এসেছে। সূর্য অস্ত গেছে; অন্ধকার নেমে এসেছে। পশুগুলিকে রাত্রে আর জলপান করান হবে না। এজন্যে জেথ-রোয়ের কন্যারা ছাড়া পশুপালক ছোকরারাও তাদের পশুপাল নিয়ে এসেছে এবং ছোকরারা নিজের পশুদের আগে জল খাওয়াবার জন্যে ধাক্কাধাক্কি ঠেলা-ঠেলি তো করছেই এমন কি ঘুঁষিও চলছে এমন কি মেয়েদেরও কূপের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। জেথরোয়ের মেয়েরা বড়ই অসুবিধায় পড়ল, তারা নিজেদের অসহায় বোধ করল।

এতগুলি ছোকরার মোকাবিলা করা একা মোজেসের সাধ্য নয় অথচ মেয়েগুলিকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচান দরকার। মোজেসের সাহস আছে। সে এগিয়ে গিয়ে ধমকধামক দিয়ে ছোকরাদের নিরস্ত করে মেয়েদের আগে সুযোগ করে দিলো এবং ছোকরারাও যাতে মারামারি না করে পরপর সুষ্ঠুভাবে জল নিতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিলো। মোজেসের ব্যক্তিত্বের কাছে পশুপালক ছোকরারা অবনতি স্বীকার করল।

জেথরোয়ের মেয়েরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মোজেসকে তাদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে আসতে বললো। পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং রাত্রে আহার করার

জন্যও আমন্ত্রণ জানাল।
এইভাবে জেথরোয়ের সঙ্গে মোজেসের আলাপ হলো। ফলে মোজেস পশুপালকের বৃত্তি গ্রহণ করল। আব্রাহাম, আইজ্যাক ও জেকবও পশুপালক ছিলেন। জেথরো-এর এক কন্যা জিফোরার সঙ্গে মোজেসের বিবাহ হলো। অন্যান্য মরুবাসীদের মতো মোজেসও সরল জীবন যাপন করতে লাগল।
মিশর থেকে পালিয়ে এলেও মোজেস হতভাগ্য ইজরেলীদের কথা ভোলে নি। শূন্য মরুভূমিতে একা বসে তাদের কথা চিন্তা করত। শুধু চিন্তা নয় মোজেস অন্তরে একটা প্রেরণা উপলব্ধি করল। মোজেসের মনে পড়ল তার পূর্বসূরীদের কথা। স্বজাতির উন্নতির জন্য তাঁরা বিপদআপদ তুচ্ছ করে তাদের একটা স্থায়ী বাসস্থান দিয়ে তাদের জাগ্রত করে তোলবার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। মিশর ইজরেলীরা তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। ঈশ্বরে তাদের যেন আর বিশ্বাস নেই। ফ্যারাও-এর সব অত্যাচার তারা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছে। তাদের যে একটা ভবিষ্যৎ আছে যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মোজেস বিশ্বাস করে তা ইজরেলীরা যেন জানে না। এই মৃতপ্রায় জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ফ্যারাওয়ের বজ্রমুষ্টি থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে। এ কাজ তাকেই করতে হবে। জিহোভার কাছে সে প্রার্থনা করতে করতে প্রেরণা লাভ করল। তার ভেতরে একটা শক্তি যেন তাকে বলে দিচ্ছে এগিয়ে যাও, এ কাজ তুমি পারবে।
মোজেস নিজেকে জিহোভার দাস মনে করল। তিনি যে পথে তাকে নিয়ে যাবেন সেই পথেই সে যাবে এবং সত্যই স্বয়ং জিহোভা একদিন একটি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য দিয়ে তাকে বললেন, আর সময় নষ্ট কোরো না, মিশরে ফিরে গিয়ে তুমি ইজরেলীদের উদ্ধার করে আন, আমি তোমার সহায়, সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব।
কাজ বড়ই কঠিন। একটা জাতিকে একত্র করে মূল থেকে তাদের উৎপাটিত করে দুর্গম মরুভূমি পার করে সুদূরে ভিন্ন এক দেশে নিয়ে গিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাধা আসবে সহস্র। জিহোভা যখন সহায় তখন এ কাজ কি সে হাসিল করতে পারবে না?
ইতিমধ্যে ফ্যারাও রামেসিসের মৃত্যু হয়েছে। তারপরে ফ্যারাও হয়েছে মিনেপতা। মোজেস যে একজন মিশরীয়কে হত্যা করে মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পলায়ন করেছিল এ খবর সম্ভবতঃ নতুন ফ্যারাওয়ের জানা নেই। মোজেস এখন মিশরে ফিরতে পারেন। মিশরে ফিরে মোজেস দেখলেন যে ইজরেলীরা তার কথায় তো নয়ই তাঁকেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না।
দীর্ঘদিন ক্রীতদাস থাকা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষ পরনির্ভর এবং ভীতু হয়ে যায়। ইজরেলীরা দীর্ঘদিন ক্রীতদাসরূপে মিশরে বাস করছে। তাদের মনুষ্যত্ব প্রায় বিলুপ্ত। তারা প্রতিদিন তিনবার খেতে পায় এতেই তারা সন্তুষ্ট। কি খাচ্ছে, কতটা খাচ্ছে, সে বিচার তারা করতে ভুলে গেছে।
তারা যদি একটা নতুন দেশে যায় তাহলে তারা সেখানে স্বাধীনভাবে আরও

উন্নত জীবন যাপন করতে পারবে এমন একটা উজ্জ্বল ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা যায়। তবে সেই বাঞ্ছিত ভূমি মিশর থেকে দূরে সেখানে ধর্মশূন্য এক জাতি বাস করে। কোনো একজন ঈশ্বরে তাদের বিশ্বাস নেই।
দীর্ঘদিন ধরে পায়ে হেঁটে সাইনাই-এর মরুভূমি পার হয়ে তাদের সেই দেশে পৌঁছতে হবে। তখন তারা পরিশ্রান্ত। সে দেশে যারা আছে তারা বাধা দেবে। তাদের হটিয়ে দেশের দখল নেওয়া যাবে সে বিষয়ে স্থিরতা নেই।
মোজেস তাদের বলতেন হ্যাঁ কষ্ট তো সহ্য করতেই হবে কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে কিছুই হবে না। এখনও তো তারা নোংরা পল্লীতে বাস করছে, আলো-বাতাসহীন ঘরে বাস করছে, ওরা যা খেতে দিচ্ছে তাই খেতে হচ্ছে, কাজে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সাজা পেতে হবে। এই জীবনই কি মানুষের কাম্য ?
মোজেস ভালো বক্তৃতা দিতে পারেন না। তাঁর সামনে একটা আদর্শ আছে, আছে অসীম সাহস, ধৈর্য আর মনোবল কিন্তু এসব গুণ তো তাদের নেই যাদের স্বাধীন করবার জন্যে তিনি চেষ্টা করছেন। তারা মোজেসের বক্তৃতার মধ্যে আশার আলো দেখতে পায় না। অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা অনিচ্ছুক।
মোজেস তখন ইজরেলীদের বোঝাবার ভার তার ভাই অ্যারনের ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ করে দিলেন। কিভাবে তিনি ইজরেলীদের এ দেশ থেকে ক্যানানে নিয়ে যাবেন তার পরিকল্পনা রচনা করতে লাগলেন। কাজ তো মোটেই সহজ নয়। পথও সরল নয়। অনেক কঠিন ধাপ পার হতে হবে। বিনা প্রস্তুতিতে এ কাজে হাত দেওয়া যায় না।

মোজেস সাহস করে একদিন ফ্যারাওয়ের সামনে হাজির হয়ে বললো, মাননীয় যোসেফ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন যে ইহুদি জাতি মিশরে স্বেচ্ছায় এসেছিল, বিনা বাধায় তাদের এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া হোক।
ফ্যারাও মিনেপতা তাঁর প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন কিন্তু ব্যাপার তখনি মিটল না। ফল হলো সুদূর প্রসারী। ফ্যারাও কঠোর হলো। ইজরেলী শ্রমিকরা যাতে পালাতে না পারে এজন্যে তাদের ওপর কড়া নজর রাখা হলো। তাদের ওপর আরও নিষ্ঠুর আচরণ আরম্ভ হলো। ইটখোলায় প্রতিদিন তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ইঁট তৈরি করতে হবে তারপর তাদের বাড়ি ফিরতে হবে তা সে যতো দেরিই হোক। ভাঁটিতে ইঁট পোড়াবার জন্যে তাদের খড় সরবরাহ করা হতো কিন্তু এখন থেকে ওদেরই খড় সংগ্রহ ও বয়ে আনতে হবে। এই আদেশ জারির ফলে তাদের কাজ বাড়ল এবং ছুটি হতেও অনেক দেরি হয়।
ইহুদি শ্রমিকরা স্বভাবতই মোজেসের ওপর ক্ষেপে গেল। তার জন্যেই তো তাদের এই বিড়ম্বনা সহ্য করতে হচ্ছে। সে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যাক, আমরা এখানে বেশ আছি। মোজেস যেন আর বাড়াবাড়ি না করে। ফ্যারাওয়ের রাগ সে জানে না, আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। মোজেস নিজের বিপদের কথা বুঝতে পারলেন।

মোজেস তার পত্নী ও সন্তানদের মিডিয়ান দেশে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। মোজেস জানে আদর্শবাদী সমাজসেবকদের অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়, তা বলে আদর্শচ্যুত হলে চলবে না। তাই মোজেস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কর্মপন্থা ঠিক করতে লাগলেন।

ইজরেলীদের বোঝাতে তিনি ছাড়লেন না। ওরা যেন আর মানুষ নেই, যন্ত্র হয়ে গেছে। ওদের জাগিয়ে তুলতে হবে। হতাশ না হয়ে মোজেস ক্রমাগত তাদের উৎসাহ দিতে থাকলেন। তিনি তাদের বোঝালেন তোমাদের যে সব কথা বলছি তা আমি বলছি না, আমার মুখ দিয়ে জিহোভা বলছেন অতএব তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করতে পার। জিহোভা তাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহামকে বলেছিলেন তারা দাসত্ব শৃংখল ভেঙে নিজ দেশে ফিরে গেলে তারা এক মহান জাতিতে পরিণত হবে। এখানে পড়ে থাকলে তাদের অবস্থার আরও অবনতি হবে।

ইজরেলীরা মোজেসের কথা এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বার করে দিলো। দীর্ঘদিন ক্রীতদাস থেকে শ্রমে আবদ্ধ হয়ে তাদের সমস্ত অনুভূতি বিলীন হয়ে গেছে, তারা জড় পুতুলে রূপান্তরিত। গায়ে চিমটি কাটলেও তারা উঃ করতে ভুলে গেছে। তাদের ঈশ্বর আছে এবং তাঁর ক্ষমতা আছে তাও তারা বিশ্বাস করে না। তারা ক্রীতদাসের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এর বাইরে কিছু আছে বা হতে পারে এ তারা বিশ্বাস করে না।

এবার মোজেস বুঝলেন যে বল প্রয়োগ না করলে ইজরেলী বা ফ্যারাওকে নড়ান যাবে না। তাঁর একার সে শক্তি নেই। জিহোভার আছে। মোজেস প্রার্থনা করল। তাঁর এই একান্ত ভক্তটিকে জিহোভা নিরাশ করলেন না।

মোজেসকে জিহোভা বললেন ফ্যারাওয়ের কাছে আবার যেতে এবং জিহোভার নাম নিয়ে সব কিছু বলতে। ফ্যারাও রাজি না হলে তাকে যেন সতর্ক করে দেওয়া হয় যে জিহোভার ক্রোধ তার ওপর বর্ষিত হবে, ফল ভালো হবে না।

এবার অ্যারনকে সঙ্গে নিয়ে মোজেস প্রাসাদে গিয়ে ফ্যারাওকে বললেন ইজ-রেলীদের মুক্তি দিতে। ফ্যারাও এবারও তাঁদের ফিরিয়ে দিলো।

প্রাসাদ থেকে ফিরে অ্যারন নীল নদের ধারে গেল এবং তার হাতের লাঠিগাছটা নদীর দিকে প্রসারিত করল। নদীর জল রক্তর মতো লাল হয়ে গেল। এ জল তৃষ্ণা নিবারণের অযোগ্য। লোকেরা বাধ্য হয়ে কূপ খনন করতে আরম্ভ করল। পানীয় জল না পেলে তো মৃত্যু অবধারিত।

কূপ তো আর মুহূর্তে খোঁড়া যায় না। সময় লাগে। সেই সময়ের মধ্যে মানুষের তৃষ্ণা পাবেই এবং তারা সোরগোল করতে থাকবেই। নদীর জল লাল হয়ে গেছে মাছ মরে পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, সে জল পানের অযোগ্য। কিন্তু ফ্যারাওয়ের হৃদয় কঠিন। তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলেন না যে তার ওপর এই হলো জিহোভার প্রথম আঘাত।

তারপর এল দ্বিতীয় আঘাত।

নীল নদের ধারে প্রায়ই দু পাঁচটা ব্যাং দেখা যেত। কিন্তু সহসা দেখা গেল

ব্যাং-এর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে, পাঁচ সাতশ বা হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ। জমিতে পা ফেলা যাচ্ছে না। সমস্ত শহরটাই ব্যাঙে ভর্তি হয়ে গেল।' ন্যালনেলে ব্যাংগুলোর ডাকে কান পাতা যায় না। সমস্ত প্রাসাদটাও ব্যাঙে ভর্তি হয়ে গেল। ব্যাঙের ডাক ও গন্ধে টেঁকা যায় না।

ফ্যারাও বিচলিত হয়ে মোজেসকে ডেকে প্রতিকার করতে বললো। মোজেসের অনুরোধ ফ্যারাও বিবেচনা করবে এ কথাও বললো। ব্যাং চলে গেলে ইহুদিরাও যেতে পারবে।

মোজেসের আদেশে সমস্ত ব্যাং মরে গেল এবং ফ্যারাও সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল।

এবার তৃতীয় আঘাত।

আকাশ অন্ধকার করে মাছির পাল উড়ে এসে ফ্যারাওয়ের প্রাসাদ ও মিশরীয়দের বাড়ি ছেয়ে ফেলল। কথা বলা যায় না। হাঁ করলেই চার পাঁচটা মাছি মুখে ঢুকে যায়। খাবার দিলেই তার ওপর হাজার হাজার মাছি বসে। কত রকম রোগ হতে লাগল। মানুষ মরতে লাগল।

ফ্যারাও এবার একটা মিটমাট করবার চেষ্টা করলেন। মোজেসকে ডেকে বললেন আমি সমস্ত ইহুদিদের কিছু দিনের জন্যে ছুটি দিচ্ছি, তুমি ওদের মরুভূমিতে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে ওরা ঈশ্বরের আরাধনা করুক, বলিদান দিক, কিছু দিন বিশ্রাম নিক তারপর তাদের অবশ্যই ফিরে এসে নিজের কাজে যোগ দিতে হবে।

মোজেস মনে মনে ভাবলেন তিনি অ্যারন, আর কারও সঙ্গে এবং ইজরেলীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং এই সুযোগে তাঁর স্বজাতিদের নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করা যায় কিনা সে বিষয়েও আলোচনা করবেন। ইতিমধ্যে মাছিদের সরিয়ে দেওয়া যাক।

চাপ চাপ মাছি সরে যেতে মিশরীয়রা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কিন্তু ফ্যারাওয়ের প্রাসাদের ডাইনিংরুম থেকে শেষ মাছিটি বিদায় নেবার আগেই ফ্যারাও পূর্বের মতো তার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল।

কিন্তু জিহোভা বা মোজেস ভুললেন না। এবার চতুর্থ আঘাত। মিশরীয়দের সমস্ত গবাদি পশু এক অজানা রোগে আক্রান্ত হলো। তারা মরতে লাগল। দুধ ও মাংসের অভাব হলো। মড়ক লেগে গেল। তবুও ফ্যারাও ইজরেলীদের ছেড়ে দিতে রাজি হলো না।

এবার পঞ্চম আঘাত।

সমস্ত মিশরীয় নরনারী এক প্রবল চর্মরোগে আক্রান্ত হলো অথচ একজনও ইজরেলীর এ রোগ হলো না। এ রোগ ভীষণ। ক্ষণিকের জন্যেও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। বৈদ্যরা কিছুই করতে পারছে না। তারা নিজেরাও আক্রান্ত। ফ্যারাও তবুও অনমনীয়। ইজরেলীদের সে মুক্তি দেবে না।

অতএব ষষ্ঠ আঘাত এলো।

প্রচণ্ড শিলা বৃষ্টি ও ঝড়ে ফ্যারাও ও মিশরীয়দের ক্ষেতের সমস্ত ফসল একে-

বারে নষ্ট হয়ে গেল।
সপ্তম আঘাতে বাজ পড়ে ফ্যারাও ও মিশরীয়দের শস্য ও বীজ ভান্ডারে আগুন লেগে সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল।
ফ্যারাওয়ের শিক্ষা হতে এখনও বাকি আছে। এল অষ্টম আঘাত। পালে পালে পঙ্গপাল এসে সমস্ত গাছের ও ঝোপঝাড়ের পাতা ও ঘাস খেয়ে শেষ করে দিলো সমস্ত গাছ নিষ্পত্র। কোথাও একটিও ক্ষুদ্র পাতা বা ঘাস দেখা যাচ্ছে না।
ফ্যারাও এবার ভয় পেয়ে গেল। মোজেসকে ডেকে বললো, বেশ আমি ইহুদিদের ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু তাদের সন্তানদের এখানে রেখে যেতে হবে। মোজেস এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বললেন ইজরেলী তো দেশ ত্যাগ করবার সময় তার সব ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়েই যাবে। অতএব ফ্যারাওকে শিক্ষা দেওয়া বাকি ছিল।
এবার নবম আঘাত।
মরুভূমি থেকে আকাশ অন্ধকার করে প্রচন্ড বেগে বালুঝড় ধেয়ে এল। প্রকৃতি যেন পাগল হয়ে গেছে। সূর্যও ঢাকা পড়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার এবং ঝড়ের আঘাত।
ফ্যারাও মোজেসকে ডেকে পাঠিয়ে বললো, বেশ ইহুদিরা তাদের ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়েই যাবে কিন্তু তাদের পশুপাল এখানে রেখে যেতে হবে।
মোজেস বললেন, না,' আমার লোকেরা শুধু তাদের সন্তান ও পশুপাল নয় তাদের যা কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী আছে তাতো তারা যতদূর পারে বয়ে নিয়ে যাবে। ফ্যারাও রাজি হলো না।
এবার এল দশম ও শেষ আঘাত।
মিশরীয়দের প্রথম জাত অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সন্তানটি মারা যেতে লাগল। ঘরে ঘরে হাহাকার আর ক্রন্দনের রোল উঠল। অথচ ইজরেলীদের একটিও সন্তান মারা গেল না!
ইজরেলীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল একটি মেষশাবক হত্যা করে তার রক্ত দিয়ে বাড়ির দরজায় বা দেওয়ালে যেন চিহ্ন করে দেওয়া হয়। জিহোভার আদেশে মৃত্যুদূত যখন মিশরীয়দের বাড়ি বাড়ি হানা দিতে যাবে তখন রক্তচিহ্নিত বাড়িগুলি সে স্পর্শ করবে না। এজন্যই আব্রাহামের একটিও বংশধরের মৃত্যু হয় নি।
ফ্যারাও এবার ভালো করেই বুঝল তার চেয়েও ক্ষমতাশালী এক শক্তির কাছে সে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত। ইহুদিরা চলে যাক, আর সে আপত্তি করবে না। মোজেস যত শীঘ্র সম্ভব ইহুদিদের নিয়ে চলে যাক নইলে আবার কি আঘাত আসবে কে জানে?
মিশর ছাড়বার উদ্যোগ সেইদিনই আরম্ভ হয়ে গেল। জেকবের বারোটি ছেলে ছিল। বারো ছেলে বারোটি ইজরেলী গোষ্ঠীর জনক। বারোটি গোষ্ঠী যথা রিউবেন, লেভি, জুডা, সিমিয়ন, ইসাচার, জেবুলুন, ড্যান, নাফতালি, গ্যাড, অ্যাশের, এফ্রায়েম এবং মানাশ্চ মিশরে শেষবারের মতো তাদের ভোজন সমাধা

করল। রাত্রি হতেই ইজরেলীরা তাদের পশুপাল ও ব্যবহার্য জিনিসপত্তর নিয়ে জর্ডন নদীর তীরে তাদের বাঞ্ছিত ভূমিতে যাবার জন্য যাত্রা শুরু করল। এই যাত্রা বাইবেলে তথা ইতিহাসে একসোডাজ নামে স্মরণীয় হয়ে আছে।
জিহোভার অভিশাপে তার বড় ছেলেটি মারা গেছে এজন্য ফ্যারাও স্থির করেছে সে প্রতিহিংসা নেবে। সে তার বাহিনীকে আদেশ দিলো ইজরেলীদের অনুসরণ করতে এবং যথাসময়ে তাদের ঘিরে ফেলে ভেড়ার পালের মতো তাড়া করে মিশরে ফিরিয়ে এনে সকলকে হত্যা করতে। ওদের জন্যে মিশরে সকলেরই জ্যেষ্ঠ সন্তানটি মারা গেছে। ইহুদিগুলোকে মারতে পারলে কিছু প্রতিশোধ তো নেওয়া যাবে।
মিশরীয় বাহিনী ইজরেলীদের যখন দেখা পেল তখন ইজরেলীরা সুয়েজ উপ-সাগরের তীরে পেঁছেছে। তারা সাগর তীরে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং সাগর পার হবার উপায় চিন্তা করছিল।
মিশরীয় সৈনিকরা যখন ইজরেলীদের তাঁবু দেখতে পেয়েছে তখন আকাশে এমন ঘন মেঘ জমে এবং সেই মেঘ জমি পর্যন্ত নেমে আসার ফলে মিশরীয় বাহিনী ইজরেলীদের আর দেখতে পেল না। মোজেস মনে করেন এ জিহোভারই কীর্তি, তাঁর অসীম দয়া।
মিশরীয় সৈন্যরা তাদের দেখতে পাক আর না পাক, আক্রমণ করুক আর না করুক, সমুদ্র তো পার হতে হবে। অন্ধকার থাকতে থাকতে ভোরে মোজেস ইজরেলীদের বললেন, চল আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সকলে সমুদ্রে নেমে পড়, পরম দয়াবান জিহোভার দয়ায় আমরা সমুদ্র পার হয়ে যাব।
আশ্চর্য কাণ্ড! মোজেস জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল দু পাশে সরে গিয়ে ইজরেলীদের জন্যে রাস্তা করে দিলো। শেষ মানুষটি পর্যন্ত যখন নিরা-পদে ওপারে পেঁছে গেল তখন মেঘের আবরণ সরে গেল। ফ্যারাও ও তার সৈন্যরা দেখল সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে রাস্তা আর সেই রাস্তা দিয়ে ইজরেলীরা ওপারে নিরাপদে চলে গেছে।
ফ্যারাও তখনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সমুদ্রের মাঝে সেই রাস্তায় নেমে পড়ল। শেষ সৈন্যটি যখন সেই রাস্তায় নেমেছে তখনি দুধার থেকে বিপুল জলরাশি ছুটে এসে ফ্যারাও ও তার বাহিনীকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একটিও সৈন্য মিশরে ফিরে গিয়ে এই খবর দেবার জন্যে বেঁচে ছিল না।
সমুদ্রের ওপারেও মরুভূমি। ইজরেলীরা সেই মরুভূমিতে পা রাখল। আবার চলা শুরু হলো। দু চার দিন বা দু চার মাসও নয়, চল্লিশ বছর ধরে ইজরেলী-দের চলতে হয়েছিল নিরাপদ ও নিজস্ব একটু আশ্রয়ের আশায়।

৭

বিজন মরু, চলারও শেষ নেই

নোংরা পল্লীতে আলোবাতাসহীন ঘর ছেড়ে হতভাগ্য ইজরেলীরা মোজেসের আহ্বানে আসতে চাইছিল না। বর্তমান কালেও দেখা যায় অনেক দেশে শহরের বস্তিবাসীরা তাদের অস্বাস্থ্যকর ঝুপড়ি ছেড়ে অন্যত্র, যেখানে আলো হাওয়া পাওয়া যাবে সেখানে যেতে চায় না। এই জীবনের সঙ্গে তারা এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে স্থানত্যাগ করতে চায় না।

বস্তিতে বা ঝুপড়িতে বাস করলেও তারা শহরজীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কাছেই কিছু না কিছু স্থায়ী বা অস্থায়ী কাজ পাওয়া যায়, হাতের কাছে পানীয় জল আছে, দোকান বাজারও দূরে নয়। চিকিৎসার সুযোগও আছে। ছেলেমেয়েরা বিনা পয়সায় লেখাপড়া শিখতে পায়।

কোনো সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বস্তি বা ঝুপড়িবাসীদের কিছু দূরে ফাঁকা জায়গায় স্বাস্থ্যপ্রদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও তারা ঐসব কারণে যেতে চায় না। তাদের যুক্তি দিয়েও বোঝান যায় না যে এভাবে বাস করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

ইজরেলীদের বোঝাতে মোজেসকে কম পরিশ্রম করতে হয় নি। মোজেসরা হলেন অগ্রদূত, পথ প্রদর্শক। মানুষ যাতে উন্নত জীবন যাপন করতে পারে এজন্যে তারা লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করেও যুগযুগ ধরে চেষ্টা করে এসেছেন।

মানুষ তার প্রকৃতি বা স্বভাব সহজে বদলাতে পারে না। ইহুদিরা অনুযোগ করত তারা তো মিশরে কিছু খারাপ ছিল না যদিও তারা ক্রীতদাসের জীবন যাপন করছিল। এখানে এই মরুভূমিতে এসে স্বাধীন হয়ে আমাদের কি লাভ হলো ? সব সময় পেটভরে খেতে পাচ্ছি না, পানীয় জল পাচ্ছি না। কি লাভ হলো ?

বাস্তবিকই এক আধ বছর নয়, চল্লিশ বছর মরু অঞ্চলে দিন যাপন যে কতদূর কষ্টসাধ্য তা ভুক্তভোগীরাই জানে। মোজেসের মতো ব্যক্তিত্ব যাদের আছে, যাদের হৃদয়ে আছে স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি তারা ছাড়া অশান্ত ইজরেলীদের কে বশে রাখতে পারবে ? মোজেস পেরেছিলেন। অন্য মানুষ হলে ইজরেলী কবেই আবার মিশরে ফিরে যেত। সমুদ্র পার হবার আগেই।

ইজরেলীরা যখন দেখল তারা নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে এল, দয়াবান জিহোভা তাদের জন্যে পথ করে দিলেন আর সেই পথ পার হতে গিয়ে সসৈন্যে ফ্যারাও বিনষ্ট হলেন। তখনই মোজেস তথা জিহোভার প্রতি তাদেব ভক্তি, শ্রদ্ধা ও

আনুগত্য বেড়ে গিয়েছিল। এমন একটা ঘটনা না ঘটলে কি হতো বলা যায় না। আরও আলৌকিক ঘটনা ঘটে ইজরেলীদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল।

সাইনাই অঞ্চলে এসে ইজরেলীরা আবার খুঁতখুঁত করতে আরম্ভ করল। জায়গাটা নিষ্ফলা, পাহাড়ী, চারদিকে উঁচুনিচু পাহাড় আছে, আছে অসংখ্য ঢিবি, কোথাও কিছু ঘাস, কাঁটাগাছ বা বালি। এখানে এসে তারা জিহোভাকে ভুলে গেল। তাঁকে স্মরণ করে কেউ আর একবারও প্রার্থনা করে না। অথচ অলক্ষ্যে থেকে তিনি তাদের প্রেরণা যুগিয়ে আসছেন, অভাব দূর করছেন, সংকট মোচন করছেন।

বিরক্ত হয়ে ইজরেলীরা খোলাখুলি বলতে লাগল এ কোথায় তাদের নিয়ে এল মোজেস ? ওর মতলবটা কি ? মিশরে বোধহয় কবর দেবার জায়গার অভাব হয়েছিল তাই ও আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। বিপদের ওপর বিপদ। সঙ্গে ওরা যে পরিমাণ খাবার এনেছিল তা ফুরিয়ে আসছে। আর দু তিনদিন পরে তো অনাহারে মরতে হবে। না ! লোকটার কথা শুনে ওরা ভুল করেছে। মোজেসের কাছে ওরা দাবি করতে লাগল, হয় আমাদের খেতে দাও নয়ত আমাদের ফিরে যেতে দাও। ফিরে যেতে দিলেই যেন তাদের খাদ্যভাণ্ডার আপনিই ভরে উঠবে।

মোজেস বললেন, ফিরে যাবে কেন ? খাবার নেই তো কি হয়েছে। জিহোভা কাউকে অভুক্ত রাখবেন না, নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করবেন। এতদিন তো বিপদে আপদে তিনিই আমাদের রক্ষা করে এসেছেন।

পরদিন সকালে এক আশ্চর্য ঘটনা দেখা গেল। আশেপাশে সমস্ত জমি শিশির বিন্দুর মতো এক রকম শস্যবীজে ভরে গেছে। অজস্র সেই শস্যবীজ পড়ে রয়েছে। ইজরেলী ও মিশরীয়দের কাছে এই শস্যবীজ অচেনা নয়। ইজরেলীরা বলে 'মান্না' আর মিশরীয়রা বলে 'মান্নু'। এই বীজ পিষে তারপর জল দিয়ে ময়দার মতো মেখে নানারকম সুস্বাদু মেঠাই তৈরি করা যায়।

জিহোভাকে ধন্যবাদ দিয়ে তারা যত পারল সেই মান্না বীজ সংগ্রহ করে খাবার তৈরি করে পেট ভরে খেল। একদিন নয়, পরবর্তী বিশ্রাম দিবসের আগের দিন সাত দিন পর্যন্ত সেই বীজে মাঠ ভর্তি হয়ে থাকত। ভবিষ্যতের জন্য অনেক বীজ তারা সঞ্চয় করেও রাখল।

এইসব ঘটনায় জিহোভার প্রতি ইজরেলীদের বিশ্বাস ফিরে আসত এবং এর পর যে পর্যন্ত না কোনো বিপদ আসত তারা নীরব থাকত।

এবার পানীয় জলের অভাব দেখা দিলো। কোথাও জলের দেখা নেই। কূপ নেই, যাও বা দু একটা চোখে পড়ে তা শুকিয়ে গেছে। জলের জন্যে হাহাকার পড়ে গেল।

সব ভুলে ইজরেলীরা প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করল। তারা কি তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে মরবে ? নীল নদের ধারে যখন তারা বাস করত তখন জলের কোনো অভাব ছিল না। ওরা আবার সেখানে ফিরে যাবে।

জল নেই এই কথা ? মোজেস শুনেই তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাহাড়ের গায়ে আঘাত করলেন। অমনি কঠিন গ্র্যানাইট পাথরের বুক চিরে ঝর্ণার মতো শীতল ও নির্মল জল পড়তে লাগল। মোজেসকে জিহোভা বলেই রেখেছিলেন যে জলের সংকট দেখা দিলে এইভাবে পাহাড়ের আঘাত করলে জল পাওয়া যাবে।
ইজরেলীরা দুহাত তুলে জিহোভা ও মোজেসের জয়গান করতে করতে তৃষ্ণা নিবারণ করল ও জলপাত্রগুলি পূর্ণ করে রাখল।
কিছুদিন বেশ কাটল। আবার নতুন অভিযোগ।
আমালেকাইট নামে এক হিংস্র আরব উপজাতির দল তাদের পালিত পশু চুরি করে। এই ইহুদিরা যথেষ্ট শক্তিশালী। তারা দস্যুদলের মোকাবিলা করতে পারে কিন্তু দীর্ঘদিন ক্রীতদাস ও পরনির্ভর থেকে ওরা প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে। ওদের সাহস নেই, অস্ত্র দেখলেই ভয় পায়। নচেৎ দলবন্ধভাবে দস্যুদের তাড়া করলেই তারা পালিয়ে যেত।
কিন্তু দস্যুদের যে তাদের ভীষণ ভয়। কে মরতে যাবে ওদের হাতে তার চেয়ে দু চারটে ভেড়া ছাগল নিয়ে যাক তো যাক না। আমালেকাইটরা যখন বুঝতে পারল আগন্তুকরা তাদের এড়াতে চায় তখন তাদের তৎপরতা বেড়ে গেল।
মোজেস বুঝলেন এরকম ভাবে চললে শত্রুর সাহস বেড়ে যাবে, এখানে টেঁকা যাবে না। এই হানা বন্ধ করতে হবে।
মোজেস তাঁর সাহসী অনুচর যশুয়াকে বললেন দস্যুদের মোকাবিলা করতে। যশুয়া সাহসী, দায়িত্বজ্ঞান আছে, বিশ্বাসী, কোনো কাজের ভার দিলে সে তা অবহেলা করে না। মোজেস যশুয়াকে আদেশ করলেন যেভাবে পার আমালেকাইটদের তাড়িয়ে দাও।
যশুয়া কয়েকজন সাহসী যুবককে বেছে নিয়ে দস্যুদের তাড়া করলেন। সেইদিকে ফিরে আকাশের দিকে চেয়ে মোজেস তাঁর দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। যশুয়া তখন শত্রুদের বীর বিক্রমে আক্রমণ করে হটিয়ে দিচ্ছে। জিহোভা তাদের সহায়। এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে মোজেস যেই হাত নামিয়েছেন অমনি যশুয়া ও তার দল যেন দুর্বল হয়ে গেল। তার পিছু হটতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে অ্যারন এবং হুর ছুটে এসে দু দিক থেকে মোজেসের দু হাত তুলে ধরল আর যশুয়া যেন তার সাহস ও শক্তি ফিরে পেয়ে দস্যুদের নির্মূল করল।

তারপর সেই দীর্ঘ পথচারীর দল চলতে চলতে একদিন মোজেসের শ্বশুরবাড়ি মিডিয়ান দেশে এসে পৌঁছল। মোজেসের পত্নী ও সন্তানরা এখানে আগেই এসে গিয়েছিল। পরিবারে এখন একটা পুনর্মিলন হলো, সকলের চোখে আনন্দাশ্রু বইল। জিহোভার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মোজেসের শ্বশুরমশাই একটি পশু বলি দিলেন। মোজেসের মতো তিনিও একেশ্বরবাদী ছিলেন।
মিডিয়ান ত্যাগ করে ইজরেলীরা যখন উত্তর দিকে যাবার উদ্যোগ করছে তখন মোজেসের শ্বশুর বৃদ্ধ জেথরো পুত্র হোবাবকে আদেশ করলেন মোজেস ও তাঁর অনুরাগীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে।

মরু অঞ্চল শেষ হলো এবার আরম্ভ হলো পাহাড়ী অঞ্চল। সাইনাই বা সিনাই পাহাড় ঘিরে এই পাহাড়ী অঞ্চল। চন্দ্রের দেবী হলেন 'সিন', সেই সিন শব্দ থেকেই সিনাই বা সাইনাই নামের উৎপত্তি।

এখানে এসে মোজেস উপলব্ধি করলেন যে পর্যন্ত না তিনি ইজরেলীদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে পারছেন যে সর্বশক্তিমান জিহোভাই স্বর্গ ও মর্তের একমাত্র দেবতা সে পর্যন্ত তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারবেন না। আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জেকব একমাত্র জিহোভাকেই তাঁদের দেবতা বলে বিশ্বাস করতেন কিন্তু তাঁদের বংশধররা বহু দেবতা পূজারী জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করে অন্য ধারণা পোষণ করত। জিহোভার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না।

সাইনাই পাহাড়ের তলদেশে মোজেস বেশ মজবুত করে একটি তাঁবু তৈরি করালেন তারপর তিনি পাহাড়ে উঠতে লাগলেন কিন্তু পাহাড়ে ওঠবার আগে তিনি সকলকে বললেন যে পর্যন্ত না তিনি ফিরে আসেন সে পর্যন্ত কেউ যেন স্থানত্যাগ না করে। তিনি তাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণী আনতে যাচ্ছেন।

অ্যারন নিচে রইল প্রধান সেনাপতি রূপে। মোজেস তাঁর দক্ষিণ হস্ত যশুয়াকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। যখন তাঁরা প্রায় শিখরের কাছে পৌঁছলেন তখন মোজেস যশুয়াকে নেমে যেতে বললেন।

মোজেস চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি শিখরে ছিলেন। এই কয়েক দিন সাইনাই শিখর ঘন মেঘে আবৃত ছিল, নিচে থেকে কিছুই দেখা যেত না।

তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর দুই হাতে দুটি বড় প্রস্তর ফলক। প্রস্তর ফলকে জিহোভার দশটি অনুজ্ঞা (টেন কমান্ডমেন্টস) খোদাই করা ছিল।

নেতার অবর্তমানে অ্যারন ইজরেলীদের যথাযথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে নি। ইজরেলীরা অ্যারনের আদেশ মানত না। তারা মনে করত তারা মিশরেই আছে এবং সেদেশের আচার আচরণ রীতিনীতি মেনে চলত।

রমণী ও তাদের কন্যারা তাদের স্বর্ণালংকার গালিয়ে পবিত্র গোবৎস নির্মাণ করল। মিশরে এই গোবৎসকে দেবতারূপে পূজা করা হয়। পাথর সাজিয়ে স্তম্ভ নির্মাণ করে তার ওপরে সোনার গোবৎস স্থাপন করে ইজরেলী নরনারীরা ঘিরে ঘিরে নৃত্যগীত আরম্ভ করে দিয়েছিল।

পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় মোজেস নৃত্যগীত বাদ্যধ্বনি ও উল্লাসরব শুনতে পেয়েছিলেন এবং অনুষ্ঠানস্থলে এসে যা দেখলেন তাতে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। পাষাণ ফলক দুখানা জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, সে দুটো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এই যে যারা সব কৃতজ্ঞতা ভুলে মূর্তি পূজা করছে তাদের জন্যে তিনি এত কষ্ট করে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে আসছেন? তিনি ক্ষান্ত হলেন না, সোনার গোবৎসটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের বললেন জিহোভা বিদ্রোহীদের ঠান্ডা করতে।

এদের মধ্যে কেবলমাত্র লেভি গোষ্ঠী মোজেসের কাছে আত্মসমর্পণ করল। এরাই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তারা অন্য গোষ্ঠীগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যারা জিহোভাকে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের সমূলে বিনাশ করল। মোজেসের

অনুপস্থিতিতে এরা মোজেসের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।
দু হাজার মানুষ নিহত হলো। রাত্রে শান্তি ফিরে এলো। মোজেস মনে মনে খুব ব্যথা অনুভব করলেন। লোকগুলোর জন্যে এতো চেষ্টা করা হচ্ছে তবুও এরা মিশরের নিয়মকানুন ও সেই দুঃখময় জীবন ভুলতে পারছে না। এখনও তারা খুবই দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে ঠিকই কিন্তু তারা তো পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়বার জন্যেই না এই দুঃখ কষ্ট। মোজেস স্থির করলেন আরও কঠোর হতে হবে। ইজরেলীদের নিয়মনিষ্ঠ হতে বাধ্য করতে হবে নচেৎ তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এরা ঘুরেই বেড়াবে, কোনোদিন কোথাও থিতু হতে পারবে না। ইজরেলী নামে একটা জাতিও গঠন করা যাবে না।

মোজেস আবার সাইনাই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখ এক অদ্ভুত জ্যোতিতে ভাস্বর। সেই অত্যুজ্জ্বল মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তিনি নিশ্চয় স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো আদেশ পেয়েছেন।
এবারও সঙ্গে এনেছেন দুখানি নতুন পাষাণ ফলক। আগের দুখানি তো নষ্ট হয়ে গেছে।
হ্যাঁ, সাইনাই চূড়ায় স্বয়ং জিহোভা এমন কয়েকটি আদেশ বা আজ্ঞা দিয়েছেন যা ইজরেলীদের মেনে চলতে হবে নচেৎ তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এই আজ্ঞাগুলিই টেন কমান্ডমেন্টস নামে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই আজ্ঞাগুলি আজও বলবৎ আছে। এগুলি স্বয়ং যীশুও মানতেন ও খ্রীশ্চানদের মানতে বলতেন। জিহোভা মোজেসকে বলে দিয়েছিলেন ইজরেলীরা এই আজ্ঞাগুলি মেনে চললে তারা একতাবদ্ধ এবং শৃংখলাপরায়ণ একটি জাতিতে পরিণত হবে। তাহলে তারা যদি ক্যানানে বসতি স্থাপন করে তাহলে আমি তাদের সাহায্য করব। নচেৎ তাদের আর কোনো আশা নেই।
সেই দশটি আজ্ঞা হলো নিম্নরূপ ঃ

* জিহোভা ব্যতীত আর কোনো ঈশ্বর তারা মানবে না।
* মিশরে যেমন মূর্তি পূজা চালু আছে সেরকম কোনো মূর্তি তৈরি করে তারা পূজা করবে না। অর্থাৎ তারা কোনো মূর্তি পূজা করতে পারবে না।
* বিনা কারণে তারা জিহোভার নাম ব্যবহার করবে না।
* সপ্তাহে তারা ছ' দিন পরিশ্রম করবে। সপ্তম দিনটি বিশ্রাম। ঐ দিন তারা ঈশ্বর আরাধনা করবে।
* পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদের তারা সর্বদা সম্মান জানাবে। তাঁদের শ্রদ্ধা করবে।
* তারা নরহত্যা করবে না।
* তারা পরস্ত্রীর প্রতি নজর দেবে না এবং নারীও পর পুরুষের প্রতি নজর দেবে না।
* চুরি করবে না।

* তারা লোভী হবে না এবং প্রতিবেশীর কোনো সম্পত্তি, তাদের ভৃত্য, গবাদি পশু বা কোনো কিছুর প্রতি নজর দেবে না।
* মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

ইজরেলীদের জন্যে জিহোভা উক্ত নিয়মগুলি বেঁধে দিলেন কিন্তু এবার তাদের এমন একটি জায়গা চাই যেখানে তারা একত্র হয়ে জিহোভার আরাধনা করতে পারে ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

মোজেস তখন একটি ভজনালয় তৈরি করতে আদেশ দিলেন। কাঠের দেওয়াল ও মাথায় জল নিরোধক পুরু কাপড় খাটিয়ে এই ভজনালয় তৈরি হলো। তারপর এই ভজনালয়ের ভেতরে কালো বড় পাথর স্থাপন করে তার সামনে বারোটি ইজরেলী গোষ্ঠীর নামে বারোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে সমবেত ইজরেলীদের কাছে জিহোভার দশটি আদেশ বুঝিয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জিহোভার উপাসনা করলেন। বস্তুত এই ভজনালয় হলো ইহুদিদের প্রথম গির্জা বা ট্যাবারনাকল। অনেক পরে ইহুদিরা ইঁট গ্র্যানাইট ও মার্বেল পাথর দিয়ে জেরুজালেমে একটি পাকাপোক্ত ট্যাবারনাকল তৈরি করে। এই ট্যাবারনাকালটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

কতকগুলি বিধিনিয়ম অনুসারে ট্যাবারনাকেলের কাজ চালু রাখতে একাধিক যাজক আবশ্যক। কাদের নিযুক্ত করা হবে?

সুবর্ণ গোবৎসের আরাধনার সময় লেভি গোষ্ঠী ব্যতীত বাকি গোষ্ঠীর অধিকাংশই মোজেসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। লেভি গোষ্ঠী মোজেসের পাশে দাঁড়িয়েছিল এজন্যে লেভি গোষ্ঠী থেকেই যাজক নেওয়া হলো।

মোজেস এখন ইজরেলীদের মুকুটহীন রাজা। সমস্যায় পড়লে তিনি স্বয়ং জিহোভার প্রার্থনা করেন। দৈববাণী মারফত জিহোভা যে নির্দেশ দেন মোজেস সেইমতো চলেন। মোজেস স্থির করেন যে তাঁর মৃত্যুর পর অ্যারন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তার সন্তানসন্ততিরাও। বংশপরম্পরায় মোজেসের উত্তরাধিকারীরাই শাসক হবে।

ক্যানানের উদ্দেশে মরু অতিক্রম করবার সময় অভিযাত্রীদের কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সব সমস্যা নিয়ে সর্বদা মোজেসের কাছে যাওয়া যায় না। অবিলম্বে পরামর্শ করার জন্যে একজন নেতার প্রয়োজন। মোজেস তখন তার বিরাট দলটি অনেকগুলি দলে ভাগ করে তাদের মাথায় একজন করে বয়স্ক ব্যক্তিকে নেতা স্থির করে দিলেন।

এই নেতাদের বলা হবে বিচারক। ছোটখাটো সকল সমস্যা এবং অভিযোগ এরা শুনবে এবং মিটমাট করে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনবে যাতে সকলে শান্তিতে বাস করতে পারে। ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হয়ে ইজরেলীদের আবার অগ্রসর হতে বললেন মোজেস।

জিহোভার কাছ থেকে মোজেস যে দশআজ্ঞা এবং অন্যান্য বিধান পেয়েছিলেন সেগুলি এবং তাদের ব্যাখ্যা তিনি একটি বইয়ে নিজ হাতে লিখে রেখেছিলেন। বইখানি একটি কাঠের বাক্সের ভেতরে রাখা হয়েছিল। পাষাণ ফলক দুটিও ঐ

বাক্সেই রাখা হয়েছিল। ওটি বাক্স না বলে সিন্দুক বলাই ভালো। লেভি গোষ্ঠী অর্থাৎ লেভাইটরা ঐ সিন্দুকটি বহন করবার ভার পেয়েছিল।
দলে এখন সাত হাজার নরনারী। তারা এগিয়ে চলল তাদের বাঞ্ছিত ভূমির দিকে। একটি মেঘের স্তম্ভ গত একবছর ধরে ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে। মেঘ-স্তম্ভটি এতদিন অদূরে অপেক্ষা করছিল। এখন যাত্রা শুরু হতেই সেই মেঘ-স্তম্ভ সিন্দুকটির মাথায় এসে থামল। লেভাইটরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পবিত্র আধারটি বয়ে নিয়ে চলল। মন্দির নির্মাণ হলে মন্দিরের কেন্দ্রে এই সিন্দুকটি সসম্মানে ও ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠা করা হবে।
অভিযাত্রীরা তাদের পিতৃপুরুষদের আবাসভূমির দিকে যতই এগিয়ে আসে তাদের সমস্যা যেন ততই বাড়তে থাকে।
মোজেসের পত্নী জিপোরা (শিপ্রা ?) মারা গেছে। কুশাইট উপজাতির এক কন্যাকে মোজেস বিবাহ করেছিল। ইজরেলীদের কাছে এই কন্যা বিদেশী। তারা মেয়েটিকে স্বীকার করল না এমন কি মোজেসের ভাই ও বোন মোজেসের এই দ্বিতীয় বিবাহ সমর্থন করল না।
মোজেস যে নতুন ইজরেল রাষ্ট্র গঠন করতে চলেছেন তাতে তিনি ভাই ও বোনকে উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদ দিয়েছিলেন। তারা তাতে সন্তুষ্ট নয়, আরও উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণপদ চাই। দেবে না কেন ? মোজেস তো তাদেরই ভাই এবং সমস্ত ক্ষমতা তারই হাতে।
তারা মোজেসকে ক্রমাগত উত্তক্ত করতে লাগল। মোজেস তখন বিরক্ত হয়ে অ্যারনকে হোর পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে তাকে প্রদত্ত সমস্ত অধিকার কেড়ে নিলো! তার কোনো মর্যাদাই রইল না।
এইভাবে চলতে চলতে তারা যখন ক্যানানের কাছে এসে পড়েছে তখন আরম্ভ হলো বিষাক্ত সাপের প্রচণ্ড আক্রমণ। সাপের কামড়ে অনেক মানুষ মারা পড়ল। মোজেস তখন তামার একটি সাপ তৈরি করে একটি লম্বা দণ্ডের মাথায় স্থাপন করল যাতে সকলে সেই তামার সাপ দেখতে পায়। এরপর থেকে সাপ কামড়ালেও তাদের বিষ কোনো ক্ষতি করতে পারত না।
যখন সেই বিরাট দল জর্ডন নদীর প্রায় তীরে এসে পড়েছে তখন স্থানীয় উপ-জাতিরা তাদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করল। দিন দিন তাদের উৎপাত ও অত্যাচার বাড়তে লাগল।
এমন সময় গুজব উঠল আব্রাহাম যেসব ক্ষেতখামার ও কূপ তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন এবং মোজেস তার আশ্রিতদের যে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই-সব ক্ষেতখামার ও কূপগুলি অ্যানাক নামে অতি দীর্ঘদেহী উপজাতিরা দখল করে নিয়েছে।
গুজবের সত্যমিথ্যা যাচাই করবার জন্যে মোজেস ইজরেলের বারোটি গোষ্ঠী থেকে একজন করে যুবক বেছে নিয়ে বারোজন গুপ্তচর সেই দেশে পাঠালেন। তারা স্বচক্ষে সব দেখে এসে বলবে।
কয়েক দিন পরে সেই যশুয়া যে অনেক বিপদের মোকাবিলা করেছে এবং জুডা

সম্প্রদায়ের কালেব নামে একজন ছোকরা বিশালাকায় এক আঙুরগুচ্ছ নিয়ে ফিরে এসে বললো এই আঙুর তারা পেয়েছে এশকল উপত্যকায়। ওখানে জমি খুব উর্বর। চারিদিকে শুধু সবুজ, মধু ও দুধ অপর্যাপ্ত। তবে এই উপত্যকা যারা দখল করে আছে তারা সহজে ছাড়বে না। লড়াই করতে হবে। যশুয়া ও কালেব বললো, দখলকারী উপজাতিদের তাড়িয়ে দেওয়া কঠিন হবে না এবং আর দেরি না করে ওরা প্রস্তুত হবার আগেই আক্রমণ করা উচিত।
কিন্তু তাঁবুতে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। তারা কতদিন ধরে কতদূর থেকে কত বিপদ আপদ তুচ্ছ করে কত কষ্ট করে হেঁটে আসছে। তারা আর পারছে না। পথে ক্ষুধা তৃষ্ণা, শত্রুর আক্রমণ, সর্পদংশন সহ্য করে তারা তাদের সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে। এখন আবার বলা হচ্ছে হিটাইট, জেবুসাইট, অ্যামো-রাইট, ক্যানোনাইট এবং আমালেকাইটদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। মোজেস তাদের কি পেয়েছেন? তারা বিদ্রোহ করল।
অনেকে এতদূর মাথা গরম করল যে তারা মিশরে ফিরে যাবে। অনেকে গরম গরম বক্তৃতা দিতে লাগল, গোপনে শলা-পরামর্শ করতে লাগল।
মোজেস স্বয়ং, অ্যারন এবং যোশুয়া তাদের বোঝাতে লাগল তৃষ্ণায় কাতর তোমরা, ঠোঁটের কাছে শীতল জলের গেলাশ তুলে নিয়ে জল পান না করে তা তপ্ত বালুতে ফেলে দেবে? ফিরে যেতে যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তার চেয়ে অনেক কম যন্ত্রণায় আমরা ক্যানান দখল করে নিতে পারব। জিহোভা আমাদের সহায়। ভেঙে পড়লে চলবে না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও একজনকেও জাগান গেল না। তারা ভেঙে পড়েছে আর পারছে না। তারা এখন কোথাও শান্তিতে বিশ্রাম চায়।
এবার জিহোভা রেগে গেলেন। ঈশ্বরেরও বুঝি ধৈর্যের সীমা আছে। সহসা দৈববাণী শোনা গেল। ট্যাবারনাকেলের গম্বুজ থেকে তিনি কথা বলছেন। তিনি বললেন ইহুদিরা বার বার তাঁর আদেশ অমান্য করেছে কিন্তু আর নয়। আমাকেও তারা বিশ্বাস করে না। আমাকে অবিশ্বাস করার জন্যে আমি তাদের শাস্তি দিচ্ছি। ইজরেলীরা তাদের বাঞ্ছিত ভূমিতে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল আর মাত্র কয়েকটা দিন। কিন্তু তারা আমার অবাধ্য হওয়ার ফলে তাদের আরও চল্লিশ বছর এই মরুর বুকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে।
তবুও কয়েকজন ইজরেলী ক্যানান ভূমিতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ক্যানানীয় এবং আমালেকাইটরা তাদের হত্যা করল।
বাকি সকলে নিজেদের ভাগ্য মেনে নিল। তারা ভেড়া, ছাগল আর উটের পাল নিয়ে মরুভূমিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করতে লাগল। আব্রাহাম ও আই-জ্যাকও তাই করেছিলেন তবে তাঁদের একটা লক্ষ্য ছিল।
যেসব ইজরেলীরা মিশর থেকে এসেছিল তাদের ছেলেরা এখন শক্তসমর্থ যুবক। নতুন এক উৎসাহী প্রজন্ম যাদের সঙ্গে মিশরের জীবনের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এই নতুন প্রজন্মের ওপর ভরসা করা যায়। এরা নতুন, নতুন কাজে এদের উৎসাহ আছে। মোজেস এইটাই চাইছিলেন। এদের দিয়ে কাজ করানো যাবে।

তিনি নিজেও বৃদ্ধ হয়েছেন, শক্তি কমে আসছে। যেসব বিধান তিনি ইজরেলী-দের শিখিয়েছিলেন সেগুলি মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেন। ওরা শোনে।
মোজেস যখন বুঝলেন তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না তখন তিনি যশুয়াকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। অ্যারন তো তাঁর দাদা, তাঁর চেয়েও বৃদ্ধ ও অশক্ত তাই তাকে মনোনীত করলেন না।
এরপর মোজেস মর্মর সমুদ্রের (ডেড সি) পূব পাড়ে মাউন্ট পিসগা পাহাড়ের শীর্ষে একা উঠলেন। সেখান থেকে তিনি জর্ডন নদীর উপত্যকা দেখলেন। এই হলো বাঞ্ছিত ভূমি।
এই পাহাড়েই মোজেস দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে কাছে কেউ ছিল না। তাঁর মৃতদেহেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

৮

নতুন চারণভূমির সন্ধানে

মহান মোজেসের কথা কিন্তু এখনও শেষ হয় নি।

এবার আরম্ভ হবে ইজরেলীদের বাঞ্ছিত ভূমি জয় করবার তুমুল লড়াই। অনেক বছর আগে বিরাট এক দল ভীত ইজরেলী মোজেসের নেতৃত্বে মিশর ত্যাগ করেছিল। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। এক পুরুষ শেষ হয়েছে, এখন নতুন এক প্রজন্ম। এরা এদের পিতাদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থাকে নি। এরা সাহসী। সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। চল্লিশ হাজার ইজরেলী এখন তাদের বাঞ্ছিত ভূমি ক্যানান জয় করে নিতে প্রস্তুত।

ইজরেলীরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত বলতে গেলে যশুয়ার নেতৃত্বে তারা অভিযান আরম্ভ করেছে। রাতের অন্ধকারে দেখা যায় গ্রামে পথ নির্দেশক অগ্নিশিখা, অন্ধকার ভেদ করে আকাশ আলোকিত করে রেখেছে। দূতেরা মশাল নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্ছে। সকল ইজরেলীকে সংগ্রামের জন্যে তৈরি হতে বলছে।

জর্ডনের ওপারের মানুষরা রাত্রের অন্ধকারে সার সার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, চলন্ত মশাল ও ইজরেলীদের প্রস্তুতি দেখে ভীত হলো। আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে শত্রুকে বাধা দেবার জন্যে তারাও প্রস্তুত হতে লাগল।

মোজেসের প্রাক্তন সেনাপতি এবং বর্তমান ইজরেলী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। জর্ডন নদী পার হয়ে ক্যানানীয়দের আক্রমণ করবার পূর্বে শত্রুর প্রস্তুতি ও শক্তি দেখে নেওয়া দরকার। তিনি ঝুঁকি নিতে রাজি নন।

শিত্তিম গ্রামে যশুয়া ঘাঁটি গেড়েছিলেন। এখান থেকে যশুয়া ক্যানানদের দেশে দুজন চতুর গুপ্তচর পাঠালেন। তারা সব দেখেশুনে আসবে। দেশটার ভূ-প্রকৃতি, ক্যানানদের সৈন্য সংস্থান ও ঘাঁটি, কি অস্ত্র আছে, খাদ্যভাণ্ডার, তাদের মনোবল, নেতৃত্ব, সবকিছু খতিয়ে দেখে আসবে।

তখন ক্যানানের প্রধান শহর জেরিকো। ওরা মূল ঘাঁটি জেরিকোতেই স্থাপন করেছিল। জেরিকো জয় করতে ক্যানানীয়দের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।

তাই গুপ্তচর দুজন জর্ডন নদী পার হয়ে গোপনে জেরিকো শহরে হাজির হয়ে যা দেখল তাতে তারা বুঝল যা শুনেছিল তা ঠিক। সর্বাগ্রে জেরিকো দখল করতে হবে, তারপর আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না। এখানকার ঘাঁটি রীতিমতো মজবুত। এটির গুরুত্বও অনেক।

গুপ্তচর দুজন শহরে ঢোকবার তোরণের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে চোরের মতো

শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। সারাদিন ধরে তারা অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ করল গল্পচ্ছলে বা ধাপ্পা দিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করল। শহরের চারদিকের দেওয়াল উত্তমরূপে পরীক্ষা করল, আড়ি পেতে অপরের কথা শুনল, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যভান্ডারের কিছু খবর সংগ্রহ করল। সৈন্যদের মনোবল কেমন সে খবরও নিতে ভুলল না।

যখন রাত্রি হলো তখন গুপ্তচর দুজন রাহাব নামে এক স্বৈরিণী রমণীর বাড়িতে আশ্রয় নিল। সে সকলকেই আশ্রয় দেয়। রাহাব কোনো প্রশ্ন না করে আগন্তুক দুজনকে রাত্রে থাকবার ঘর দিলো।

শহরে দুজন বিদেশী ঢুকে তারা সারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছে এবং অনেক মানুষকে প্রশ্ন করেছে এই খবরটা কর্তৃপক্ষ জানতে পারল। তাহলে তো তারা গুপ্তচর। খোঁজো তারা কোথায় গেল।

শহরে কোনো সন্দেহজনক মানুষ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে রাহাবের বাড়িতে পুলিশ একবার হানা দেবেই। মেয়েটির সুনাম ছিল না। এমন মানুষকে সে আশ্রয় দিয়ে থাকে, এমন একটা জনশ্রুতি আছে।

রাহাবের একটা মস্ত গুণ আছে, যাদের সে আশ্রয় দেয় তাদের সে রক্ষা করে। রাত্রে তার বাড়ির সদর দরজায় জোরে ও ঘনঘন আওয়াজ হতেই সে চর দুজনকে ছাদে পাঠিয়ে দিয়ে বললো ছাদে গাদা গাদা শণ শুকোচ্ছে, তোমরা ঐ শণগাদার মধ্যে লুকিয়ে থাক। পুলিশ চলে গেলে তোমাদের খবর দোব।

রাহাব দরজা খুলে দিলো। পুলিশ ঘরগুলো দেখল। গুপ্তচবদের দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল। চোর দুজনকে শহরে কোথাও না পেয়ে পুলিশ ভাবল ওরা ভুল খবর পেয়েছে। অনেক রাত্রি হয়েছে। ব্যারাকে ফিরে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

পুলিশ চলে যাবার পর রাহাব লাল রঙের একগাছা মোটা দড়ি নিয়ে ছাদে উঠল। রাহাবকে দেখে গুপ্তচর দু'জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। রাহাব তাদের বললো, তোমরা এই দড়ি বেয়ে নিচে রাস্তায় নেমে যাও। তোমরা অনায়াসে শহরের বাইরে যেতে পারবে কারণ শহরের প্রাচীরের ওপরে এখন পাহারা মোতায়েন নেই। শহরের বাইরে গিয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবে তারপর সুযোগ বুঝে এক সময়ে নদী পার হয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ। আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছি। তোমরা নিশ্চয় শিগগির জেরিকো আক্রমণ করবে তাই আমি তোমাদের বলছি তোমরা এমন ব্যবস্থা করবে যাতে আমার বাড়ি আক্রান্ত না হয়। বাড়িতে আমার আশ্রয়ে যারা থাকবে তাদের একজনকেও যেন হত্যা করা না হয়। তোমরা আমাকে কথা দাও।

গুপ্তচররা বললো, নিশ্চয়, আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের প্রধান সেনাপতিকে তোমার কথা বলব। তুমি একটা কাজ করবে। আমরা এই যে লাল দড়িটা ধরে নিচে নামব তুমি শহর আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল দড়িটা তোমার রাস্তার দিকে জানালায় মজবুত করে বেঁধে রাখবে। ঐ লাল দড়ি দেখে আমাদের লোক তোমার বাড়িতে ঢুকবে না। আমাদের সৈনিকেরা বুঝবে এটি আমাদের মিত্রের বাড়ি।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। রাহাবের বাড়ির ছাদের ধারে মোটা পাথরের কয়েকটা অনুচ্চ বেদি মতো ছিল। সেই একটা বেদির সঙ্গে রাহাব দড়িটা বেশ মজবুত করে বেঁধে দিলো অবশ্য বাড়ির উলটো দিকে, রাস্তার দিকে নয়। গুপ্তচর দু'জন দড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল তারপর অন্ধকারে জনমানবহীন রাস্তা ধরে তারা শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়ল। এখনও নিরাপদ নয়। কেউ দেখে থাকবে। তাড়াও করেছিল কিন্তু দৌড়ে ওদের সঙ্গে পারল না। তারা পাহাড়ে পৌঁছে গেল।

তবুও নদী পার হবার জন্যে তাদের তিনদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তিন দিন পরে সাঁতার কেটে ওরা নদী পার হয়ে ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছল। তারপর যথাস্থানে গিয়ে তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বললো। তারা বললো শহর দুর্ভেদ্য নয়, লোকের মনোবলের প্রশংসা করা যায় না। ওরা রাহাবের কথা বলতে ভুলল না। রাহাব তাদের আশ্রয় না দিলে তারা ফিরে আসতে পারত না।

যশুয়া শুনলেন যে ক্যানান দেশের মানুষজন রীতিমতো ভয়ে ভয়ে আছে। আক্রমণ করবার এই উপযুক্ত সময়, আর দেরি করা উচিত হবে না। যশুয়ার তখন একটাই সমস্যা, এত সৈন্য নিয়ে জর্ডন নদী পার হওয়া। তখন জর্ডন আরও গভীর ছিল, আরও জল ছিল কিন্তু কোনো সেতু ছিল না।

কিন্তু স্বয়ং জিহোভা যার সহায় তার আবার ভয় কিসের? যশুয়া দেরি করলেন না। বাহিনী নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। সবার আগে চললেন কয়েকজন যাজক সেই পবিত্র সিন্দুকটি মাথায় নিয়ে। সকলে ভেবেছিল সাঁতার কেটে নদী পার হতে হবে। তবে সিন্দুকটিকে একটি বড় কাঠের ভেলার ওপর বসিয়ে ওপারে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড। যাজকরা পবিত্র সিন্দুক নিয়ে যেই নদীর হাঁটুজলে নেমেছেন অমনি নদীর স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল। নদীর তলদেশ বেরিয়ে পড়ল। সেই সমুদ্র ভাগ হওয়ার মতো। তখন পুরো বাহিনীটাই হেঁটে নদী পার হলো। সকলে ওপারে নিরাপদে চলে যাওয়ার পর নদী আবার যথারীতি বইতে লাগল। ইহুদিরা আবার তাদের পূর্বপুরুষের আবাসভূমি ক্যানান দেশে পা রাখল।

কিছুদূর কুচকাওয়াজ অর্থাৎ মার্চ করে যাওয়ার পর বাহিনী গিলগাল গ্রামে পৌঁছল। সেদিন পাসওভার অর্থাৎ নিস্তার পর্ব পালনের দিন। ইজরেলীরা যেদিন মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিল সেই দিনটির নাম পাসওভার বা নিস্তার পর্ব। দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয়। এদিনে বিশেষ প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়।

আসল কাজ এখনও বাকি। সামনে অবারিত সবুজ তৃণভূমি তার ওপারেই জেরিকো। জেরিকোবাসীরা আক্রান্ত হলে ভয় ত্যাগ করে নিশ্চয় প্রবল বাধা দেবে। শহর আক্রমণ করার আগে শহরটি অবরোধ করা হোক তাহলে জেরিকো-বাসীরা আত্মসমর্পণ করবে এবং লোকক্ষয়ও হবে না। তবে অবরোধ দীর্ঘদিন চলবে।

যশুয়ার একটা প্রধান গুণ যে কোনো কাজ আরম্ভ করার আগে সে ভালমন্দ উভয় দিক বিচার করে কাজে নামে। যদিও তার সৈন্যবল যথেষ্ট, ক্যানানীয়দের তুলনায় কিছু কম নয় তথাপি সে নিজের শক্তির ওপর পুরো নির্ভর করতে রাজী নয়। মোজেসের মতো যশুয়াও জিহোভাকে স্মরণ করলেন, প্রভু বল দাও, শক্তি দাও, কি করব বলে দাও। জিহোভা বললেন তিনি একজন দেবদূত পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সে উপযুক্ত পরামর্শ দেবে।

এরপর যশুয়ার বাহিনী জেরিকো শহরের দেওয়ালের বাইরে ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। দলের অগ্রভাগে সাতজন যাজক সেই পবিত্র নিয়ম-সিন্দুক বহন করে নিয়ে চলল আর মেষ শৃঙ্গ থেকে নির্মিত সিঙা সজোরে বাজাতে বাজাতে চলল। এই রকম কুচকাওয়াজ চলল ছ দিন। সপ্তম দিবসে তারা সাতবার শহরটি পরিক্রমা করল।

সাতবার পরিক্রমা করে বাহিনী সহসা থেমে গেল। পবিত্র নিয়ম-সিন্দুক বাহক যাজকরা অতি উচ্চনাদে ভেরি বাজাতে লাগল। তাদের কপালের শিরা ফুলে উঠল আর সৈন্যরা একযোগে উচ্চ নিনাদে ঈশ্বরের গুণগান আরম্ভ করল।

এবার জিহোভা এক কীর্তি করলেন। জেরিকো শহরের প্রাচীর গুঁড়িয়ে ভেঙে পড়ল। যেন রৌদ্রতাপে বরফ গলে গেল। শহর আক্রমণ তথা জয় এখন যশুয়া ও তার বাহিনীর দয়ার ওপর নির্ভর করছে। দয়া নয়, এ লড়াই বাঁচার লড়াই, শহর তাদের দখল করতেই হবে। বেশি বেগ পেতে হলো না। যশুয়া শহর তো জয় করলই উপরন্তু আদেশ করল একটিও নর নারী বা শিশু যেন জীবিত না থাকে। সবাইকে হত্যা করো। মানুষ হত্যার পর গরু, ছাগল, ভেড়া, গাধা, উট এবং সমস্ত প্রাণী যা চোখে পড়ল সবই নির্মূল করা হলো। শুধ জীবিত রইল পৃথিবীর প্রথম নারী গুপ্তচর রাহাব ও তার আশ্রিতরা। শহরটাও ধ্বংস হয়ে গেল।

জেরিকো দখল হলো, এবার পরবর্তী অভিযান। এখন দেখা যাচ্ছে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত দেশটা জয় করা কঠিন হবে না। তা এই জয় যখন সুনিশ্চিত তখন গোলমালটা বাধল যশুয়ার শিবিরেই। এবার পরাজিত হয়ে মাথা নিচু করে বুঝি ফিরে যেতেই হয়।

জেরিকো আক্রমণের পূর্বে যশুয়া তাঁর বাহিনীকে কিছু আদেশ দিয়ে সেগুলি কঠোরভাবে পালন করতে বলেছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন সৈন্যরা কিছুই লুট করবে না, সব কিছু ট্যাবারনাকলে জমা দিতে হবে। সকলেই তাই করেছিল।

কিন্তু জুডা গোষ্ঠীর আচান নামে একটা সৈনিক ছিল। সে লোভ সামলাতে না পেরে যশুয়ার আদেশ অমান্য করে সে কয়েক শত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং বেশ কিছু দামী পোশাকআশাক চুরি করে নিজের তাঁবুর মেঝেতে পুঁতে রেখেছিল।

যশুয়া এসব টের পান নি, পাবার কথাও নয়। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে জিহোভাকে মাথার ওপর রেখে তাঁকে সর্বদা স্মরণ করতে করতে পশ্চিম দিকে এগিয়ে

চলেছেন। মনে মনে জানেন জয় সুনিশ্চিত। জিহোভা তাঁর সহায়।
জেরিকোর শোচনীয় পরাজয় ও দুর্দশা দেখে আই শহরের মানুষরা ভীত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু যশুয়া যখন তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললো তখন তারা তা করল না। যশুয়া আক্রমণ শুরু করতেই তারা মরিয়া হয়ে প্রতি আক্রমণ করল এবং এমনই প্রচণ্ড বেগে যে যশুয়ার বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের প্রচুর মানুষ হতাহত হলো, তারা পিছু হটতে লাগল।
যশুয়া তখন অনুমান করলেন নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সমস্ত সৈন্যকে জমায়েত করে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা বললেন, এখনও সময় আছে, দোষ স্বীকার কর নইলে সকলকে ধনেপ্রাণে মরতে হবে, পরাজয়ের লজ্জা তো মাথায় চেপে বসেছে। আচান ভাবল সে ঠিক পার পেয়ে যাবে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না।
সকলকে ফাঁকি দিলেও আচান জিহোভার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। যশুয়া যখন হতাশ হয়ে বসে পড়েছে তখন জিহোভা তাঁকে বলে দিলেন কি করে চোর ধরতে হবে।
যাকে বলে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি, জিহোভার উপদেশে যশুয়া সেই বাদ দেওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। এই পদ্ধতিতে আচানের নাম উঠল। আচান দোষ স্বীকার করে সমস্ত চোরাই মাল বার করে দিলো কিন্তু নিষ্কৃতি পেল না। সৈন্যরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলল।
আচান হলো প্রথম ইহুদি বিশ্বাসঘাতক যে প্রভু জিহোভার আদেশ লঙ্ঘন করেছিল। বিশ্বাসঘাতককে কি ভাবে মরতে হয় সেটা পথচারীদের জন্যে আচর উপত্যকায় আচানকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে পরপর পাথর সাজিয়ে একটা স্তম্ভ তৈরি করে রাখা হয়েছে।
আচানের বিশ্বাসঘাতকতায় যে বিপর্যয় ঘটল এটা যশুয়া বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর বাহিনী সরিয়ে নিয়ে আয় শহরের ওপর কি ভাবে আঘাত হানবেন সে বিষয়ে রণকৌশল তৈরি করতে লাগলেন।
তিনি তাঁর বাহিনীকে দু ভাগে বিভক্ত করলেন, একটা বড় ভাগ আর একটা ছোট ভাগ। বড় ভাগে থাকল তিরিশ হাজার বাঘা বাঘা সৈন্য আর ছোট ভাগে মাত্র পাঁচ হাজার। ঐ তিরিশ হাজার সৈন্যকে তিনি বেথেলের পাহাড়ে অন্ধকার রাত্রে নিঃশব্দে লুকিয়ে রাখলেন।
বেথেল আয় থেকে অল্পই দূরে, উপকণ্ঠে বললেই হয়। বেথেলে তিনি রিজার্ভ বাহিনী থেকে আরও পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন।
সুযোগ বুঝে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে যশুয়া আয় শহরের তোরণ দ্বার আক্রমণ করলেন। আয় সৈন্যবাহিনীর নেতা ভাবলেন সেদিনের যুদ্ধে তো ইজরেলী বাহিনীকে আমরা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছি, ওদের সব সৈন্যই বুঝি মরেছে, বাকি আছে এই কটা তিনি হেসে ফেললেন। ইহুদিদের সাহস তো কম নয়। মাত্র এই কটা সৈন্য নিয়ে আমাদের হারাবে ভেবেছে? দাঁড়াও ওদের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। কেল্লা থেকে বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি ইজরেলীদের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
রণকৌশল তো যশুয়া আগেই ভেবে রেখেছিলেন। তিনি যেন আয়দের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারছেন না। পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। আয় শহরের কেল্লা থেকে পিল পিল করে সৈন্য আসছে, মারো কাটো ইহুদিদের খতম করো।
যশুয়াও তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রাণপণ বেগে পালাতে পালাতে একটা গিরিসংকটে এসে থামলেন। তারপর একটা বর্শার ডগায় এক খণ্ড সাদা কাপড় বেঁধে সেটা উঁচু করে তুলে ধরে নাড়াতে লাগলেন। এই হলো সংকেত।
পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা যশুয়ার বাহিনী আয় বাহিনীকে সেই গিরিসংকতে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলো আর গিরিসংকটের মাথায় আছেন যশুয়া স্বয়ং। দুই দিকে আক্রান্ত হয়ে আয় বাহিনী কিছুই করতে পারল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরো বাহিনীটাই নির্মূল হয়ে গেল। ফিরে এসে আয় শহর দখল করতে বেশি সময় লাগলো না। তোরণ তো খোলাই ছিল, কেল্লায় নামকা ওয়াস্তে মাত্র কয়েক শত সৈন্য ছিল।
শহরের সব মানুষকে হত্যা করে শহরটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। নরনারী ও শিশুও বাদ যায় নি। তখনকার মানুষ এতই নিষ্ঠুর ছিল যে নারী ও শিশুদেরও দয়া করতো না!
জ্বলন্ত শহরের লাল অগ্নিশিখার আলো বহুদূর পর্যন্ত অন্ধকার বিদূরিত করে ক্যানানীয়দের জানিয়ে দিলো যে এক দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর বাহিনী তাদের দেশ আক্রমণ করেছে। যে ভাবে তারা জেরিকো এবং আয় শহর ধ্বংস করেছে তাতে মনে হচ্ছে সমস্ত ক্যানান এখন তাদের হাতের মুঠোয়।
ইজরেলদের বিক্রম ও নিষ্ঠুরতা দেখে ক্যানানীয়রা ভয় পেয়ে গেল। তবুও তখনও কোনো শহরের কিছু সাহস ছিল। তারা ভাবল ইজরেলীরা তো মারবেই তার চেয়ে সাহস করে কৌশল খাটিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক না যদি মুক্তি পাওয়া যায় না হয় শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করা যাবে। এই রকম একটা শহর প্রায় রক্ষা পেয়েছিল। শহরটার নাম গিরিয়ন।
শহরের প্রধানরা বৈঠক করলো। গিরিয়ন আসলে একটা গ্রাম। গিরিয়নবাসীরা বুঝল ইজরেলীরা ক্যানানে এসেছে চিরস্থায়ী হয়ে বসবাস করতে। তারা এ-দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাবে না অতএব বেঁচে থাকতে হলে ওদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে হবে। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় কি না।
ইজরেলীদের বলা হোক তাদের শহর এখান থেকে হাজার মাইল দূরে যদিও তাদের গ্রামটা রাস্তার ওপারেই। এ ক্ষেত্রে ইজরেলীরা তাদের বিশ্বাস করতে পারে এবং সামান্য এই কয়েকজন যখন তাদের ক্ষতি করতে পারবে না তখন তাদের হত্যা করে লাভ কি? ইজরেলীরা ওদের বিশ্বাস করেছিল। সেই কাহিনীটাই বলছি।
একদিন কয়েকজন দুঃস্থ, রুগ্ন, ক্লান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, ছিন্নবাস পরিহিত গিরিয়নবাসী ইজরেলীদের শিবিরে এসে কাতরভাবে বললো তারা হাজার মাইল

দূরে অবস্থিত গিরিয়ন গ্রাম থেকে অতি কষ্টে এখানে এসে পেঁছেছে, কয়েক দিন এক ফোঁটাও তৃষ্ণা নিবারণের জল পায় নি, অনাহারে আছে, সঙ্গে যে খাবার এনেছিল তা পচে নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের সর্বশক্তিমান সেনাপতি যশুয়ার শিবিরে নিয়ে যাওয়া হোক।

যশুয়া তাদের প্রশ্ন করলেন তোমরা কোথা থেকে আসছ ? তারা কাতর কণ্ঠে নিবেদন করল, হুজুর আমরা বহু দূরে থেকে আসছি, আমাদের শহরের নাম গিরিয়ন। এখান থেকে সহস্র মাইল দূরে। এই সহস্র মাইল মরু দেশ অতিক্রম করতে আমরা নিঃশেষ হয়ে গেছি, তৃষ্ণার জল পাই নি, ক্ষুধা নিবৃত্তির আহার পাই নি, পথশ্রমে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত। আমাদের কয়েকজন সঙ্গী পথে মারা গেছে।

গিরিয়নবাসীদের করুণ কাহিনী শুনে যশুয়ার হৃদয় বিগলিত হলো। তাদের নিখুঁত অভিনয় তিনি ধরতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, এত কষ্ট সহ্য করে অত দূর থেকে তোমরা আমার কাছে এসেছ কেন ?

আমরা এসেছি আপনাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে যাতে আমরা আপনাদের সেবা করে সুখে ও শান্তিতে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে চিরদিন বাস করতে পারি। আশা করি সদাশয় সেনাপতি ও বীরশ্রেষ্ঠ যশুয়া আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন।

যশুয়া বিচার করে দেখলেন এরা ন্যায্য কথাই বলছে। বৃথা নর হত্যায় লাভ কি ? তিনি আপাততঃ গিরিয়নবাসীদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাঁর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও প্রতারিত হলেন।

ক্যানানের আরও ভেতরে প্রবেশ করবার জন্যে যশুয়া কিছুদূর যাবার আগেই আবিষ্কার করলেন গিরিয়ন গ্রামখানা তো রাস্তার ওপারেই।

যশুয়া রাগান্বিত হলেন। লোকগুলো মিথ্যা কথা বললো কেন ? তিনি তো তাদের অভয় দিয়েছিলেন তবুও তারা সত্য কথা বললো না কেন ? যাই হোক তিনি তাদের কথা দিয়েছেন তাদের হত্যা করবেন না কিন্তু যশুয়া তাদের ছাড়লেন না। গিরিয়নবাসীদের বংশ-পরম্পরায় ইজরেলীদের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, বিনা পারিশ্রমিকে ক্ষেতে কাজ করতে হবে, পশু পালন করতে হবে, জল বইতে হবে।

গিরিয়নদের এই শোচনীয় পরিণতিতে অন্যান্য অনেক ক্যানানীয় ক্ষুব্ধ হলো। জেরিকো এবং আয়-এর পতন হয়েছে ঠিকই কিন্তু গিরিয়নরা ছলনার আশ্রয় নিয়ে লড়াই করলো না কেন ? তারা অন্য ক্যানানীয়দের সাহায্য চায় নি কেন ? একটা মিলিত শক্তি বাধা দিলে ফল অন্য রকম হতে পারত। গিরিয়নরা একটাও তীর না ছুঁড়ে কাপুরুষতার পরিচয় দিলো। তবুও সাহস করে একা বা যৌথ-ভাবে ইজরেলীদের বাধা দেবার চেষ্টা করলো না।

এরপর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। জেরুজালেমের শাসক অ্যাডনি জেডেক-এর নেতৃত্বে পাঁচজন রাজা একটা চুক্তি করল। ইজরেলীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা একত্রে বাধা দেবে, কেউ দল থেকে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করবে না।

তারা ইজরেলীদের আক্রমণ অপেক্ষা না করে গিরিয়নদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশে একত্রে তাদের ওপর চড়াও হলো।
সহায়হীন গিরিয়নরা যশুয়ার সাহায্য ভিক্ষা করলো।
যশুয়া বুঝলেন বেশ বড় একটা লড়াই হবে এবং লড়াইটা হবে চূড়ান্ত। ঐ পাঁচ প্রধান অপেক্ষা যশুয়া অনেক বেশী রণকৌশলী। প্রতিরক্ষা অপেক্ষা আক্রমণ অনেক কার্যকরী। পঞ্চমিত্র গিরিয়ন অঞ্চলে পৌঁছবার আগেই যশুয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে আগেই পৌঁছে গেল, শত্রুপক্ষ টের পেল না। তারপর সুযোগ বুঝে যশুয়া পঞ্চমিত্রের ওপর অতর্কিতে প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, কচুকাটা হবার ভয়ে অনেক সৈন্য পালিয়ে গেল আর পাঁচ-জন রাজা একটা গুহায় লুকোলেন, ভাবলেন এখানে যশুয়া সহজে তাদের খুঁজে পাবেন না।
কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে বেশি দেরি হলো না।
একজন গুপ্তচর খবর দিলো রাজা পাঁচজন একটা গুহায় লুকিয়ে আছে। খবর পেয়েই যশুয়া গুহার মুখে বড় বড় পাথর চাপা দিয়ে দিলেন। ওরা বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওদের পরে মোকাবিলা করা যাবে।

ইতিমধ্যে ঐ পাঁচ রাজার সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়ে এক জায়গায় মিলিত হয়ে অবস্থা পর্যালোচনা করলো। তারা এখন নেতাহীন, তাদের রাজারা পালিয়েছে। তারা উপলব্ধি করলো এই তাদের শেষ লড়াই, হেরেই তো গেছে এবার ওদের ইজরেলীদের দাস হয়ে থাকতে হবে। হারই যখন হয়েছে, সকলে আবার মিলিতও হয়েছে, সেনাপতিরাও আছে, অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ নষ্ট হয় নি তখন একবার ইজরেলীদের মরণ কামড় দেওয়া যাক। তারা স্বাধীনতা চায়, পরাধীনতা নয়।
দূরে কোথাও কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোটখাটো লড়াই চলছিল। ক্যানানীয়রা কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখছিল। অন্ধকার হলে তারা সেই সুযোগে পালাবে, এই তাদের মতলব। কিন্তু এই সব সৈন্যদের সাহস ও বাধা দেবার ক্ষমতা দেখে পিছন থেকে সৈন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসে যশুয়ার পক্ষে অবস্থা সংকট-পূর্ণ করে তুলতে লাগল।
যশুয়ার ইচ্ছে অন্ধকার নামার আগে শত্রুকে নির্মূল করে কিন্তু ওরা যেভাবে লড়াই করছে তাতে সে আশা করা যাচ্ছে না।
যশুয়া তখন হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে দু হাত তুলে সদাপ্রভু জিহোভার প্রার্থনা করতে লাগলেন, প্রভু এখন তুমিই আমাদের সহায়। তোমার সাহায্য বিনা আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের ভূমি পুনরায় অধিকার করতে পারবো না। প্রভু দয়া করো।
জিহোভা বললেন তথাস্তু। সূর্যকে তিনি আদেশ দিলেন যশুয়া জয়লাভ না করা পর্যন্ত গিরিয়নের ওপরে আকাশে অপেক্ষা করতে আর চন্দ্রকে বললেন সূর্য সরে না যাওয়া পর্যন্ত আজালন উপত্যকার আকাশে অপেক্ষা করতে।

সেদিন গিরিয়নের আকাশে সূর্যকে বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল তবে যশুয়া সেই পঞ্চশক্তিকে হারিয়ে ক্যানান জয় করতে পেরেছিলেন।
যশুয়া তারপর তাঁর বাহিনী নিয়ে গেলেন সেই গুহায় যেখানে পাঁচ জন রাজা বন্দী হয়ে আছে। এই পাঁচ জন রাজা হলেন জেরুসালেম, হেব্রন, ল্যাচিশ, এগলন এবং মারমুথের রাজা। এই পাঁচ রাজাকে যশুয়া বধ করলেন। তখনও ক্যানানে আরও তিরিশ জন রাজা ছিল। প্রধান এই পাঁচ রাজার শোচনীয় পরিণতি যশুয়া তাদের সমঝে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি ঐ পাঁচ রাজার পথে যেতে চায় না লড়াই করবে। তারা লড়াই করলো না। যশুয়া আরোপিত শর্ত মেনে নিয়ে তারা আত্মসমর্পণ করলো। এতদিন পরে যশুয়ার শিরে বিজয়-মুকুট শোভা পেতে লাগলো। মোজেসের ইচ্ছা সে পূরণ করতে পেরেছে।
এবার যশুয়া একটা কাজ করলেন। সেচেম এবং গিলগলের মাঝামাঝি শহর শাইলোতে তিনি চমৎকার একটি ট্যাবারনাকল তৈরি করলেন। এই শহরের নাম তেমন পরিচিত ছিল না কিন্তু এখন ঐ ভজনালয়টির জন্য শহরের মর্যাদা বাড়লো। মোজেসের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হয়তো তিনি এই ভজনালয় নির্মাণ করিয়েছিলেন।
যে সকল ইজরেলী গোষ্ঠী পিতৃভূমি পুনরুদ্ধারে এতদিন ধরে সংগ্রাম করছিলেন যশুয়া তাঁদের মধ্যে বিমিত দেশ সমানভাগে ভাগ করে দিলেন। এতদিন পরে তারা তাদের সাহস ও শৌর্যের এবং অবশ্যই কষ্টের পুরস্কার লাভ করলো।
এইভাবে ইহুদিরা তাদের নিজেদের বাসভূমি লাভ করলো, এবার তারা বলতে পারবে এদেশ আমাদের, এ আমার দেশ। কতদিন ধরে মিশরে কতো কষ্ট সহ্য করে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে তারপর অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করে রুক্ষ প্রকৃতিকে জয় করে তারা তাদের দেশে ফিরে আসতে পারলো। মোজেস দেখে যেতে পারেন নি কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছিল।
এখন তাদের নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর ঘেটোয় বাস করতে হয় না। বিনা পারিশ্রমিকে খাটতে হয় না, চাবুকপেটা খেতে হয় না, এখন তারা মুক্ত বায়ুতে স্বাধীন। প্রত্যেক পরিবার কিছু করে জমি পেয়েছে, সেখানে তারা মজবুত করে বাড়ি তৈরি করেছে এবং পূর্বপুরুষদের মতো আবার পশুপাল নিয়ে চারণভূমিতে বেরিয়ে পড়ছে।
যেসব গোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা এখন মিলিত হয়ে এক শক্তিশালী জাতি গঠন করেছে, তাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা সদাপ্রভু জিহোভা স্বর্গের অধীশ্বর এবং মর্তেরও। তাঁরই দয়ায় তারা সব ফিরে পেয়েছে।

৯

ক্যানান দেশ জয়

ইজরেলীরা মোজেস ও যশুয়ার নেতৃত্বে অনেক কষ্ট সহ্য করে পূর্বপুরুষদের ভিটা ক্যানান দেশে ফিরে এসেছিল কিন্তু নিজেদের সেই দেশ পুনরায় জয় করতে হয়েছিল এবং তার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। নতুন নতুন নেতার উদয় হয়েছিল, তাদের বুদ্ধি ও বাহুবলে ইজরেলীদের বার বার ক্যানানীয়, ফিলিস্তীয় বা অন্য শত্রুদের হটিয়ে দিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে তবেই তারা নিজেদের দেশ গড়তে পেরেছিল যে দেশকে আজ আমরা বলি প্যালেস্টাইন।

এ কাজ সহজে বা কয়েক মাসের মধ্যে সম্ভব হয় নি। যশুয়া তার কর্তব্য সম্পন্ন করে পরিণত বয়সেই মারা গিয়েছিল। ইজরেলীরা তাকে সসম্মানে কবর দিয়েছিল। তার সমাধিতেও তারা শ্রদ্ধা অর্পণ করতো। তারপর তারা ঠিক করলো যে আর তাদের কোনো নেতা বা সেনাপতির দরকার নেই অতএব যশুয়ার উত্তরাধিকারী নিয়োগের প্রশ্ন ওঠে না।

এখন আর শত্রুর আক্রমণের ভয় নেই কারণ শত্রুকে তো তারা নির্মূল করে দিয়েছে, এখন আর সেনাপতির কি বা প্রয়োজন? সেনাপতি থাকলেই সে আবার যুদ্ধ করতে চাইবে অতএব ও পথে গিয়ে কাজ কি? শিলো-এর প্রধান পুরোহিত আছেন। প্রয়োজন হলে প্রভু জিহোভা আরোপিত বিধানের তিনি ব্যাখ্যা করে দেবেন এবং কি করা কর্তব্য তাও বলে দেবেন। সেনাপতি নির্বাচনে অন্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে। কোন্ গোষ্ঠী থেকে কাকে মনোনীত করা হবে? সকল গোষ্ঠী নিজের দাবি পেশ করবে। যশুয়ার মতো সর্বসম্মত নেতা এখন কেউ নেই অতএব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই। যখন সেনাপতির প্রয়োজন হবে তখন দেখা যাবে। দীর্ঘ দিন ধরে ইজরেলীরা যুদ্ধ করে রীতিমতো ক্লান্ত, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে, অনেক মানুষ নিহত হয়েছে, প্রিয়জনের শোকে সকলে শোকাতুর। এখন সকলে চায় শান্তি, নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে সকলে আগ্রহী।

কিছুদিন নিরুপদ্রবে কাটল। ক্রমশঃ দেখা গেল যে ইজরেল ভূমি অর্থাৎ প্যালেস্টাইনের একদিকে সমুদ্র কিন্তু তিন দিকে যারা বাস করে তারা ইজরেলীদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না। ওরা ওদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। অন্য জাতিরা ইজরেলীদের সঙ্গে অসহযোগিতা ও শত্রুতা আরম্ভ করলো। ইজরেলীরা বুঝল শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে হলে তাদের একজন পরামর্শদাতা দরকার।

বিতাড়িত ক্যানানীয়দের ভয় করবার কারণ ছিল না। মোজেস ও যশুয়ার শিক্ষাপ্রাপ্ত বাহিনীর সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারত না। কিন্তু ইজরেলীদের ভয় ছিল আরও পশ্চিমে মেসোপটেমিয়ায় অবস্থিত ব্যাবিলনের শাসককে। এই শাসক নতুন ইহুদি রাষ্ট্র সহ্য করতে পারছিল না। এটা ইজরেলীরাও বুঝতে পেরেছিল।

ব্যাবিলনের শাসক ইজরেলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবার চেষ্টা শুরু করলো। ইজরেলে প্রবেশ করবার আগে ক্যানানীয়দের দ্বারা অধিকৃত কয়েকটা ভূমিখণ্ড ব্যাবিলন রাজ দখল করে নিল।

ইজরেলীদের টনক নড়ল। বাহিনী পরিচালনার জন্যে এবার নিশ্চয় একজন দক্ষ সেনাপতির প্রয়োজন। ইজরেলীরা নিজেরা একটা সাম্রাজ্য চায় না। পর-দেশ আক্রমণ করতেও চায় না। তবুও নিজের দেশ তো রক্ষা করতে হবে যার জন্যে তারা প্রচুর রক্ত দিয়েছে। সেনাপতি না হলেও এমন একজন নেতা চাই যিনি যুদ্ধ ও রাজনীতি দুই বুঝবেন অথচ তিনি দেশের রাজা বা ডিকটেটর হবেন না অতএব তারা এমন একজন ব্যক্তি মনোনীত করবে যে সকলের মাথার ওপর পরামার্শদাতারূপে থাকবেন, প্রয়োজনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেবেন। ইজরেলীরা স্থির করল এমন একজন ব্যক্তিকে সেনাপতি, রাজা বা এক নায়ক না বলে 'ন্যায়াধীশ' বলবেন। (কালক্রমে এই ন্যায়াধীশদের শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা ইহুদি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এ বিষয়ে পরে জানা যাবে।)

প্রথম ন্যায়াধীশ মনোনীত হলো ওথনিয়েল। শক্তিমান অ্যানাকিমদের রাজধানী কিরজাত-সেফের জয় করে ওথনিল নিজ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল। এক পুরুষ আগে এই অ্যানাকিমরাই মোজেসের অনুচরদের প্রবল বাধা দিয়েছিল তবে পরে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ওথনিয়েলের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের দুর্দশার শেষ ছিল না। তারা হীনবল ও দরিদ্র হয়ে পড়ে-ছিল। ওথনিয়েলের আরও একটা কৃতিত্ব আছে। চল্লিশ বছর আগে মোজেসের নির্দেশে গুপ্তচরগিরি করবার জন্যে সে যশুয়ার সঙ্গে এশকল গিয়েছিল। ওথনিয়েল কালেবের কন্যাকে বিয়ে করেছিল। সবদিক বিচার করলে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার ছিল।

ক্যানানীয়দের কিছু ভূমি দখল করে ব্যাবিলনীয়রা ইহুদিরাজ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে ওথনিয়েল তাদের তাড়িয়ে দিলো। এই বিজয়ের ফলে ওথনিয়েল হলো ইজরেলীদের মুকুটহীন রাজা। প্রায় তিরিশ বছর সে শাসন কাজ চালিয়ে-ছিল।

ওথনিয়েল মারা যাবার পর ইহুদি সমাজে বিশৃংখলা দেখা দিলো, নৈতিক চরিত্রেরওঅবনতি দেখা দিলো। যারা পুতুল পুজো করে বলে যাদের তারা বিধর্মী বলত তাদের মেয়েদেরই তারা বিয়ে করতে লাগলো আর তাদের সন্তানেরা পিতা অপেক্ষা সেই বি-ধর্ম অনুসারে পুতুল পুজো করত অথচ ইহুদিরা একেশ্বরবাদী, প্রভু জিহোভাই তাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। পুতুল পুজো

ছাড়া তারা মায়ের ভাষাতেই কথা বলত। বলতে কি ইহুদিরা নিজেদের ঐতিহ্য তো ভুলতে বসলই এমন কি সদাপ্রভু জিহোভাকেও আর স্মরণ করে না যে জিহোভা দুর্দিনে তাদের একমাত্র সহায় ছিলেন। তিনি দয়া না করলে তাদের ক্রীতদাসের শোচনীয় জীবনই যাপন করতে হতো।

ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হতে লাগলো। প্রায়ই বিবাদ করে, তারা যে এক জাতি তাও তারা ভুলে যায়। মোজেসকে যে তাদের জাতীয়তাবোধ দিয়েছিলেন সে চেতনা তাদের মধ্যে আর নেই।

জাতীয়তাবোধ ভুলে তারা ঝগড়া বিবাদ মারামারি আরম্ভ করলো। দলাদলির সৃষ্টি হলো। প্রতিবেশী কয়েকটি জনগোষ্ঠী যেন এই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এরা মোয়াব, আম্মন আর ভীষণ আমালেকাইট জনগোষ্ঠীরা। এরা তিনজন মিলে চুক্তি করে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করল। যশুয়ার কাছে তারা হেরে গিয়েছিল। এবার প্রতিশোধ নিল। প্যালেস্টাইন জয় করে নিল।

ইহুদিরা পরাজিত হলো, পুনরায় দাসত্ব শুরু হলো। এই দাসত্ব চলল কুড়ি বছর। মোয়াবদের রাজা এগলনকে তারা তাদের রাজা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলো, তার পরাধীনতা স্বীকার করে নিল।

তবে ইহুদিদের সুদিন আবার ফিরে এলো। সেই যে মিশরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল যোসেফ, তার বেঞ্জামিন যে ভাই ছিল সেই ভাইয়ের গোষ্ঠীর এহুদ নামে যোগ্য বংশধর ইহুদিদের দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্ত করল।

এহুদ অত্যন্ত ধূর্ত ছিল। তার একটা বাড়তি সুবিধা ছিল, সে ছিল ন্যাটা, ডান হাত অপেক্ষা তার বাঁ হাতটাই জোরে চলত। তাই সে তার ছোরা বা কোনো অস্ত্র বাঁ দিকের পরিবর্তে ডান দিকে লুকিয়ে রাখত। অস্ত্রর জন্য শত্রু তো তার বাঁ দিক দেখবে কিন্তু সে দিকে অস্ত্র দেখতে পেত না অথচ সে যে ন্যাটা তাও তারা জানত না। অন্ততঃ মোয়াবদের রাজা এগলন তো জানতই না। এহুদ ডানদিকে কাপড়ের মধ্যে ছোরা লুকিয়ে রাখত যাতে বাঁ হাত দিয়ে তা দ্রুত বার করতে পারে।

এইভাবে ডান দিকে একখানা বড় মজবুত ও ধারালো ছোরা লুকিয়ে সে এগলনের প্রাসাদে গিয়ে তার সংগে দেখা করতে চাইলো। এগলনের রক্ষীরা এহুদের বাঁ দিকে কোনো অস্ত্র দেখতে না পেয়ে তাকে নিরস্ত্র ভাবল।

রক্ষীদের এহুদ বললো রাজা এগলনের জন্যে সে অত্যন্ত গোপন একটি বার্তা এনেছে এজন্যে সে একান্তে রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী, সাক্ষাতের সময় ঘরে কেউ যেন না থাকে। তার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।

এগলন সুশাসক ছিল না। অত্যাচারী ছিল। একটা বিদ্রোহের আশংকা করছিল। ভাবল আগন্তুক হয়ত বিদ্রোহীদের কোনো গোপন বার্তা বিক্রয় করতে এসেছে অতএব অনুচরদের ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে এহুদকে আসবার অনুমতি দিলো।

এহুদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এগলনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে চকিতে বাঁ হাতে ছোরা বার করে এগলনের বুকে সজোরে আমূল বসিয়ে দিলো।

ছোরাখানা দেখতে পেয়েই এগলন তার সিংহাসন থেকে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সব শেষ।

এহুদ তার দলবল আগেই তৈরি রেখেছিল। এগলনের মৃত্যু হলেই সে জনতাকে জানিয়ে দিলেই তারা বিদ্রোহ করবে। মোবাইটদের বাড়ি ঘরে আগুন দেবে, নির্বিচারে তাদের হত্যা করবে। মোবাইটদের বাঁচাবার মতো দ্বিতীয় কোনো নেতা নেই। যারা পারল প্রাণ নিয়ে পালাল, যারা পারল না তারা ইজরেলী-দের অস্ত্রের ঘায়ে, তীর বা বর্ষাবিদ্ধ হয়ে নয়ত আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এই সাফল্য ও কৃতিত্বের জন্যে এহুদ ইজরেলীদের ন্যায়াধীশ নির্বাচিত হয়ে ইজ-রেলীদের আবার একতাবদ্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনল যদিও তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। সীমান্তে লড়াই চলতে থাকলো। ইহুদিদের একের পর এক ন্যায়াধীশ পরিবর্তন হতে লাগলো। বাধা বেশির ভাগ আসত ফিলিস্টাইনদের দিক থেকে। সীমান্তে ওরা হয়তো হিব্রুদের একটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলো। হিব্রুরা পাল্টাভাবে ফিলিস্টাইনদের দুটো গ্রাম জ্বালিয়ে দিলো। শেষ নেই। মাসের পর মাস বছরের পর বছর এইরকম চলতে লাগলো। একটা জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে বোধহয় এইরকম সংগ্রাম চলতে থাকে। ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে।

আমরা ইহুদিদের ইতিহাস যতটা জানি, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া বা হিটাইটদের ইতিহাস অতটা জানি না। তারাও মারামারিতে লিপ্ত ছিল অতএব একা ইহুদি ও ফিলিস্টাইন বা ক্যানানীয়দের দোষ দিয়ে কি লাভ ?

দিন যত যায় ইজরেল সীমান্তে বিবাদ তত তীব্র হয়ে ওঠে এবং এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছয় যে মেয়েদেরও সাহায্য নিতে হয়। ইজরেলীরা ক্যানানীয়দের জব্দ করে ফেলেছিল, তাদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছিল। সীমান্তের সব গ্রাম ইজরেলীরা দখল করে নিয়েছিল কিন্তু ফিলিস্টাইনদের কিছুতেই আয়ত্তে আনা যাচ্ছিল না। ইহুদি বা পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য জাতিগুলির মতো এই ফিলি-স্টাইনরা মূলে সেমিটিক ছিল না। এ কথা আগে একবার বলা হয়েছে। ওরা এসেছিল ক্রিট দ্বীপ থেকে। প্রাচীন সভ্যতার হাজার বছরের পুরাতন বিখ্যাত নসস শহর ধ্বংস হয়ে যাবার পর শহরের অধিবাসীরা দ্বীপ ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়। প্রাচীনতম সভ্যতা মিশর ও ক্রিট দ্বীপের নসসে যে গড়ে উঠেছিল এমন প্রমাণ তো রয়েছেই। একই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশ যথা ইরাক, ইরাণও সভ্য হয়ে উঠেছিল। মিশরের সঙ্গে বা তার আগেই ভারত ও চীন সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। নসস সভ্যতা কি ভাবে বিলুপ্ত হলো বলা যায় না, হয়ত প্রাচীন গ্রীক বা হেলেনিজরা অধিক শক্তি অর্জন করে নসস ধ্বংস করেছিল।

নসস থেকে চলে এসে ওখানকার অধিবাসীরা নীলনদের ব-দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করবার চেষ্টা করে কিন্তু মিশরীয়রা তাদের তাড়িয়ে দেয় তখন তারা ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীরে এসে বসতি স্থাপন করে এবং ফিলিস্টাইন নামে

পরিচিত হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে পশ্চিম জুডিয়ার পাহাড়ী অঞ্চল ওরা যশুয়ার কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিল।
ইজরেলীদের ইচ্ছা ছিল এইখানে তারা কয়েকটা বন্দর স্থাপন করবে আর ফিলিস্টাইনরা চাইছিল জর্ডন নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা দখল করে নিতে। ফলে ইহুদি ও ফিলিস্টাইনদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই ছিল।
কিন্তু ক্রিট দ্বীপ তথা নসস থেকে আগত ফিলিস্টাইন বলে পরিচিত যোদ্ধারা ইহুদি, ক্যানানীয় বা অন্যান্য পশ্চিম এশিয়াবাসী অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপন উভয় দিকেই তারা কুশলী ছিল। ওরা ভূমধ্যসাগর তীরে যে সরু দেশটুকুতে বসতি স্থাপন করেছিল সেই দেশের তখন নাম ছিল ফিলিস্টিনা যা বর্তমানে প্যালেস্টাইন নামে পরিচিত। তাই তাদের ফিলিস্টিয় বা ফিলিস্টাইন বলা হয়।
ইহুদি ও ফিলিস্টাইনদের মধ্যে যুদ্ধ দু দশ বছর ধরে চলে নি, চলেছিল আটশ বছর ধরে (এবং আজও চলছে)। ফিলিস্টাইনরা তামার ঢাল আর লোহার তলোয়ার ব্যবহার করত। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অশ্বচালিত অস্ত্র সজ্জিত ছোট ছোট যান বা চ্যারিয়ট ব্যবহার করত। ওগুলিকে সে যুগের ট্যাংক বলা যেতে পারে। ইহুদিরা ব্যবহার করত কাঠের ঢাল, মুখে ধারাল পাথর লাগান তীর আর গুলতি। ফিলিস্টাইনরা সংখ্যায় কম হলেও তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল ছিল। ইজরেলীরা যখন জিহোভাকে স্মরণ করে এবং তাঁর সহায়তা ভিক্ষা করে যুদ্ধ করত তখনই ইজরেলীরা জয়লাভ করতে পারত।
এইরকম একবার উল্লেখযোগ্যভাবে জয়লাভ করেছিল ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতার অধিকারিণী মহিলা ডেবোরার আনুকূল্যে।

ন্যায়াধীশ শামগরের সবে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু সংবাদ পেয়েই রাজা জাবিন সীমান্ত অতিক্রম করে ইহুদিদের আক্রমণ করল। তাদের অনেক মানুষ মারল, গৃহপালিত পশু লুটপাট করল, নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে গেল। ইহুদিরা স্থির করল এর বদলা নিতেই হবে কিন্তু কে নেতৃত্ব দেবে?
জাবিনের বাহিনী পরিচালনা করত একজন বিদেশী, তার নাম সিসেরা। মনে হয় সে ভাগ্যান্বেষণে মিশর থেকে উত্তর দেশে এসেছিল। সে পেশাদারী সৈনিক ছিল, যুদ্ধবিদ্যা ভালোই বুঝত। সে লোহার তৈরি সশস্ত্র চ্যারিয়টের একটা বাহিনী তৈরি করল। দ্রুতগামী অশ্ব এগুলি টানত এবং ইহুদি বাহিনীকে এই চ্যারিয়ট বাহিনী সহজে ছিন্নভিন্ন করে দিত। সিসেরা নাকি নয়শত চ্যারিয়ট তৈরি করেছিল। কে জানে এই সংখ্যা সঠিক কি না। সে যাই হোক সিসেরা ইহুদি এবং জর্ডনের ওপারের অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।
এই সময়ে বেথেলের কাছে এক গ্রামে ডেবোরা নামে এক অসাধারণ মহিলা বাস করতেন। যোসেফের যেমন স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যৎ বলবার ক্ষমতা ছিল ডেবোরা তেমনি ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারত। এজন্যে দূর দূর দেশ থেকে নরনারীরা আসত তাদের ও তাদের সন্তানদের বা অন্য কোনো ব্যাপারের

ভবিষ্যতের ফল জানবার জন্যে। ডেবোরা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত, ভুল হতো না।
যেহেতু ডেবোরা ইহুদি ছিল সেজন্যে বিপদগ্রস্ত ইহুদিরা তার কাছে গেল পরামর্শ করতে ও উপদেশ চাইতে। সিসেরাকে তারা কি ঠেকাতে পারবে? ডেবোরা খুব সাহসী ছিল। ইহুদিদের সে ভৎর্সনা করল, ভীরু কোথাকার, তোমরা যুদ্ধ করে যাও। বিনাযুদ্ধে কি করে জয়লাভ করবে? লড়ে যাও। আত্মসমর্পণের চিন্তা মাথায় স্থান দিয়ো না। কিন্তু কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করলো না।
ইহুদিরা চলে যাবার পর নাফতালি উপজাতিদের বারাক নামে এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাল। বীর সৈনিক বলে বারাকের খ্যাতি ছিল। ডেবোরা তাকে বললো, তুমি সাহস সঞ্চয় করে সিসেরাকে আক্রমণ করো। বারাক ইতস্ততঃ করতে লাগল। বললো, এ কি সম্ভব নাকি? সিসেরার শক্তি কতো? ওর লৌহ-শকটের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াতে পারব না।
ডেবোরা বললো, ভয় পেয়ো না বারাক। তোমরা সিসেরাকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে জিহোভা স্বয়ং তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তোমরা যে আক্রমণ করছ তা সিসেরার বাহিনী দেখতেই পাবে না কারণ তোমরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সিসেরা ও তার বাহিনী হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হবে। বারাক তবুও বললো, কিন্তু সিসেরার যে নয়শত সশস্ত্র ও দুর্ভেদ্য লৌহশকট আছে।
ডেবোরা তখন হতাশ হয়ে বললেন, এই তুমি পুরুষ, এই তুমি যোদ্ধা? ঠিক আছে আমিই তোমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাব তাতে যদি তোমার মনে সাহস সঞ্চার করতে পারি, কিন্তু মনে রেখ জয়লাভের কৃতিত্ব ও গৌরব তোমাকে বর্তাবে না, সে কৃতিত্ব ও গৌরব প্রাপ্য হবে একজন রমণীর।
বারাক তখন জেগে উঠল, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললো। মাউণ্ট টাবর দুর্গে তার সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করে সিসেরার মোকাবিলা করতে এগিয়ে চললো।
জের্জারিল প্রান্তরে সিসেরা তার লৌহশকট বাহিনী প্রস্তুত রেখেছিল। বারাক তার বাহিনী নিয়ে জের্জারিল প্রান্তরে নামার সঙ্গে সঙ্গে সিসেরা তাকে আক্রমণ করলো। কিন্তু স্বয়ং জিহোভা প্রভু যাদের সহায়, জাবিনের সাধ্য কি তাদের পরাজিত করে। সিসেরার লৌহশকটবাহিনী যেন হালকা শোলার শকটে পরিণত হলো। জাবিনের বাহিনী ছিন্নভিন্ন। সকলেই মরল, যারা বাঁচল তারা পালাল এমন কি সিসেরা স্বয়ং তার লৌহশকট ফেলে ছুটে পালাল। পশ্চিম দিক নিরাপদ ভেবে সেই দিকে সে পালাতে লাগল। কিন্তু সাধারণ সৈনিকের মতো পায়ে হেঁটে পালাতে সে অভ্যস্ত নয়। সে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। রাস্তার ধারে একটা বাড়িতে প্রবেশ করে সে আশ্রয় প্রার্থনা করলো। বাড়িটি ছিল কেনাইট গোষ্ঠীর হেবার নামে এক ব্যক্তির। হেবার তখন বাড়ি ছিল না তবে তার স্ত্রী জেল ছিল।
ইজরেলীদের সঙ্গে সিসেরার পরিচালনায় জাবিনের সঙ্গে যে যুদ্ধ চলছিল সে খবর জেল জানত। বিদেশী আগন্তুক ও তার চালচলন ও কথা বলার ভঙ্গি

দেখে জেল বুঝতে পারলো লোকটা সিসেরা ছাড়া আর কেউ নয়। সিসেরা হুকুম করতে অভ্যস্ত। সে জেলকে খাদ্য ও পানীয় আনতে হুকুম করলো। এই অতিথি অবাঞ্ছিত কিন্তু বাড়িতে একা তায় দুর্বল নারী। সে প্রতিবাদ না করে সিসেরাকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করলো। সিসেরা পেটভরে খেল। ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে আসছে। মেঝেতে কয়েকটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে সিসেরাকে বললো এখানে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। জেল তাকে বললো তুমি নিরাপদে ঘুমোতে পার, কোনো ইহুদি সৈনিক এদিকে এলে তোমাকে সাবধান করে দোব। তুমি অন্য দরজা দিয়ে পালাতে পারবে।

জেলের কথা বিশ্বাস করে সিসেরা শুয়ে পড়লো এবং শুয়েই গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

এদিকে জেল এক কাজ করলো। তাঁবু খাটাবার জন্যে যে ছুঁচলো গোঁজ ব্যবহৃত হতো জেল সেই একটা যোগাড় করলো তারপর জেল সেই ছুঁচলো গোঁজ ঘুমন্ত সিসেরার চোখে এতো জোরে বিঁধিয়ে দিলো যে সিসেরা মরেই গেল। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বারাকের সৈন্যদের দিকে ছুটে গিয়ে খবর দিলো সে এক কাণ্ড করেছে, সিসেরাকে সে বধ করেছে।

এই দুঃসংবাদ জাবিনের কানে উঠলো। সে বুঝল তার দক্ষ সেনাপতি সিসেরা যখন নিহত তখন তার আর যুদ্ধে জয়ের আশা নেই। তখন সে ইজরেলীদের সঙ্গে মিটমাট করে নিলো।

ইজরেলীরা আবার তাদের হৃতগৌরব ফিরে পেয়ে শান্তিতে বাস করতে লাগল। ডেবোরা ও জেল যা করেছে সেজন্যে ইজরেলীরা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করলো ও তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে ত্রুটি করলো না।

কিন্তু ইহুদি চরিত্রে বুঝি বড় রকম একটা ত্রুটি আছে। যখন তাদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি হয় তখন শান্তি এলে তারা অলস ও বিধর্মী হয়ে যায় স্বয়ং জিহোভা এগিয়ে এসে তাদের জাগিয়ে তোলেন। তখন তারা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়, হৃত চরিত্র ফিরে পায়, কিছুদিন শান্তিতে ও আনন্দে কাটায় তারপর আবার সব ভুলে যায়। আবার তাদের পতন হয়। আবার পাপ জীবনে ডুবে যায়।

সিসেরা পরাজিত হবার পর ইজরেলীদের আর একবার এইরকম পতন হলো। তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্ম ভুলে বিলাসিতায় ডুবে গেল, অলস হলো, আত্মকলহে নিমগ্ন হলো। ইহুদিদের এইরকম উত্থান পতনের ইতিহাস আমরা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আসছি।

জিহোভা তাদের জন্যে যে সব ধর্মাচরণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন নতুন প্রজন্মের কাছে সেগুলি উপহাসের বস্তু। সব ভুলে তারা মনের আনন্দে নাচে গায় সুরা পান করে ব্যভিচার করে।

তাহলে মিচার কাহিনী শোনা যাক। মিচা এক ধনী বিধবার একমাত্র সন্তান। পুত্রকে নিয়ে বিধবা এফ্রাইন গ্রামে সুখে বাস করছিলেন। মিচা মায়ের অর্থ চুরি করতো। মা জানতে পেরেও তাকে নিষেধ করতো না, শাসন তো করতই

না। উপরন্তু মা তার সঞ্চিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ভান্ডার থেকে এই মূল্যবান ধাতু গলিয়ে মিচাকে একটি বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে উপহার দিলেন। মিচা তাঁর একমাত্র আদরের ধন।
চকচকে উজ্জ্বল একটা খেলার সামগ্রী পেয়ে মিচা খুব খুশি। প্রতিবেশীরা ভেবেছিল মিচা নিশ্চয় সেটা বেচে দেবে বা নষ্ট করবে কিন্তু তার কি খেয়াল হলো সে বাড়ির মধ্যে ছোট একটি ট্যাবারনাকল তৈরি করিয়ে বিগ্রহটি তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলো। তারপর লেভি সম্প্রদায়ভুক্ত একজন, যারা বংশানুক্রমে ট্যাবারনাকলের পুরোহিত হবার অধিকার পেয়েছে তাদের একজনকে আনিয়ে তার ব্যক্তিগত পুরোহিত নিযুক্ত করলো। মিচাকে আর বাড়ির বাইরে কোনো ভজনালয়ে যেতে হবে না।
মোজেস নির্ধারিত চিরাচরিত প্রথার এহেন বিরুদ্ধাচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। যদিও এইসময়ে ইহুদিচরিত্রের অবনতি হয়েছিল তথাপি অনেকে মিচার এ হেন আচরণের প্রতিবাদ করলো। তারা অত্যন্ত ব্যথিত হলো।
যেহেতু মিচা ধনী সেজন্য সে এসব বিরূপ সমালোচনা গ্রাহ্য করলো না। সে তার নিজের পথেই চলতে লাগল। কিন্তু একদিন তার বাড়ি আক্রান্ত হলো। ড্যান উপজাতির বিরাট দল তাদের পালিত পশুগুলির জন্যে নতুন চারণভূমির সন্ধানে পশ্চিম দিকে যাবার পথে তার বাড়ি আক্রমণ করে ও স্বর্ণ নির্মিত বিগ্রহটি তাদের গ্রামে নিয়ে যায়। আর লেভি সম্প্রদায়ভুক্ত মিচার সেই পুরো-হিত সেও বিগ্রহ লুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ঐ ড্যান উপজাতিদের আশ্রয় প্রার্থনা করে বিগ্রহটির অর্চনা করবার প্রস্তাব দেয়।
সদাপ্রভু জিহোভা চোখ বুজে বসেছিলেন না। তিনি সবই লক্ষ্য করছিলেন। ইহুদিদের এ হেন আচরণ দেখে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলেন।
ইজরেলীদের বিরুদ্ধে তিনি মিডিয়নীয়দের লেলিয়ে দিলেন। তাদের নিজের দেশেও খাদ্যাভাব ছিল। জিহোভার প্রশ্রয় পেয়ে তারা প্রতি বছর গ্রীষ্মের সময় ইজরেলীদের গ্রামে হানা দিয়ে তাদের ক্ষেত থেকে দানা শস্য বা সঞ্চিত বার্লি লুট বা চুরি করে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। ইজরেলীরা তাদের এই নিয়মিত প্রবল আক্রমণে এতদূর আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠল যে তারা তাদের বাসস্থান ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে গুহায় আশ্রয় নিলো। যদিও বা তারা মাঝে মধ্যে গ্রামে ফিরে আসত, মিডিয়নীয়দের আসার খবর পেলেই তারা পাহাড়ের গুহায় পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকত। শীত ঋতুতে তারা গুহার বাইরেই আসতো না।
তারা এতদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে তারা নিজেদের ক্ষেতে ফিরে গিয়ে আর জমি চাষ করে শস্য উৎপাদন করতো না। ফলে যা হবার তাই হলো। দারুণ খাদ্যাভাবে মানুষ অনাহারে পিলপিল করে মরতে লাগলো।
এক আধজন সাহসী বা শক্তিশালী ইহুদি এখানে ওখানে চাষবাস করতো। এদের মধ্যে একজন হলো যোয়াশ। তার পুত্রের নাম গিডিয়ন্। দেশের আইন-কানুনের প্রতি যোয়াশের আস্থা ছিল না। সেই সুদূর অতীতে দেশের আদি মানুষেরা যেসব দেবদেবীর অর্চনা করতো, যোয়াশও তেমনি নিজ মনোমত

দেবদেবীর অর্চনা করতো।

যোয়াশের পুত্র গিডিয়নের কিন্তু অনেক গুণ ছিল যার মধ্যে অন্যতম হলো সে ডেবোরা এবং যোসেফের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত। ইহুদিদের প্রচলিত ধর্মমতে সে বিশ্বাসী ছিল।

গিডিয়নের পিতা যোয়াশ একটা মন্দির তৈরি করলো। মন্দিরে একটা বেদী তৈরি করে তার ওপরে বল নামে এক কাল্পনিক দেবতার মূর্তি নির্মাণ করলো। ব্যাপারটা গিডিয়নের মনঃপুত হয় নি। একরাত্রে সে স্বপ্ন দেখল একজন দেবদূত একটা পাথরের সামনে কিছু খাদ্য রাখলো আর পাথরটা সেইসব খাদ্য ভক্ষণ করে ফেললো। এই স্বপ্ন গিডিয়নকে অদ্ভুত এক প্রেরণা দিলো। মধ্যরাত্রে সে শয্যাত্যাগ করে সেই মন্দিরে গিয়ে বল দেবতার কুদর্শন মূর্তিটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সেই স্থানে জিহোভার একটি ভজনালয় স্থাপন করলো।

সকল গ্রামবাসীরা দেখল রাতারাতি কি হয়েছে। যোয়াশ যে মন্দির নির্মাণ করেছিল তা নেই। চারদিকে ভাঙা পাথর পড়ে আছে। তারা যোয়াশের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো তার ছেলে পবিত্র মন্দির অপবিত্র করেছে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

সৌভাগ্যক্রমে যোয়াশ সহসা ক্ষিপ্ত হতো না, তার কিছু কাণ্ডজ্ঞানও ছিল। সমবেত জনতাকে যোয়াশ বললো তোমরা বল দেবকে যতো শক্তিশালী মনে করছো তিনি তত শক্তিশালী হলে গিডিয়নকে হত্যা করতেন। কিন্তু গিডিয়ন নিরাপদ তার কোনো বিপদও ঘটে নি, জীবনে সহসা কোনো দুর্ভাগ্যও নেমে আসেনি। সে পরমানন্দে তার দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল, গিডিয়নের যখন কোনো ক্ষতি হলো না তখন প্রতিবেশীরা তাদের ধারণা পালটাল। জেরাব্বল নামে অর্থাৎ বল দেবতার ধ্বংসকারীরূপে গিডিয়ন জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তারা মনে করলো গিডিয়ন নিশ্চিত একজন বীর। চারদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়লো।

ওদিকে মিডিয়নীয়দের সাহস ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে, আক্রমণও করছে ঘন ঘন। ওদের বাধা না দিলে ইহুদিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করতেই হবে। গিডিয়নকে নেতা করা হোক।

যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। ঝড়তি-পড়তি ভাঙা-চোরা কিছু প্রাক্তন যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ সে জেজবিলের প্রাচীন প্রান্তরে জড়ো করলো। আসন্ন যুদ্ধের জন্য সে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলো। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। গিডিয়ন নিজে কি আগে কোথাও যুদ্ধ করেছিল ? সে নিজে কি যুদ্ধবিদ্যা জানত ? নাকি অদৃশ্যে থেকে জিহোভা তাকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন ? এইটেই সম্ভব।

গিডিয়ন দেখলো তার যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ করবার কোনো প্রেরণাই নেই, তাদের আত্মবিশ্বাসই নেই। বেশ তো ছিলুম, যুদ্ধ করে কি লাভ ? এই তাদের মনোভাব। তারা তাদের গুহাতেই ফিরে যেতে চায়। সেখানে ফিরে গিয়ে কষ্টের জীবন যাপন করবে, না খেয়ে মরবে তবু দেশের জন্যে জাতির জন্যে যুদ্ধ

করে মরবে না। এদের নিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। গিডিয়ন তাদের খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলো তারা কি যুদ্ধ করতে চায় না ঘরে ফিরে যেতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশই বললো, তাদের ছেড়ে দিলে তারা এখনি ঘরে ফিরে যাবে।
গিডিয়ন তার সম্মতি জানাতেই কয়েক হাজার ব্যতীত সকলে যেন পালিয়ে বাঁচল। যে হাজার যোদ্ধা বাকি রইল, গিডিয়নের মনে হলো এদের ওপর নির্ভর করা যায়। কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। সে স্থির করলো সে জিহোভার অনুমতি নেবে। দেখা যাক তিনি তাকে সমর্থন করেন কি না।
গিডিয়ন রাত্রে তার তাঁবুর বাইরে ঘাসের ওপর কিছু পশম রেখে দিলো। পরদিন সকালে পশম তুলে দেখল পশম শিশিরে ভিজে গেছে কিন্তু পশমের নিচে যে ঘাস ছিল তা শুষ্ক রয়েছে। জিহোভা তার ব্যাখ্যা করলো যে শত্রুকে গিডিয়ান যখন আক্রমণ করবে তখন জিহোভা তার সঙ্গে থাকবেন এবং সে এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।
গিডিয়ন তার সেই বাহিনী নিয়েই কুচকাওয়াজ করতে করতে চললো। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাহিনী ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। গিডিয়ন তাদের নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলো, তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্যে। তারা কি করে জল পান করে তা লক্ষ্য করবার জন্যে গিডিয়নও নদীর ধারে গেল। গিডিয়ন দেখল যে কয়েক হাজারের মধ্যে মাত্র তিনশত জন জলের স্রোত বুঝতে পারে এবং হাত দিয়ে আঁজলা ভরে জল পান করছে আর বাকিরা পশুর মতো নদীতে মুখ ডুবিয়ে জল পান করছে। গিডিয়ন স্থির করলো ঐ তিনশত জনই যুদ্ধ করতে পারবে, তারা সৈন্য হবার উপযুক্ত। বাকি কয়েক হাজারকে গিডিয়ন বাতিল করে দিলো। তারা দলে থাকলে নাস্তানাবুদ হতে হবে।
বাকি এই তিনশত জনকে গিডিয়ন রণকৌশল শেখাতে লাগলো। তারপর যুদ্ধ যাত্রার দিন না বলে রাত্রি স্থির হলো। রাত্রে যখন সৈন্যরা যাত্রা করছে তখন গিডিয়ন প্রত্যেককে একটি করে জ্বলন্ত মশাল দিলো। মশালগুলি মাটির পাত্রে লুকিয়ে নেওয়া হলো যাতে বাইরে আলো দেখা না যায়।
মধ্য রাত্রে গিডিয়ন মিডিনিয়দের ওপর চড়াও হলো। নেতার নির্দেশে সৈন্যরা মাটির পাত্রগুলি একসঙ্গে ভেঙে ফেলার ফলে চারদিক সহসা মশালের আলোয় এমন আলোকিত হয়ে উঠল যে মিডিনিয়দের চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার ওপর নিদ্রা থেকে সদ্য জাগ্রত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে তারা রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। যার এল হলো মারাত্মক। দলে দলে মিডিনিয়নরা মরতে লাগলো। অতি অল্প সংখ্যকই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারল। কয়েক হাজার হত ও আহত যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রইল।
এবার ইহুদিরা গিডিয়নকে তাদের মুকুটহীন রাজা বলে স্বীকার করে নিল এবং বহু বছর ন্যায়াধীশের পদে অধিষ্ঠিত রইল।
মুকুটহীন রাজা বা ন্যায়াধীশ হলেও সব মানুষকে একদিন মরতে হবে। গিডিয়নকেও একদিন মরতে হলো। গিডিয়ন মারা যাবার পর গোলমাল আরম্ভ হলো। গিডিয়ন অনেকগুলি বিয়ে করেছিল। মৃত্যুর পর দেখা গেল সে বেশ

বড় একটি পরিবার সৃষ্টি করে গেছে।
ছেলের সংখ্যাও অনেক। কবরে মাটি পড়ার পরই কে বাবার স্থলাভিষিক্ত হবে এই নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ আরম্ভ হলো। ছেলেদের মধ্যে অ্যাবিমেলেচ ছিল উচ্চাভিলাষী। তার ধারণা ইহুদি জাতির রাজা হবার মতো তার যোগ্যতা আছে। এই রকম আত্মম্ভরি অহংসর্বস্ব যুবককে অন্য যুবকেরা পছন্দ করে না। তারা ছোকরাকে ভালো করে চেনে, তার দৌড় কত দূর তাও তারা জানে। অ্যাবিমেলেচ যখন দেখল তার কোনো সমর্থক নেই তখন সে বাড়ি ছেড়ে মামার বাড়ির দেশ সেচেমে চলে গেল। সেচেমে পেঁছে সে বাবার সিংহাসন দখল করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। সেচেমে তার আত্মীয়রা দেখল ছোকরা সফল হলে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। অ্যাবিমেলেচ তখন কপর্দকশূন্য। সিংহাসন দখল করতে হলে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। মামার বাড়ির মানুষদের কাছে সে অর্থ সাহায্য চাইল। তাকে হাতে রাখবার উদ্দেশ্যে আত্মীয়রা তাকে অর্থ দিলো কিন্তু ঋণ হিসেবে।
হাতে অর্থ পেয়ে অ্যাবিমেলেচ কয়েকজন পেশাদারী খুনী গুন্ডা ভাড়া করে তাদের বললো তার সব ক'টা ভাইকে শেষ করে দিতে। গুন্ডারা আদেশ ও অর্থ পেয়ে এক রাত্রেই গিডিয়নের সব ক'টা ছেলেকে খুন করলো শুধু সবচেয়ে ছোট ছেলেটা পালিয়ে গেল। তার নাম যোথাম। পালিয়ে গিয়ে যোথাম পাহাড়ে লুকিয়ে রইল।
সেচেমের মানুষেরা অ্যাবিমেলেচকে ইহুদিদের রাজা বলে ঘোষণা করলো। এই উপলক্ষে তারা বিরাট এক আনন্দোৎসব পালন করলো। পরবর্তী চার বৎসরে অ্যাবিমেলেচ ও তার প্রধান জেলবু শাসনকার্য চালাতে লাগলো এবং আরও কতকগুলি গ্রাম ও শহরকে তাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করলো।
মাঝে মাঝে ওরা যোথামের নাম শুনতে পেত। যোথাম মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথা থেকে হাটেবাজারে বা কোনো শহরের চৌমাথায় হাজির হয়ে হাত পা ছুঁড়ে তার পাজী দাদার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতো, তাকে গালি দিত। অ্যাবিমেলেচ এ-সব গ্রাহ্য করতো না কারণ যোথাম একা তার কি করবে? তার একটা কানা-কড়িও নেই, তাকে সমর্থন করবারও কেউ নেই। তার রক্তপিপাসু দাদার বিরুদ্ধে এইসব কুবাক্য বিফলে যেত। লোকেরা দাঁড়িয়ে শুনত, কেউ বা টিট-কারি দিত, হাসত।
সেচেমের গৌরব কিন্তু স্থায়ী হলো না। অ্যাবিমেলেচ শুধুই স্বেচ্ছাচারী ছিল না, সে বুদ্ধিহীনও ছিল। তার প্রজারা তার ব্যবহারে ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হতে লাগলো।
ক্ষুব্ধ জনতার মধ্য থেকে গল নামে একজন নেতা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। কিন্তু অ্যাবিমেলেচ ও জেবুলের বিরুদ্ধে সে জয়লাভ করতে পারল না। গল ও তার সমর্থকদের তারা তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সুউচ্চ মিনারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো।
অথবা গল তার লোকজনদের নিয়ে সেই মিনারের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল

গলের বোধহয় মতলব ছিল উঁচু মিনার থেকে পাথর ও অস্ত্রাদি ছুঁড়ে শত্রুকে সে ঘায়েল করবে।
গল সেই মিনার যখন দখল করতে পারল না তখন সে তার সৈন্যদের অরণ্যে পাঠিয়ে শুষ্ক জ্বালানি কাঠ আনতে বললো। তারপর সেই কাঠ মিনারের চার-পাশে উঁচু করে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিলো। গল আর সকলে পুড়ে মারা গেল।
কয়েক বছর থিবেজ শহরে অনুরূপ ঘটনা ঘটল। এবারও অ্যাবিমেলেচ বিদ্রোহী-দের পরাজিত করে তাড়া করলো। তারাও শহরের সুউচ্চ মিনারে আশ্রয় নিল। অ্যাবিমেলেচ আগের বারের মতো বিদ্রোহীদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার জন্যে মিনারের চারদিকে শুকনো জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলো তার-পর দৃশ্যটা উপভোগ করবার জন্যে একটু তফাতে দাঁড়াল।
কিন্তু সেই দিন তারও মৃত্যু লেখা ছিল। মিনারের অনেক ওপরে একটা কোনো জায়গা থেকে একজন রমণী তাকে লক্ষ্য করে মস্ত বড় একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। পাথরটা অ্যাবিমেলেচের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলো। মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। শিরদাঁড়া দ্বিখণ্ডিত, মৃত্যুর আর দেরি নেই কিন্তু একজন সামান্য রমণী তার মৃত্যুর কারণ হবে? এর চেয়ে লজ্জা আর কি আছে? সে তার এক অনুচরকে বললো তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে। আদেশ পালন করতে সে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করলো না।
নেতাহীন রাজ্যের যা হয়। ইহুদিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল, তাদের একত্র করে রাখবার মতো ক্ষমতাশালী কোনো ব্যক্তি নেই। সীমান্তে উপজাতিদের সঙ্গে লড়াই লেগেই আছে, দিন দিন অবস্থার অবনতি হচ্ছে। মিডিনীয়রা ভয় দেখাচ্ছে তারা জর্ডনের উভয় তীরের সব দেশ জয় করে নেবে। কয়েক বছর পরে অ্যামোনাইটরা সেই চেষ্টা করল। তারা গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করে লুটপাট করে জ্বালিয়ে দিতে লাগল। বিপদ কারও একার নয়। তখন ইহুদিরা সম্মিলিত হয়ে সকলের শত্রু অ্যামোনাইটদের বাধা দেবে স্থির করলো।
মানাশে সম্প্রদায়ের নেতা জেফথাকে তারা তাদের প্রধান সেনাপতি মনোনীত করলো। জেফথা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিল। তার নেতৃত্বে অ্যামো-নাইটরা পরাজিত হলো।
জয় যখন সুনিশ্চিত হয়েছে তখনও কিন্তু ইহুদিরা নিজ সম্প্রদায়গত বিবাদ ভুলতে পারছে না। পরস্পরের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত। যোদ্ধারা পরস্পরের ওপর দোষারোপ করতে লাগল। তাদের অভিযোগ কোনো সম্প্রদায় ঠিক মতো যুদ্ধ করে নি। রাগটা বেশি এফ্রাইমদের ওপর। তারা সময় মতো এসে পৌঁছয় নি। শত্রু যখন পলায়ন করছিল তখন এসে তারা তাদের তাড়া করেছিল মাত্র।
এফ্রাইমরা দোষ স্বীকার করে বললো তাদের অনেক দূর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে তাই যথাসময়ে পৌঁছতে পারে নি। তার ওপর তাদের নদী পার

হতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। জেফথা অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ ছিল। সে এফ্রাইমদের যুক্তি মানতে রাজি নয়।

জর্ডন নদীর যেসব স্থানে ফেরিঘাট আছে সেইসব জায়গায় জেফথা নিজের লোক পাঠিয়ে আদেশ দিলো কেউ যেন নদী পার হতে না পারে। ফলে যারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে বলে তার বিশ্বাস হয়েছিল তাদের সবাইকে আটক করল। আটক করার মজার একটা পদ্ধতি বার করেছিল।

হিব্রু ভাষায় নদীকে বলে 'শিববোলেথ' কিন্তু জর্ডন নদীর ওপারের এফ্রাইমরা বলে সিববোলেথ (পূর্ববঙ্গীয়রা যাকে বলে শশী পশ্চিমবঙ্গীয়রা তাকে বলে সসি, সেইরকম আর কি)। যে সঠিক উচ্চারণ করতে পারছিল না তাকে তখনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলো। কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

এইভাবে দুশো চারশো নয় চল্লিশ হাজার এফ্রাইমাইট হত্যা করা হলো। সকলের উচ্চারণ সঠিক হয়েছিল কি না সে বিচার কে বা কারা করেছিল ওল্ড টেস্টামেন্টে তা লেখা নেই।

অ্যামনদের পরাজিত করে জেফথা উটের পিঠে চেপে বাড়ি ফিরে গেল। জিহোভার কাছে সে একটি প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই প্রতিজ্ঞা এবার পালন করতে হবে এবং একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে বাড়ি ফিরে প্রথমেই যার দর্শন পাবে তাকে সে বলিদান দেবে। জেফথা ভেবেছিল সে তার কোনো রক্ষী বা কর্মচারীকেই প্রথমে দেখবে কিংবা হয়তো তার পোষা কুকুর বা একটা ঘোড়া কিন্তু পিতাকে অভিনন্দন জানাতে হঠাৎ ছুটে এল তার একমাত্র কন্যা।

উপায় নেই, জিহোভার কাছে প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে। সে কন্যাকে জিহোভার বেদীতে নিয়ে গিয়ে বলিদান দিয়ে তার মৃতদেহ পুড়িয়ে দিলো। ইজরেলভূমিতে আবার শান্তি ফিরে এল।

কাহিনী এবার বৈচিত্র্যহীন মনে হচ্ছে। একই ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। ইতিহাস তো পালটান যায় না।

কিছুদিন শান্তিতে বাস করার পর ফিলিস্তিয় এবং ইহুদিরা আবার পরস্পরের গলা কাটতে আরম্ভ করল। এবার ফিলিস্তিয়রা তীব্রভাবে আক্রমণ করল। যুদ্ধ আরও নৃশংস হলো। মার আর পার যেভাবে। বলতে কি ফিলিস্তিয়রা ইহুদিদের নির্মূল করে দিলো। তাদের সংখ্যা খুবই কমে গেল, কোনো ইহুদি দেখা যায় না বললেই হয়।

এবার ইহুদিদের মধ্যে এক বীর উদয় হলো যার নাম সবাই এক ডাকে চেনে। তার নাম স্যামসন। দৈহিক শক্তিতে স্যামসন ছিল অতুলনীয়। হারকিউলিস বা ভীমের মতো সে শক্তি ধারণ করত। সাহসের তুলনা ছিল না। সে তুলনায় তার বুদ্ধি বেশ কম ছিল। কূটনীতি একেবারেই বুঝত না। শক্তি ও বুদ্ধির মিলন হলে স্যামসন অন্য ইতিহাস রচনা করতে পারত।

তার পিতার নাম ছিল মানোয়া। শৈশব কালেই তার শক্তি দেখে সকলে বিস্মিত।

তার হাত দুটি ছিল যেন লোহার সাঁড়াশি, প্রচণ্ড জোর ছিল দুই হাতে। তার ঘুসি ছিল কামারের লোহার হাতুড়ির তুল্য। দেহ বা পোশাকের কোনোই যত্ন বা পরিচর্যা করত না স্যামসন। দেখে মনে হতো যেন একটা বুনো। মাথার চুল বা দাড়ি গোঁফে কখনও হাত দিত না। সেগুলি ইচ্ছামতো বাড়ত, জট পাকাত এবং উকুনে বাসা বাঁধত। কেউ তাকে পরিষ্কার পোশাক পরতে দেখে নি। এমন একজন শক্তিশালী মানুষ যে বিপদ তুচ্ছ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভয় শব্দটাও তার অভিধানে ছিল না। দুরন্তপনা ও মেয়েদের প্রতি দুর্বলতার জন্যে সে তার পিতামাতাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে।

যখন তার বয়স আঠার বা উনিশ তখন সে এক ফিলিস্তিয় যুবতীর প্রেমে পড়ল। তাকে সে বিয়ে করবেই। কেন? ইহুদীদের মধ্যে কি সুন্দরী যুবতী নেই? শত্রুপক্ষের মেয়ে বিয়ে করা কেন? সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায় রীতিমতো আতংকিত। কিন্তু স্যামসনকে কে বাধা দেবে? যে বাধা দিতে যাবে সেই তো মরবে।

স্যামসন কারও সুপরামর্শ বা নিষেধ গ্রাহ্য করল না। সে একাই মেয়ের বাড়ি থামনাটা যাত্রা করল। থামনাটা পশ্চিম দিকে।

পথে একটা সিংহ তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো। সিংহটা তার কাছে যেন বেড়াল বাচ্চা। সে খালি হাতে সিংহের ঘাড় ভেঙে দিলো ও চোয়াল দুটো দুফাঁক করে দিয়ে রাস্তার ধারে শরবনের ঝোপে ফেলে দিলো।

কিছুক্ষণ পরে সে কোনো কারণে আবার সেখানে এসে দেখল যে মৃত সিংহের মুখে মৌমাছিরা মৌচাক বানিয়েছে। মৌচাক ভেঙে স্যামসন মধু পান করে আবার নিজের পথে চললো।

স্যামসন তার ভাবী পত্নীর গ্রামে পৌঁছল। স্যামসনের মতো শক্তিশালী একজন মানুষকে জামাতারূপে নিজেদের দলে পেয়ে ফিলিস্তিয়দের অসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই। সে আর তাদের শত্রু নয়। অতএব আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রইল না। নানা আনন্দানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হলো।

সাড়ম্বরে বিবাহ হয়ে গেল।

শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রের সঙ্গে স্যামসন যত পরিচিত বিবাহ বাসরে ততটা মোটেই নয়। তবুও নতুন বরের ভূমিকা সে যথাসাধ্য ফুর্তির সঙ্গে পালন করবার চেষ্টা করল। ঠাট্টা তামাশা কয়েক দিন ধরেই চলল।

একদিন আসর বেশ জমে উঠেছে। পরস্পরকে ঠকাবার জন্যে প্রশ্নোত্তরের আসর বসেছে। জামাইকে ঠকাবার প্রশ্নই বেশি করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য জামাই উত্তর দিতে পারছে না কিন্তু বললো সে একটা হেঁয়ালি বলবে। সঠিক উত্তর পেলে সে তিরিশ প্রস্থ উত্তম পোশাক উপহার দেবে। এই হেঁয়ালি তার নিজের জীবনেই ঘটেছে সে কথাও বললো।

সকলে আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো হেঁয়ালিটা তাহলে বলুন চেষ্টা করে দেখি উত্তর দিতে পারি কি না।

স্যামসন বললো, যে ছিল ভক্ষক সে হয়ে গেল খাদ্য অর্থাৎ খাদক নিজেই হলো

খাদ্য আর সেই শক্তিশালী খাদক সুমিষ্ট হলো। কি উত্তর হবে?
থামনাটার মানুষরা কত চেষ্টা করলো কিন্তু উত্তর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হলেই বা জামাই তা বলে এই অপরিচ্ছন্ন একটা ইহুদি যুবকের কাছে তারা বোকা বনে যাবে? তখন তারা স্যামসনের বৌকে ধরলো, বললো, দেখ ছেলেটা তোমাকে ভীষণ ভালবাসে, তোমার জন্যে সে সব করতে পারে। যেভাবে হোক হেঁয়ালির উত্তরটা বার করে নাও না?
বৌটিও তেমন চতুর ছিল না তাহলে সে তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতো। ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করতে করতে সে স্যামসনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। তখন সিংহ রেগে গিয়ে ভেংচি কেটে সিংহর ঘটনাটা বলে ফেলল, সিংহ তাকে খেতে এসেছিল। সে মরে গিয়ে অন্য পশুপাখির খাদ্য (নেই তাই খাচ্চ থাকলে কোথায় পেতে, বলেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে) হয়েছে আর তার মুখের মধ্যে মৌমাছিরা বাসা বেঁধেছে।
ফিলিস্তিয়রা উত্তরটা জানতে পেরে ভারি খুশি। তারা দল বেঁধে স্যামসনের কাছে গিয়ে বললো আহা কি তোমার হেঁয়ালি এর উত্তর তো আমরা সবাই জানি। আমরা জানি সিংহর চেয়ে কে বেশি বলবান এবং কে মধু পান করে-ছিল।
ফিলিস্তিয়রা উত্তরটা যেভাবে দিলো তা শুনে স্যামসন তার বৌকে সন্দেহ করলো। বৌ নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্যামসন ভীষণ রেগে গেল। তখন বিরাট একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সে প্রায় একটা দক্ষযজ্ঞ বাধাতে যাচ্ছিল কিন্তু তা না করে গালাগাল দিতে দিতে বৌকে ফেলে রেখে চলে গেল। এক কণা খাদ্যও গ্রহণ করলো না।
শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্যামসন দুমদাম করে পা ফেলতে ফেলতে চললো আস্কিলন শহরের দিকে। পথে আসছিল একদল ফিলিস্তিয়। স্যামসন সকলকে হত্যা করে ত্রিশ খন্ড পোশাক তাদের দেহ থেকে খুলে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফেলে দিয়ে এলো। 'নাও, যারা আমার হেঁয়ালির উত্তর দিয়েছ তারা এগুলো পরো। আমি আমার কথা রাখলুম।' তারপর সে তার নিজের বাড়িতে ফিরে এসে রাগে গজরাতে লাগলো। রাগের কারণ তার বৌ। বৌটাকে ভীষণ ভাল-বেসেছিল সেই বৌ কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করলো? অবশ্য ইচ্ছে করলেই সে থামনাটায় ফিরে গিয়ে তার বৌকে অনায়াসে পুতুলের মতো তুলে আনতে পারতো কিন্তু পৌরুষে আঘাত লাগবে বলে তা সে করলো না। তবুও দীর্ঘ-দিন বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে সে যখন আর থাকতে পারল না তখন সে মিটমাট করবার জন্যে শ্বশুরবাড়ি গেল।
কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। একটি ফিলিস্তিয় যুবকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। তাহলে ওদের এত সাহস যে স্যামসনকেও অবহেলা করতে পারে? সে প্রতিশোধ নেবে।
স্যামসন পাহাড়ে গিয়ে তিনশ খ্যাঁকশিয়াল ধরে এনে জোড়ায় জোড়ায় ল্যাজে বেঁধে বন্ধনের মধ্যে জ্বলন্ত মশাল গুঁজে শ্বশুরবাড়ি থামনাটায় ছেড়ে দিলো।

শেয়ালগুলো ভয়ে পাগলের মতো চারদিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করলো। তারা শস্যক্ষেতেও ঢুকে পড়লো। ক্ষেতে তখন পাকা ফসল। সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

শস্যক্ষেত থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল আঙুর ক্ষেতে, অলিভ বাগানে। এক রাতে থামনাটা তথা সারা প্যালেস্টাইন পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ফিলিস্তিয়রা বললো এজন্যে ঐ মেয়েটা যার সঙ্গে স্যামসনের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে দায়ী। তখন ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত জনতা সেই মেয়ে ও তার বাবাকে তাদের বাড়ি থেকে টেনে এনে পিটিয়ে মেরে ফেললো।

এই খবর পেয়ে স্যামসন তার সমর্থকদের সংগ্রহ করে ফিলিস্তিয়দের দেশ আক্রমণ করে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিলো। শত শত ফিলিস্তিয় তার হাতে মারা পড়ল। শুধু মারবার আনন্দেই স্যামসন যে কতজনকে হত্যা করলো তা বলা যায় না। বলতে গেলে স্যামসন একাই তার শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করলো।

যাই হোক সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। যেহেতু স্যামসন বলশালী সেজন্য তার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবহার জুডা দেশের উপজাতিরা পছন্দ করতো না। তারা তাদের প্রতিবেশী ফিলিস্তিয় বা ফিলিস্টিনদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চাইত, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চাইত। কিন্তু বাধা হলো স্যামসন। স্যামসন এটা পছন্দ করত না।

জুডার উপজাতিরা একদিন দল বেঁধে যেভাবেই হোক স্যামসনকে ধরে ফেলল। তার হাত পা মজবুত করে বেঁধে তাকে ফিলিস্টিনদের কাছে ধরে নিয়ে চলল। কে জানে স্যামসন মজা উপভোগ করছিল কি না। দেখাই যাক না এরা কি করে। এদের দৌড় কতদূর।

জুডা উপজাতিদের ইচ্ছা স্যামসনকে বধ করা কিন্তু বিদেশীদের সামনে স্ব-জাতির একজনকে হত্যা করতে তাদের মন চাইছিল না। তাই তারা স্যামসনকে ফিলিস্টিনদের হাতে তুলে দিলো। ওরাই হত্যা করুক, আমরা না হয় দূরে দাঁড়িয়ে দেখব।

জুডার লোকেরা স্যামসনকে বন্দী করে বেঁধে আনছে এ দৃশ্য ফিলিস্টিনরা দূর থেকেই দেখতে পেয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে দু হাত তুলে নৃত্য আরম্ভ করে দিলো। তাদের কলরবে আকাশ বাতাস মুখরিত। কান ফাটানো চিৎকারে গগন বিদীর্ণ।

স্যামসন সত্যিই এতক্ষণ ওদের কান্ডকারখানা দেখছিল কিন্তু যেই বুঝল ওদের মতলব ভালো নয় তখনি সে এক ঝটকায় তার হাতপায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেললো, যেন সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল। কাছেই পড়ে ছিল একটা মরা গাধার কংকাল। গাধার চোয়াল দুটো মট করে ভেঙে নিয়ে সেই হাড়ের আঘাতে সবকটা ফিলিস্টিনকে মেরে চিরদিনের জন্যে ঠান্ডা করে দিলো।

এরপর ফিলিস্টিনরা সত্যিই ঠান্ডা হয়ে গেল। তারা মর্মে মর্মে বুঝল স্যামসনকে হত্যা করা অসম্ভব। যুদ্ধ করেও তাকে পরাজিত করা যাবে না।

ছলে বলে কৌশলে তাকে হত্যা করতে হবে, তাও কঠিন।
কিন্তু স্যামসন নিজেই ছিল নিজের প্রাধান শত্রু।
এ মেয়ে, ও মেয়ে, সে মেয়ের সঙ্গে সে প্রায়ই প্রেমে পড়ত। বেপরোয়া ছিল। মেয়েই তার সব আর সব তুচ্ছ। এজন্যে সে দেশেরও বিপদ ডেকে এনেছে। তার কাছে দৈহিক সুখই সব।
ফিলিস্টিনরা একদিন শুনল স্যামসন গাজা শহরে তার এক বন্ধুর বাড়ি এসেছে। ফিলিস্টিনরা ভাবল এবার সত্যিই তাকে হাতের মধ্যে পাওয়া গেছে। তখন রাত্রি। তারা শহরের সব কয়েকটা দরজা বন্ধ করে দিলো। যে সে দরজা নয়, যেমন মোটা আর মজবুত তেমনি ভারি। একটা পাল্লা খাটাতে দশ বারো জন লোক দরকার হয়। দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারা সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।
খবরটা স্যামসন শুনেছিল। তাদের মতলবও টের পেয়েছিল। মাঝরাত্রে সে উঠে পড়ল তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই বিরাট দু পাল্লার দরজা ভেঙে মাথায় করে নিয়ে গাজা থেকে হেবরন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিলো। এইভাবে সে ফিলিস্টিনদের সতর্ক করে দিলো। আমার সঙ্গে লাগতে এস না, পারবে না।
সত্যিই স্যামসনের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়, অসম্ভব। মাঝে মাঝে স্যামসন এমন অসদাচরণ কবতো, দুর্বিনীত ব্যবহার করতো যে ইজরেলীরাও বিরক্ত হতো কিন্তু মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না। কে তার সঙ্গে পারবে।
তবুও স্যামসনই ইহুদি জাতিকে উদ্ধার করেছে, তাদের একত্র করেছে। একা একজন লোকের পক্ষে এমন দুরূহ কাজ করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। স্যামসন-কেই ইহুদিরা তাদের ন্যায়াধীশ নিযুক্ত করলো। প্রায় কুড়ি বছর স্যামসন এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল। এতদিন পর্যন্ত যত ন্যায়াধীশ নিযুক্ত হয়েছিল স্যামসনের তুল্য কেউ ছিল না। অসাধারণ শক্তিশালী বীর যোদ্ধা স্যামসন ফিলিস্টিনদের দাবিয়ে রেখেছিল। তারা স্যামসনের গায়ে দাঁত ফোটাতে সাহস করতো না।
স্যামসন গৌরবের সঙ্গে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দেশ শাসন করে যেতে পারত, তাতে ইজরেল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠত। কিন্তু নারীর প্রতি দুর্বলতা স্যামসনের পতন ডেকে আনল।
তখন স্যামসন আর যুবক নয়, বয়স বেড়েছে, পরিণত মানুষ। চটুল নয়না এক স্বৈরিণীর পাল্লায় পড়ল স্যামসন। সে মেয়েব নাম ডেলাইলা। তার কাছে স্যামসন যেন কেঁচো।
ফিলিস্টিনরা জানত স্যামসনের দুর্বলতা কোথায়। চপল সুন্দরী যুবতী ডেলাইলা ছিল সেরা সুন্দরী।
ফিলিস্টিনবা ডেলাইলাকে বললো তোমার ছলাকলা প্রয়োগ করে স্যামসনকে বশ করে বিয়ে করতে হবে তারপর কৌশল করে তোমাকে জেনে নিতে হবে ওর শক্তির উৎস কোথায়। তখন তাকে বধ করা সহজ হবে।

ডেলাইলা রাজি নয়, স্যামসনকে সে গ্রাহ্য করে না, সে তাকে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু ফিলিস্টিনরা বললো দেশের স্বার্থে তোমাকে এ কাজ করতেই হবে। সফল হলে হাজার মুদ্রা পরস্কার পাবে না পারলে ঢিল ছুঁড়ে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

ডেলাইলার পক্ষে স্যামসনকে বশ করা কঠিন হলো না। একদিন তাদের বিয়েও হয়ে গেল সাড়ম্বরে।

ডেলাইলার ঘাড়ে এখন গুরুদায়িত্ব। স্যামসনকে লুব্ধ করে তার এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস জেনে নিতে হবে। তার দেহের মধ্যে কোথাও বা বাইরে কোথায় সেই রহস্য লুকিয়ে আছে তা জেনে নিতেই হবে নইলে তার মৃত্যু।

বিয়ের রাত্রি থেকেই ডেলাইলা উঠে পড়ে লাগলো। কতভাবে স্যামসনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, কখনও ব্যঙ্গ করে, কখনও হেসে কখনও বা অন্য কৌশল প্রয়োগ করে। কিন্তু স্যামসন বোকা হলে কি হয় এদিকে তার বুদ্ধি টনটনে, ভীষণ শেয়ানা। কিছুতেই বলে না।

স্যামসন বলে, রহস্য আবার কি? এই যে তুমি এত সুন্দরী। এর কি কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে? ঈশ্বর তোমাকে রূপ দিয়েছেন তাই তুমি রূপসী তেমনি ঈশ্বর আমাকে বল দিয়েছেন তাই আমি বলশালী। ওসব বাজে চিন্তা করে তোমার ওই ছোট্ট মাথাটা ভারাক্রান্ত কোরো না।

ডেলাইলা তবুও তাকে উত্যক্ত করে। স্যামসন হাসে। তবুও একদিন হাসি থামিয়ে বলে, সত্যিই জানতে চাও? তাহলে বলি শোনো। সদ্য ভেঙে আনা সাতটি সবুজ ও কাঁচ লতা দিয়ে বেঁধে রাখ তাহলে আমার এই শক্তি কোথায় উবে যাবে।

ডেলাইলা তাই বিশ্বাস করলো। ফিলিস্টিনদের সে কথা বলে দিলো। রাত্রে তারা ডেলাইলাকে কাঁচ ও সবুজ সাতটি লম্বা লতা এনে দিলো। স্যামসন ঘুমিয়ে পড়লে ডেলাইলা সেই লতা স্যামসনের দেহে বেশ করে জড়িয়ে দিলো। কয়েক-জন ফিলিস্টিন আড়ালে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। লতা জড়ানোর শব্দে ও তাদের কথাবার্তায় স্যামসনের ঘুম ভেঙে গেল। ফিলিস্টিনরা পালাল। স্যাম-সন লতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঘুমোতে লাগলো।

এই লতা বাঁধা কয়েক দিন ধরে চলল। স্যামসন কিছু বলে না। মুচকি হাসে আর কৌতুক অনুভব করে। ওদিকে ডেলাইলা অভিমান করে, ঠোঁট ফোলায়, চোখের জল ফেলে। তখন স্যামসন আবার অন্য কিছু বলে। তাতেও কিছু হয় না। স্যামসনও বুঝতে পারে না যে ডেলাইলা তাকে ভালবাসে না। তার রহস্য অন্যত্র নিহিত। বার বার একই প্রশ্ন করে ডেলাইলা যখন তাকে বিরক্ত করছে তখন তার উচিত ছিল ডেলাইলাকে ত্যাগ করা। কিন্তু অমন শক্তিমানেরও ডেলাইলাকে ত্যাগ করবার শক্তি নেই।

নারী যেমন শক্তি যোগায় তেমনি ধৈর্য ধরে থাকলে স্যামসনের মতো অমিত বলশালীর শক্তিও অপহরণ করতে পারে। এক রাত্রে দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলল তার মাথার চুলই তার শক্তির উৎস। এই চুল কেটে দিলেই সে বলহীন

হয়ে পড়বে।
রাত্রে স্যামসন যেই ঘুমিয়ে পড়ল ডেলাইলা আর অপেক্ষা করলো না। সে তার লোকেদের খবর দিলো। তারা এসে হাজির। তাদের সামনে ডেলাইলা ঘুমন্ত স্যামসনের মাথার ঘন চুল কচকচ করে মুড়িয়ে কেটে দিলো।
কাটা চুল লুকিয়ে ধাক্কা দিয়ে স্যামসনকে জাগিয়ে দিয়ে বললো, এই ওঠো ওঠো, ফিলিস্টিনরা তোমাকে মারতে এসেছে।
স্যামসন চোখ চেয়ে মৃদু হাসল। ভাবল উঠে একবার দাঁড়ালেই তো হাল্লার দল পালাবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে মনে হলো তার সব অঙ্গ যেন শিথিল, অবশ হয়ে গেছে। হাত পা চলছে না। এ কি হলো ? পা যেন তুলতে পারছে না, ভারি লাগছে।
আততায়ীরা বুঝল ডেলাইলা এবার সত্যিই বাজিমাৎ করেছে, হাজার মুদ্রা ওর প্রাপ্য হযেছে। ফিলিস্টিনরা এসে ওকে মোটা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। ডেলাইলা তখন কোথায় সরে পড়েছে।
ফিলিস্টিনরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে আগে অন্ধ করে দিলো, কে জানে বিশ্বাস নেই কখন শক্তি ফিরে পাবে ? অন্ধ হয়ে আর কি করবে। তারপব ঘানির মতো যাঁতা কলে ওকে জুড়ে দিলো শস্য পেশাই করবার জন্যে।
চোখে ঠুলি ঢাকা বলদ যেমন একটা ডান্ডা ধরে ঘুরে ঘুরে তেল বার করে অন্ধ স্যামসন ঠিক তেমনি করে দুটো মোটা আর ভারি পাথরের চাকা ঘুরিয়ে দানা থেকে আটা বার করে। আস্তে চললে বা থামলে পিঠে সপাং করে চামড়ার চাবুক পড়ে, তেষ্টার জল দশবার চাইলে একবার একটু মেলে। হৃতবল বন্দী অন্ধ স্যামসন গাজা শহরে যাঁতাকল চালায়। গাজা আজও আছে তবে স্যামসন নেই। যাঁতাকল ঘোরায় আর আফসোস করে। রাত্রে জিহোভাকে স্মরণ করে।
এদিকে স্যামসনের মাথার চুল একটু একটু করে বড় হচ্ছে। ধীরে ধীরে তার শক্তিও ফিরে আসছে। ফিলিস্টিনরা স্যামসনকে বন্দী করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার মাথার চুল যে বড় হচ্ছে তা কেউ লক্ষ্য করে নি কিংবা অন্ধকার যাঁতাকলের কুঠুরিতে দেখতেই পায় নি।
ড্রাগন দেবতার জন্যে ফিলিস্টিনরা একটা বিরাট উৎসব করবে। নানারকম আনন্দ অনুষ্ঠান হবে, কতলোক ক্রীড়াকৌশল দেখাবে, বাজীকররা বাজী দেখাবে। দূর দূর থেকে দলে দলে লোক এসেছে। থামওয়ালা বিরাট একটা হল-ঘরে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। হলের মধ্যে দর্শকদের বসবার যেমন গ্যালারি আছে তেমনি খেলা ইত্যাদি দেখাবার জন্যে প্রাঙ্গনও আছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে আসনও নির্দিষ্ট আছে।
সহসা কেউ বলে উঠল, আরে সেই পালোয়ানটাকে নিয়ে এস না আমরা একটা খোঁচা মারি, একটু রসিকতা করি, একটু থুতু আর কাদা ছুঁড়ি। দেখব এবার তার হিম্মত। আমাদের শত শত মানুষ মেরেছে ব্যাটা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বেড়াল ছানাটা নিয়ে এস।
অতএব স্যামসনকে আনা হলো। সভায় আসা মাত্র হট্টগোল, কটুবাক্য বর্ষণ,

কেউ তাকে লক্ষ্য করে কিছু ছুঁড়তেও লাগলো।
কি ঘটছে তা স্যামসনের বুঝতে বাকি রইল না। সে তখন আকাশের দিকে মুখ তুলে জিহোভার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো, সদাপ্রভু আমার শেষ প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমার শক্তি ফিরিয়ে দাও।
স্যামসনকে দুটি থামের মধ্যে একটি টুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। টুলটা ছোট, ভালো করে বসতে পারছিল না। ধরবার কিছু পাওয়া যায় কিনা হাত বাড়িয়ে দেখা যাক। হাত দুটো বাড়াতেই ওর হাত শীতল পাথর স্পর্শ করল। ছাদ ধরে রাখার জন্যে এই দুটো ছিল মূল থাম।
স্যামসন উঠে দাঁড়াল তারপর কাঁধ দিয়ে একবার এ থামে আর একবার ও থামে প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগল। জনতা নিজেদের উল্লাস নিয়েই ব্যস্ত, তার দিকে লক্ষ্য নেই। প্রথমেই ফাটল ধরল থাম দুটোর গোড়ায়, তারপর আর একটু চাপ দিতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল থাম আর সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছাদ ভেঙে পড়ল জনতার ওপর। পালাবার আগেই সবাই চাপা পড়ে মরল আর সেই সঙ্গে স্যামসন। নিজের প্রাণ দিয়ে এইভাবে সে তার বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করল।

ইতিমধ্যে ইহুদিদের সব কয়েকটি গোষ্ঠী একত্র হয়ে এক জাতি হয়েছে। তারা এখন সমৃদ্ধশালী ফলে ফিলিস্টিন ও সীমান্তের ওপারে অন্যান্য সেমিটিক জাতির ঈর্ষার কারণ হয়েছে। ইজরেলীরা মিশর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে এখন সকলের ওপর প্রভুত্ব করতে চাইছে, ঈর্ষা তো হবেই। আগে যারা ক্যানান-ভূমিতে বাস করত তারাও প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইল।
একদিকে এই ক্যানানীয়, অন্যান্য সেমিটিক জাতি আর এক দিকে ফিলিস্টিনরা ইজরেলীকে বার বার আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুলল। এতদিন স্যামসন একাই সব সামলাত, তার ভয়ে কেউ কিছু করতে সাহস করত না। এখন স্যাম-সন নেই।
এতদিন ন্যায়াধীশরাই দেশ শাসন করে এসেছে, তাদের ক্ষমতাও ক্রমশঃ বেড়েছে কিন্তু ইজরেলীরা তাকে কখনই রাজা বলে মেনে নেয় নি। তাদের ধারণা মোজেস বা যশুয়ার মতো মানুষই রাজা হবার উপযুক্ত।
স্যামসনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল এলি। এলি ছিল দুর্বল। তার দুটি ছেলে ছিল, ফিনিয়াস এবং হফনি, দুজনেই ছিল ঘৃণ্য চরিত্রের। তারা পার্থিব সুখ, বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছু বুঝত না। পিতার পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করত।
এলি ন্যায়াধীশ থাকলে ইহুদিদের আবার পতন হবে। ইহুদিরা এতদিনে যা পেয়েছে তা বুঝি হারাতে চায় না। তবে ঠিক সময়েই একজন উপযুক্ত নেতা পাওয়া গেল, তার নাম স্যামুয়েল।
রামাহ্ নামে ছোট গ্রামে তার জন্ম। বাবার নাম এলকানাহ্, মায়ের নাম হানা।

বিবাহের পর অনেক দিন পর্যন্ত হানার সন্তান হয় নি। প্রতি বছর সে শিলো-এর মন্দিরে গিয়ে একটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করত। দেবতা তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। হানা পুত্রবতী হলো। হানা পুত্রের নাম রাখল স্যামুয়েল। স্যামুয়েল যখন চলতে শিখল তখন হানা তাকে শিলোতে এলির কাছে নিয়ে গিয়ে আবেদন করলো শিশু হলেও স্যামুয়েলকে মন্দিরে কিছু একটা কাজ দেওয়া হোক তাহলে ছেলে সর্বদা জিহোভার আশ্রয়ে থাকতে পারবে।

উজ্জ্বল ছেলেটি এলির খুব পছন্দ হলো। নিজের দুই ছেলের আশা ভরসা এলি ছেড়ে দিয়েছে। এই ছেলেটিকে প্রতিপালন করা যাক। এ হয়ত তার জায়গায় ন্যায়াধীশ হতে পারবে। দেখে মনে হচ্ছে সে সম্ভাবনা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। ছেলেটিকে তিনি কাছে রেখে সুশিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন।

একদিন রাত্রে এলি যখন পবিত্র মন্দিরের দরজা বন্ধ করছেন তখন তিনি শুনলেন কে যেন স্যামুয়েলের নাম ধরে ডাকল। স্যামুয়েল তখন একটি গদিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ডাক শুনে জেগে উঠে বললো, প্রভু বলুন, আমি এই তো রয়েছি। আপনার কি চাই ?

এলি বললো, আমি তো তোমাকে ডাকি নি। আমি কিছু চাইও না।

ছেলে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার কে যেন ডাকল, স্যামুয়েল!

এই রকম পরপর তিনবার ঘটল। এবার এলি তার ভুল বুঝতে পারল। স্যামু-য়েলের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে জিহোভা স্বয়ং তাকে ডাকছেন। এলি তখন ছেলেকে একা রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

স্যামুয়েলকে জিহোভা বললেন, অসদাচরণ, পাপ কাজ, চরিত্রহীনতা ও ব্যভি-চারের জন্যে এলির দুই ছেলেকে মরতে হবে। নইলে তারা ইজরেলকে ধ্বংস করবে।

জিহোভা গতরাত্রে তাকে যা বলেছিলেন পরদিন সকালে স্যামুয়েল সে সবই এলিকে বললো।

এই কথা জনতার মধ্যে প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইজরেলীরা স্যামুয়েলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো। যে ছেলের সঙ্গে স্বয়ং সদাপ্রভু কথা বলেন সে সাধারণ ছেলে নয়। এ ছেলে একদিন ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন কোনো মহাত্মা হবে, আমাদের গুরুর আসনে বসবে, হয়ত আমাদের ন্যায়াধীশ হবে।

কিছুদিন কাটল। এলি তখনও ন্যায়াধীশ। ফিলিস্টিনরা একদিন ইজরেল সীমান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইজরেলীরা তাদের হটিয়ে দেবার জন্যে যুদ্ধযাত্রা করলো। ইহুদিরা কোনো অভিযানে গেলে সঙ্গে জিহোভার কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনটি যাকে ওরা আর্ক বলে সেটি বহন করে নিয়ে যায়। এলির দুই ছেলে ফিনিয়াস ও হফনি বললো তারা আর্ক বহন করে নিয়ে যাবে।

এ নিয়ে ঘোর অসন্তোষ। অধার্মিক ও অসচ্চরিত্র দু'জন ছোকরা পবিত্র আর্ক বহন করবে এ কি করে হয় ? কিন্তু ফিনিয়াস ও হফনি কোনো প্রতিবাদ শুনলো না। এতে যে স্বয়ং জিহোভার সমর্থন নেই তাও তাদের অজানা থাকার কথা

নয়। তারা ন্যায়াধীশের ছেলে, নিজেদেরও ন্যায়াধীশ বলে বড়াই করে অতএব তারা কারও কথা শুনলো না।

যে আর্কে জিহোভার আত্মা ও সত্তা উপস্থিত নেই সে আর্ক একটা কাঠের বাক্স ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্কের উপস্থিতি যুদ্ধক্ষেত্রে তাই কোনো কাজ দিলো না। যুদ্ধে হিব্রুদের হার হলো, এলির দুই সন্তানেরও মৃত্যু হলো। শত্রুপক্ষ আর্কটি দখল করে নিজ দেশে নিয়ে গেল। এই দুঃসংবাদ যখন এলির কানে পৌঁছল তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁর স্থানে স্যামুয়েল ন্যায়াধীশ নির্বাচিত হলেন।

ইহুদিদের ইতিহাসে এমন দুঃসময় নেমে এলো যা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

ফিলিস্টিনরা পবিত্রতম আর্ক যা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে মিশর থেকে ক্যানান ভূমিতে বয়ে আনা হয়েছিল তার তখন চরম অমর্যাদা করা হচ্ছে। ডাগনের সেই মন্দির যা স্যামসন ধ্বংস করে দিয়েছিল সেই ভগ্নস্তূপের ওপর ফিলিস্টিনরা আর্কটি অযত্নের সঙ্গে ফেলে রাখলো।

ফিলিস্টিনরা তাদের এই ওয়ার ট্রফি অবহেলাভরে ডাগনের মন্দিরে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্ক সজীব হয়ে উঠল। কোনো এক অদৃশ্য হাত ডাগনের মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দিলো।

এ কি কান্ড? ফিলিস্টিনরা ভীত হলো। তারা আর্কটি সেখান থেকে সরিয়ে গাথ শহরে নিয়ে গেল। শহরে আর্ক পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শহরে মড়ক লেগে গেল। অজানা এক রোগে শহরের লোকে আক্রান্ত হয়ে পিল পিল করে মরতে লাগলো। ফিলিস্টিয়া রাজ্যেও দুর্ভাগ্য নেমে এলো। নাগরিকরা আর্কটি উত্তরে নিয়ে গেল। তারপর দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পূবে, পূব থেকে পশ্চিমে কিন্তু যেখানেই নিয়ে যায় সেখানেই সর্বনাশ নেমে আসে।

ফিলিস্টিনরা দুর্ভাগ্য এড়াতে পারলো না। তখন তারা করলো কি আর্কটির মধ্যে প্রচুর স্বর্ণ ভর্তি করে সেটি একটি গরুর গাড়িতে চাপিয়ে ছেড়ে দিলো। গরু গাড়ি টানতে টানতে যেদিকে ইচ্ছে চলতে লাগলো। গাড়ি চলতে চলতে পূব দিকে সীমান্ত পার হয়ে আবার ক্যানান ভূমিতে প্রবেশ করলো। দেশের সীমানা পার হতে ফিলিস্টিনরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এবার তারা দুর্ভাগ্য এড়াতে পারবে।

একদিন প্রভাতে আকাশে যখন সূর্য হাসছে, মৃদু শীতল বাতাস বইছে, ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছিল তখন তারা পবিত্র আর্কবাহিক সেই গরুর গাড়িটি দেখতে পেল। এই খবর রটে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ভিড় জমে গেল।

একটি বেদী নির্মাণ করে তার ওপর পবিত্র আর্কটি স্থাপন করে পূজোর্চনা ও প্রার্থনা আরম্ভ করলো। পরে ওরা আর্কটি আবিনাডাব নামে একজন লেভি পুরোহিতের বাড়িতে নিয়ে গেল। আর্ক সেখানেই ছিল পরে সেটি জেরু-সালেমে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক দিন পরে ডেভিড রাজা হলো। তার স্বপ্ন ছিল জিহোভার একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে আর্কটি স্থাপন করবে। তার সেই স্বপ্ন সফল করেছিল সলোমন। সে কথা পরে।

আর্ক দেশে ফিরে আসায় ইহুদিরা সুদিনের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। অনেক চেষ্টা ও অনেকের সদিচ্ছা সত্ত্বেও দেশে বুঝি স্থায়ী শান্তি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। ন্যায়াধীশদের স্বেচ্ছাচারিতাই বুঝি এজন্যে দায়ী। শান্তি-কামী ইহুদিরা স্যামুয়েলকে প্রশ্ন করলো আপনার মৃত্যুর পর আমরা কি করবো। আমরা তো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না কারণ স্যামুয়েলের ছেলে দুটিও ফিনিয়াস এবং হফনির মতো উচ্ছৃঙ্খল। তাদের মধ্যে কেউ ন্যায়াধীশ হোক এটা কারও কাম্য নয়।

স্যামুয়েল তখন জিহোভাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ পন্থা তিনি (স্যামুয়েল) অবলম্বন করবেন ?

জিহোভা বললেন, ইহুদিদের অধার্মিক আচরণে তিনিও ক্ষুব্ধ। তারা অনেক দিন থেকেই একজন রাজা চাইছে, বেশ তিনি তাদের একজন উপযুক্ত রাজা দেবেন। সেই রাজা জনগণের সমস্ত সন্তানদের যোদ্ধা করবেন ও কন্যাদের তাঁর দাসী করবেন এবং প্রজাদের সব শস্য, সুরা ও তৈল নিয়ে তিনি তাঁর অনুচরদের ক্ষুধা নিবারণ করবেন। প্রজাদের যে সম্পদ আছে তার এক দশ-মাংশ তিনি নেবেন এবং তিনি অত্যন্ত কড়া হস্তে দেশ শাসন করবেন।

এই খবর শুনে ইহুদিরা খুব খুশি। তাদের অভিলাষ পূর্ণ তারা সমৃদ্ধিশালী হবে, দেশের উন্নতি হবে। তারা মিশর, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশের সমতুল্য হবে। কিন্তু যখন তারা রাজা পেল এবং অনুভব করলো যে তারা সেই রাজার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারা উপলব্ধি করলো তাদের অনেক বেশি ত্যাগ করতে হয়েছে। তাদের স্বাধীনতা চলে গেছে।

১০
রুথের কাহিনী

হিব্রু জাতির যে কাহিনী আগের পরিচ্ছেদে আমরা যা পাঠ করলুম তা কেবল অশান্তি ও রক্তপাতের। ন্যায়াধীশরা জাতিকে ঠিক পথে চালিত করতে পারছিলেন না। অনেক চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটেছে। শাসন কাজ ঠিক পথে পরিচালিত না হলে এমন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতেই পারে। তবুও ইহুদি-জীবনে একটা কোমল, সৎ ও সরল ধারা প্রবাহিত ছিল, যেখানে দয়া, করুণা ও সহমর্মিতার অভাব ছিল না।

এবার এমন কিছু কাহিনী শোনা যাক।

বেথলিহেম শহরে এলিমেলেচ নামে একজন বাস করতো। তার পত্নীর নাম নেওমি। এই দম্পতির দুটি পুত্র ছিল চিলিয়ন এবং মাহলন। এলিমেচের অবস্থা ভালো ছিল, সংসারে অভাব ছিল না। দুর্ভাগ্যের বিষয় সারা অঞ্চল জুড়ে বেথলিহেমে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো ফলে এলিমেলেচ নিঃস্ব হয়ে গেল। বোয়াজ নামে তার এক ধনী সম্পর্কিত ভাই ছিল। এলিমেলেচ তার কাছে সাহায্য চাইতে পারত কিন্তু সে ছিল ভিন্ন ধরনের মানুষ, অপরের কাছে সাহায্য চাইতে তার অহংকারে বাধত। নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার জন্যে সে তার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে মোয়াব দেশে চলে গেল।

মোয়াবে গিয়ে অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যে সে কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করলো কিন্তু সে হঠাৎ মারা গেল। দুটি ছেলে নিয়ে নেওমি অসহায় বোধ করলো।

ছেলে দুটি ছিল ভালো। মায়ের সঙ্গে তারা চাষবাস করতো। সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। তাদের চাহিদা বেশি নয়, যা পায় তাতেই তারা সন্তুষ্ট। ছেলেরা বড় হলো এবং কাছেই এক গ্রামে তারা বিবাহ করলো। নতুন দেশে এসে তারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলো। প্রতিবেশীরা সহানুভূতিশীল, তাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

দুঃখের বিষয় চিলিয়ন এবং মাহলন উভয়েই তাদের পিতার মতো দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছিল। তারা প্রায়ই অসুখে ভুগতো। পৃথিবীতে তারা দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে আসে নি। অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই ভাইই মারা গেল। ওদের মা নেওমি শোকে ভেঙে পড়লো। মনে হলো তার জীবন শূন্য। অনেক কষ্টে কিছু সামলে নিয়ে সে ঠিক করলো বাপের বাড়িতে নিজেদের লোকের কাছে ফিরে গেলে চেনাজানা জগতে সান্ত্বনা পাবে।

পুত্রবধূ দুটিকেই নেওমি নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসত, যত্ন করতো কিন্তু

নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা সে বলতে পারছে না। তবুও বললো, তোমরাও আমার সঙ্গে চলো, এখানে একা কোথায় পড়ে থাকবে?

চিলিয়নের বিধবা অর্পা বললো সে এই গ্রাম ছেড়ে যাবে না কারণ যা সামান্য কিছু আছে তা বেদখল হয়ে যেতে পারে। অনিচ্ছার সঙ্গেই সে শাশুড়িকে চোখের জলে বিদায় দিলো।

মাহলনের বিধবা শাশুড়িকে একা ছেড়ে দিলো না। বৃদ্ধা, অসহায়, শোকার্ত এই মহিলার কে পরিচর্যা করবে? রুথ বললো সে সঙ্গে যাবে। ভালো পরিবারে তার বিয়ে হয়েছে। বাপ মা ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে এই বাড়িতে এসেছে। স্বামীর বাবা মা এখন তারও বাবা মা। এরাই এখন তার নিজের লোক। নেওমিকে ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারবে না। নেওমি তার স্বামীর মা, তারও মা। নেওমিকে সে জড়িয়ে ধরলো, চলো মা আমি তোমার সঙ্গে যাব, তোমার কাছে থাকবো।

তারপর দুই রমণী বেথলিহেমের দিকে যাত্রা করলো।

তারা যাচ্ছে কিন্তু তখন তাদের অবস্থা এতই খারাপ যে পথে রুটি কেনারও পয়সা নেই। কিন্তু বহুদিন পূর্বে পিতা মোজেস গরিবদের জন্যও চিন্তা করতে ভোলেন নি। অনাহারে যাতে তারা মারা না যান এজন্যে চাষীদের একটা বিধান দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন চাষীরা ক্ষেতে শস্য কাটবার পর অনেক শস্য-কণা জমিতে পড়ে যায়। সেই শস্যকণাগুলি তারা যেন তুলে নিয়ে না যায় কারণ ঈশ্বর বলেছেন ঐ শস্যকণাগুলি ক্ষুধার্ত গরিবদের প্রাপ্য।

সঙ্গে সামান্য যে কয়েকখানা রুটি ছিল পথে তারা তাই খেয়ে ক্ষিধে মিটিয়েছে কিন্তু যখন বেথলিহেমে পৌঁছল তখন কিছুই নেই। সৌভাগ্যক্রমে সেটা ছিল ফসল তোলার সময়।

এলিমেচের সেই সম্পর্কিত ভাই বোয়াজের লোকজন তখন ক্ষেতে শস্য কেটে ঘরে তুলছে। রুথও ক্ষেতে চলে গেল এবং যেসব শস্যকণা জমিতে পড়ছিল সেগুলি সে সংগ্রহ করতে লাগলো। কেউ বাধা দিলো না। বাধা দেবার নিয়মও নেই। এই শস্য পেষাই করে আটা বার করে শাশুড়ির জন্যে রুটি তৈরি করবে।

পরপর কয়েকদিনই রুথ এইভাবে দানা সংগ্রহ করতে লাগলো। বেথলিহেমে রুথ নতুন এসেছে। আগে তাকে কেউ দেখে নি। সকলে তার পরিচয় জানতে চাইল। রুথ বললো সে এলিমেচের পুত্রবধূ, মাহলনের পত্নী। এলিমেচ ও তার দুই পুত্রই মারা গেছে। সে ও তার শাশুড়ি এখন দুরবস্থায় পড়েছে তাই সে এইভাবে শস্যকণা সংগ্রহ করছে।

রুথের কাহিনী বোয়াজ শুনল। মেয়েটি কেমন তা দেখবার ও জানবার ইচ্ছা হলো। ফসল তোলা তদারক করবার ছল করে বোয়াজ ক্ষেতে এসে রুথের সঙ্গে আলাপ করলো। নিজের পরিচয় গোপন রাখলো।

দুপুরে যখন যাবার সময় হলো তখন সে রুথকেও বললো তাদের সঙ্গে আহার করতে। রুথ রাজি হলো। বোয়াজ তার প্রয়োজনমতো রুটি তাকে দিলো। রুথ সামান্য আহার করে বাকি রুটিগুলি অপেক্ষমান নেওমির জন্য নিয়ে গেল।

পরদিন ভোর হতেই রুথ ক্ষেতে চলে এলো। মেয়েটিকে বোয়াজের ভালো লেগে-ছিল। বুঝেছিল মেয়েটি গুণবতী ও স্পর্শকাতর তাই যাতে তার মনে আঘাত না লাগে অথচ তাকে সাহায্য করাও হয় এজন্যে সে তার মজুরদের বলে দিয়ে-ছিল তারা যেন শস্য সংগ্রহে বেশি যত্নবান না হয়, যেন একটু বেশি শস্য তারা জমিতে ফেলে রাখে এতে মেয়েটির পরিশ্রমের কিছু লাঘব হবে।

সেদিন সারাদিন রুথ দানা সংগ্রহ করলো কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে সে দেখল সেদিন এতো দানা পেয়েছে যে সে বইতে পারছে না। অতি কষ্টে টেনে হিঁচড়ে সে সেগুলি বয়ে নিয়ে গিয়ে নেওমিকে সব বললো। বোয়াজের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ বোয়াজই তার লোকেদের বলে দিয়ে-ছিল জমিতে চাট্টি বেশি করে দানা ছড়িয়ে দিতে। এক সপ্তাহের দানা একদিনেই পাওয়া গেল।

এ কথা শুনে নেওমি খুব খুশি হলো। ভাবলো সে তো আর বেশিদিন বাঁচবে না তখন রুথকে কে দেখবে, কে তাকে আগলে রাখবে। বোয়াজ যদি রুথকে বিয়ে করে তো বেশ হয়। বোয়াজের সংসারে রুথের কোনো কষ্ট হবে না। বলতে গেলে রুথ তো বোয়াজের পরিবারের বৌ কারণ বোয়াজেরই সম্পর্কিত ভাই তার শ্বশুর। রুথ যদিও অন্য গ্রামের মেয়ে তবুও ইতিমধ্যে মেয়েটিকে সকলে ভালবেসে ফেলেছে। তারা যখন কানাকানি শুনল বোয়াজের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথা চলছে তখন সকলে তা অনুমোদন করলো, ভালোই হবে। এ মেয়ে বোয়াজকে সুখে রাখবে।

দুর্ভিক্ষের সময় অভাবে পড়ে এলিমেচ যেসব জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল সেই সব জমি বোয়াজ কিনে নিয়ে তারপর রুথের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলো।

বোয়াজকে স্বামীত্বে বরণ করতে রুথ রাজি হলো।

বিবাহের পর রুথ কিন্তু নেওমিকে ছেড়ে স্বামীর বাড়ি চলে গেল না। তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। বাকি জীবন নেওমি আর কষ্ট পায় নি। মারা যাবার আগে নেওমি রুথের প্রথম সন্তান ওবেদকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখে গিয়েছিল।

এই ওবেদও একদিন বড় হলো। তারও বিয়ে হলো, তারও ছেলে হলো। সে ছেলের নাম জেসি। ওবেদেরও একদিন নাতি হলো। সে নাতির নাম ডেভিড। এই ডেভিডই ইহুদিদের রাজা হয়েছিল। এই ডেভিডেরই বংশে একদিন জন্ম-গ্রহণ করলো মেরি, নাজারেথের সূত্রধর যোসেফের পত্নী।

শুচিস্নিগ্ধ গুণবতী রুথেরই বংশে এলেন পরিত্রাতা ও মহামানব যীশু যে রুথ স্বার্থপরের মতো তার দ্বিতীয় মাতাকে তার দুর্দশার সময় ত্যাগ করে নি। তাই সমুচিত পুরস্কারও পেয়েছিল।

১১

ইহুদি রাজ্য

বেশ কয়েক শতাব্দী কেটে গেল, ইহুদিরা জর্ডন নদীর উভয় পার্শ্বে পাহাড় বা উপত্যকায় বাস করছে। এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইহুদিরা শত্রু দ্বারা অনেকবার আক্রান্ত হয়েছে। ক্যানান ভূমির আদিবাসীরা অথবা উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিমে যে সব জাতি বাস করত ও ফিলিস্টিনদের সংগে তাদের বহুবার সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের রুখতে হয়েছে অনেকবার, রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। এখন মোটামুটি একটা শান্তি স্থাপিত হয়েছে।

অনেক পরিবর্তনও হয়েছে। ইহুদিদেরও জীবনধারার অনেক বদল হয়েছে। অনেক রাস্তা তৈরি হয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে উট, গাধা বা ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই করে মিশরের মেমফিস, ব্যাবিলন, এশিয়া মাইনর বা আরব দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা আসে, বেচাকেনা, লেনদেন হয়।

ইহুদিরা বরাবর নগরমুখী। তারা মিশরে দাস হয়ে নোংরা বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে বাস করবে তথাপি নিজেদের বাঞ্ছিত ভূমিতে এসে এক টুকরো জমি নিয়ে, ছোট একটি ঘর নিয়ে স্বাধীন হয়ে গ্রামে বাস করবে না। অনেক বুঝিয়ে, অনেক পরিশ্রম করে মোজেস তাদের দেওয়ালঘেরা শহরে বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

মোজেস ও যশুয়া কয়েক শত বছর আগেই গত হয়েছেন, এখন ইহুদিরা স্বপ্রধান, তারা পা রাখবার জায়গা পেয়েছে. অতীতের অনেক লাঞ্ছনাও তারা ভুলে গেছে।

কিন্তু ইহুদিরা ক্রমশঃ কৃষিবিমুখ হতে লাগলো, পশুপালনও তাদের আর ভালো লাগছে না। উভয় কাজেই সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়, বিনিময়ে বিশেষ লাভ হয় না। অথচ ঐ যে বড় রাস্তা দিয়ে কতো রকম পণ্য নিয়ে দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীরা আসছে যাচ্ছে ওদের সংগে বেচাকেনা করলে কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে বেশি লাভ করা যায়। এই কারবার তো বেশ ভালো।

এই লোভ ঠেকিয়ে রাখা কঠিন। অনেক ইহুদি তাদের গ্রাম, তাদের ক্ষেত ও পশুর পাল ছেড়ে শহরে চলে গেল ও প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করতে থাকল কিন্তু অন্য দিকে দারিদ্র্য বাড়তে থাকল। ইহুদিরা ক্রমশঃ তাদের ব্যক্তিসত্তা হারাতে লাগলো।

ন্যায়াধীশরা একদা সৈনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং

মুকুটহীন রাজার মতো দেশ শাসনও করেছে কিন্তু কেউ নিজেকে রাজা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে বা ঘোষণা করতে সমর্থ হয় নি। প্রজারা তা মেনে নিত না, সহ্য করতো না। তাদের বোধহয় ধারণা ছিল যে রাজারা প্রজাদের ক্রীতদাস করে রাখে। কেউ যদি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করে তাহলে তাকে হত্যা করাই হবে শ্রেয়। যখন যুদ্ধ চলত তখন কিন্তু ইহুদিরা ন্যায়াধীশদের রাজার তুল্য সম্মান দিয়েছে, তাদের সকল আদেশ পালন করেছে কিন্তু যেই যুদ্ধ শেষ হয়েছে অমনি ন্যায়াধীশকে তারা আর গুরুত্ব দেয় নি যদিও তাকে রাজা না হলেও রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দিয়েছে। রাজা ও রাষ্ট্রপতিতে অনেক তফাত। রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ক্ষমতা নেই, রাজার আছে।

ইহুদিদের জীবনে বড়রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কৃষক ও পশুপালক ইহুদি ব্যবসায়ী ইহুদিতে পরিণত হলো। অধিকাংশ ইহুদি নিজ রাজ্য সম্বন্ধে উদাসীন। তারা চায় তারা তাদের নিজ ব্যবসা বা খামার নিয়ে থাকুক। রাজ্যের স্বার্থ দেখবার তো অনেক লোক আছে। পেশাদারী যোদ্ধা বা পুরোহিত তো আছে। তারা দেশ রক্ষা করবে বা জনসাধারণ যাতে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত না হয় সেদিকে নজর রাখবে। তারা তাদের ব্যবসা নিয়ে থাকবে, খামার দেখবে। ক্ষতি কি? তারা তো সম্পদ বাড়াচ্ছে। কার সম্পদ? দেশের?

না, কারণ এরা কেউ কর দিতে ঘৃণা বোধ করতো। তবুও তারা কর দিত যদি সেই করের মাত্রা তাদের মনোমত হতো। শেষ পর্যন্ত ইহুদিদের দেশ একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং এক শতাব্দীর মধ্যে স্বৈরাচারী শাসকের অধীন হয়েছিল। এমন কী যে আসছে তার আভাস পূর্বে পাওয়া গিয়েছিল। ইতিহাসে বা প্রকৃতিতে অনেক ঘটনা সহসা ঘটে বলে মনে হয় কিন্তু তা বোধহয় নয়। সেই ঘটনার শুরু আগেই হয়। প্রস্তুতি চলে এবং উপযুক্ত সময়ে একদিন ঘটে যায়।

ইহুদিদের জীবনে তলে তলে অনেক কিছু ঘটছিল যার খবর সাধারণ মানুষ রাখত না বা একটা কিছু ঘটতে চলেছে তা তারা অনুভব করতো না। কিন্তু সকল মানুষ নিস্পৃহ নয়। তারা বুঝতে পারছে যে একটা পরিবর্তন আসছে। তারা অপর মানুষদের সতর্ক করে।

এইসব মানুষ সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র। ভবিষ্যতে কি আসছে তারা তা বুঝতে পারে, ভালো হলে মানুষকে গ্রহণ করতে বলে, মন্দ হলে প্রতিরোধ করতে বলে। নিজেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এরা মহাত্মা ব্যক্তি। অতীতে এঁদের ওপর ঐশ্বরিক শক্তি আরোপ করা হতো ও ধর্মগুরুর মর্যাদা দেওয়া হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক মহাত্মা বক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁরা শুধু ধর্মপ্রচার করেন নি, মানুষের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জীবনও দিয়েছেন। বিদেশীরা এঁদের বলেন প্রফেট। শব্দটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা দুরূহ। ইহুদিদের মধ্যে বোধহয় প্রথম প্রফেট মোজেস, পরে আরও অনেকের আবির্ভাব হয়েছে।

প্রফেটদের সেরা গুণ হলো তাঁরা চিরদিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মানবজাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

ইজরেল অথবা জুডা বা জুডিয়ার (পরে ইজরেল থেকে ভাগ হয়ে পৃথক রাজ্য গঠিত হয়েছিল) রাজা অন্যায় করেছেন তখন কোনো না কোনো প্রফেট সেই রাজাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মানুষও যখন ন্যায় বা ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখন প্রফেট তাকেও সতর্ক করেছে। জাতি যখন কোনো অপরাধ করছে তখনও সেই প্রফেট এগিয়ে এসেছেন, জাতিকে বলেছেন সৎপথে ফিরে এস নচেৎ জিহোভা তোমাদের শাস্তি দেবেন।
ইজরেলের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে, সংকট মুহূর্তে, বিভিন্ন প্রফেটের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের অবদান প্রচুর, ইহুদি তথা মানবজাতি তাঁদের সদুপদেশ থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ইজরেল ও জুডার অনেক উত্থান পতন হয়েছে, এইসব প্রফেটের আবির্ভাব না হলে ইহুদি জাতি বোধহয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। স্যামুয়েলও ছিলেন একজন প্রফেট। তিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন।

আগে এক পরিচ্ছেদে আমরা ন্যায়াধীশ স্যামুয়েলের কথা বলছিলুম। স্যামুয়েল ইহুদি জাতিকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন শীঘ্রই একজন রাজা তাদের শাসন করবে যে রাজা তাদের পুত্রকন্যাদের দাস করে রাখবে এবং সব সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজের বিলাস ও আনন্দের জন্যে ব্যয় করবে।
অধিকাংশ ইহুদিই তাই যেন চাইছিল। এক শক্তিশালী রাজার অধীনে তারা এক ইহুদি রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিল। এজন্যে কি মূল্য দিতে হবে তা ইহুদিরা ভেবে দেখে নি।
স্যামুয়েল বুঝলেন জনগণ রাজা ও রাজ্য চায়, তারা দাস বা বাঁদী হয়ে থাকবে, তাদের ক্ষেতখামার পশুপাল সব বেদখল হয়ে যাবে তাও ভালো তবুও তাদের রাজা ও রাজ্য চাই। তখন কপাল চাপড়াতে হবে কি না তখন দেখা যাবে।
স্যামুয়েল একজন কৃতকর্মা পুরুষ ছিলেন। জনগণ যখন চাইছে তখন দেখা যাক একজন উপযুক্ত মানুষ পাওয়া যায় কিনা, যে ভবিষ্যতে রাজা হবে।
জিবিয়া গ্রামে তার দেখা পাওয়া গেল। যার দেখা পাওয়া গেল, সে রাজা হবে কাউকে বললে সে নিশ্চয় হেসে ফেলত। কারণ সে একটি অতি সাধারণ বালক মাত্র যে মাঠে পশু চরায়।
ছেলেটির নাম সল, বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর কিশ-এর ছেলে।
স্যামুয়েল এবং সলের প্রথম সাক্ষাৎ হঠাৎ হয়েছিল। কিশ তার বাবার কয়েকটা গরু হারিয়ে ফেলেছিল। যূথভ্রষ্ট হয়ে পাল থেকে কোথায় কোন দিকে চলে গিয়েছিল, সল খুঁজে পাচ্ছিল না। বাবা আদেশ করলেন যেখান থেকে পার গরু খুঁজে আন। সল এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যায়, কত খোঁজে কিন্তু তাদের গরু কোথাও পাওয়া যায় না। জনে জনে সল জিজ্ঞাসা করে কিন্তু কেউ গরুর সন্ধান দিতে পারে না। কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না।
হতাশ হয়ে সল গেল স্যামুয়েলের কাছে। সে শুনেছিল স্যামুয়েল নাকি সব জানেন এমন কি কি ঘটবে তাও বলে দিতে পারেন। স্যামুয়েলকে সে তাদের গরুর কথা জিজ্ঞাসা করল। সলের ভেতরে স্যামুয়েল কি দেখলেন তিনিই জানেন

কিন্তু বুঝলেন ইহুদিদের ভবিষ্যৎ রাজার দেখা তিনি পেয়েছেন। সলকে তিনি একথা বললেন, সে ইহুদিদের রাজা হবে। তিনি শীঘ্রই তার ব্যবস্থা করবেন। আকস্মিক এইরকম একটা কথা শুনে সল ভয় পেয়ে গেল, সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে, গরু চুলোয় যাক। গরু অবশ্য পরে পাওয়া গিয়েছিল।
কিন্তু যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে তেল মাখিয়ে অভিলেপন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তখন তাকে পাওয়া গেল না অথচ আয়োজন প্রস্তুত, লোকজনও অনুষ্ঠান ও তাদের ভবিষ্যৎ রাজাকে দেখতে এসেছে। কোথায় সল ?
সে তখন তার বাবার ভারবাহী গাধার পালের মধ্যে ভয়ে লুকিয়েছে। সুযোগ পেলে সেখান থেকেও পালাবে।
স্যামুয়েল কিন্তু কড়া প্রশাসক। তিনি তো জানেন ছোকরা কোথায় লুকিয়েছে। তাকে ধরে আনা হলো। ভেড়ার শিং-এ স্যামুয়েল তেল ভরে এনেছিলেন সেই তেল সলের মাথায় ঢেলে ও তার নগ্ন দেহে মাখিয়ে তার অভিলেপন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হলো। সল কি আর করে, সব মেনে নিল। তার শিক্ষা আরম্ভ হলো। রাজা হতে হলে অনেক কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে, রাজনীতি, কূটনীতি থেকে যুদ্ধবিদ্যা।
স্যামুয়েল যথাসময়ে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করে দিলেন অর্থাৎ কমাণ্ডার-ইন-চিফ। স্যামুয়েল ঠিক লোক নির্বাচন করেছিলেন, প্রধান সেনাপতি সল একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করতে লাগল। প্রথমে ফিলিস্টিন, পরে অ্যামো-নাইট এবং অ্যামেলাকাইট ও ক্যানানভূমির আদিবাসী। সল ওদের সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজিত করলো।
তবুও সলের এখনও শিখতে অনেক কিছু বাকি আছে।
সলের যা বয়স সে বয়সের যুবকেরা কিঞ্চিৎ স্বাধীনচেতা হয় তাই স্যামুয়েল যখন তাকে বারবার বলতেন জিহোভার প্রতি যেন তোমার গভীর আনুগত্য থাকে, তাঁকে সর্বদা স্মরণ করবে, তাঁর সমর্থন নেই এমন কোনো কাজ করবে না। সল তার পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে এমন কিছু কাজ করতো যা স্যামুয়েল পছন্দ করতেন না। কিন্তু সল ভাবত একবারই তো জন্মেছি, ভোগ তো এই এক জন্মেই করব।
যুদ্ধে জয়লাভ হলে শত্রুপক্ষের প্রচুর অস্ত্র যেমন হস্তগত হয় তেমনি পশু ও অন্যান্য সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়। স্যামুয়েলের কড়া নির্দেশ ছিল যে এই লুণ্ঠিত মালের অধিকাংশ যেন ট্যাবারনাকেলের সেবার জন্যে প্রেরিত হয়, সৈনিকদেরও কিছু দেওয়া হয় কিন্তু প্রধান সেনাপতি নিজের জন্যে কিছু রাখবে না। সল কিন্তু লুটের মাল নিজের জন্যেও কিছু রাখতো। স্যামুয়েলের সকল উপদেশ সল মানত না। স্যামুয়েল কিন্তু সব খবর রাখতো অতএব একদিন যা ঘটবার তা ঘটল।
স্যামুয়েলের এখন বয়স হয়েছে। বৃদ্ধ নিজের ঘরে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, জিহোভাকে স্মরণ করেন এবং সকলকে বলেন ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না, অবসর সময়ে তাঁকে স্মরণ করবে, নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করবে। সল অবশ্য

অধার্মিক ছিল না তবে মনে করতো এসব উপদেশ একটু বাড়াবাড়ি। জিহোভার উদ্দেশ্যে সে যদিও নিয়ম করে প্রার্থনা করতো তবুও বৃদ্ধের সকল উপদেশ তার মনোনীত হতো না। কোন্ যুবক আর বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করে ?
অ্যামালেকাইটদের রাজা আগাগকে সল পরাজিত করে ভাবল তার সৈন্যদের কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। প্রাপ্ত পশুগুলি সে পুরোহিতদের পাঠাল না, নিজের জিম্মায় রেখে দিলো এবং বন্দীদের সকলকে নিধন করবার যে নির্দেশ আছে তাও সে পালন করলো না। বন্দী রাজা আগাগকে সে হত্যা করলো না। এ ব্যাপার গোপন রইলো না। স্যামুয়েলের কানে খবর ঠিক পেঁছে গেল। তিনি সলকে ডেকে ভর্ৎসনা করলেন, জিহোভার আদেশ অনুসারে সল কাজ না করে অত্যন্ত অন্যায় করেছে।
সল সোজাসুজি তার অপরাধ স্বীকার না করে বললো লুণ্ঠিত মেষগুলি এজন্যে রাখা হয়েছে যে বলিদানের আগেই সেগুলি খাইয়ে দাইয়ে মোটা করা হবে।
স্যামুয়েল বললেন, তুমি সত্য বলছ না, তোমার ইচ্ছা অন্যরকম। তোমার অসাধুতা ও দু-মুখো নীতি সমর্থন করি না। তোমাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। তুমি ইহুদি জাতির রাজা হবার উপযুক্ত নও।
সল তর্ক বা প্রতিবাদ করলো না। সে তার গ্রাম জিবিয়াতে ফিরে গেল। নিজেকে খুব অপমানিত ও অবহেলিত ভাবলো এবং সে তার ক্রোধ দমন করে রাখতে পারল না।
স্যামুয়েল অত্যন্ত সৎ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন, কোন্ মানুষের ভাগ্যে কি আছে তাও বলতে পারতেন, বিধানও দিতেন। এসব বিষয়ে তাঁর দক্ষতা স্বীকৃত।
স্যামুয়েলের ওপর রেগে গিয়ে সল আদেশ দিলো তার এলাকার সমস্ত জ্যোতিষ-কে হত্যা করা হোক বা নির্বাসন দেওয়া হোক।
সব কথাই স্যামুয়েলের কানে উঠছে। তিনিও নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপ করে বসে নেই। ছোকরাকে সতর্ক করে দিলুম কিন্তু সে কোনো উপদেশই শুনছে না। সলের প্রতি তিনি এতদূর বিরক্ত হলেন যে স্থির করলেন যে তিনি এবার ভালো একজন রাজা খুঁজে বার করবেন। এমন রাজা চাই যে বৃদ্ধের সকল উপদেশ শুনবে, তাঁর আদেশ পালন করবে এবং বেপরোয়া হবে না!
এমন একটি ছেলের তিনি খোঁজ করতে লাগলেন। একজন খবর দিলো বেথলি-হামের জেসির ছেলে এবং রুথ ও বোয়াজের প্রপৌত্র ডেভিডকে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।
সলের মতো ডেভিডও পশুচারণ করতো কিন্তু ছেলেটি ভীষণ সাহসী ছিল। গ্রামের সকলে তার প্রশংসা করে। একবার সে তার মেষগুলিকে সিংহ ও ভালু-কের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল। সিংহ ও ভালুকের কপাল লক্ষ্য করে তার গুলতি থেকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল। ভয় পেয়ে লোকজন ডেকে জড়ো করে নি। এ ছাড়া ডেভিডের আর একটা গুণ ছিল। সে খুব ভালো গান গাইতে পারত, তারের যন্ত্র বাজাতে পারত আবার অবসর সময়ে গীত

রচনা করতো। মাঠে বসে মেষ চরাবার সময় সে গলা খুলে গান গাইত বা তারের যন্ত্র বাজাত। তার গানগুলি ছিল ভক্তিগীতি। তার সেই গান শুনতে অন্য গ্রাম থেকেও নরনারী আসত।

যখন জানাজানি হয়ে গেল যে স্যামুয়েল ডেভিডকে ইহুদিদের ভবিষ্যৎ রাজা মনোনীত করেছেন তখন সর্বজনীন সমর্থন পাওয়া গেল। সকলের মত যে স্যামুয়েল উপযুক্ত ব্যক্তিই মনোনীত করেছেন একজন বাদে। এ মনোনয়ন সলের মনঃপূত নয়। তাছাড়া সল ভয়ে ভয়ে বাস করছে। সে তো জানে যে স্যামুয়েলের আদেশ অমান্য করেছে, অমান্য করেছে জিহোভার আদেশ। সে আগাগকে হত্যা না করে লুকিয়ে রেখেছিল, লুকিয়ে রেখেছেল অনেকগুলি মেষ যা ট্যাবারনা-কেলে দেবার কথা।

সলের ভয় ডেভিড রাজা হয়ে যদি সাজা দেয়। সে চেষ্টা করবে যাতে সে পুন-রায় স্যামুয়েলের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে কিন্তু তাহলে তো তার প্রতি-দ্বন্দ্বী ডেভিডকে সরাতে হবে।

ইহুদিরা এদিকে সল ও ডেভিডের ওপর নজর রাখছে। তার দৃষ্টি এড়িয়ে সলের পক্ষে কিছু করাও মুশকিল।

সৌভাগ্যক্রমে আবার একটা যুদ্ধ বাধল। ফিলিস্টিনরা শক্তি সংগ্রহ করে আক্র-মণে আবার ফিরে এসেছে। সলের দেশের পূব দিক তাদের লক্ষ্য।

এবার ফিলিস্টিনদের নেতার নাম গোলিয়াথ। বিরাট লম্বাচওড়া একটা মানুষ, দৈত্য বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তার ওপর ধাতুর তৈরি বর্ম দিয়ে দেহ আবৃত করে রাখত। মাথায় লাগাতো পেতলের তৈরি শিরস্ত্রাণ। স্যামসনকে দেখলে ফিলিস্টিনরা যেমন ভয় পেত এখন গোলিয়াথকে দেখে ইহুদিরা তেমনি ভয় পাচ্ছে।

রোজ সকালে আর বিকেলে বর্ম পরে মাথায় শিরস্ত্রাণ চড়িয়ে গোলিয়াথ তার শিবির থেকে বেরিয়ে এসে ইজরেলীদের উদ্দেশে হাঁক পাড়ত। বাইরে কোথায় সব পালালি। সাহস থাকে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে লড়াই কর। দেখি তোদের মুরোদ কতো? তার হাতে থাকতো সাত ফুট লম্বা একটা তলো-য়ার। সেইটে ঘোরাতে ঘোরাতে সে ইজরেলীদের গালাগাল দিতো। ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। বলতো তোদের আমি একফুঁয়ে উড়িয়ে দোব।

দিনের পর দিন এইরকম চলতে থাকে। গোলিয়াথ তার বিরাট তলোয়ারখানা মাঝে মাঝে ঘোরায়। বলে এক ঘায়ে তোদের সাতটা ধড় কচ করে কেটে উড়িয়ে দোব। দিন যায়, সপ্তাহ যায় কিন্তু গোলিয়াথ শাসিয়ে যায়, কিছু করে না।

ইহুদিদের তখন কোনো সেনাপতি নেই। এই দৈত্যটাকে কে ঠেকাবে! আহা! যদি স্যামসন থাকত! এ অপমান আর তো সহ্য করা যায় না। তারা ভাবে সল কোথায় গেল? সে কি করছে? দৈত্যটার ভয়ে কি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না?

স্যামুয়েল তাকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে সল অপমানিত ও ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছে। নিজের তাঁবুতে বসে বসে শুধু ভাবছে কিন্তু কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না, কি করবে তাও বুঝতে পারছে না। কিন্তু তার অধীনস্থ সেনাপতিরা

-আর চুপ করে বসে থাকতে পারছে না। নিষ্ক্রিয় হয়ে আর বসে থাকা নিরাপদও নয়।
অথচ সলকে প্রশ্ন করে তারা উত্তর পাচ্ছে না। এদিকে যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। দৈত্যটা তার বাহিনী নিয়ে কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে ?
একজনের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। মানুষ যখন এইরকম মনমরা হয়ে মানসিক রোগে ভোগে তখন তাকে যন্ত্রসংগীত বা সুমধুর সংগীত শোনালে তার মন ভালো হয়, উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সেই লোক।
সে প্রস্তাব করলো ডেভিডকে ডেকে আন। ডেভিড তার তারের যন্ত্রটা যেমন চমৎকার বাজায় তেমনি গান শুনিয়ে মাতিয়ে দিতে পারে।
ডেভিড এসে তার বাজনা বাজিয়ে আর গান শুনিয়ে সলকে মোহিত করে দিলো। সল কেঁদে ফেলল। বললো, মন খোলসা হয়ে গেছে।
কিন্তু তবুও সল চুপ করে বসে রইল। তার যুদ্ধে যাবার কোনো ইচ্ছে আছে তা বোঝা গেল না। ওদিকে গোলিয়াথ আস্ফালন করছে যেন মেঘ ডাকছে। এখনি বুঝি ঝড় উঠবে।
এরকম কতদিন চলত কে জানে কিন্তু বালক ডেভিড শেষ পর্যন্ত একটা কান্ড করে বসল।
ডেভিডের তিন ভাই সৈনিক। তারা শিবিরে আছে। যুদ্ধ বাধলেই লড়াই করতে হবে। ডেভিড তো বালক সে পশু চরায়। ডেভিডের ভায়েরা তাদের বাবা জেসির কাছে খবর পাঠাল তাদের খাবার ফুরিয়ে গেছে। কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও। সৈন্যদের বোধহয় নিজেদের খাবার নিজেদের সংগ্রহ করতে হতো, রান্নাও করতে হতো নিজেদের।
জেসি ডেভিডকে ডেকে এক থলে দানা দিয়ে সেটা দাদাদের কাছে পেঁছে দিতে বললো। পিঠে থলে নিয়ে শিবিরে পেঁছে ডেভিড শুনল সকলে সেই দৈত্য-টাকে নিয়ে আলোচনা করছে। দৈত্যটা একাই নাকি একশ সৈনিককে ঘায়েল করতে পারে।
ডেভিড ভাবল আরে ওটা তো সত্যিই একটা দৈত্য নয়, তাদের মতোই মানুষ তো তাকে এত ভয় পাবার কি আছে ? ডেভিড বুঝতে পারে না। তাছাড়া ইহুদিরা তো জিহোভার ভক্ত, জিহোভা সকল বিপদ থেকে ইহুদিদের রক্ষা করেন। তাঁর ওপর আস্থা রাখতে হয়। জিহোভার ওপর ডেভিডের ভীষণ আস্থা ছিল। জিহোভা তাকে রক্ষা না করলে সেই সিংহ তাকে খেয়ে ফেলত।
ডেভিড বুক ফুলিয়ে বললো, তোমরা ভয় পাচ্ছ ? বেশ আমি একাই গিয়ে দৈত্যটার মোকাবিলা করবো। জিহোভা আমার সহায় (রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি ?)। আমার সঙ্গে কাউকে আসতে হবে না।
সকলে বললো পাগল না মূর্খ ? তাই হয় নাকি। এতটা বেপরোয়া হওয়া উচিত নয় কিন্তু যখন তারা বুঝল ডেভিডকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না তখন তারা বললো, নেহাতই তুমি যখন দৈত্যটার সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছ তাহলে এসো তোমাকে বর্ম পরিয়ে দিই। একটা তলোয়ারও দিই।

ভেভিড বললো, বর্ম পরে আমি লড়তেই পারব না আর তলোয়ার ঘোরাতেও জানি না। দৈত্যটার ঐ তলোয়ারের কাছে আমার ক্ষুদে তলোয়ার কোনো কাজ দেবে না। জিহোভা আমাকে আশীর্বাদ করবেন, আমার আর কিছুই চাই না। শিবির থেকে গুলতিটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে কতকগুলো বেশ ধারালো পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিল তারপর ফিলিস্টিনদের শিবিরের দিকে চলল।

ফিলিস্টিনরা দেখল একটা বালক তাদের শিবিরের সামনে এসেছে। সে নাকি গোলিয়াথের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। গোলিয়াথ তখন শিবিরে বসে বিশ্রাম করছিল। তাকে খবর দেওয়া হলো। তলোয়ার কাঁধে গোলিয়াথ বেরিয়ে এসে দেখল একটা পুঁচকে ছেলে। এ তার সঙ্গে লড়াই করবে? একটা হুঙ্কার দিলেই তো ভয়ে পালাবে। মাথার ওপর তলোয়ারটা ঘোরালেই চলবে, আর কিছু করতে হবে না। ওর লড়াই করার সাধ মিটে যাবে।

গোলিয়াথ যখন তলোয়ারটা খাড়া করে ধরে তার দিকে এগিয়ে আসছে তখন ভেডিভ তার গুলতিতে একটা পাথর লাগিয়ে গোলিয়াথের কপাল লক্ষ্য করে বেশ জোরে টান দিয়ে গুলতি ছুঁড়ল। অব্যর্থ লক্ষ্য। গোলিয়াথের কপালটা ফেটে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে লম্বা একটা গাছের মতো গোলিয়াথ মাটিতে পড়ে গিয়ে ধড়ফড় করে মরে গেল।

ডেভিড ছুটে এসে গোলিয়াথের তলোয়ার দিয়েই ধড় থেকে তার মুণ্ডুটা কেটে ফেলল। তার দেহে এত জোর কোথা থেকে এল কে জানে। নিশ্চয়ই জিহোভা যুগিয়েছিলেন।

ডেভিড গোলিয়াথের তলোয়ারটা কাঁধে তুলে নিয়ে আর মুণ্ডুটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যখন নিজের শিবিরে ফিরে এলো তখন প্রথমে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল তারপর আনন্দে ফেটে পড়ল। আর ওদিকে ফিলিস্টিনরা এতই ভয় পেয়ে গেল যে তারা আর এক পাও অগ্রসর হবার সাহস পেল না। চোখের পলক পড়ার আগে একটা বালক এত সহজে একটা এত বড় শক্তিশালী মানুষকে মেরে কেটে দু'টুকরো করে ফেলল! তারা পালিয়ে গেল। দেশের ত্রাণকর্তা রূপে সকলে ডেভিডকে স্বীকার করে নিল।

এমন কি সল যে ছোকরাটাকে পাত্তা দেয়নি সেও তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, হ্যাঁ ছোকরার সাহস ও বুদ্ধি আছে, বীর বটে। সল ডেভিডকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল। তবুও ডেভিডের প্রতি তার একটা সন্দেহ এবং হিংসা দূর হলো না।

এদিকে তার ছেলে জোনাথনের সঙ্গে ডেভিডের গলায় গলায় ভাব, এটা সল সহ্য করতে পারল না। সে প্রকাশ্যেই ডেভিডের নিন্দা করতে লাগল। এর ওপর আরও কাণ্ড হলো। তার মেয়ে মিচাল ডেভিডকে ভালবেসে ফেলল। সল রাগে ফুঁসতে লাগল। মেয়েও নাছোড়বান্দা।

সল অন্য কোনো উপায় না দেখে ডেভিডকে ডেকে বললো সে তার মেয়ে মিচালের সঙ্গে ডেভিডের বিয়ে দিতে পারে ডেভিড যদি একশোটা ফিলিস্টিনকে

মারতে পারে। সল মনে মনে নিশ্চিত যে একশোটা ফিলিস্টিনকে মারতে গিয়ে ডেভিড নিজেই আগে মরবে। কিন্তু ডেভিড অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলল। তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে সল বাধ্য হলো কিন্তু শ্বশুর জামাইয়ের সম্পর্কের উন্নতি হলো না। এর ফলে সল আবার মনোবিকারে ভুগতে লাগলো। বৈদ্যরা অনেক চিকিৎসা করে যখন সুফল পেল না তখন তারা বললো সঙ্গীতই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। ডেভিডকে আবার ডাকা হোক।

সলের আসল রোগ ডেভিডের প্রতি তীব্র হিংসা। বাধ্য হয়ে তাকে ডেভিডের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে, ডেভিডের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। স্যামুয়েল তাকে রাজা বলে মেনে নিয়েছেন। এই হিংসায় সল জ্বলেপুড়ে মরছে।

ডেভিড এসব হয়ত অনুমান করছিল, তবুও সে তার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এল। ঘরের একধারে বসে বাদ্যযন্ত্রটি হাতে নিয়ে তারে ঝংকার দিতে দিতে লক্ষ্য করলো সল একটা বর্শা তুলে নিয়ে তার দিকে তাক করে ছুড়ছে? মুহূর্তে বর্শা ছুটে এসে তার বুকে বিঁধবে। সল বর্শা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড চট্ করে সরে গেল এবং খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

সল তখন উন্মত্ত। ডেভিড ফসকে যেতে সে তার নিজের ছেলে জোনাথনকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। অন্য লোকজন বাধা না দিলে সল হয়ত জোনাথনকে মেরেই ফেলত।

জোনাথন মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পেল। ডেভিড তার প্রাণের বন্ধু ও ভগ্নী-পতি। ডেভিড মরে গেলে বোন বিধবা হতো। সে তার বন্ধুর কাছে গিয়ে বাবার মানসিক অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করলো। ডেভিড হয়ত শ্বশুরের পদে পদে ব্যর্থতা বুঝল। সে বন্ধুকে বললো, আপাততঃ সে এ রাজ্য থেকে অন্যত্র চলে যাবে। বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে ডেভিড মরুভূমির ধারে একটা পাহাড়ে চলে গেল। সেখানে আডুলাম নামে একটা গুহায় আস্তানা গাড়ল।

সল কিন্তু ডেভিডের সব খবর রাখছে। সল সেই গুহায় তার একদল সশস্ত্র সৈন্য পাঠাল। ডেভিড আগে খবর পেয়ে গুহা থেকে পালিয়ে গেল। শূন্য গুহা দেখে সলের সৈন্যরা ফিরে এল।

মরুপ্রান্তরে জীবন বড় একা, নিঃসঙ্গ, ভারবাহী জন্তুর মতো। ডেভিডের সময় কাটে না। সে ভক্তিগীতি লিখতে লাগলো। কয়েকটি ভক্তিগীতি তো এতই উচ্চস্তরের হলো যে ওল্ড টেস্টামেণ্ট গ্রন্থে সেগুলি স্থান পেয়েছে। ডেভিড ছাড়া আরও অনেকেই ভক্তিগীতি লিখেছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে সেযুগে ইহুদিরা ভক্তিগীতি লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সেগুলি কালোত্তীর্ণ হয়েছে। দুঃখের সময় সেগুলি আজও মানুষকে প্রেরণা ও সান্ত্বনা দেয়।

ডেভিডের সময় এখন খুব খারাপ যাচ্ছে। সে রাজা মনোনীত হয়েও রাজা হতে পারছে না। এখনও সিংহাসন দখল করতে পারে নি। আগাগ রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময় অবাধ্যতার জন্যে সলকে স্যামুয়েল তাড়িয়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্ত

সল এখনও নিজেকে রাজা বলে দাবি করে। অনেক লোক তাকে এখনও রাজা বলে মান্য করে। সলের নিজস্ব একটা বাহিনীও আছে। ডেভিডকে বলা যেতে পারে যুবরাজ। তবুও তাকে তো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।
এই সময়ে স্যামুয়েল কি করছিলেন ? তার ভূমিকা অস্পষ্ট।
রাজার জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে সল বাস করে। তার জীবন রক্ষা করবার জন্যে দেহরক্ষী নিযুক্ত আছে। পরিচর্যা করবার জন্যে ভৃত্যের দল আছে। সেনা-বাহিনীও আছে। কিন্তু সিংহাসনে বসে সমগ্র ইহুদি জাতির ওপর তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারছে না।
ডেভিড এখন পলাতক। একটা পাহাড়ের গুহায় বাস করে। গুহা ছেড়ে সে কোনো শহরে যেতে পারে না, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। সে যেন একটা বড় দস্যুদলের সর্দার। পরে অবস্থা হয়েছিল যে তাকে তাদের শত্রু ফিলিস্টিনদের অধীনে চাকরিও করতে হয়েছিল। এসবের মূলে আছে সল। ডেভিডের সঙ্গে সল অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে, তার প্রাণনাশেরও চেষ্টা করেছে। অথচ ডেভিড সলের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করেছে এমন কি সুযোগ পেয়েও সলকে হত্যা করে নি।
বলতে গেলে সল এখন উন্মাদ। বৃথা আস্ফালন করে, সারা দেশে ছুটে বেড়ায়, কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না।
একদিন সল যখন একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন মরুতে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি হয়ে গেল। রাত্রি কাটাবার জন্যে সল একটা পাহাড়ের একটা গুহায় আশ্রয় নিল।
সেই গুহাটি ছিল ডেভিডের আবাস। এই অবাঞ্ছিত অতিথিকে ডেভিড দেখা দিলো না। সে গুহার মধ্যে অন্যত্র লুকিয়ে রইল। ডেভিড মাঝ রাত্রে উঠলো সল তখন নিশ্চিন্তে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ডেভিড তখন সলের জামার খানিকটা অংশ কেটে নিজের কাছে রেখে দিলো। পরদিন সকালে সল যখন গুহা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে তখন ডেভিড তাকে অনুসরণ করে খানিকটা ছুটে গিয়ে তাকে ডাকলো।
কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে সল থামল। এখানে এই মরুপ্রান্তরে সল ডেভিডের সাক্ষাৎ আশা করে নি।
ডেভিড তাকে গত রাত্রে কাটা জামার অংশ দেখিয়ে বললো, সল তুমি কি বুঝতে পারছ কাল রাত্রে তুমি যখন নিদ্রা যাচ্ছিলে তখন আমি কি করতে পারতুম ? ঐ গুহায় আমিই বাস করি। ইচ্ছা করলে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারতুম। কিন্তু আমি তা করি নি অথচ তুমি আমার ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছ।
সল মনে মনে বুঝল ডেভিড যা বলছে তা ঠিকই বলছে কিন্তু ডেভিডের মধ্যে সল কোনো গুণ খুঁজে পায় না। ডেভিডকে সে ঘৃণা করে। অথচ কোনো যুক্তি নেই। বিড়বিড় করে কোনোরকমে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে তার দেহরক্ষীদের ডেকে নিয়ে সল চলে গেল কিন্তু ভদ্রতা করে ডেভিডকে তার শিবিরে যেতে বললো না।

এই ঘটনার কিছু পরে স্যামুয়েলের মৃত্যু হলো।
সৎকারের সময়ে সল ও ডেভিডের দেখা হলো কিন্তু ওদের মধ্যে কোনো মিটমাট হলো না। এইভাবেই কিছুদিন চললো।
সল তখনও মাঝে মাঝে উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আরও একবার ডেভিডের সীমানায় ঢুকে পড়ে। সেবারও সুযোগ পেয়ে ডেভিড প্রতিহিংসা নেয় নি।
সল কিন্তু কোনোদিনই একজন রাজার মতো মানুষ হতে পারে নি। রাজার আভিজাত্য ও মর্যাদা সে উপলব্ধি করতে পারে নি। মনেপ্রাণে সে ছিল সাধারণ একজন ইহুদি কৃষক। প্রাসাদ তো বটেই, সাধারণ বাড়ি ও নগরজীবন সে পছন্দ করতো না। বেশিরভাগ সময় তার কাটত বাড়ি বা শিবিরের বাইরে। মরুভূমি বা খোলা প্রান্তরে সে ঘুরে বেড়াত।
একবার সে তার গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর, প্রচন্ড গরম, বাতাস নেই, তখন সল মস্তবড় একটা পাথরের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ল।
ডেভিডের এই পাথরটি প্রিয় ছিল। সে সুযোগ পেলেই এই পাথরের ওপর বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতো, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখত। পাথরের ছায়ায় শুয়েও থাকত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ তার সঙ্গীত রচনার সহায়ক ছিল। তাই সে বার বার এখানে আসত।
সলের পাশে তার সম্পর্কিত ভাই ও তার প্রধান সেনাপতি এবনারও তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।
ডেভিড দূর থেকে পাথরের কাছে ওদের আসতে দেখেছিল। ওরা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত নিজেকে আড়ালে রেখেছিল। এবনার তার তলোয়ারটি ও বর্শাটি পাশে রেখেছিল। ডেভিড ইচ্ছে করলে দুজনেই হত্যা করতে পারত। সে তা করলো না। সে এবনারের তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে দূরে চলে গিয়ে "এবনার! এবনার!" বলে চিৎকার করে তাকে ডাকতে লাগল।
এবনার জেগে উঠতেই তাকে ধমকাল, বললো, এই তোমার কর্তব্যবোধ? দায়িত্ব-জ্ঞান? তুমি এইভাবে তোমার মনিবের প্রাণ রক্ষা কর। একজন তোমার অস্ত্র চুরি করলো তুমি টেরও পেলে না। একেই বুঝি বলে বিশ্বাসী ভৃত্য। বাঃ বেশ!
যে সলের মানসিক স্থৈর্যের অভাব হয়েছে, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে সেই সলও ডেভিডের উদারতা স্বীকার করলো। ডেভিড আরও একবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে! এবার সল তার ত্রুটি স্বীকার করলো, ডেভিডের প্রতি অশালীন ব্যবহারের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করলো এবং ঘরে ফিরে আসতে বললো।
সামান্য যে কয়েকটা জিনিস ছিল তাই নিয়ে ডেভিড ফিরে চললো কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়।
কয়েক সপ্তাহ পার না হতেই সল ডেভিডকে উত্যক্ত করতে লাগল। অবস্থা এমন করে তুললো যে ডেভিড প্রাসাদে নিজেকে নিরাপদ মনে করলো না।

স্যামুয়েল যে তাকে ইহুদিজাতির রাজা মনোনীত করে অভিলেপনও করে গেছেন এবং বলতে গেলে সেইই রাজা, সল রাজা নয় তবুও ডেভিড সে দাবি করলো না। তবে সে জানতো সলের দিন শেষ হয়ে এসেছে। সে নিজেকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ডেভিড প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল। সলের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি।

জিকল্যাগ গ্রামে ডেভিড বাস করতে লাগল। গ্রামটির অবস্থান ইজরেল সীমান্তে। গাথ-এর রাজা আচিস্ এই গ্রামের মালিক।

ডেভিড শান্তির আশায় এখানে এসেছিল কিন্তু শান্তি তার কপালে নেই। সে শীঘ্রই নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। এক একজন মানুষ এবকম থাকে, যা সে এড়াতে চায় তাই তাকে পেয়ে বসে।

ডেভিডের অনেক সদগুণের উল্লেখ করা হয়েছে। তার আর একটা গুণ ছিল। সে মানুষ আকৃষ্ট করতে পারত। সাধারণ মানুষ তার পরামর্শ চাইতে তো আসতই উপরন্তু একদল দুঃসাহসী যুবক সর্বদা তার সঙ্গে থাকত। যুবকদের ইচ্ছে ডেভিড তাদের তার সৈন্য ও সেবক নিযুক্ত করুক। তাহলে তারা তাদের ভাগ্য ফেরাতে পারবে। তবে ডেভিড রাজা হলেই তবে তার রাজার সৈন্য দলভুক্ত হতে পারবে।

ডেভিডের এরকম চারশ অনুচর ছিল। তখন তো জনসংখ্যা বেশি ছিল না। এই চারশ যোদ্ধা এখনকার এক ডিভিসন সৈন্যের সমান। ডেভিড তখন সে অঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা। তার দুঃসাহসের অনেক কাহিনী আজও প্রচলিত আছে।

ঐ অঞ্চলে যেসব কৃষক ও পশুপালক ছিল তাদের ওপর আগে দস্যুর দল হানা দিয়ে লুটপাট করত। ডেভিড আসার পর এই কৃষক ও পশুপালকরা তার ওপর নির্ভরশীল হলো। ডেভিড তাদের রক্ষা করবে। ঐ কৃষক ও পশুপালকরা এজন্যে ডেভিডকে কর দিতো।

কারমেলের শেখ নাবাল ডেভিডকে কোনো কর দিতে রাজি নয়। কিছুদিন অপেক্ষা করে ডেভিড নাবালের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। এ তো চলতে পারে না। সবাই কর দেবে, সকলের জন্যে ডেভিড লড়াই করবে, একজন কর না দিলে আরও একজন এবং পরে আরও একজন কর দেবে না তাহলে শৃংখলা থাকবে কি করে? তাছাড়া সে তাদের রাজা যদিও এখনও অঘোষিত। রাজাকে মানবে না এ হতেই পারে না।

ডেভিড একদিন নাবালের মানুষদের ওপর চড়াও হয়ে প্রায় সকলকে মেরে ফেলল। এবার খোদ নাবালের পালা। এই সময়ে নাবালের বৌ অ্যাবিগেল ডেভিডের কাছে ছুটে এসে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগল এবং এমন সব যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে লাগল যে ডেভিড গভীরভাবে প্রভাবিত হলো। এই নারী যেমন সাহসী তেমনি বুদ্ধিমতী। ডেভিডকে শান্ত করে তাকে অনেক মূল্যবান উপহার দিয়ে অ্যাবিগেল ফিরে গেল।

বাড়ি ফিরে অ্যাবিগেল দেখল তার স্বামী বেহেড মাতাল হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এখন তাকে কিছু বলা নিরর্থক। পরদিন সকালে অ্যাবিগেল যখন বললো যে গতদিন নাবাল খুব বেঁচে গেছে। সে না থাকলে ডেভিড তাকে নিশ্চয় হত্যা করতো তখন সেই বিদ্রোহী নাবাল ভীত হয়ে এমন শোচনীয়ভাবে কুঁকড়ে গেল যে দশ দিনের মধ্যে সে মারা গেল। অ্যাবিগেল বিধবা হলো।

ডেভিড শুনল নাবাল মারা গেছে তখন সে অ্যাবিগেলকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে প্রস্তাব করলো অ্যাবিগেল তাকে বিয়ে করবে কি না। অ্যাবিগেল রাজি হলো।

প্রথম স্ত্রী সলের কন্যা মিচালকে নিয়ে ডেভিড ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তার সঙ্গে কিছুতেই মানাতে পারছিল না তাই সে গালিম গ্রামে তার এক বন্ধুকে মিচালকে দিয়ে দিয়েছিল। মিচাল চলে গেছে। ঘর ফাঁকা। তার জায়গায় নতুন বৌ অ্যাবিগেল এলো। অ্যাবিগেলকে নিয়ে ডেভিড হেব্রন চলে গেল। সেখানে যথাসময়ে তাদের একটি পুত্র হলো। নাম রাখল চিলিয়েব।

ডেভিড ভালো বৌ পেল। তার একটা সমস্যা মিটল কিন্তু তার আরও অনেক সমস্যা যার বুঝি শেষ নেই। তাকে একপাল অনুচর পুষতে হয়, তাদের খাওয়াতে হয়। জিকল্যাগ গ্রামের কৃষক তো পশুপালকদের দস্যুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতো। তারা কর দিতে। অনুচরদের খাওয়াতে অসুবিধে হতো না। দলে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে তখন ডেভিড তার পরম শত্রু অথচ তাদের ভীতি সেই ফিলিস্টিনদের অধীনে চাকরি নিতে বাধ্য হলো।

ডেভিড এখন ফিলিস্টিনদের খপ্পরে। ফিলিস্টিনদের সামনে বিরাট সুযোগ। ডেভিড যার অধীনে ছিল সেই আচিসের রাজা ডেভিডকে সহসা বললো যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে সে এবং অন্যান্য ফিলিস্টিনরা যুদ্ধ করবে এবং যেহেতু এখন ডেভিড তাদের আশ্রিত অতএব তাকেও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফিলিস্টিনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

ডেভিড হতবুদ্ধি। উভয় সংকটে পড়ল। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সময় চাইল। ফিলিস্টিনদের প্রধান সেনাপতি বুঝল এমন লোককে যুদ্ধের সময় বিশ্বাস করা যায় না। অতএব ডেভিড জিকল্যাগ ফিরে যেতে পারে।

গ্রামে ফিরে ডেভিড দেখল অ্যামালেকাইটরা কিছুক্ষণ আগে তাদের গ্রাম লুট করেছে এখনও তারা বেশিদূরে যেতে পারে নি। ডেভিড তাড়া করে তাদের ধরে ফেলল। লড়াই হলো। কিন্তু ডেভিডের সঙ্গে অ্যামালেকাইটরা পেরে উঠল না। ডেভিড তাদের সকলকে মেরে ফেলল শুধু ছেড়ে দিলো চারশজনকে। এরপর ডেভিড সিমেকোনাইটদের একটি গ্রামে এসে শান্তিতে বাস করতে লাগল। অন্য দিকে ইজরেলীদের সঙ্গে ফিলিস্টিনদের লড়াই চলছে।

সলকে তার চরেরা খবর দিলো যে ফিলিস্টিনরা একটা বড় রকম আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই খবর শুনে সল এতদূরে হতাশ হয়ে পড়ল যে তার মনে হলো এই শেষ, তার কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই। ফিলিস্টিনরা এবার তাকে পরাজিত করবেই, আর কখনও মাথা তুলতে দেবে না।

তবুও ভবিষ্যতটা জানতে তার ইচ্ছা হলো, তার ও পরিবারের কি দশা হবে জানতে পারলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ বলার মানুষ কোথায়? সকলকে মেরে ফেলা হয়েছে বা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সল নিজেই তো তাদের হত্যা করেছে বা তাড়িয়েছে।

তবুও একজন জ্যোতিষের সন্ধানে সল চারিদিকে চর পাঠাল। একজন চর ফিরে এসে খবর দিলো যে এনডয় গ্রামে যেখানে জেল সিসেরাকে হত্যা করেছিল সেই গ্রামে এক বৃদ্ধা আত্মগোপন করে আছে যে ভাগ্যগণনা করতে পারে।

যাদের বিদ্যায় অবিশ্বাস করে সল একদিন তাদের হত্যা বা দেশ ছাড়া করেছে তাদের কাছে প্রকাশ্যে যেতে ডেভিডের এখন রীতিমতো সংকোচবোধ হলো তাই মধ্যরাতে সকলের অলক্ষ্যে সল সেই বৃদ্ধার বাড়িতে গেল।

বৃদ্ধা তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সল বুঝি তাকে কাটতে এসেছে। কিছুতেই দরজা খুলবে না।

সল বললো, একজন মারা গেছে তার প্রেতাত্মার সংগে বৃদ্ধা যদি কথা বলিয়ে দিতে পারে তাহলে বৃদ্ধাকে সে প্রচুর পারিতোষিক দেবে। কোনো ভয় নেই, তোমার কোনো ক্ষতি করা হবে না।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলো কার প্রেতাত্মার সংগে সল কথা বলতে চায়। সল বললো তার মৃত প্রভু স্যামুয়েলের সংগে সে কথা বলতে চায়।

স্যামুয়েলের প্রেতাত্মাকে নামাতে বৃদ্ধা রাজি হয়ে আচার-অনুষ্ঠান আরম্ভ করলো। আপাদমস্তক কালো আলখাল্লায় আবৃত একজনকে অন্ধকারে দেখা গেল। স্যামুয়েলের প্রেতাত্মা। সল করজোড়ে কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ফিলিস্টিনদের সে পরাজিত করতে পারবে কি না।

স্যামুয়েল বললেন, ফিলিস্টিনদের হাতে তোমাকে নাজেহাল হতে হবে। স্যামুয়েল আর কিছু না বলে চলে গেল। সল অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরদিন সকালে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে সল তার চিরশত্রু ফিলিস্টিনদের আক্রমণ করলো। দ্বিপ্রহরের আগেই সলের সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার তিন পুত্র জোনাথন, ম্যালচিশুয়া এবং আবিনাডাব রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলো। সলও নিষ্কৃতি পেল না। মৃত্যুর আগে মনে পড়ল স্যামসনের কথা। শত্রুর হাতে মরা অপেক্ষা সে নিজের তরবারি নিজের বুকে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা শ্রেয় মনে করলো।

ফিলিস্টিনরা তার মৃতদেহ থেকে তার মুণ্ড কেটে নিয়ে বর্শায় গেঁথে দিকে দিকে প্রদর্শন করতে লাগল। তারা সলের ঢাল, বর্শা, শিরস্ত্রাণ ও বর্ম অশ্টারথ মন্দিরে নিয়ে এলো। তারপর সলের মুণ্ডহীন দেহ এবং তার তিন পুত্রের মৃতদেহ বেথ-শিন-এর দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলো।

জাবেশ-গিলিড গ্রামের মানুষরা সল ও তার তিন পুত্রের এই চরম অপমান সহ্য করতে পারল না কারণ সল একদা তাদের রক্ষা করেছিল। তারা রাতের অন্ধকারে বেথ-শিন-এর দেওয়ালে লটকান চারটি লাশ চুরি করে এনে তাদের গ্রামে পবিত্র টামারিস্ক গাছের ছায়ায় সসম্মানে কবর দিলো।

এই শোচনীয় ও সর্বনাশা খবর ডেভিডের কাছে পৌঁছল। ডেভিড সেই জিক-ল্যাগ গ্রামে বাস করছিল, সলের কোনো খবর জানত না। ইহুদিদের ভাবী নতুন রাজার কাছ থেকে ইনাম মিলতে পারে এই আশা নিয়ে একজন ফিলিস্টিন যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে ডেভিডের কাছে গিয়ে বললো সল ও তার তিন পুত্র নিহত হয়েছে।

ছোকরা সত্য কথা বলে নি। বাহাদুরী নেবার জন্যে ও শত্রু সল নিহত শুনলে ডেভিড খুশি হবে এবং তাকে প্রচুর টাকা পুরস্কার দেবে এই মনে করে সেই ফিলিস্টিন যুবক বললো, গিলবোয়া পাহাড়ের কাছে সল ও তার তিন ছেলে সহসা আমার সামনে পড়ে। আমি তো জানি ওরা তোমার শত্রু তাই আমি তাদের হত্যা করলুম। ভালো কাজ করি নি?

বাইরে শত্রুতা থাকলেও সলের সঙ্গে তার আলাদা সম্পর্কও ছিল। সলের মেয়েকে সে বিয়ে করেছে এবং সলের ছেলে জোনাথন তার প্রিয় বন্ধু।

খবর শুনে ডেভিড শোকাহত হয়ে প্রথমেই আদেশ দিলো সেই ফিলিস্টিন যুবককে ফাঁসিকাঠে লটকে দিতে। জোনাথনের অভাব ডেভিডের সহ্য করা কঠিন। ডেভিড মর্মাহত।

শোক ভোলবার জন্যে সে সঙ্গীত ও কবিতা অবলম্বন করলো। কয়েকটা অতি উৎকৃষ্ট ও মহান ভক্তিগীতি রচনা করলো যা আজও মানুষ স্মরণ করে। একটি গান তো অত্যন্ত বিখ্যাত: দি বিউটি অফ ইজরেল ইজ স্লেন। হাউ আর দি মাইটি ফলেন।"

পুরাতন নিয়ম থেকে কয়েক লাইন তুলে দেওয়া হলো: হে ইস্রায়েল, তোমার উচ্চস্থলীতে তব তেজ নিহত হইল/হায়! বীরগণ নিপতিত হইলেন। /গাতে সংবাদ দিওনা/অস্কিলোনের পথে প্রকাশ করিও না ইত্যাদি।

ডেভিড সত্যই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কয়েক দিন উপবাস করলো। দেশ-বাসীরাও তার এই গভীর শোক উপলব্ধি করল।

কিন্তু সামনে বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য। ডেভিড শোক ঝেড়ে ফেলে জিহোভার আদেশ প্রার্থনা করলো, এখন আমি কি করব প্রভু? আমাকে বাঁচার পথ বলে দিন।

জিহোভা বললেন, তুমি সপরিবারে হেবরন যাও।

তদনুসারে ডেভিড তার স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে হেবরন গেলেন। সেখানে জুডার সমস্ত নরনারী ডেভিডকে নিয়ে মাউন্ট হেবরনে আরোহণ করে সলের উত্তরা-ধিকারী বলে ডেভিডকে রাজপদে বরণ করলো। ডেভিড হলো ইজরেলীদের নতুন রাজা। অধিকাংশ ইজরেল দেশ ডেভিড চল্লিশ বছর ধরে শাসন করেছিল। ডেভিডের প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল অসাধারণ নচেৎ ঐ বিশৃংখল অবস্থা থেকে তিনি ইহুদিদের টেনে তুলে সুসংবদ্ধ এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন না।

প্রথমেই তো ফিলিস্টনদের সঙ্গে অবিলম্বে মোকাবিলা করা দরকার। কয়েক শতাব্দী যুদ্ধ করেও এই পরম শত্রুকে ইহুদিরা ঝেড়ে ফেলতে পারে নি। বট

গাছ যেমন মরে না, মুড়িয়ে দিলেও আবার বেঁচে উঠে ডালপালা ছড়ায় ফিলিস্টিনরাও ঠিক সেইরকম। ইহুদিরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিলো, অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিলো, প্রায় সকল যোদ্ধাকে হত্যা করলো বা বন্দী করলো কিন্তু কিছু দিন পরে তারা আবার শক্তি সঞ্চয় করে ইহুদিদের ওপর সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইহুদিদের পরাজিত করে, তাদের দেশ দখল করে, কর আদায় করে। ফিলিস্টিনদের রণকৌশল অপেক্ষা তাদের অস্ত্রগুলি উন্নত ধরনের যার অভাব রয়েছে ইজরেলীদের।

তারপর ডেভিডের সমস্যা হলো ইজরেলীদের অন্তর্কলহ যা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছেছে। ছোট গ্রামে যেমন পাড়ায় পাড়ায় কলহ তেমনি ইহুদিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কলহ যার মূল হলো হিংসা।

এই ইহুদিরাই একজন রাজা চাইছিল। ভাবছিল একজন রাজা হলেই তাদের সকল সমস্যা ও তাদের দ্বন্দ্বের সমাধান হবে। কিন্তু যেই তারা একজন রাজা পেল অমনি রাজার সকল ক্ষমতা তারা মানতে রাজি নয়।

ডেভিডের রাজকীয় গুণ অনেক ছিল, তার সাহস মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অসীম। যে বালক গুলতি ছুঁড়ে একজন বীরকে বধ করতে পারে তার নিশ্চয় প্রতিভা আছে। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও ডেভিড একগুঁয়ে, গোঁড়া মানুষগুলিকে বোঝাতে পারছিল না যে বিবাদ মানুষের সর্বনাশ করে, তোমরা অতীতকে ভুলে দেশকে গড়ে তোলো, তাকে শক্তিশালী করো। মানুষের পুরাতন স্বভাব সহসা বদলান কঠিন।

ডেভিড বুঝল এবার কঠোর হতে হবে। এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যাতে ইহুদিরা বুঝতে পারে এ মানুষ শাসন করতে এসেছে, তার আদেশ শুনতে তারা বাধ্য নচেৎ সাজা পেতে হবে।

ডেভিডের ভাইপো জোয়াব সৈন্যবাহিনীতে উচ্চ পদে আসীন ছিল। সলের বিশ্বস্ত সেবক অ্যাবনেরকে জোয়াব মেরে ফেলল। ডেভিডও কুপিত হলো কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সে তখন জোয়াবকে সাজা দিতে পারল না। অবস্থা তার প্রতিকূল ছিল। তবে অ্যাবনেরকে অন্যভাবে শিক্ষা দেবার জন্যে সে সাড়ম্বরে ও খুব ঘটা করে অ্যাবনেরকে কবর দিলো। পরে ডেভিডকে আফসোস করতে হয়েছিল। জোয়াবকে তখন হত্যা করলে বিপদ ঘটত ঠিকই কিন্তু পরে তাকে আরও বেশি বিপদে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

ডেভিড ধীরে ধীরে নিজের বুদ্ধি ও কূটনীতি প্রয়োগ করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। তার বিরুদ্ধাচরণ করতে কারও সাহস হলো না। তবুও অন্যদিক থেকে একটা বিপদ এলো তবে ডেভিড দৃঢ় হস্তে তার মোকাবিলা করতে পেরেছিল।

সলের আরও ছেলে জীবিত ছিল। কোনো এক ছেলের ভৃত্যারা তাদের মনিবকে হত্যা করলো। ডেভিড এবার দ্বিধা করলো না। সে সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের ফাঁসি দিয়ে কড়া আদেশ জারি করলো কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিলে তার দশা ঐ ভৃত্যদের মতো হবে। এমন পাপাচারণ জিহোভা পছন্দ করেন না

অতএব সাবধান। প্রজারা এবার ভীত হলো। আইনকানুন মেনে তারা শান্তিতে বাস করতে লাগলো। এইসঙ্গে দেশেরও সমৃদ্ধি বাড়ছিল। খাদ্যাভাব ছিল না। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা সম্প্রসারিত হচ্ছিল। লোকজন খেয়ে পরে মোটা-মুটি সুখেই ছিল।

ডেভিড নতুন ইহুদি রাজ্য স্থাপন করলো। রাজত্বের একটা উপযুক্ত রাজধানী চাই। যে রাজধানীর মন্দির প্রাসাদ তাক লাগিয়ে দেবে। ডেভিড তার রাজধানী জেরুজালেমে উঠিয়ে নিয়ে গেল। মেসোপটেমিয়া থেকে মিশর পর্যন্ত যে রাজপথ চলে গেছে তারই ওপর জেরুজালেমের অবস্থান। ব্যবসায়ীদের খুব সুবিধা।

তথায় ডেভিড এক রাজপ্রসাদ বানাল। রাজপ্রাসাদের শেষ হবার পর স্থির করলো যাঁর দয়ায় তার এই সমৃদ্ধি তাঁর সেই পুরাতন ট্যাবারনাকলটির জীর্ণ-দশা, কোন্‌দিন ভেঙে পড়বে। ট্যাবারনাকলের জায়গায় ডেভিড সুউচ্চ সুন্দর এক ভজনালয় নির্মাণ করালো।

জিহোভার সেই পবিত্র আর্ক ফিলিস্টিনদের দেশ থেকে শকটবাহিত হয়ে নিজেই চলে এসে কিরজাথ-জিয়ারিম গ্রামে আবিনাডাবের বাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক আগেই এই পবিত্র আর্ক পূর্ণ মর্যাদায় কোনো উপযুক্ত মন্দিরে স্থাপন করা উচিত ছিল, তা যখন হয় নি তখন আর দেরি না করে পবিত্র আর্ক সসম্মানে জেরুজালেমের সদ্যনির্মিত ভজনালয়ে স্থাপন করা হোক। এই জাতীয় কর্মটি সম্পন্ন করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাই স্থির হলো আর্ক জেরুজালেমে নিয়ে আসা হোক। ডেভিড তখন একদল সৈন্য নিয়ে শিঙা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে জেরুজালেমে আর্ক ফিরিয়ে আনবার জন্যে যাত্রা করলো।

পুরোহিতেরা সেই পবিত্র আর্ক নতুন একটি গো-শকটে তুলে দিলো। আবিনা-ডাবের এক ছেলে উজাহ্‌ বলদের দড়ি ধরলো, সে গাড়ি চালিয়ে আনবে। গাড়ি চলতে চলতে একটা চাকা গর্তয় পড়ে গাড়ি বেঁকে গেল। আর্ক হেলে গেল। যদি পড়ে যায় এই আশংকায় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে উজাহ্‌ যেই আর্ক ধরেছে অমনি সে মরে কাঠ হয়ে গেল। যেন সহসা বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হলো।

ইহুদি শাস্ত্রে বলে পুরোহিত বংশের মানুষ ব্যতীত কারও পবিত্র আর্ক স্পর্শ করবার অধিকার নেই। আনন্দমুখর শোভাযাত্রা মূক হয়ে গেল। শোভাযাত্রার মাথায় ছিল স্বয়ং ডেভিড, সেও প্রথমে হতভম্ব। তারপর উজাহ্‌-এর সমাধির ব্যবস্থা করে আর্ক আনবার ব্যবস্থা করলো। তারপর আর্ক আপাততঃ জিটা-ইট সম্প্রদায়ের জনৈক ওবেড-ইডমের বাড়িতে রাখা হলো। এই বাড়িতে আর্ক ছিল তিন মাস। ডেভিড ইতিমধ্যে ফিরে গিয়েছিল।

তিন মাস পরে ডেভিড আবার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শোভাযাত্রা করে ঐ গ্রামে এলো। এবার তার সমস্ত সৈন্যকে এনেছিল। শোভাযাত্রা যে দেখবার মতো হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। আর্ক আবার একটি শকটে তোলা হলো।

আর্ক নিরাপদে জেরুজালেম পেঁছিল এবং সেটি পবিত্র নতুন ভজনালয়ে স্থাপন

করা হলো। ডেভিডের উত্তরাধিকারী স্বনামখ্যাত রাজা সলোমন এই ভজনা-লয়কে আরও দর্শনীয় করে তুলেছিলেন।

জেরুজালেম তো আগেই ইহুদি সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষিত হয়েছিল এখন আব্রাহামের সন্তানদের জেরুজালেম হলো পবিত্র তীর্থস্থান। প্যালেস্টাইনে আরও তীর্থস্থান আছে কিন্তু কোনোটি কোনো দিক দিয়ে জেরুজালেমের সমতুল নয়।

লেভি গোষ্ঠীর বংশধররাই পুরোহিতগিরির কাজে একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। বুদ্ধিমান বলে এদের পরিচিতি ছিল, প্রয়োজনে চাতুর্যও অবলম্বন করতো। তারা রাজার একান্ত অনুগত ছিল। তারা অপর গোষ্ঠীর কোনো পুরোহিতকে স্বীকার করতো না। তীব্র প্রতিবাদ জানাত।

ইতিমধ্যে দেশে আরও ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু লেভি গোষ্ঠী থেকে উপযুক্ত সংখ্যায় পুরোহিত পাওয়া যাচ্ছিল না অথচ লেভি গোষ্ঠী আপত্তি জানিয়ে আসছে। তখন রাজা তার একান্ত অনুগত সেবকদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে ঘোষণা করলেন যে দেশের সমস্ত ভজনালয় বন্ধ করে দিতে হবে যারা জিহোভার অর্চনা করতে চায় তাদের জেরুজালেমে আসতে হবে।

এইভাবে ডেভিড ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানের একটা পাকা ব্যবস্থা করে এবার সামরিক বিভাগের দিকে মন দিলেন। প্রথমে সীমান্ত অঞ্চলগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করলো। তারপর অ্যামোনাইটদের আক্রমণ করে তাদের এমনভাবে পরাজিত করলো যে তারা আর মাথা তুলতে পারবে না, ইহুদিদের পাল্টা আক্রমণ করতে আর সাহস করবে না। তারপর ফিলিস্টিনদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করলো যাতে উভয় জাতি শান্তিতে বাস করতে পারে। এইভাবে ডেভিড তার দেশকে একটি সুশাসিত ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে দেশ-বিদেশের প্রসংশা অর্জন করলো।

ক্ষমতা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ডেভিডেরও তাই হলো। সে সব সময়ে মাথা ঠিক রেখে সুবিচার করতে পারত না অথবা কোনো যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত না। স্যামুয়েলের মতো তারও কিছু দুর্বলতা প্রকট হতে থাকল। অথচ ডেভিডের অনেক গুণ ছিল, বুদ্ধিমান ও দয়াবান এবং শান্ত প্রকৃতির মানুষ।

সলের একটি নাতি তখনও জীবিত ছিল আর এই নাতিটিকে ডেভিড খুব ভালবাসত কারণ ছেলেটি হলো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জোনাথনের পুত্র। ছেলেটি ছিল পঙ্গু, দুটো পা অচল। ডেভিড তাকে নিজের ছেলের মতোই প্রতিপালন করতো। ডেভিডের মৃত্যু পর্যন্ত ছেলেটি জেরুজালেমে প্রাসাদেই বাস করতো। ছেলেটির প্রতি ডেভিড অত্যন্ত উদার ছিল।

এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও ডেভিডের কোনো দুর্বলতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ডেভিড মাঝে মাঝে নিচ কার্য করতেও কুণ্ঠিত হতো না।

পরস্ত্রী বাথসেবাকে করায়ত্ত করবার জন্যে ডেভিড যা করেছিল তার নিন্দা

সকলেই করে। সুন্দরী বাথসেবা ছিল উরিয়ার স্ত্রী। উরিয়া জোয়াবের অধীনে একজন সেনানায়ক ছিল। এই জোয়াবই অ্যাবনারকে হত্যা করেছিল। এজন্যে জোয়াবকে ডেভিড সাজা দিতে পারে নি। উরিয়া ছিল হিটাইট সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তখন সীমান্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল।
গরম দেশের নিয়ম অনুসারে একদিন বিকেলে ডেভিড যখন ছাদে পায়চারি করছিল তখন বাথসেবাকে দেখতে পায়। বাথসেবা স্নান করছিল। ডেভিডের মাথা ঘুরে যায়। মেয়েটির পরিচয় না জেনেই সে স্থির করে একে বিয়ে করবে। রাজা ইচ্ছে করলেই, ন্যায় বা অন্যায় যে কোনো কাজ করতে পারে। পরে যখন খোঁজ নিয়ে জানল সে তারই বাহিনীর এক সৈনিকের পত্নী তখন ডেভিড ধরেই নিল ঐ মেয়ে তার প্রাসাদে এসেই গেছে।
ডেভিড একদিন উরিয়াকে তার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে পানভোজনে আপ্যায়িত করে নানা উপহার দিয়ে জোয়াবের নামে একখানি চিঠি দিয়ে তাকে বিদায় জানাল। উরিয়া তো প্রথমে বুঝতে পারে নি তাকে ডেভিড হঠাৎ কেন নিমন্ত্রণ করলো তারপর জোয়াবের নামে চিঠিখানি যে তার মৃত্যুর পরোয়ানা তাও সে জানতে পারে নি। উরিয়া হয়ত ভেবেছিল তার পদোন্নতি অনুমোদন করে রাজা স্বয়ং জোয়াবকে এই চিঠি দিয়েছেন। রাজাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে উরিয়া বিদায় নিল।
চিঠিতে জোয়াবকে ডেভিড লিখেছিল শত্রু যখন আক্রমণ করবে তখন শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্যে উরিয়াকে যেন সৈন্যদলেব সর্বাগ্রে রাখা হয় এবং শত্রু আক্রমণ করলেই সৈন্যরা উরিয়াকে একা ফেলে পিছু হটে আসে ফলে উরিয়াকে তাদের হাতে মরতেই হবে। সে একা কি করে যুঝবে ?
জোয়াব নিজেও তো কাণ্ডজ্ঞানহীন এক অপরাধী। এরকম কাজ করতে পেলে সে উল্লসিত হয়। উরিয়া সীমান্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেল। জোয়াবকে ডেভিডের চিঠি দিলো। চিঠি পড়ে জোয়াব উল্লসিত। কাজ হাসিল করলে তার পুরস্কার মিলবে।
উরিয়ার যে একজন সাহসী তা তো সে জানত কিন্তু স্বয়ং ডেভিডও সে খবর রাখেন। এইভাবে জোয়াব ডেভিডের প্রশংসা করে বললো, তোমাকে বিশেষ একটা দায়িত্ব দেবার জন্যে ডেভিড লিখেছেন। রণাঙ্গনে একটা দিক দেখিয়ে জোয়াব বললো কাল তুমি সকলের আগে থেকে শত্রুকে আক্রমণ করবে। শত্রুর ঐ বাহিনীটার আমরা মোকাবিলা করতে পারছি না। উরিয়া খুব খুশি, আপনার মান রাখব বলে সে বিদায় নিল।
পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে জোয়াবের আদেশ অনুসারে নিজের বাহিনী নিয়ে উরিয়া শত্রুকে আক্রমণ করল। শত্রুও তীরবেগে তেড়ে এলো এবং জোয়াব ইসারা করা মাত্র উরিয়ার বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক পালিয়ে এলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শত্রুর বর্শার আঘাতে উরিয়ার দেহ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। তার রক্তাক্ত মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
এই শোচনীয় ঘটনার কিছুদিন পরেই ডেভিড বাথসেবাকে বিয়ে করলো। ডেভিড

ভেবেছিল তার এই হীন চক্রান্তের কথা জেরুজালেমের লোক জানতে পারবে না। কিন্তু সেদিন যেসব সৈনিক উরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গিয়েছিল তারা অনেক কিছু জানতে পেরেছিল। তাদের তখনি সন্দেহ হয়েছিল সহসা সেনাপতি তাদের ইসারা করে ফিরে আসতে বললো কেন? তারপর তাদের নিহত নেতার বিধবাকে রাজা বিয়ে করলো তখন ব্যাপারটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এরপর তারা কেউ জেরুজালেমে ফিরে এসেছিল অথবা তাদের আত্মীয় বন্ধু মারফত এই মর্মান্তিক ঘটনা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ইহুদিরা তো প্রথমে ভাবতেই পারে নি যে তাদের রাজা এত হীন। কিন্তু রাজা এবং সে রাজা যদি ডেভিডের মতো রাজা হয় তাহলে সে কোনো অন্যায় করতে পারে না।
এই অন্যায়ের মুখ ফুটে কেউ প্রতিবাদ করতে পারল না এমন কি প্রকাশ্যে আলোচনা করতেও ভয় পেত। রাজার কানে উঠলেই তাকে হয় জেলে যেতে হবে নয়ত মরতে হবে। তবুও সারা জাতি চাপা প্রতিবাদে সোচ্চার এবং একজন মানুষ মারফত সেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। ইহুদিদের ইতিহাসে সে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ডেভিডকে তার পাপের প্রতিফল পেতে হলো।
জেরুজালেমে একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম নাথান। নাথান চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি ডেভিডের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ আমি এইমাত্র একটা ঘটনা শুনলুম যেটা আমি আপনাকে না বলে থাকতে পারছি না।
ডেভিড বললো, নিশ্চয়, আপনি বলুন।
নাথান বলতে আরম্ভ করলেন, একজন ধনী ও একজন দরিদ্র একই পল্লীতে পাশাপাশি বাস করে। ধনীর বেশ বড় একপাল হৃষ্টপুষ্ট মেষ ছিল কিন্তু দরিদ্রের ছিল খুব ছোট একটি মেষ, এত ছোট যে শাবক বললেই হয়। দরিদ্র মানুষটি মেষটিকে ঠিক নিজের ছেলের মতো যত্ন করতো। ভালো খাবার খেতে দিতো। যখন অভাব হতো তখন নিজের ভাগের রুটি ও দুধ তাকে খেতে দিতো, নিজে অভুক্ত থাকত। ঠান্ডা বাতাস বইলে মেষটিকে সে নিজের জোব্বার মধ্যে ঢুকিয়ে নিত যাতে মেষটির ঠান্ডা না লাগে।
সেই ধনী একদিন তার এক বন্ধুকে ভোজে আপ্যায়িত করবে। তার তো অনেক মেষ, যেকোনো একটাকে মারলেই পারত কিন্তু না সে দরিদ্র প্রতিবেশীর সেই ছোট মেষটিকে চুরি করে মেরে রান্না করে বন্ধুকে খাওয়াল।
এই ঘটনা শুনেই ডেভিড রাগে জ্বলে উঠল, নাথানকে বললো এমন অন্যায় সে সহ্য করবে না। ঐ ধনীকে সে কঠোর সাজা দেবে। দরিদ্র ব্যক্তিটিকে সাতগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে ধনীকে বাধ্য করবে। তারপর সেই ধনী অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড দেবে। কে সেই নরাধম আমাকে তার নাম বলুন।
নাথান এতক্ষণ বসেছিল। দাঁড়িয়ে উঠে ডেভিডের দিকে আঙুল দেখিয়ে গলা কাঁপিয়ে বললো, সে নরাধম নয় নরপতি রূপেই পরিচিত এবং সেই লোক হলেন স্বয়ং আপনি। আপনার লাম্পট্য সীমাহীন, বাথসেবাকে লাভ করবার জন্যে আপনি তার স্বামী উরিয়াকে খুন করলেন। কয়েকবার তো বিয়ে করে

কামনা-বাসনা মিটিয়েছিলেন। দেশে কি বাথসেবা অপেক্ষা সুন্দরী অবিবাহিত যুবতী পাওয়া যেত না? কয়েকটা দিন অন্ততঃ প্রজাপিতা হয়ে নিজেকে সংযত করতে না পেরে এক সুখী দম্পতির নীড় ভেঙে দিলেন। নরপতি হলেও আপনি মুক্তি পাবেন না। সদাপ্রভু জিহোভার ক্রোধ আপনার এবং আপনার পরিবারের ওপর বর্ষিত হবে। আপনার এবং বাথসেবার পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু হবে। এইভাবে সেই হতভাগ্য পুত্রের পিতামাতাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তবে এখানেই শেষ নয়।

ডেভিড ভীষণ ভীত হলো, অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল, বিবেক তাকে দংশন করতে লাগল। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়ে গেছে, নিক্ষিপ্ত ঢিল আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কয়েকদিনের মধ্যে কনিষ্ঠতম পুত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভজনালয়ে গিয়ে জিহোভার পবিত্র আর্ক-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমাভিক্ষা করতে লাগল, মাথায় ছাই ঘসে ঘসে অনুতাপ করতে লাগল। সাত দিন ও সাত রাত্রি ডেভিড কিছু খেল না, এক বিন্দু জলও নয়। অষ্টম দিবসে শিশুর মৃত্যু হলো। নাথানের অভিশাপ ফলে গেল।

সেইক্ষণ থেকে ডেভিড নিজেকে নিজের সন্তানের খুনী মনে করতে লাগল। আবার জিহোভার কাছে প্রার্থনা করলো, উরিয়াকে হত্যা করে সে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে। কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জিহোভা দয়া করে বলে দিন এবং তারপর তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন। জিহোভা বুঝলেন ডেভিড পাপ যে কত গভীর তা বুঝতে পেরেছে এবং সে সত্যই অনুতপ্ত। কিছুদিন পর্যন্ত আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। আপাততঃ শাস্তি বোধহয় স্থগিত রইল।

যথাসময়ে বাথসেবার আর একটি পুত্র হলো। ডেভিড এতদূর আনন্দিত হলো যে সে বাথসেবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, আমার অন্য পুত্রেরা এর চেয়ে বয়সে বড় হলেও একেই আমি আমার উত্তরাধিকার করব। ছেলের নাম রাখা হলো স্যামুয়েল।

এই রকম ঘোষণা করে ডেভিড অশান্তির সৃষ্টি করলো। তার অপর দুই পুত্র আবসালোম এবং অ্যাডোনিজা নিজেদের বঞ্চিত মনে করে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এ ঘোর অন্যায়, প্রতিবাদ করতেই হবে। অ্যাডোনিজা যত দ্রুত ক্ষেপে উঠেছিল ততো দ্রুত শান্ত হয়ে গেল। তার তো রাজা হবার কথা নয়, তাহলে ঝামেলা করে কি লাভ। এই তো বেশ আছি।

কিন্তু আবসালোম সিরিয়ার তেজী মরু কন্যার সন্তান। সে জেদী ও দুর্দান্ত। তার রক্ত তখনও টগবগ করে ফুটছে। সে বেপরোয়া। বাবার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো।

সে জেরুজালেমের পথে বেরিয়ে পড়ল। নিজেকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে সে জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলো।

আবসালোম ছিল সুদর্শন, মাথার দীর্ঘ বাদামী কেশ কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছিল, খাড়া নাক, নীল চোখ, মিষ্টভাষী ও বাকপটু। রাস্তায় যেখানেই থামত তাকে দেখবার জন্যে ও কথা বলবার জন্যে মানুষের ভিড় জমে যেত। সে বলত রাজ-

কুমার হলেও গরিবের বন্ধু, ধনীরা গরিবদের শোষণ করে, সে তার প্রতিবাদ করতো। ডেভিড স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছিল, দিন দিন কর বাড়াচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রজাদের অনেক অভিযোগ। তারা রাজকুমারকে সামনে পেয়ে দুঃখদুর্দশার কাহিনী শুনিয়ে রাজার বিরুদ্ধে নালিশ করতে লাগল।

চার বছর ধরে আবসালোম ডেভিডের অপশাসনের প্রতিবাদ ও গরিবরা তার শাসনে কত অসহায় পড়েছে, এই ধরনের প্রচার চালাল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মানুষ তার মতাবলম্বী হয়ে তার দলে এসেছে। সে জেরুজালেম ত্যাগ করে হেবরন চলে গেল। বলে গেল সেখানে সে জিহোভার আরাধনা করবে ও একটি বলিদান দেবে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সেখানে পৌঁছে পিতার বিরুদ্ধে প্রচার করা।

পুত্র বিদ্রোহী। ডেভিডের পক্ষে এক মর্মান্তিক আঘাত।

সব ছেলেদের মধ্যে আবসালোমকেই ডেভিড সর্বাপেক্ষা ভালবাসত। মনে মনে বুঝত তার প্রতি সে অন্যায় করছে। কিন্তু তার রক্ত যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত সেই সন্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ডেভিড ভাবতেই পারত না।

ডেভিড জেরুজালেম ছেড়ে পালাল। জর্ডন নদী বরাবর পদব্রজে গিয়ে মহানেম গ্রামে বাস করতে লাগলো।

রাজাহীন রাজ্য ফলে রাজ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধে যারা হেরে যাচ্ছিল তাদের তখন মনে পড়ল সেই ডেভিডকে যে গোলিয়াথকে বধ করেছিল, সে ডেভিড নয় যে ডেভিড পরস্ত্রীর লোভে স্বামীকে হত্যা করিয়েছিল। যে ডেভিড ফিলিস্টিনদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে সেই ডেভিডকে তারা স্মরণ করলো।

তারা ডেভিডের কাছে গিয়ে তাদের আনুগত্য জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলো।

দেশ এখন দুই দলে বিভক্ত। একদল ডেভিডের পক্ষে অপরদল পুত্র আবসালামকে সমর্থন করে তবে ডেভিডের দিকটাই ভারি।

এফরাইনের অরণ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধল। ডেভিড তার সেনাপতিদের বিশেষ করে বলে দিলো তারা যেন আবসালামের কোনো ক্ষতি না করে। ছেলে তার প্রতি বিদ্রোহ করলেও ছেলের প্রতি তার স্নেহ ম্লান হয় নি।

সারাদিন ধরে দুই দলে তুমুল লড়াই হলো। বহু লোক মারা পড়ল। সন্ধ্যার কিছু আগে ডেভিডের সৈন্যরা অপর পক্ষকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। আবসালামও পলায়ন করলো।

আবসোলাম একটা খচ্চরের পিঠে চেপে যত জোরে পারল জন্তুটাকে ছোটাতে লাগলো। রাস্তার দুপাশে গাছ, অনেক ডাল নিচু হয়ে গেছে। আবসোলামের মাথার চুল উড়ছে। সহসা তার মাথার সেই লম্বা চুল যা তার গর্ব ছিল তা গাছের ডালে এমন ভাবে আটকে গেল যে সে কিছুতেই ছাড়াতে পারল না। তার ওপর আবার খচ্চরটা পালিয়ে গেল। আবসোলাম গাছের ডালে এমনভাবে ঝুলতে লাগল যেন তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এমন অবস্থায় মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক।

ডেভিডের একজন সৈনিক তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেল কিন্তু ডেভিডের আদেশ

ছেলের যেন কোনো ক্ষতি না হয় তাই সে আবসোলামকে আঘাত করলো না কিন্তু তার বন্ধন মুক্ত করে নামাবারও চেষ্টা করলো না। তখনও হয়ত হতভাগ্যের দেহে প্রাণ ছিল, নামালে হয়ত বেঁচেও যেত।
কিন্তু সেই সৈনিকের এমনই বুদ্ধি সে ছুটে গেল তার সেনাপতি জোয়াবকে খবর দিতে। জোয়াব তখনি ছুটে এসে দেহটি ঝুলতে দেখে জীবিত কি মৃত বিবেচনা না করে পর পর তিনটে বর্শা ছুঁড়ে হত্যা করলো। কেমন বীর সেনাপতি! তারপর কাছে একটা ওক গাছের নিচে একটা গর্তয় ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিলো। তার-পর একজন হাবসি ক্রীতদাসকে বললো, যাও রাজাকে খবরটা দাও গে যাও।
হাবসি ভাবল ছেলে হলেও তার শত্রু নিহত হয়েছে শুনলে রাজা খুব খুশি হবে তাই সে ডেভিডের সামনে এসে রং চড়িয়ে এই মর্মান্তিক খবরটা দিলো।
ডেভিড প্রচণ্ড আঘাত পেল, ভেঙে পড়ল। নাথানের অভিশাপ মনে পড়ল।
যুদ্ধে জয়লাভের পর ডেভিডের সঙ্গে বিদ্রোহীরা মিটমাট করে নিল। দেশে শান্তি স্থাপিত হলো কিন্তু আবসোলাম আর ফিরে আসবে না কোনোদিন। ডেভিড সারা প্রাসাদ একা ঘুরে বেড়ায়, কাকে যেন খোঁজে। তারও বিস্তর বয়স হয়েছে। এই বয়সে পর পর শোক সহ্য করা কঠিন। সে বুঝল তার দিন ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু আবার সংকট!
ডেভিড বৃদ্ধ হয়েছে, সৈন্য পরিচালনা করবার ক্ষমতা নেই, পুত্রশোকে শোকা-তুর। সুযোগ বুঝে ফিলিস্টিনরা আক্রমণ করলো। বাবার বিপদে পাশে এসে দাঁড়ান দূরে থাক. আবসোলামের ছোটভাই অ্যাডোনিজা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো।
ডেভিড মুষড়ে পড়ল না। তখনও তার দেহে মনে কিছু আগুন ছিল। সেই আগুন আবার জ্বলে উঠল।
ডেভিড তৎক্ষণাৎ ইহুদি জাতির রাজা ঘোষণা করে সলোমনকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। অ্যাডোনিজার স্বপ্ন ভেঙে পড়ল, সে বিপাকে পড়ল। সে দেখল সোলামন সব দিক দিয়ে তার চেয়ে সেরা, সাহসে, বুদ্ধিতে কৌশলে, কোনো দিকেই সে সলোমনের সমান নয়। তার সঙ্গে সে পারবে না। অতএব বুদ্ধি-মানের মতো সে সলোমনের সঙ্গে মিটমাট করে নিল। সলোমন তাকে ক্ষমা করলো।
সলোমনকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে ডেভিড আর রাজকার্যের কিছুই দেখত না। প্রাসাদের এক অন্ধকার কোণে বসে সে তার মৃত পুত্র আবসোলামকে উদ্দেশ করে নিজের মনেই কত কথা বলতো। অনুতাপও করতো। মোজেস যে সব বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন তার অনেকগুলি সে পালন করে নি কেন? শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে ডেভিডকে চির শান্তি দিলো।

সলোমন স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ। সুবিচারের কথা উঠলেই তাঁর নাম ওঠে। এখন তিনি হলেন সমগ্র ইহুদি জাতির রাজা। আদি ভূমি উর ছেড়ে পিতা-মহগণ পূব দেশে এসে জর্ডন উপত্যকায় থিতু হয়ে বসলেন এর মধ্যে কয়েক

শতাব্দী কেটে গেছে। অনেক হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধ বিপর্যয় কাটিয়ে ইহুদিরা যে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, এটা ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আব্রাহামের যুগের সঙ্গে সলোমন যুগের পার্থক্য। আব্রাহাম যখন কোনো ব্যক্তিকে ভোজে আপ্যায়ন করতে চাইতেন তখন তিনি তাঁর দাসদের বলতেন একটি মাত্র মেষশাবক বধ করতে।

সলোমনের ভোজন টেবিলের জন্য প্রতিদিন বিশেষ ওজনের তিরিশ মাপ ময়দা মাখা হতো, সত্তর মাপের দানা চূর্ণ, দশটি হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়, কুড়িটি কচি ষাঁড়, ডজন ডজন হরিণ ও বাচ্চা হরিণ, কুক্কুট, হাঁস এবং অন্যান্য পাখি।

আব্রাহাম যখন কোনো নতুন দেশে প্রবেশ করতেন তখন সাধারণ একটি তাঁবুতে কয়েকখানা পুরাতন কম্বল বিছিয়ে নিদ্রা যেতেন। আহার তো অতি সাধারণ ছিল।

সলোমন তাঁর প্রাসাদ সম্পূর্ণ করতে কুড়ি বছর সময় নিয়েছিলেন। তিনি আহার করতেন নিরেট সোনার পাত্রে। তাহলে কি প্রচুর পরিমাণ সলোমন ব্যয় করতেন। ডেভিডও করেছেন। আবার কয়েকশত বৎসর পরে ইহুদিরা বিতাড়িত হয়ে ব্যাবিলনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে দীনহীনের জীবন যাপন করছিল তখন তারা অতীতের এই ঐশ্বর্য লিপিবদ্ধ করতে গৌরব বোধ করতো। এই ইতিহাসকারদের মতে সলোমনের রাজ্য ছিল ইউফ্রেটিস থেকে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত।

যে মহান রাজা সোনার পাত্রে আহার করতেন তাঁর ধনসম্পদ যে সীমাহীন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু এইসব রাজা গরিব মানুষদের মানুষ বলে গণ্য করতো না। তাদের প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে শ্রমিকদের বিনা মজুরিতে শ্রম তো দিতেই হতো উপরন্তু প্রাসাদ, মন্দির, ভজনালয়, দুর্গ, জেরুজালেমের দেওয়াল ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দরিদ্রদের কর দিতে হতো।

কেউ হয়তো বিদ্রোহের ধ্বজা তোলবার চেষ্টা করতো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করতো না। ধ্বজা নামিয়ে নিত। তবুও সলোমন রাজসভা ও রাজ্য পরিচালনার জন্যে খরচ সীমাবদ্ধ রাখতেন কিন্তু দরিদ্রদের কি দিতেন?

যোসেফ এবং আর কোনো ইহুদি মহাভাগদের মতো সলোমনও কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনা স্বপ্নে বা ভাব এলে দেখতে পেতেন।

সিংহাসনে আরোহণ করবার অল্পদিন পরে জিহোভা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বর চাও?

সলোমন বললেন, আমি জ্ঞান চাই। হিব্রু ভাষায় এই জ্ঞান শব্দটির দুইরকম অর্থ করা যায়, জ্ঞান এবং বিচক্ষণতা। চাতুর্যও বলা যায়। সলোমন উভয় গুণই পেয়েছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দিতেন না।

ইহুদিদের রাজা এই অধিকারবলে তিনি জাতির প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। তাঁর সুবিচারের বিষয় কয়েকটি কিংবদন্তী আজও প্রচলিত আছে। একটি ছোট

শিশুর কে মাতা এই নিয়ে দুই রমণীর মধ্যে তুমুল বিবাদ। দুজনেই দাবি করে সে শিশুর মা। তখন রমণী দুজন শিশুকে নিয়ে বিচারের জন্যে সলোমনের কাছে গেলেন। সলোমন সব শুনে ঘাতককে ডেকে বললেন, শিশুটাকে কেটে দু ভাগ করে দুজনকে দিয়ে দাও। তখন একজন রমণী বললো, না না ওকে কেটে বধ কোরো না। অন্য রমণীর কাছে থাক তবু তো আমার ছেলে বেঁচে থাকবে। অপর রমণী নীরব ছিল। সলোমন তখন সহজেই বুঝতে পারলেন শিশুর মা কে। শিশুটি তিনি তাকেই দিয়ে দিলেন।

আর একবার এক রমণী সাদা ফুলের দুটি মালা এনে সলোমনের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, বলুন তো মহারাজ কোনটি আসল ফুলের মালা। বাস্তবিক মালা দুটি এতই নিখুঁত যে ধরা শক্ত। সলোমনের দেরি হলো না। বললেন, রমণী তোমার বাঁ হাতের মালাটাই আসল। সলোমন লক্ষ্য করেছিলেন সেই মালার ওপর একটা মাছি বসেছিল। রমণী পরাজয় স্বীকার করে রাজার বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করে চলে গেল।

এই প্রকার দ্রুত ও নিভুল বিচার সলোমনকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তাঁর ওপর মানুষের এতদূর বিশ্বাস জন্মেছিল যে তিনি যখন বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলতেন তখন মানুষ তা গ্রাহ্য করতো না।

সলোমন খৃঃ পূঃ ৯৪৩ থেকে খৃঃ পূঃ ৯০৩ পর্যন্ত, চল্লিশ বছর দেশ শাসন করেছিলেন। আর এই চল্লিশ বছর ধরে তিনি জলের মতো অর্থ ব্যয় করেছেন।

তার প্রথম কীর্তি রাজপ্রাসাদ আগে যার একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সে বিরাট বাড়ি, কত ঘর, কত দরবার হল, প্রাঙ্গণ, অস্ত্র মজুত রাখার ঘর, ভজনালয়, রাণীদের অন্দরমহল। প্রাসাদের ভেতর রাজার নিজস্ব কর্মচারীদেরও থাকবার ব্যবস্থা ছিল।

সমস্ত প্রাসাদটা পাথর ও সাইপ্রেস কাঠের তৈরি। বাড়ি সম্পূর্ণ করতে কুড়ি বছর লেগেছিল।

একটি পবিত্র মন্দির বা ভজনালয়ও তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তবে সেকালের মন্দির বা ভজনালয় বর্তমান কালের গির্জার মতো দেখতে ছিল না। তার স্থপতি ছিল অন্য রকম। ইহুদিদের দেবতা একজন, তারা বহু দেবতার উপাসক নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নরনারী এসে এই মন্দিরে জিহোভার উপাসনা করতো, হোম করতো বা বলিদান দিত। তখন কোনো পুরোহিত ধর্মোপদেশ দিত না। ভক্তরা নিজেই পূজার্চনা করতো। ভক্তদের আসার বিরাম ছিল না। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত তারা আসত। মন্দির ও প্রাঙ্গণ সর্বদা জমজমাট থাকত।

তবে মন্দির প্রাসাদের মতো বিরাট ছিল না। অনেক ছোট। বর্তমানের মাপ অনুসারে পঁচানব্বুই ফুট বাই তিরিশ ফুট, আজকালের একটি গ্রাম্য গির্জার আকারের সমান।

বড় হোক আর ছোট হোক, ভজনালয় ও প্রাসাদ তৈরি করতে বেহিসেবীভাবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হতো। ইহুদিরা ছিল প্রধানতঃ পশুপালক ও কৃষি-

জীবি। তারা বাড়ি যদিও বা গাঁথতে পারত কিন্তু বাড়ি সাজাবার জন্যে কোনো কারুকাজ করতে জানত না। পাথর কাটবার জন্যে, কাঠ খোদাইয়ের জন্যে এবং সোনারুপোর সূক্ষ্ম কাজ করবার জন্যে বিদেশ থেকে মিস্ত্রি ও কারিগর আমদানি করতে হতো। বেশিরভাগ মিস্ত্রি ও কারিগর আসত ফিনিশিয়া থেকে। সেই তিন হাজার বছর আগে ফিনিশিয়া ব্যবসা জগতের শীর্ষে ছিল। টায়ার বা সিডন বন্দর আজও আছে। একদা তারা যে পৃথিবীর প্রধান দুটি বন্দর ছিল আজ তা বোঝবার উপায় নেই। আজ ওরা নিষ্প্রভ, টিঁকে আছে। জেলেরা ওখান থেকে মাছ ধরতে যায়।

টায়ারের শাসকের সঙ্গে ডেভিড আগেই একটা ব্যবসায়িক চুক্তি করেছিলো এখন সলোমন সিডনের রাজা হিরমের সঙ্গে অনুরূপ এক চুক্তি করলো। সলোমন রাজা হিরমকে দানা শস্য সরবরাহ করবেন আর রাজা হিরম সলোমনকে কয়েকটি জাহাজ ব্যবহার করতে দেবেন এবং দক্ষ কারিগর ও শিল্পী নিয়মিত পাঠাবেন।

ফিনিশিয়ার জাহাজগুলি রাজা হিরমের কাছে থেকে সলোমন ভাড়া নিয়েছিলেন। এই সব জাহাজে মালবোঝাই করে ভূমধ্য সাগরের সমস্ত বন্দরে পাঠাতেন এমন কি সুদূর টারশিস বন্দর পর্যন্ত। বন্দরটি স্পেনে অবস্থিত, রোমানরা বলত টার্টেসাস। জেরুজালেমের মন্দির বা প্রাসাদের জন্যে এই বন্দর থেকে সোনা এবং রত্ন সংগ্রহ করা হতো।

সলোমনের চাহিদা ছিল অনেক বেশি যা ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলি থেকে আহরণ করা যেত না। তাই তিনি ফিনিশিয়া থেকে একদল জাহাজ নির্মাতা আনিয়ে তাদের রেড সি-এর পূব দিকে অবস্থিত গালফ অফ আকাবাতে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে এজিয়ন জেবার-শহরের উপকণ্ঠে জাহাজ নির্মাণ ঘাঁটি তৈরি করে দিলেন। এখানে যে সব জাহাজ তৈরি হলো সেগুলি ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা আফ্রিকার উপকূল বরাবর ওফির পর্যন্ত পাঠানো হলো। ওফির বন্দর ভারতেও হতে পারে।

চন্দনকাঠ, হাতির দাঁত, ধূপ ও সুগন্ধী দ্রব্য নিয়ে আসত। চন্দনকাঠ ও হাতির দাঁত যেমন ভারতে পাওয়া যেত তেমনি আফ্রিকার কেনিয়াতেও পাওয়া যেত। এমনও হতে পারে যে উভয় দেশেই সলোমনের জাহাজ পাড়ি দিত।

পিরামিড তৈরি হয়েছে তখন থেকে তিন হাজার বছর আগে ঐ মিশরেই থিবস ও মেমফিস এবং নিনেভা ও ব্যাবিলনের মন্দিরগুলির তুলনায় সলোমনের মন্দিরগুলি অনুজ্জ্বল। তবুও বলা যায় যে অনেক সেমেটিক জাতির মধ্যে একটি সেমেটিক জাতি স্থাপত্য শিল্পে স্থায়ী কিছু নিদর্শন রাখবার চেষ্টা করেছিল।

স্থাপত্য যার বিচারে যেমন হোক সেগুলি দেখবার মনো-আগ্রহী বিদেশীর অভাব হতো না। আরবের স্বর্ণভূমির রাণী শেবার রাণী অন্যতম। শেবার রাণী প্রাসাদ ও মন্দিরগুলি দেখে রাজার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শিল্পী রাজার প্রতি আকৃষ্ট হন। রাণী দেশে ফেরবার আগে একশত বিশ তাল সোনা

ও প্রচুর সুগন্ধী উপহার দিয়েছিলেন। ইথিওপিয়ার রাজবংশ শেবা রাণীরই বংশধর।
অনেক ভ্রমণকারী অনেক দেশ ভ্রমণ করে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন যেমন মার্কো পলো, ইবন বাতুতা বা হুয়েন সাং কিন্তু ইজরেল তথা জেরুজালেম সম্বন্ধে এমন কোনো প্রাচীন ভ্রমণ বৃত্তান্তেব সন্ধান পাওয়া যায় নি যা অবলম্বন করে দেশের রাজনীতি বা জনজীবন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।
ঐসব মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করতে কত খরচ হয়েছিল তার হিসেব পাওয়া যায় না। বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার ভিত্তিতে হিসেব করলে তা কয়েক হাজার কোটি ডলার হবে। পিরামিড আজও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ইজরেলের ঐ সব প্রাসাদ বা মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সেই সব হর্ম্যের একটি পাথরও নাকি পাওয়া যায় না। একশত কুড়ি ফুট গভীর পর্যন্ত খুঁড়ে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে কিছু অনুমান করা যায় না। বয়সের ভারে ভেঙে পড়ার আগে অনেক আক্রমণকারী এই সব হর্ম্য ভেঙে চুরমার করে মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।
মরিয়া নামে পাহাড়ের ওপর অনেকগুলি দর্শনীয় বাড়ি ছিল। ইহুদিরা মিশব থেকে কান্যানভূমির দিকে যাত্রা শুরু করেছিল খৃঃ পূর্ব ৪৮০ অব্দে। একদল বাস্তুহারা মরিষা পাহাডে এসে সাত বছব ধবে বাডিগুলি তৈরি কবেছিল। এগুলিও আর নেই।
বাড়ি তৈরির জন্যে পাথর ও কাঠ কাটা বা খোদাই করবার সময় প্রচণ্ড আওয়াজ শহরবাসীদের বিরক্ত করতো বলে শহবের উপকণ্ঠে পাথর, কাঠ কাটা ও খোদাই করার কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল।
ইহুদিরা তখনও পাথরের বাড়িতে বাস করা অপছন্দ করতো। পাথরের দেওয়াল তাদের মনঃপূত হতো না। সলোমন তাই তার প্রাসাদের ও মন্দিবের দেওয়াল ও মেঝে কাঠের তক্তা দিয়ে আবৃত করে দিয়েছিলেন।
মন্দিরের পবিত্রতম কোরক গৃহ একটি চতুষ্কোণ ঘর, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় সব দিক দিয়ে ঘরের মাপ তিরিশ ফুট। মন্দিরের ভেতরে প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু পক্ষ বিস্তার করে দণ্ডায়মান দুই দেবদূত। প্রসারিত ডানার আশ্রয়ে রক্ষিত আছে আর্ক। আর্ক একটি কাঠের সিন্দুক, পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে নিয়ম-সিন্দুক। দুটি প্রস্তরখণ্ডে মহামতি মোজেস যে বিধানাবলি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন সেই প্রস্তরখণ্ড দুটি সযত্নে বক্ষিত আছে। এই পবিত্র সিন্দুকের বয়স পাঁচশ বছর। সাইনাই পাহাড়ের শীর্ষে মেঘাবৃত আকাশে স্বয়ং জিহোভা অবশ্য পালনীয় ঐ পবিত্র নিয়মগুলি বলে দিয়েছিলেন। জিহোভা দশটি আদেশ পালন করতে বলেছিলেন যা টেন কমাণ্ডমেণ্টস নামে জনপ্রিয়। এসব কথা আগে বলা হয়েছে।
ঘরটির ভেতর চির নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। ঘর এত শান্ত যে কেউ নিশ্বাস মোচন করলে তা বেশ জোরে শোনা যায়। বছরে মাত্র একদিন সেই পবিত্র-ঘরের

দরজা খুলে প্রধান পুরোহিত প্রবেশ করতেন। এই দিনটিকে বলা হয় নিজ দোষ ত্রুটি সংশোধনের দিন।

প্রধান পুরোহিত তার পরিচয়জ্ঞাপন পোশাকটি খুলে রেখে শ্বেতশুভ্র একটি পোশাক পরতেন। তাঁর হাতে থাকতো একটি ধুনুচি, তাতে কিছু কাঠ কয়লা থাকত। চন্দন গুগগুল ধুনা ইত্যাদি জ্বালিয়ে সেই ধুনুচি পবিত্র বেদির ওপর তিনি সেটি রাখতেন। সুগন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে উঠত।

প্রধান পুরোহিতের অপর হাতে থাকতো সোনার একটি পাত্র। বলি দেওয়া বলদের রক্ত সেই পাত্রে থাকতো। এই রক্ত আত্মশুদ্ধির প্রতীক।

এরপর পুরোহিত বেরিয়ে আসতেন। সোনার দরজা বন্ধ করে দিতেন। দরজায় ফুল ও খেজুর গাছ খোদিত আছে। ঘরের ভেতরে ঐ দু'জন দেবদূত প্রসারিত পক্ষের আশ্রয়ে পবিত্র নিয়ম-সিন্দুক দিবারাত্র পাহারা দেবে।

পবিত্র ঘরের বাইরে উপাসনা মন্দির, সেখানে পুণ্যার্থীদের ভিড়, কলকোলাহলে মুখরিত। নিবেদিত ধূপ জ্বালাবার জন্যে এই ঘরে একটি পবিত্র বেদি আছে। প্রচলিত নিয়ম হলো যারা এই পবিত্র দেবমন্দিরে পূজার্চনা বা উৎসর্গ করতে চায় তারা বলিদান দেওয়া পশুর রক্ত এই বেদির সামনে ঢেলে দেবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুণ্যার্থী ও পশুদের কলরবে মন্দির ও প্রাঙ্গণ সর্বদা মুখরিত থাকতো।

ইহুদি শাস্ত্রে পশু বলি দেওয়ার নিয়মকানুন বড় জটিল। পরোহিতদেরও কার-সাজি ছিল। তারা ব্যক্তি, গুরুত্ব ও অবস্থা বুঝে নিয়ম পরিবর্তন করে বাড়তি কিছু রোজগার করে নিত। পুরোহিতরাও সৎ ছিল না। মোজেস যে নিয়ম বা বিধান বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন তা সকল সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। পুরোহিতরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতো। এক এক রকম পাপের জন্যে পুরোহিতরা এক একরকম নিয়ম বাতলাতো।

তবে যারা খুবই গরিব, পুরোহিতরা বুঝত মোচড় দিলেও কিছু আদায় করা যাবে না তখন তারা যা দিতে পারতো তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতো এমন কি রুটি বা ভাজা শস্য নিতেও আপত্তি করতো না।

বলিদানের জন্যে অনেকে পশু নিয়ে আসতো, আবার মোটা লাভে বিক্রির জন্যে পুরোহিতরাও মন্দিরের বাইরে প্রাঙ্গণে পশু বেঁধে রাখতো। ভক্তরাই পশু বলি দিতো কিন্তু পরে পুরোহিতরা নিজেরা বলি দিয়ে দিতো। এই ব্যবস্থা অধিকাংশ ভক্তর মনঃপূত ছিল না।

পশুটি প্রথমে বলি দিয়ে পরে তাকে টুকরো টুকরো করে কাটা হতো। আর রক্ত পাত্র করে নিয়ে গিয়ে ধূপ রক্ষিত সেই পবিত্র বেদির সামনে ছিটিয়ে বা ঢেলে দেওয়া হতো। পশুর চর্বি পুড়িয়ে দেওয়া হতো। পশুর মাংস পূজার্থী, পুরোহিত ও সমবেত সকলে ভোজন করতো।

আবার পুরনো কথায় ফিরে যেতে হবে। লিপিকারগণ এ কথা পূর্বে বিশদ-ভাবে বলেন নি।

মন্দির নির্মাণ একদিন শেষ হলো। এবার দ্বারোদ্ঘাটন করা হবে ও ধর্মাত্মাদের প্রতি উৎসর্গ করা হবে। সলোমন আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট এক সমারোহের আয়োজন করে ইহুদি জাতির সকল নেতাকে জেরুজালেমে আহ্বান করলেন।
পবিত্র আর্ক বা নিয়ম-সিন্দুক তখন জিয়ন পাহাড়ের ওপর রক্ষিত আছে। এই জিয়ন পাহাড়ই হলো জেরুজালেমের আদিভূমি। এই পাহাড়ের ওপরে ও পাহাড় ঘিরে নগরের পত্তন হয়েছিল।
এই পাহাড়ে একটি দুর্গ ছিল। ক্যানান ভূমির অন্যতম আদি বাসিন্দা জেবু-সাইটদের দখলে দুর্গটি ছিল। তাদের রাজাকে জশুয়া হত্যা করেছিলেন কিন্তু তারা এরপর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্বাধীন ছিল।
ডেভিড এই দুর্গ দখল করে নামকরণ করে ডেভিডনগর. স্থির করে এখানেই সে তার রাজধানী নির্মাণ করবে।
সেই কিরজাঠজেরিম থেকে ডেভিড আর্ক আনিয়ে পুরাতন রাজপ্রাসাদের গায়ে অস্থায়িভাবে নির্মিত একটি ট্যাবারনাকলে সেটি রেখেছিলেন। পুরোহিতরা এখন আর্কটি সেখান থেকে নবনির্মিত মন্দিরে এনে পবিত্র কোরকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন। আর্ক এখানেই পাকাপাকিভাবে থাকবে।
পবিত্র কোরক ঘরে আর্ক প্রতিষ্ঠা শেষ হলো আব একখণ্ড বৃহৎ মেঘ আকাশ থেকে নেমে এসে মন্দিরটি ঘিরে ফেলল। পরোহিতরা প্রার্থনা করলেন। এই ব্যবস্থা জিহোভা অনুমোদন করলেন, মেঘ পাঠিয়ে সেটা তিনি জানিয়ে দিলেন। তাছাড়া তিনি স্বয়ং অদৃশ্যরূপে ঐ মেঘের সঙ্গে মন্দিরে এসেছেন। সলোমন, পুরোহিতরা এবং সমবেত সকলে হাঁটু গেড়ে বসে যুক্তকরে জিহোভার প্রার্থনা করলেন।
সলোমন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা বেদিতে যে নৈবেদ্য রেখেছিলেন তার ওপর নেমে এলো একটি অগ্নিগোলক এবং সেই অগ্নি নৈবেদ্যগুলি আত্মসাৎ করলো অর্থাৎ জিহোভা তাদের নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন।
এরপর যে ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল তা পুরো দুই সপ্তাহ ধরে চলে-ছিল। এই উপলক্ষে সলোমন বাইশ হাজার বলদ এবং এক লক্ষ বিশ হাজার ভেড়া বলি দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। ভক্তগণও প্রচুর পশু বলি দিয়েছিল। মন্দির নির্মাণ, জিহোভার সমর্থন এবং এই বিরাট ভোজ সলোমনের জনপ্রিয়তা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিলো। দিকে দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।
শুধু সলোমনেরই নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল না, ইজরেল নামে ইহুদিদের যে একটা দেশ আছে সেই দেশের নামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদেশ থেকে আগ্রহী মানুষ দেশটা দেখতে এলো, ব্যবসায়ীরা আসতে লাগল। ইহুদি ব্যব-সায়ীরাও মিশরের বিভিন্ন শহরে, ভূমধ্যসাগর, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত শহরে শাখা অফিস এবং দোকান খুললো। ইজরেলের বিরাট সমৃদ্ধির সূচনা হলো। তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।
কিন্তু অর্থই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে না।
সলোমন ইহুদি জাতির অবিসম্বাদিত রাজা, অর্থ ও সম্পদের সীমা নেই। তাঁর

বয়স বাড়ছিল। বৃদ্ধই বলা যায়। প্রাসাদের বাইরে আর যান না তথাপি ব্যক্তি-গত দেহরক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। তিনিই প্রথম ইহুদি রাজা যার একটি অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। তিনি ক্রমশঃ রাজকার্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। যদিও তিনি মনে করতেন যে তিনি একদল পশুপালক ও কৃষিজীবীর রাজা নন, তিনি এক বিশাল প্রাচ্যদেশের রাজা।

এ হেন সলোমনেরও পতন শুরু হলো। তিনি মিশর, মোবাইট, হিটাইট, এডোমাইট, আম্মোনাইট অথবা ফিনিশিয়ার কন্যাদের বিয়ে করেছিলেন। তাঁর পত্নীর সংখ্যা ছিল সাত শত, উপপত্নী ছিল তিন শত। তিনি কোনো রমণীকে অবহেলা করতেন না। তাদের আবদার রক্ষা করতেন। আর এই আবদার রক্ষাই তাঁকে বিপক্ষগামী করলো।

তাঁর পত্নীরা এসেছিল বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু তারা জিহোভাকে নিজেদের দেবতা বলে মেনে নেয় নি। পতির ধর্ম যে তাদেরও ধর্ম তা পত্নীরা বিশ্বাস করতো না। তারা নানা দেবদেবীর বিগ্রহ পূজা করতো। পত্নীদের অনেকের ইচ্ছা পূরণ করতে এবং জিহোভার অনিচ্ছায় অন্দরমহলে, আইসিস, বল বা অন্য দেবদেবীর মন্দির ও বেদি নির্মাণ করে দিতে হলো। জনসাধারণ রাজার এই অনাচার সমর্থন করলো না। তারা প্রতিবাদ করতে শুরু করলো। সলোমন যতই বৃদ্ধ হচ্ছেন ততই তিনি মানসিক দিকে দুর্বল হয়ে পড়ছেন, মনের জোর কমে যাচ্ছে। জিহোভাকে নিয়মিতভাবে স্মরণ করেন না। জিহোভাও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।

প্রজারা ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হলো। তারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রক্ত জল করে বিনা মজুরিতে যে মন্দির নির্মাণ করেছে তার অপমান হচ্ছে। রাজা এই মন্দিরে আর আসেন না, জিহোভাকে অবহেলা করছেন।

তাঁর পিতা ডেভিড আমরণ জিহোভাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে গেলেন। এই ডেভিডের বংশেই যীশুর জন্ম হয়েছে। জিহোভা একদিন সলোমনকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন তুমি পাপ করছ কিন্তু তোমার পিতা আমার একান্ত সেবক ছিল তাই তোমাকে আমি এখনও রক্ষা করছি কিন্তু তোমার মৃত্যু আসন্ন তারপরই দেশ বিদ্রোহ করবে এবং দেশ ভাগ হয়ে যাবে।

সত্যই তাই হয়েছিল। সলোমনের মৃত্যুর পর ইহুদিরা বিদ্রোহ করলো। দেশ ভাগও হয়েছিল। সে কথা পরের পরিচ্ছেদে বলা হবে।

সলোমনের শেষ জীবনের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর শেষ জীবনের ইতিহাস 'সলোমনের বৃত্তান্ত পুস্তক' নামে একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সে পুস্তক হারিয়ে গেছে।

সলোমনের মৃত্যু শান্তিতেই হয়েছিল। "পরে সলোমন আপন পিতৃলোকের সহিত নিদ্রাগত হইলেন ও আপন পিতা দায়ূদের নগরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র রিহোবোম রাজা হইলেন।"

ডেভিড নগর বা সিটি অফ ডেভিড-এ সলোমনকে কবর দেওয়া হয়েছিল তবে বিরাট কিছু সমাবেশ হয় নি কারণ শেষ জীবনে সলোমন তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে-

ছিলেন। তিনি এক শক্তিশালী ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন কিন্তু শেষ জীবনে বিলাসিতা, পত্নী ও উপপত্নীদের প্রতি দুর্বলতা ও ধর্মপথ থেকে সরে আসা তাঁর পতনের কারণ।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল।

১২

গৃহযুদ্ধ

সলোমনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিহোবোম ইজরেলের রাজা হলেন। আম্মন জাতির কন্যা নামাহ্ ও সলোমনের পুত্র এই রিহোবোম।

রিহোবোম তার উত্তরাধিকারীদের কোনো গুণ পায় নি। সে ছিল বুদ্ধিহীন, মূর্খ অথচ সংকীর্ণমনা। এমন রাজার কাছ থেকে সুশাসন আশা করা যায় না।

তবে সে রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এজন্যে সে দায়ী ছিল না, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। দেশের মানুষ বিদ্রোহ করলো, বিপ্লব হলো, ইজরেল দ্বিখণ্ডিত হলো। এক ইজরেল দুই বিবদমান দেশে পরিণত হলো। নতুন রাজাকে দায়ী না করা গেলেও তারও অনেক ত্রুটি ছিল।

ইহুদি ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই দেখা যায় তাদের চরিত্রে হিংসা ও পরশ্রী-কাতরতা প্রবল। আচোর উপত্যকায় যে জুডা জাতি বাস করতো এবং উত্তরে যে ইজরেলীরা বাস করতো এই উভয় সম্প্রদায় ইহুদি হলেও পরস্পরকে শত্রু মনে করতো। কিন্তু কেন এই শত্রুতা তার সমস্ত কারণ এতদিন পরে সম্পূর্ণ-ভাবে জানা যায় না।

সত্যি কথা বলতে কি ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম এগারোটি পরিচ্ছেদ পড়ে সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। সবকিছু সত্য বলে মেনে নিতে মন চায় না। যারা এই সকল ইতিহাস লিখেছিল তারা ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তারা অনেক ক্ষেত্রে মনগড়া কাহিনী সত্য বলে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এমন কাহিনীও হয়তো আছে যা ইহুদি চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

তাছাড়া এই দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীতে ইহুদিদের অনেকবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে, তাদের জীবনে বহু বিপর্যয় ঘটেছে, কতো নেতা এসেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও সম্মুখীন হতে হয়েছে, লিপিকারদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে অতএব সত্যমিথ্যা বিচার করা অনেক ক্ষেত্রেই আজ সুকঠিন। কোনো প্রাচীন দেশের নির্ভুল ও সঠিক ইতিহাস আছে কিনা সন্দেহ। প্যালেস্টাইন যে কবে কোন্ সময় থেকে একটি ইহুদি রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছিল তাও নির্ণয় করা যায় না।

অ্যামেরিকার ইতিহাস তো প্রাচীন নয় তবুও সে দেশের অনেক ঘটনা অস্পষ্ট বা রহস্যাবৃত। ওল্ড টেস্টামেন্টের পাতায় পাতায় জুডা এবং ইজরেল শব্দ

দুটির উল্লেখ দেখা যায়। শব্দ দুটি যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে জুডাকে ইজরেল বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা ইজরেলকে জুডা।

বর্তমান কালে অ্যামেরিকা বলতে আমরা বুঝি ইউনাইটেড স্টেটস অফ অ্যামেরিকা কিন্তু অ্যামেরিকা হলো উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মহাদেশ। আবার ইউ-এস-এ-কে স্টেটস বলেও উল্লেখ করা হয়। বলা যায় না হাজার কি দু'হাজার পরে ছাত্ররা এই নাম নিয়ে বিভ্রান্তে পড়বে কি না।

আমাদের কলকাতা শহরেও যেভাবে রাস্তার নাম বদলান হচ্ছে তাতে হয়ত পঞ্চাশ বছর পরে বউবাজার স্ট্রীট কোথায় ছিল তা খুঁজে পাবেন না। পঞ্চাশ বছর পরে যদি কোনো ইতিহাস বইতে লেখা হয় ডালহৌসি স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনারের গায়ে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তখন ছাত্ররা খুঁজে বেড়াবে ডালহৌসি স্কোয়ার কোথায় ছিল? ইজরেল এবং জুডার বাসিন্দারা ইহুদি এবং তারা জেকবের দুই সন্তানের বংশধর অথচ উভয়ের মধ্যে শত্রুতা। ইতিহাস কি ছলনাময়ী?

যে সময়ে জুডা বা ইজরেলের ঘটনাবলী লেখা হতো তখন লেখকরা জানত জুডার অবস্থান কোথায়, তার সীমানাই বা কতটুকু। ঠিক সেইরকম ইজরেল সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দু'হাজার পরে এই দুই দেশের অবস্থান ও সীমা নির্দিষ্ট করা কঠিন। তারপর আমরা মাঝে মাঝে উল্লেখ দেখি 'নদীর ওপারে' বা নগরে গেলেন। কোন্ নদী? কোন্ শহর? কোনো কোনো ক্ষেত্রে জর্ডন বা জেরুজালেমকে উল্লেখ করা হয়েছে তা বোঝা যায়, সর্বক্ষেত্রে নয়, অনুমান করে নিতে হয়।

কিছু কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইহুদিজাতির অধিকাংশ নেতা যেমন জশুয়া, গিডিয়ন, স্যামুয়েল, সল, জন দি ব্যাপটিস্ট এবং স্বয়ং যীশু উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ ইজরেলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্যতিক্রম ডেভিড। সে জন্মেছিল দক্ষিণে। আরও একটা বিশেষত্ব হলো যে ইহুদিরা বেশিদিন একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে নি।

সলোমন তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও রাজনীতিক কৌশল দ্বারা ইহুদি জাতিকে একত্র করতে পেরেছিলেন কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পাপাচরণে লিপ্ত হয়ে জিহোভা ও প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুললেন। অবস্থা তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সে কিছু করতেও পারলেন না। তারপর তো তাঁর মৃত্যু হলো। ভাবতে অবাক লাগে অমন একজন বিরাট পুরুষের শেষ বয়সে পদস্খলন হয় কি করে?

ইহুদি জাতি কেন তাঁর প্রতি বিরূপ হলো? ঐতিহাসিকরা বলেন যে অমন বুদ্ধিমান সলোমন যে ইজরেলকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল সে নাকি ডেভিড অপেক্ষা কম বিশ্বাসযোগ্য ও অনুদার ছিল। ডেভিডকে ইহুদিরা বেশি বিশ্বাস করতো। ডেভিড আরও উদার ছিল। যেসব মানুষকে সলোমন দেশের পক্ষে

বিপজ্জনক মনে করতো তাদের সে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে অথচ ডেভিড জোয়াবকে হত্যা করে নি।

উত্তরে ইজরেলীরা, তারা সংখ্যায় ভারি, আশা করেছিল যে রাজধানী এবং প্রধান প্রধান ভজনালয় মূল ইজরেলে স্থাপিত হবে কিন্তু তা হয় নি। রাজধানী ও ভজনালয় জেরুজালেমে স্থাপিত হলো। বিশেষ কোনো কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদিও জিহোভার মন্দিরে পূজাঅর্চনা ও বলি দেবার জন্যে উত্তরের মানুষদের কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জেরুজালেমে যেতে হতো তবুও তারা এটা মেনে নিয়েছিল।

সলোমন জেরুজালেমে জলের মগে অর্থব্যয় করে বড় বড় প্রাসাদ বানাতে লাগলেন। এইরকম প্রাসাদ নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক রাজা প্রজাদের চূড়ান্তভাবে শোষণ করেছেন, নিজেরাও দেউলে হয়েছেন। কিন্তু কোনো রাজা সলোমনের মতো মাটির মতো সোনা ও রূপো প্রাসাদের গায়ে ঢেলে দেন নি। অবস্থা এমন হয়েছিল যে প্রজাদের ঘরে সোনা রূপো আর পাওয়া যেত না।

ইজরেলীরা তবুও গোড়ার দিকে প্রতিবাদ করে নি। তারা মনে করতো এইসব আড়ম্বর জিহোভারই মহিমা প্রকাশ করছে এবং তারা এজন্যে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু প্রাসাদের সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি হয়ে যাচ্ছে। প্রাসাদের জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। তবুও তারা চুপ করে ছিল কিন্তু সলোমন যখন তার কোনো কোনো সুন্দরী স্ত্রী বা উপপত্নীদের চাপে পড়ে তাদের উপাস্য দেবদেবীর মন্দির শহরের মধ্যে নির্মাণ করতে আরম্ভ করলো তখন তাদের মধ্যে রীতিমতো অসন্তোষ দেখা দিলো। ইতিমধ্যে অন্দরমহলেও ছোটখাটো মন্দির ও বেদি তৈরি হয়েছে, এখন প্রকাশ্যে।

সলোমনও ইতিমধ্যে প্রজাদের সমস্ত সোনা রূপো বাজেয়াপ্ত করে তাদের অবস্থা এমন করেছেন যে তারা বাধ্য হয়ে রাজার ক্রীতদাস হয়ে গেছে। প্রজাদের ঘরে আর সোনা নেই কিন্তু রাজার ঘরে প্রজাদের শোষণ করা অর্থ আছে। সলোমন সেই অর্থ দিয়ে যখন ওফির (আফ্রিকায়) থেকে জাহাজ ভর্তি সোনা এবং স্পেনের বন্দর টারশিম থেকে রূপো আমদানি করতে লাগলেন তখন প্রজারা বিদ্রোহের ভয় দেখাল।

ইহুদি প্রজারা অস্ত্র হাতে তুলে নেবার আগে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো। জনগণের ন্যায্য প্রতিবাদ তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। রাজার কানেও উঠল। তাঁর নাম আহিজা।

সলোমনের একজন কর্মচারী ছিল, তার নাম নেবাট, এফ্রাইম জাতিভুক্ত। জেরোবোম নামে তার এক ছেলে ছিল। কোনো এক মন্দিরের মুখ্যকর্মী ছিল। জেরোবোম একদিন যখন তার কর্মস্থলে যাচ্ছিল তখন তার সঙ্গে আহিজার দেখা হলো। আহিজা তখন তাঁর গ্রাম শিলো থেকে জেরুজালেমে এসেছেন।

আহিজারের গায়ে ছিল একটি নতুন জামা। মহাপুরুষরা কখনই নতুন জামা পরেন না। উটের লোমের তৈরি জামা পরতে তাঁরা অভ্যস্ত। মহাপুরুষরা

সাধারণতঃ দরিদ্র, নতুন জামা কেনবার তাঁদের ক্ষমতা নেই।
আহিজা জেরোবোমকে কাছে ডাকলেন তারপর তিনি তাঁর সুন্দর নতুন জামাটি গা থেকে খুলে এবং সেটি ইচ্ছে করেই ছিঁড়ে বারোটি খন্ড করলেন। দশটি খন্ড জেরোবোমকে দিয়ে বললেন জিহোভার আদেশ তোমাকে ইজরেলের দশটি জাতির শাসক নিযুক্ত করবেন। এই দশ খন্ড বস্ত্র তারই প্রতীক।
গুপ্তচররা এই সংবাদ সলোমনকে জানাতে সলোমন জেরবোমকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। জেরুজালেম এমন বিরাট শহর নয়। রাজার আদেশ জেরবোমের কানে উঠতে বেশি সময় লাগল না। লোক-পরম্পরায় সে খবর পেয়ে গেল রাজার ঘাতক আসছে।
জেরবোম পালিয়ে মিশরে গেল। মিশরের বাইশতম বংশের ফ্যারাও শিসাক তাকে আশ্রয় দিলো। শিসাকের স্বার্থ ছিল। তার রাজ্যের পাশেই শক্তিশালী ইহুদি রাজ্য তার অস্বস্তির কারণ ছিল। সলোমনের মৃত্যু হলে সে যদি তার জায়গায় জেরবোমকে জেরুজালেমের রাজা করতে পারে তাহলে অনেকাংশে তার স্বার্থসিদ্ধি হবে।
তারপর কি ঘটল দেখা যাক। ফ্যারাওর কানে যেই উঠল যে রিহোবোম তার বাবা সলোমনের জায়গায় রাজা হবে অমনি সে জেরোবোমকে যথেষ্ট টাকাপয়সা দিয়ে জেরুজালেমে ফেরত পাঠিয়ে দিলো। জেরোবোমকে ফ্যারাও শিসাক বলে দিলো তুমি সেখানে গিয়ে রাজা হওয়ার জন্যে রিহোবোমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। পরপর দুবার বংশগতভাবে বাবার জায়গায় ছেলে রাজা হলেও সেই ন্যায়াধীশদের সময় থেকে রাজা নির্বাচিত হওয়ার আইন বাতিল হয়ে যায় নি। জেরোবোম জেরুজালেমে গিয়ে নিজেকে রাজ্যপদের জন্যে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে জনগণের সমর্থন ভিক্ষা করুক।
জেরোবোমেরও আত্মবিশ্বাস হলো। মহাপুরুষ আহিজাও তাকে বলেছে যে জিহোভার আদেশ জেরোবোম দশটি গোষ্ঠীর রাজা হবে। আছে মোট বারোটি গোষ্ঠী।
দেশে নতুন রাজা রিহোবোমের অভিষেক হবে এই উপলক্ষে সারা দেশ থেকে অন্য গোষ্ঠীর নেতারা এসে বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলো। রিহোবোম রাজা হলে তাদের আপত্তি নেই কিন্তু তাকে লিখিত-ভাবে ঘোষণা করতে হবে সে কোন্ নীতি অনুসরণ করবে, কিভাবে দেশ শাসন করবে বিশেষ করে করনীতি কি হবে ? করের বোঝা কি আরও বাড়বে ?
রিহোবোমের যা কিছু শিক্ষা সবই হয়েছে অন্দরমহলে, জনসাধারণের সঙ্গে কোনো দিন মেলামেশা করে নি, দেশ শাসন সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ। সে তার পিতার আমলের প্রবীণ পরামর্শদাতাদের জিজ্ঞাসা করলো, আপনারা কি বলেন, আপনাদের মতামত কি ? শাসন কি ভাবে করব ?
প্রবীণরা বলল করের বোঝায় প্রজাদের পিঠ কুঁজো হয়ে আছে। কর হ্রাস করেও তাদের পিঠ সোজা করা যাবে না। রাজপুত্র রিহোবোম তো এই চায়। সে বিলাসিতায় মানুষ, রাজ্যের ব্যয়বরাদ্দ কমাতে চায় না।

রিহোবোম তার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গেও পরামর্শ করলো। তারাও একমত। না না, জনগণের কথা শুনলে সিংহাসন রাখা যাবে না। ওদের সর্বদা চাপে রাখতে হয়, মাথা তুলতে দিলেই সর্বনাশ।

প্রজাদের রিহোবোম বললো, আমার পিতা তোমাদের কাঁধে যোয়াল চাপিয়ে গেছেন আমি সেই যোয়াল তুলতে পারব না। তিনি তোমাদের শায়েস্তা করবার জন্যে চাবুক পেটা করতেন সেই চাবুকও আমি প্রত্যাহার করতে পারব না। এই আমার শেষ কথা।

অতএব চূড়ান্তভাবে নিপীড়িত প্রজাদের দশটি গোষ্ঠী রিহোবোমকে তাদের রাজা বলে মেনে নিলো না। তারা জেরোবোমকে রাজা নির্বাচিত করলো। কেবল মাত্র জুডা ও বেঞ্জামিন গোষ্ঠী রিহোবোমকে সমর্থন করলো। অতএব ইহুদি জাতি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং তা আর এক হয় নি। একভাগ জুডা, অপর ভাগ ইজরেল।

শক্তিশালী একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হবার আশা এখন সুদূরে পরাহত। ইহুদিদের আশা ছিল তারা সাম্রাজ্য আরও বাড়াবে, দেশকে শক্তিশালী করবে কিন্তু তা হলো না। তাদের হতাশায় প্রতিবেশী দেশগুলি নিশ্চিন্ত হলো।

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় দুই দেশ জুডা ও ইজরেল দুর্বল হয়ে পড়ল। প্রথম আঘাত এলো অ্যাসিরিয়া থেকে। খৃঃ পূঃ ৭২২ অব্দে অ্যাসিরিয়া ইজরেল জয় করে নিলো।

জুডাও বাদ গেল না। এক শতাব্দী পরে চ্যালডিয়া জুডা জয় করে নিলো। ইহুদিরা দলে দলে দেশ ত্যাগ করে নির্বাসিতের জীবন বেছে নিলো। তাদের কষ্টের অবধি রইল না। তাদের ধর্মমত, বিশ্বাস ও আচার আচরণে অনড় থাকা ছাড়া তাদের করবার কিছু রইল না।

তবে ভবিষ্যদ্বাক্তারা শেষ হয়ে যায় নি। তারা সক্রিয়। ধ্বস্ত ইহুদি জাতির ওপর নজর রাখতে লাগল। যে জিহোভাকে মোজেস, জশুয়া এবং ডেভিড ও ভক্তিশ্রদ্ধা করেছেন অধিকাংশ ইহুদি এখন যেন তাঁকে ভুলে গেল। তারা বিশ্বাস করলো বিপদের সময়, জিহোভা তাদের রক্ষা করলেন না। অতএব জিহোভার আরাধনা পশুপালক ও কৃষিজীবী দরিদ্র ও হতভাগ্য ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো।

কিন্তু ঐ ভবিষ্যদ্বাক্তা ও মহাপুরুষরা জিহোভার ধ্যানধারণা জাগিয়ে রেখে-ছিলেন। তারা ইহুদিদের বলতেন জিহোভাকে ভুলো না, তাঁকে স্মরণ করবে। তিনি যথাসময়ে ঠিকই তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

১৩

মহাপুরুষদের সতর্ক বাণী

অতীতে ন্যায়াধীশগণ এবং পরে ডেভিড ও সলোমন যা কিছু করে গিয়েছিলেন তা সবই ব্যর্থ হলো। তারা বিশাল ও শক্তিশালী এক ইহুদি সাম্রাজ্যের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। জশুয়ার একদা হেডকোয়ার্টার জর্ডন নদীতীরে গিলগল থেকে ফিলিস্টাইন সীমান্তে গেজের পর্যন্ত একটি রেখা দুই দেশকে ভাগ করে দিয়েছে। ইহুদিরা এক জাতি এক প্রাণ হয়ে থাকতে পারল না। তারা দুর্বল হয়ে গেল, শক্তিশালী প্রতিবেশীদের দয়ার ওপর এখন তাদের নির্ভর করে, ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হয়।

ইহুদিদের ইতিহাস এক অত্যাচারিত ও নির্যাতিত জাতির ইতিহাস। তারা বার বার লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়েছে তবুও তারা তাদের সত্তা বজায় রাখতে পেরেছে। রোমানরা তাদের বাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর এদের ভবঘুরে জীবন বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়েছে আর এই জাতিই জন্ম দিয়েছে পৃথিবীর সর্বকালের এক সেরা মানবের এবং তাঁকেও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে যে পর্যন্ত না ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

খৃঃ পূঃ ৯৪০ থেকে ৯৩০ অব্দের মধ্যে কোনো এক বৎসরে সলোমনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে তাঁর সাধের সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে গেল। তিনি সদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে যেতে পারেন নি।

জুডা অপেক্ষা ইজরেল আকারে তিনগুণ বড়, জনসংখ্যাও দ্বিগুণ। জুডা অপেক্ষা তার পশুচারণের জন্যে তৃণভূমির এলাকা অনেক বেশি ও উর্বর। অথচ জুডার মোট আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ ভূমি অনুর্বর, ঘাসও নেই, ঝোপ-ঝাড়, কাঁটা গাছ ও গুল্ম। এই হলো জুডার জমি। অথচ এর মানে এই নয় যে ইজরেল জুডা অপেক্ষা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। বরঞ্চ ইজরেলের এই আয়তন তার পক্ষে অসুবিধার কারণ। জুডা আয়তনে ছোট কিন্তু অনেক বেশি সুসংবদ্ধ এবং তার অবস্থান এমন যে তাকে সহজে বিদেশীরা আক্রমণ করতে পারে না।

জুডার পূব দিকে ডেড সি বা মরুর সাগর। তার উপকূলে বরাবর রুক্ষ পাহাড় শ্রেণী। জলবায়ু ভালো নয়, গরম অসহ্য। মোয়াব বা অ্যাম্মনরা আক্রমণ করতে ভয় পায়। দক্ষিণ দিকে আরব পর্যন্ত বিস্তারিত মরুভূমি।

পশ্চিম দিকে ফিলিস্টিনদের বাসভূমি। এরা এখন অনেক শান্ত। তারা চাষ-বাস ও কুটিরশিল্প নিয়ে শান্তিতে থাকতে চায়। জুডা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। বরঞ্চ ফিলিস্টিনরা জুডার মানুষদের বিপদে রক্ষা করে। নিকটবর্তী

গ্রিসের কোনো দ্বীপে এক বর্বর জাতি বাসা বেঁধেছিল। তারা ফিলিস্টিনদের দেশ এবং জুডা আক্রমণ করতে এলে তাদের তাড়িয়ে দেয়।
জুডাকে জুডিয়াও বলা হয়। জুডা থেকেই জু শব্দটি এসেছে মনে হয়।
ওদিকে ইজরেলের সমস্যা অন্যরকম। ইজরেলের যে কোনো দিক থেকে শত্রু দেশ আক্রমণ করতে পারে। একদা ইজরেলের পূবে জর্ডন নদী ওদের সীমান্ত হতে পারতো। শত্রু যদি ইজরেল আক্রমণ করতো তাহলে তাকে জর্ডন পার হতে হতো। সেটা নিশ্চয় একটা বাধা হতে পারতো কিন্তু এখন ইজরেল জর্ডন পার হয়ে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত। চীন যেমন তার রক্ষা করবার জন্যে মজবুত একটা প্রাচীর তুলতে পেরেছিল ইজরেল যদি তা করতে পারতো তাহলে সীমান্ত রক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে পারতো কিন্তু ইজরেল তা পারে নি।
তবে ইজরেল মাঝে মাঝে সীমান্ত রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু যখনই সে কাজে হাত দিতে গেছে তখনই কোনো না কোনো একটা বাধা এসেছে। এছাড়া নতুন ইজরেল থিতু হয়ে বসতে পারে নি, অশান্তি লেগেই ছিল। তাই সে বোধহয় দেশের রক্ষার ভার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে শত্রুরা দেশে কয়েকবার হানা দিয়ে তাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। শত্রুর তীরন্দাজদের মোকাবিলা ইজরেলীরা করতে পারে নি।
ইজরেলীদের আরও একটা প্রধান অসুবিধে ছিল। দশটি বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে ইজরেল রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এই দশ গোষ্ঠীর মধ্যে মতের মিল ছিল না। তারা কোনো দিন এক হতে পারে নি।
তারা স্থায়ী একটা রাজধানী স্থাপন করতে পারে নি। এফ্রাইমের মধ্যে সেচেম শহরটি উত্তম রাজধানী হতে পারতো। শহরটি অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। প্রাচীন শহর রূপে এর খ্যাতিও ছিল। আব্রাহাম যখন বাঞ্ছিত ভূমির সন্ধানে পশ্চিমে যাচ্ছিলেন তখন তিনি এই শহরে এসেছিলেন। শহরটির ঐতিহ্য এক হাজার বছরের।
দেশে একটা বিপ্লবের পর জেরোবোম নতুন ইজরেলের রাজা হয়েছিল। সে সর্বদা আত্মরক্ষামূলক নীতি অনুসরণ করে চলত। শত্রু কখন দেশ আক্রমণ করবে এই চিন্তায় জেরোবোম শংকিত থাকত। ঐ বুঝি হানাদাররা এসে পড়ল, এই ভয়েই সে ভীত থাকতো।
তার মতে সেচেম রাজধানী হবার উপযুক্ত নয়। সেচেম না হোক পাহাড়ের ওপর সামারিয়া সে বেছে নিতে পারতো। পাহাড়ের ওপর অবস্থিত বলে চারদিক দেখা যায়। সামারিয়াও তার পছন্দ হলো না। সে আপাততঃ রাজধানী স্থাপন করলো তিরজা শহরে যা রাজধানী হওয়ার অনুপযুক্ত।
স্থায়ী এবং উত্তম রাজধানী না থাকলে নানা অসুবিধা। দুর্বল রাজধানী অনেক সময় দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। নতুন দেশ গঠন করে যদি সেই সঙ্গে সর্ব-সুবিধাযুক্ত একটা রাজধানী স্থাপন না করা যায় তাহলে দেশ গঠনে অনেক বাধা আসে। ইজরেলকেও তাই অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ইজরেল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইজরেলীরা যেন বড় বেশি ঈশ্বরমুখী হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বরের আদেশ মেনে তারা দেশ শাসন করতো। ঈশ্বর এক্ষেত্রে জিহোভা। জিহোভা মর্তে বাস করেন না। তিনি তাঁর আদেশ জারী করেন কখনও রাজার মারফত আবার কখনও কোনো মহাপুরুষ অথবা ভবিষ্যদ্বক্তা মারফত। ইজরেলী কখনও কোনো পবিত্র গাছের পাতার কাঁপুনি দেখে বা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা জিহোভার কোনো বিশেষ নির্দেশ মনে করতো।

রাজা, ভবিষ্যদ্বক্তা এবং ট্যাবারনাকেলের পুরোহিতরা জিহোভার প্রতিনিধির কাজ করতো। জিহোভা অদৃশ্য থেকে সব ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতেন। ইংলণ্ডেশ্বর রাজা লণ্ডনে বাকিংহ্যাম প্যালেসে বসে থাবতেন। তাঁর হয়ে ভারত শাসন করতো তাঁর প্রতিনিধি বড়লাট। ইজরেলের অবস্থা অনেকটা এইরকম ছিল।

মোজেসের সময় থেকেই এইরকম চলে আসছে। সাইনাই পাহাড়ে জিহোভার কাছ থেকে তিনি যে দশটি নির্দেশ পেয়েছিলেন বলতে গেলে নতুন ইহুদি রাজ্যের সেটি প্রথম সংবিধান। মোজেসের মারফত জিহোভা ইহুদিদের সেই সব আদেশগুলি কঠোরভাবে পালন করতে বলেছিলেন। সেই সব আদেশ দৈনন্দিন জীবনে মানতে গেলেও শাসন কার্যেও মানতে হতো। তখনকার প্রধান পুরোহিত হতেন ঈশ্বরেব প্রবক্তা এবং এক অর্থে ট্যাবাবনাকেল রাজধানী। ট্যাবারনাকেলের পুরোহিত ঈশ্ববের আদেশ পেতেন এবং তিনি তা জাতিকে জানিয়ে দিতেন। জাতিও সেই সব আদেশ মেনে নিতো।

যখন ক্যানানভূমি দখলের জন্যে সংগ্রাম চলছিল সেই সময়ে সেনাবাহিনীর অধিনায়কেরা কিছু প্রাধান্য বিস্তার করতো তবে ন্যায়াধীশের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকে আবার ঐশ্বরিক প্রভাব ফিরে আসে। জাতি ন্যায়াধীশ ও প্রধান পুরোহিত মারফত ঈশ্বর নির্ভর হতে শিখেছিল।

ডেভিড ও সলোমনের সময় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ওঁরা দু'জন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুরোহিতরাও জিহোভা অপেক্ষা তাঁদের আদেশ পালন করতেন।

জেরোবোমের বিদ্রোহ এবং দেশ দু ভাগ হয়ে যাবার ফলে পুরোহিতরা আবার তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করতে পেরেছিল। তারা জাতিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে এতদিন জিহোভাকে অবহেলা করার ফলে দেশের এই অবনতি। মানুষ বিপদে পড়লে অনেক কিছু অবলম্বন করে অনেক কিছু বিশ্বাস করতে চায়, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়।

রিহোবোম দোর্দণ্ড প্রতাপশালী পিতা সলোমনের সিংহাসন অধিকার করলেও দেশ অনেক ছোট হয়ে গেল। চার ভাগের তিন ভাগ দেশ এবং তিন ভাগের দু ভাগ মানুষ চলে গেল ইজরেলের ভাগে। তার নতুন দেশ জুড়া অনেক ছোট হয়ে গেল।

কিন্তু জেরুজালেম তার দখলে রইল। জেরুজালেমকে রাজধানীরূপে পাওয়ার অর্থ ছ'টা সেচেম ও ছ'টা সামারিয়া রাজধানীরূপে পাওয়ার চেয়ে গুরুত্ব অনেক

বেশি। জেরুজালেমের মানমর্যাদার তুলনায় তখন যে কোনো শহর তুচ্ছ। জেরু-জালেম তো শুধু রাজধানী নয়, ইহুদিজাতির প্রধান ও পবিত্রতম তীর্থ-স্থান।

জিহোভার পবিত্র মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তার প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন। নতুন রাজ্য ইজরেলের ইহুদিদের তিনি বিপ্লবী এবং বিধর্মী বলতে লাগলেন। ইজরেলকেও স্বীকৃতি দিতেও তিনি নারাজ কারণ তারা জিহোভার আদেশ গ্রাহ্য করে নি।

জুডার মানুষরাও ইজরেলীদের শত্রু মনে করতে লাগলো অথচ কিছুদিন আগে তারা এক ছিল এবং ধর্মেও এক। জুডার মানুষ ইজরেলীদের এতদূর অবজ্ঞা করতো যে অ্যাসিরিয়া যখন ইজরেল আক্রমণ করে তাকে বিপর্যস্ত করলো তখন জুডার মানুষ উল্লসিত। জিহোভা তার অবিশ্বাসী সন্তানদের শাস্তি দিলেন। কিন্তু হায়! এক শতাব্দী পরে জুডাকেও যে অনুরূপ বিপদে পড়তে হয়ে-ছিল।

ইজরেলবাসীরা জেরুজালেম থেকে দূরে থাকার ফলে তারা তাদের ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। পরে তো ইজরেল থেকে বহু ইহুদি ইজরেল ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যায়। প্রধানতঃ সেমিটিক জাতির সঙ্গে তারা ক্রমশঃ মিলেমিশে যায়। ইহুদিদের যে দশটি গোষ্ঠী ইজরেলে এসেছিল তারা ক্রমশঃ স্বধর্ম ত্যাগ করে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইহুদি ইতিহাসে এই ঘটনা 'লস অফ টেন ট্রাইবস', দশ গোষ্ঠীর বিলুপ্তিরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

মাত্র দুটি গোষ্ঠী জুডাতে ছিল এবং যেহেতু জেরুজালেম ছিল তাদের দখলে সেহেতু তারা নিজ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় নি। তারা পবিত্র তীর্থভূমির প্রভাবে স্বধর্ম আঁকড়ে রেখেছিল। ইজরেলীরা যদিও কয়েকটা তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু সেগুলি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

শেষ পর্যন্ত জুডা দুর্বল হলেও টিকে গেল। স্বধর্মকেও তারা বাঁচিয়ে রাখল।

মূল ইজরেল জুডা ও ইজরেল এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবার পর কি ঘটেছিল তা দেখা যাক। ভাগ হবার পরও দুই দেশে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদ হঠাৎ থামল। থামার কারণ আপোসে মিটমাট নয়। পূব দিক থেকে আক্রমণ।

মিশরের সেই ফ্যারাও শিসাক যে পলাতক জেরোবোমকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং পরে টাকাপয়সা দিয়ে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যে জেরুজালেমে পাঠিয়েছিলেন সে তার পাশের এই রাজ্যের ইহুদিদের উত্থান পতনের দিকে নজর রাখছিল।

শিসাক যা ভেবেছিল তা হয় নি। জেরোবোম জেরুজালেমের সিংহাসন দখল করতে পারে নি। তখন সুযোগ বুঝে শিসাক একত্রে দুই দেশ আক্রমণ করলো। তার শক্তির কাছে দুই বিবাদমান দুর্বল দেশ দাঁড়াতে পারল না। শিসাক জেরু-জালেম দখল করে তার সৈন্যদের আদেশ দিলো জিহোভার মন্দির ভেঙে ফেলতে। শুধু মন্দির নয়, শিসাক এরপর উত্তরে অভিযান চালিয়ে মোট একশত তেত্রিশটি

শহর ও গ্রাম ধ্বংস করে লুটপাট করে মিশরে ফিরে গেল।
ইজরেল ক্রমশঃ তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে নিতে পেরেছিল কিন্তু জুডা তা পারল না। ইজরেলের তুলনায় জুডা একেই দুর্বল ছিল তারপর তার ক্ষতিও হয়েছিল বিরাট ও ব্যাপক। প্রথম বিরাট ক্ষতি অমন একটা মন্দিরকে শিসাক ভেঙেচুরে তচনচ করে দিয়ে গেল। সঞ্চিত স্বর্ণ ও অর্থ যতো পেরেছিল লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর তারা মন্দির নির্মাণ করেছিল কিন্তু পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে দিতে পারে নি। যেসব স্থানে সোনা রুপোর কাজ ছিল সেসব জায়গা ব্রঞ্জ ও লোহা দিয়ে পূরণ করতে হলো। এখন আর শেবার রাণী জেরুজালেমে একবারও উঁকি মেরে গেলেন না? তাঁর তো স্বর্ণ সম্পদের শেষ ছিল না। মন্দির পুনর্নির্মাণে কিছু সাহায্য করতে পারতেন।

একদিন জেরোবোমের মৃত্যু হলো। তার ছেলে নাডাব ইজরেলের রাজা হলো। নাডাবের তখন রক্ত গরম। সে ফিলস্টিনদের দেশ আক্রমণ করে বসল। গিববেথোন শহর অবরোধ করলো। কিন্তু গিববেথোন আত্মসমর্পণ করছে না এবং নাডাবও তাদের বাধ্য করতে পারছে না। আরও কিছু উদ্যম নেওয়ার পূর্বেই ইশাচার গোষ্ঠীর বাশা তাকে হত্যা করলো। কথিত আছে বাশা নাডাবের অন্যতম সেনানায়ক ছিল।
বাশা ইজরেলের নতুন রাজা হলো। নাডাবের পরিবারের সকলকে সে হত্যা করলো। বাশা তারপর তিরজা শহরে রাজধানী নিয়ে গেল।
গিববেথোনের অবরোধ তখনও চলছে। বাশা চুপ করে বসে রইল না। সে জুডা আক্রমণ করলো।
ইতিমধ্যে রিহোবোমের মৃত্যু হয়েছে। তার ছেলে আবিজাম রাজা হয়ে মাত্র তিন বছর সিংহাসনে ছিল। তার মৃত্যুর পর তার বিয়াল্লিশটি ছেলের মধ্যে আসা রাজা হয়েছিল।
আসা সুশাসক ছিল। সিংহাসনে বসে সে অন্য সব বাজে দেবতার মন্দির যেগুলি সলোমন তার বিদেশী স্ত্রী বা উপপত্নীদের চাপে পড়ে নির্মাণ করেছিলেন সব ভেঙে দিলো।
জিহোভার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। আসা তাঁর সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করলো।
আসা একচল্লিশ বছর দেশ শাসন করেছিল কিন্তু তাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমেই তো কয়েকদল উপজাতি একত্র হয়ে জুডা আক্রমণ করলো। আসা তাদের মোকাবিলা করলো। আক্রমণ হটিয়ে দিলো।
এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করবার আগেই ইজরেলের রাজা বাশা তার দেশ জুডা আক্রমণ করলো। আসা বনাম বাশা। বাশা কৌশলী সেনানায়ক ছিল। সে জুডা অবরোধ করলো। রামাহ্ শহরটা দখল করে বাইরের জগতের সঙ্গে জুডার যোগাযোগ বন্ধ করে দিলো। রামাহ্ শহর যে রাস্তার ওপর অবস্থিত সেই রাস্তা দিয়ে ডামাস্কাস এবং ফিনিশিয়া যাওয়া যেত। সে পথ বন্ধ হয়ে

যাওয়ায় জুডার বিপদ আরো বাড়ল।
বিপদের গুরুত্ব আসা বুঝল কিন্তু হতোদ্যম হলো না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। আসা গোপনে আরমের রাজা বেনহাদাদের কাছে সাহায্য চেয়ে কূটনীতিক দূত পাঠাল। আরম হলো বর্তমান সিরিয়া। লেবাননের পর্বত অঞ্চল থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত আরম রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আসা প্রস্তাব পাঠাল যে বেনহাদাদ যদি তার শত্রু দেশ ইজরেলকে আক্রমণ করে তাহলে সে প্রচুর অর্থ দেবে। বেনহাদাদ এই প্রস্তাবে রাজি হলো।
ইতিমধ্যে বেনহাদাদ বাশার সঙ্গে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল কিন্তু সে যুগে চুক্তির খুব একটা মূল্য ছিল না।
বেনহাদাদ তার সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে রাজধানী ডামাস্কাস থেকে যাত্রা করলো। বন্ধু বিপদে পড়েছে, তাকে সাহায্য করা উচিত. বাশার সঙ্গে চুক্তি করে তার তো কিছু লাভ হয় নি। অতএব ঐ চুক্তি নিরর্থক। যুদ্ধ করলে তার অবশ্যই কিছু ক্ষতি হবে কিন্তু আসা তো ক্ষতি পূরণ করবে বলেছে।
বেনহাদাদ প্রথমেই ইজরেলের উত্তরে ড্যান দুর্গ জয় করলো তারপর একরকম বিনা বাধায় এগিয়ে চললো। গ্যালিলি হ্রদ পর্যন্ত ইজরেলের সমস্ত ভূমি দখল করলো। বাশা যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করতে বাধ্য হলো। জুডা বেঁচে গেল। ডামাস্কাসের পথও খুলে গেল, আবার ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ হলো।
বিপদে পড়ে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আসা যা করেছিল তা না করে তার উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে তাকে বিদেশীর সাহায্য নিতে হয়েছিল। কিন্তু বিদেশীরাই পরে তাদের অনেক বেগ দিয়েছিল।
ভবিষ্যতে জুডা ও ইজরেলের মধ্যে বিবাদ বাধলে এবং তারা বিদেশী বন্ধুর সাহায্য না চাইলেও বিদেশী 'বন্ধু' অছিলা করে দেশে ঢুকে পড়ে বিবাদ থামিয়ে দিয়ে ক্ষতিপূরণ চাইত। না দিলে যা পারত লুটপাট করে নিয়ে যেত।
বাশা উনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিল কিন্তু তাকে অধিকাংশ সময় জেহু নামে এক বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্ব্যক্তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যুদ্ধের কারণ হলো জিহোভা ব্যতীত অপর বিগ্রহের পূজা ও আরাধনা।
ইজরেলের ভেতরে এমন কিছু উপজাতি বাস করতো যারা ইহুদি তো নয়ই এবং জিহোভাকে যারা দেবতা বলে মানতো না। তারা নিজ নিজ মনোমত দেবতার বিগ্রহ ও মন্দির স্থাপন করে পূজা করতো যেমন তাদের অন্যতম প্রধান দেবতা ছিল সূর্যদেব বল। কারও ছিল স্বর্ণ বলদ। ঐসব উপজাতিদের কাছে বল বা স্বর্ণ বলদ ছিল জাগ্রত ও সর্বশক্তিমান দেবতা। মন্দিরে তারা সাড়ম্বরে পূজা ও বলি দিত।
এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করা ইজরেলের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কারণ ইজরেলে ইজরেলীরা তখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ। অন্যান্য উপজাতির মোট সংখ্যা বেশি। ঐ দেশের যারা আদিবাসী তাদের ঘাঁটাঘাটি করতে ইজরেলীরা সাহস করছে না তাহলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। অতএব যেমন আছে তেমন থাক। অতএব তারা যদি নিজ দেবদেবীর পূজা করে তো করুক, দেশে

শান্তি বিরাজ করছে তো।
কিন্তু দেশে কিছু লোক বিধর্মীদের এই মূর্তিপূজা মেনে নিতে রাজি নয়। তারা বাশার কাছে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। এমন ম্লেচ্ছ কান্ড তারা দেশে ঘটতে দিতে রাজি নয়। জিহোভা কুপিত হবেন, দেশের সর্বনাশ হবে।
বাশা একজনকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেছে। তার নিজেরও নিহত হবার আশংকা আছে তাই সে ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সে চারদিক সামলে শাসন করতে চায়। বলতে গেলে বিধর্মীদের বাশা কোনো বেগ দিচ্ছিল না কারণ তারা বাশার সঙ্গে সহযোগিতা করতো এবং বলেছিল দেশ আক্রান্ত হলে তারা বাশার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে।
প্রতিবাদে সর্বাপেক্ষা সোচ্চার ছিলেন ভবিষ্যদ্ব্যক্তা জেহু। বাশা ধৈর্য ধরে জেহুর সব কথা শুনতো কিন্তু কিছু করতো না। বাশা যখন মারা গেল তখন ইজরেলে বল দেবের অনেক মন্দির, এতো মন্দির ও দেশে ইজরেল গঠিত হবার আগেও ছিল না। বাশার প্রশ্রয় পেয়ে এগুলি গড়ে উঠেছে।
জেহু ক্ষিপ্ত। সে মাঝে মাঝে ঘোষণা করতো বাশা মারা গেলে কি হবে? তার বংশধররা আছে তো। তারা এই পাপ কাজের প্রতিফল পাবে। সেদিনের বেশি দেরি নেই।
জেহুর ভবিষ্যদ্বাণী ঘটতে বিলম্ব হলো না।
বাশার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তার পুত্র এলা খুন হলো। এই যুবক এলা তার পিতা অপেক্ষা কোনো অংশে সেরা ছিল না। তিরজা শহরে একদিন এক আনন্দোৎসবে সে মত্ত হয়ে জিমরির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তুললো। জিমরি ছিল তার রথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ঝগড়া তুঙ্গে উঠলো। জিমরি কোমর থেকে শাণিত ছোরা বার করে এলার বুকে বসিয়ে দিলো। এলার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো।
সেকালে রাজাকে মারলেই রাজা হওয়া যেত। এলাকে হত্যা করে জিমরি নিজেকে ইজরেলের রাজা বলে ঘোষণা করে রাজপ্রাসাদ দখল করে সেখানে বাস করতে লাগলো।
খুনজখমে অভ্যস্ত হলেও এই নৃশংস হত্যাকান্ড ইজরেলীদের রীতিমতো নাড়া দিলো। তারা এই হত্যা সহজে মেনে নিল না। দেশে বিশৃংখলা দেখা দিলো। প্রধান সেনাপতি তখন রণাঙ্গণে। গিবেথন অবরোধ পরিচালনা করছেন। দেশবাসীরা তার কাছে বার্তা পাঠাল। তুমি রণাঙ্গণ থেকে এখনি চলে এসে দেশের শাসনভার নাও। দেশে এখন অরাজকতা। এই অরাজকতা দমন করতে না পারলে তোমার পক্ষেও গিবেথন দখল করা সম্ভব হবে না। ওমরি বার্তা পেয়ে রাজধানীর দিকে সসৈন্যে যাত্রা করলো।
জিমরি যখন শুনল ওমরি তির্কার দিকে এগিয়ে আসছে তখন সে ভয় পেয়ে গেল। সে প্রাসাদে ও শহরে আগুন লাগিয়ে দিলো এবং সেই আগুনেই সে পুড়ে মরল। পুরো সাত দিনও সে সিংহাসনে বসতে পারে নি।
জিমরি আরও একটি অমার্জনীয় অপরাধ করেছিল। সিংহাসনে বসবার আগে

সে এলার সব ক'টি ভাইকে হত্যা করেছিল। তাই জিমরির মৃত্যুর পর সিংহাসনের কেউ দাবিদার ছিল না। ওমরি স্বয়ং ছিল যোগ্য প্রার্থী অতএব তাকেই রাজা করা হলো।
রাজধানী তির্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাই ওমরি নতুন এক রাজধানীর সন্ধান করতে লাগলো। অনেক জায়গা দেখার পর আরও পশ্চিমে পাহাড়ের মাথায় একটা জায়গা তার বেশ পছন্দ হলো। জায়গাটার মালিক শেমের নামে এক কৃষক। দুই ট্যালেণ্ট মুদ্রা দিয়ে ওমরি জায়গাটা কিনে নিলো। দুই ট্যালেণ্টের দাম বোধহয় পাঁচ হাজার ডলার। সেই পাহাড়ের মাথায় নতুন রাজধানী তৈরি হলো। শেমেরের নাম অনুসারে নাম দেওয়া হলো শামারিয়া।
কয়েক বৎসরের মধ্যে ইজরেলে ঘন ঘন যত রাজা সিংহাসনে বসেছিল তাদের মধ্যে ওমরি গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ওমরিরও দোষ ত্রুটি ছিল কিন্তু তার একটা গুণ ছিল, সে যুদ্ধ করতে পারত। সে তার শাসনকালের বারো বৎসর বেনহাদাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ চলত অসমান শক্তির মধ্যে তবুও ওমরি পরাজয় এড়িয়ে বেনহাদাদের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিল, বলতে কি টুকরোটাকরা জমিও ফাঁক পেলেই দখল করে নিচ্ছিল।
মারা যাবার পূর্বে ওমরি ইজরেলের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর রাজা হলো তার ছেলে আহাব। আহাব রাজা হওয়ার পরই ইজরেলে আসল গণ্ডগোল বেধে উঠল।
আহাবের প্রকৃতি ছিল দুর্বল, যাকে বলে ভালোমানুষ, ঝামেলা পছন্দ করতো না কিন্তু তার স্ত্রী জেজবেল ছিল উগ্রচণ্ডা, যাকে বলে দজ্জাল। আহাব স্ত্রীর সঙ্গে পেরে উঠত না। আজকাল তো ঝগড়াটে মেয়েকে জেজবেল বলা, জেজবেল এখন আর নাম নয়, একটি বিশেষণ।
আহাবের স্ত্রী জেজবেল জেদী ছিল ভীষণ, যা ধরত তা শেষ না করে ছাড়ত না। দেখা গেল ইজরেলের প্রকৃত শাসক রাজা নয়, রানী। রানী যে দেশ শাসন এবং তার নাম জেজবেল এটা সে প্রজাদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল। প্রজারাও তা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিল।
ফিনিসিয়ার সিডন নগরের রাজা এথবলের কন্যা জেজবেল অতএব ফিনিসিয় কন্যা, ইহুদি নয়। ফিনিসিয়রা ছিল সূর্যের উপাসক এজন্যে জেজবেল সূর্যদেব বলের উপাসক ছিল। সাধারণতঃ পত্নীরা স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু জেজবেল অন্য প্রকৃতির মেয়ে। বিয়ে করেছি বলে কি নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে হবে নাকি? এই ছিল মনোভাব।
জেজবেল শামারিয়াতে শ্বশুরালয়ে অর্থাৎ স্বামীর ঘর করতে আসবার সময় সিডন থেকে নিজের পুরোহিতদের নিয়ে এসেছিল। রাজপ্রাসাদে গুছিয়ে বসে সে শামারিয়া শহরের মধ্যস্থলে সূর্যদেব বলের একটি মন্দির নির্মাণ করলো।
নতুন রানীর এ হেন আচরণে ইহুদি জনসাধারণ হতবাক। প্রফেটগণ তাদের দেবতার কাছে প্রতিবাদ জানালো। জেজবেল গ্রাহ্য তো করলই না উপরন্তু জিহোভার উপাসকদের অবজ্ঞা করতে লাগলো। সে শুধু অবজ্ঞা করেই থামল

না, ইহুদিরা যাতে জিহোভার আর উপাসনা না করে সে জন্যে সে জেহু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলো। কতো রক্তক্ষয় হলো জেজবেল গ্রাহ্য করলো না। জিহোভা আবার দেবতা নাকি ? দেবতা যদি কেউ থাকে তো সে সূর্যদেব বল।

জিহোভার ভক্তদের পক্ষে একটা শুভসংবাদ এই যে তখন দক্ষিণে জুডা যিনি শাসন করছিলেন সেই রাজা ছিলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

এই রাজা হলেন আসার পুত্র জোহোসাফাত। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে জোহো-সাফাত রাজা হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। রণকৌশল ও কূটনীতিতেও সে পারদর্শী ছিল। সে ভালো করে জানত সামরিক শক্তিতে ইজরেল অপেক্ষা তার দেশ জুডা হীন। এজন্যে সে ইজরেলের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল।

এরপর আরও একটি কাজ করেছিল। সে আহাব ও জেজবেলের কন্যা আথা-লিয়াকে বিয়ে করেছিল। তারপর শ্বশুরের সঙ্গে আর একটি চুক্তি করে যে এক দেশকে কেউ আক্রমণ করলে অপর দেশ তাকে সাহায্য করবে।

এইভাবে উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে জেহোসাফাত অ্যামা-নাইট ও মোয়াবাইটদের আক্রমণ করলো। ওরা ডেড সি-এর পাড়ে বাস করতো। তাদের পরাজিত করে তাদের দেশ দখল করে নিলো। ফলে জেহোসাফাতের খ্যাতি অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু এজন্যে প্রফেট জেহুর ক্রোধ শান্ত হলো না। জেজ-বেলের প্রতি জোহোসাফাতের দুর্বলতা এবং ইজরেলের সঙ্গে চুক্তি জেহুর মনঃ-পূত হয় নি কারণ জেহুর মতে জেজবেলের কন্যাকে বিবাহ ও ইজরেলের সঙ্গে চুক্তি করে সে জিহোভাকে অপমান করেছে।

জেহুর ক্রোধ ও ক্ষোভ সত্ত্বেও জোহোসাফাত কিন্তু রাজকার্য ঠিকঠাক চালিয়ে গেল। খৃঃপূঃ ৮৫০ অব্দে তার মৃত্যু হলে প্রজারা রীতিমতো শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। তারা একজন ভালো রাজা পেয়েছিল। ডেভিড নগরে পিতৃ-পুরুষদের পাশে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

নবম শতকের প্রথমার্ধে এই হলো জুডার ইতিহাস। তবে ইজরেলের চিত্র ভিন্ন প্রকার। সেখানে গোলমাল লেগেই ছিল।

জেজবেল একট বিচারসভা বসিয়েছিল। যারা সূর্যদেব বলকে উপেক্ষা করবে তাদের বিচার করা হবে। বিচারে প্রাণদণ্ড বা নির্বাসন দেওয়া হবে। অতএব বাধ্য হয়ে ভয়ে সকলে বল দেবতার পুজো করতে লাগল।

দেখা যায় চরম সংকটের সময় জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। শোচনীয় এই অব-মাননা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন মহান প্রফেট এলাইজা। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব ইহুদিজাতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এই অসাধারণ পুরুষটির প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় তিনি সেই গ্যালিলির বাসিন্দা যে গ্যালিলি অনেক মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে।

কিশোর বয়সটা তিনি একা একা নির্জন জনশূন্য প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। এই নির্জন ও উদাস প্রকৃতি তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। জর্ডন নদীর

পূব দিকে গিলিড অঞ্চলটি ছিল তার প্রিয় বিচরণভূমি। তিনি ছিলেন প্রাচীন-পন্থী। সদাপ্রভু জিহোভা ছিলেন তাঁর উপাস্য দেবতা। তিনি আর অন্য কোনো দেবতাকে জানতেন না চিনতেন না।

এই নির্জন প্রান্তর অপেক্ষা শহর জীবন আরামপ্রদ তা তিনি জানতেন তথাপি তিনি এই নিরালা অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিয়েছিলেন যা তাঁকে কষ্টসহিষ্ণু করেছিল। তাঁর মতে শহুরে মানুষরা আরামপ্রিয় ও ধর্মবিমুখ হয়। ফিনিসিয়া, মিশর ও নিনেভা থেকে আজকাল শহরে অনেক পুতুল দেবতার আমদানি হয়েছে। এইসব দেবতারা পুতুলের মতোই নীরব ও নিশ্চেষ্ট। ভক্তদের হাজার ডাকেও সাড়া দেয় না। এই পুতুলগুলোকে এবং সেই সঙ্গে তাদের ভণ্ড পুরোহিত ও মূর্খ ভক্তদের দেশান্তরী করা উচিত।

আহাব ও জেজবেল মনে করতো এই এলাইজা একজন শঠ ও বিপজ্জনক মানুষ কারণ এলাইজা যা নিয়ে সংগ্রাম করছে তার প্রতি তার অখণ্ড বিশ্বাস। এলাইজা মনে করে দেবতা আছেন মাত্র একজন, তাঁর নাম জিহোভা। লোকটি সিংহের মতো সাহসী, তার ঐহিক কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। ব্যক্তিগত সম্পদ সে ঘৃণা করে।

উটের লোম থেকে তৈরি মোটা একটা জোব্বা তার একমাত্র পোশাক। সে মনে করে এই জামা তার ত্বক রক্ষা করতে যথেষ্ট। ভক্তরা দয়া করে তাকে যা দিতো তাই খেয়েই সে তার ক্ষুধা নিবারণ করতো। যখন কিছুই জুটত না অনাহারেই থাকত। কোনো লোকের ধারণা এই সময়ে তাকে নাকি দাঁড়কাকরা খাদ্য সংগ্রহ করে এনে দিতো।

এলাইজা নির্লোভ বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ, ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। মৃত্যুকে সে ভয় করে না। ঈশ্বর প্রাণ দিয়েছেন যখন তাঁর ইচ্ছা তখন তা নিয়ে নেবেন। ভয়ের কি আছে? একমাত্র জিহোভা ব্যতীত তার কোনো কিছুতে আকর্ষণ নেই। এমন একজন মহাপুরুষ যে প্রভাব বিস্তার করবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এলাইজা ছিলেন ভীষণ চঞ্চল, নাটকীয়। তাকে কখন কোথায় দেখা যাবে বলা যায় না। এই হাট বারে কোনো গ্রামে তাঁকে দেখা গেল আবার পরমুহূর্তে কোনো শহরের পথে। যেমন হঠাৎ আসেন তেমনি হঠাৎ রহস্যজনকভাবে কোথায় হারিয়ে যান। কোনো মন্ত্র জানেন নাকি? তাঁকে ঘিরে কত গল্প কথা ও কিংবদন্তী গড়ে উঠেছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বাস করতো এলাইজা সাধারণ মানুষ নয়। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে, মন্ত্রতন্ত্র জানে। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁর অমৃতবাণী ভুলে গিয়েছিল। তারা বলত এলাইজা ইচ্ছা করলে হাত তুলে নদীর স্রোত থামিয়ে দিতে পারতো, এক বস্তা শস্যকে দশ বস্তা করতে পারতেন চোখের পলকে। এমন কি মরা মানুষকে বাঁচাতে পারতেন অথচ এসব নেহাতই গল্পকথা। এমন একজন মানুষকে সকলে ভয়ও করতো ভক্তি করতো। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন সেরা মহাপুরুষ। ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি যে কীর্তি স্থাপন করে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। মোজেস বা জশুয়ার পর এমন মানুষের

আবির্ভাব হয় নি।
তিনি যেন সহসা একদিন আহাবের রাজ্যে আকাশ থেকে নেমে এলেন। রাজা আহাব পৌত্তলিকদের আরও কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। সে নিশ্চিন্ত ছিল যে সে এখন নিরাপদ, কোনো দিক থেকে বিপদ আসবে না। এই আত্ম-সন্তুষ্টি তার বিপদ ডেকে আনল।
এলাইজা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, দেশে শীঘ্রই অনাবৃষ্টি দেখা দেবে। পায়ে পায়ে আসবে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক কারণ জিহোভা পৌত্তলিকতা সহ্য করতে আর রাজি নন।
সহসা যেমন তিনি এসেছিলেন তেমনি সহসা তিনি অন্তর্হিত হলেন। আহাবের সৈন্যরা তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাঁকে কোথাও পেলেন না। তখন তিনি ইজরেলের মালভূমি ত্যাগ করে তাঁর প্রিয় মরুপ্রান্তরে চলে গেছেন। দুধারে পাহাড় ঘেরা চেরিথ নামে এক স্রোতোস্বিনীর ছোট্ট একটা কুটিরে তিনি বাস করতেন। এই কুটির এমন জায়গায় অবস্থিত যে সহসা নজরে পড়ত না।
গ্রীষ্ম ঋতু পর্যন্ত তিনি সেই কুটিরেই থাকতেন। নদী শুকিয়ে গেলে, পানীয় জলের অভাব হলে তখন তিনি অন্য কোথাও চলে যেতেন।
ইজরেল থেকে তখন বেরিয়ে এলাইজা পূব থেকে চললেন পশ্চিমে। হাঁটতে হাঁটতে এলেন ভূমধ্যসাগরের তীরে জারেফত গ্রামে। গ্রামটি ফিনিসিয়ার টায়ার নদীর উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানেও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা পৌঁছেছে। ওখানকার পৌত্তলিকরা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। তিনি তাঁর আশ্রয়দাত্রী এক মহিলার মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। তারপর এক বছর শস্যহানির পরে দেশে যখন দারুণ খাদ্যাভাবে পিলপিল করে মানুষ মরছে তখন এলাইজা ঐ মহিলাকে নিয়মিত আটা ময়দা ও ভোজ্যতেল সরববাহ করতেন।
এলাইজা হয়তো ভেবেছিলেন দেশে খরার জন্যে খাদ্যাভাব দেখা দেবে তখন জনগণের দুঃখ দেখে রাজা আহাবের পরিবর্তন হবে তাহলে তিনি ভুল করে-ছিলেন। ফল হলো বিপরীত। আহাব নয় তার রানী জেজবেল সিদ্ধান্ত করলো যে এই খরা ও দুর্ভিক্ষের জন্যে জিহোভার পাপী ভক্তগুলো দায়ী। ওদের ওপর অত্যাচার চালাতে আদেশ জারি করলো। শুরু হলো নিরীহ মানুষদের ওপর নিপীড়ন, নির্যাতন। কেবল ওবাদিয়ার দয়ায় কয়েকজন পুরোহিত বেঁচে গেল। ওবাদিয়া আহাবের রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। একজন সৎ মানুষ। সে ঐ পুরোহিতদের লুকিয়ে রাখল।
অন্তরীক্ষ থেকে জিহোভা সব দেখলেন। একদিন তো এরা ধরা পড়বেই। তাদের বধ করা হবে। পুরোহিতরা শেষ হয়ে যাবে। তাই তিনি স্থির করলেন এদের প্রাণহানি হতে দেবেন না।
জিহোভা এলাইজাকে আদেশ করলেন আর একবার ইজরেল গিয়ে আহাবের সঙ্গে দেখা করে বলতে যে সে যেন বিধর্মীদের প্রশ্রয় না দেয়।
এলাইজা জানতেন যে ইজরেল সীমান্ত পার হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করলে আহাব

বা জেজবেল তাকে হত্যার আদেশ দেবে। এলাইজা তখন রাজপ্রাসাদের একটি নীরেট কাঠের ফটকের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওবাদিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজার ঘোড়াগুলির চারণভূমি দেখবার জন্যে ওবাদিয়া ফটক দিয়ে বাইরে আসতেই এলাইজা তাকে অনুরোধ করলেন রাজার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে।

এলাইজার সঙ্গে আহাব ভয়ে ভয়ে দেখা করলো। লোকটা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, জাদুবিদ্যাও জানে বোধহয়, কি জানি কি করবে!

দু'জনে দেখা হলো। এলাইজা রাজাকে বললেন, তোমাদের বল ঠাকুরের সমস্ত পুরোহিতকে জমায়েত করো। তারা জমায়েত হলে সকলকে মাউণ্ট কারমেল পাহাড়ে যেতে। এই পাহাড়ের সামনে দিগন্তপ্রসারী জের্জারিল প্রান্তর। পাহাড়ে আসতে পুরোহিতরা যেন অযথা বিলম্ব না করে। সেখানে গেলে খরা প্রপীড়িত দেশের দুর্দশার লাঘব হতে পারে নচেৎ দেশে দারুণ বিপ্লব দেখা দেবে, বুভুক্ষ মানুষ ক্ষেপে উঠবে, তাদের সামলান যাবে না।

রাজার আদেশে নিকট ও দূর থেকে বল ঠাকুরের সমস্ত পুরোহিত মাউণ্ট কারমেলে জমায়েত হলো। তারা অনুমান করেছিল এলাইজা সম্ভবতঃ তাদের কিছু ভেল্কি ও ভোজবাজী দেখিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করবে। মজাটা দেখাই যাক না, জিহোভার ঐ তল্পিদারটার বিদ্যে কতদূর তা যাচাই হয়ে যাবে।

তারা দলে দলে পাহাড়ে উঠে দেখল অন্ততঃ একশো বছরের পুরনো ভাঙাচোরা পাথরের একটা বেদির পাশে উটের লোমের আলখাল্লা পরে একটা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। প্রবল প্রতাপান্বিত জিহোভার একান্ত ভক্ত পুরোহিত তথা মহাপুরুষের এই নাকি চেহারা ও বেশ। বহুদিন পূর্বে ভ্রাম্যমাণ ইহুদিরা ঐ বেদিটা স্থাপন করেছিল।

সকলে পৌঁছে গেলে এলাইজা তাদের বললেন কে বেশি শক্তিমান, সূর্যদেবতা বল অথবা জিহোভা? বেশ, তাহলে আজ এবং এখনই তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাক। তারপর দুটো বলদ আনা হলো। একটা বলদ এলাইজা বল ঠাকুরের ভক্তদের দিলেন আর অপরটা নিজের কাছে রাখলেন। তাদের বললেন বলদটা বলির জন্যে প্রস্তুত করতে। কিন্তু দুটো বলদকেই বলি দেওয়া হলো।

নিহত বলদ দু'টিকে টুকরো টুকরো করে কেটে মাংসগুলি বেদির ওপরে একটি কাষ্ঠ খণ্ডের ওপর রাখা হলো। তখন এলাইজা বললেন যে এবার একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখা যেতে পারে। আমরা আগুন জ্বালাব না, বললেন এলাইজা, আমরা আমাদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করব যে তিনি যেন বেদিতে অগ্নি আনয়ন করেন। এমন অলৌকিক কাজ দেবতারাই করতে পারেন। প্রথমে তোমরাই প্রার্থনা কর।

বল ঠাকুরের উপাসকরা সারাদিন ধরে তাদের দেবতাকে এক মনে স্মরণ করে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে প্রার্থনা করে বেদি প্রজ্জ্বলিত করতে বললো। তারা কত রকম সুরে, কখনও ধীরে কখনও উচ্চ স্বরে কতরকম মন্ত্র পাঠ করতে

লাগলো কিন্তু তাদের আকুল আহ্বানে তাদের দেবতা সাড়া দিলো না।
এলাইজা তখন তাদের বিদ্রূপ করতে লাগলেন। তিনি প্রাণভয় তুচ্ছ করে বললেন তোমাদের দেবতা তো বেশ, তোমরা এতজন মিলে সেই কখন থেকে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করছ কিন্তু তিনি তোমাদের উপেক্ষা করছেন। ভক্তরা অনাহারে আছে কিন্তু তিনি তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না। কে জানে তোমাদের বল ঠাকুর বোধহয় অন্যত্র গেছেন কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তোমরা আরও উচ্চকণ্ঠে তাঁকে ডাক যাতে তিনি তোমাদের প্রার্থনা শুনতে পান।
ওরা তাই করলো কিন্তু কিছুই হলো না। তবুও এলাইজা তাদের সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিলেন।
এলাইজা তো জানেন ওরা পারবে না, ওদের দ্বারা হবে না। তখন তিনি তাদের কাছে এগিয়ে এসে তিনি কি করবেন তা দেখতে বললেন।
প্রাচীন ইহুদীদের বারোটি গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে তিনি বারোটি প্রস্তরখণ্ড তুলে নিয়ে বেদির ওপর সাজালেন। তারপর পাথরগুলি ঘিরে একটি নালা কাটলেন। এর দ্বারা পাথরগুলি সবকিছু থেকে পৃথক হয়ে রইল। বেদির ওপরে একটি কাষ্ঠ-খণ্ডের ওপর পাথরগুলি রাখা ছিল। এবার এলাইজা জনতার মধ্যে একজনকে বললেন ঐ পাথরগুলির ওপর বেশ করে জল ঢালতে যাতে পাথরগুলি, কাষ্ঠখণ্ড এবং বেদিটিও ভিজে যায়। তিনবার জল ঢালা হলো। পাথর, কাঠ, বেদী ভিজে জবজব করতে লাগলো। কোথাও কোথাও জল জমেও রইলো।
এবার এলাইজা আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং ইজরেলের একমাত্র দেবতাকে স্মরণ করলেন, আবেদন করলেন বেদি প্রজ্জ্বলিত করতে। তাঁর কথা শেষ হতেই আকাশ থেকে এক ঝলক আগুন ছিটকে বেরিয়ে এসে বেদির ওপর পড়ল। জল ও কাঠ উত্তপ্ত হয়ে প্রথমে বাষ্পীভূত হলো তারপর দাউ দাউ করে অগ্নিশিখা লাফিয়ে উঠল। বিধর্মীরা অবাক হয়ে জিহোভার শক্তি প্রত্যক্ষ করলো।
এই জয়ের মুহূর্তটি এলাইজা কাজে লাগালো। জিহোভা তখন তাঁর কাছে এসে গেছেন। একমাত্র এলাইজাই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারছেন। জিহোভাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন এইসব ভণ্ড তপস্বীগুলোকে সংহার করুন।
সমবেত ইজরেলীরা সেই সাড়ে চারশ বল ঠাকুরের পুরোহিতদের ঘিরে ফেলল এবং তাদের কিশোন নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেককে বধ করল।
আহাবকে এলাইজা বললেন, জিহোভা এবার শান্ত হয়েছেন। আজ রাতেই বৃষ্টি নামবে। খরার সমাপ্তি হবে।
আহাব তার প্রাসাদে ফেরবার পথে সমুদ্র থেকে কালো মেঘ ধেয়ে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল। আধ মাইল পথ পার হতে না হতেই প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল। সাড়ে তিন বছর মাঠগুলি শুকনো ছিল। বৃষ্টির জল পেয়ে সজীব হলো।
আহাব যখন তার পত্নীকে বললো কারমেল পাহাড়ে ও পরে কিশোন নদীর ধারে

কি ঘটেছে এবং এলাইজা কি করে বৃষ্টি নামালেন তখন সব শুনে জেজবেল রাগে ফেটে পড়ে মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে হুকুম জারি করলো, এই কে কোথায় আছ, বুড়ো বদমায়েশটাকে ধরে আন, আমাদের অতোগুলো মানুষ খুন করেছে। তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেল। এখনও সে বেশিদূর যেতে পারে নি। যাও এখনি ধরে আন।

কোথায় এলাইজা ? সে বাতাসে মিলিয়ে গেছে নয়ত বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এলাইজা জানত ধরা পড়লে তার নিস্তার নেই তাই সে দ্রুত আত্ম-গোপন করেছিল। এলাইজা কি হেঁটে ইজরেল এবং জুডা পার হয়েছিল নাকি উড়ে গিয়েছিল ? দক্ষিণ সীমান্তে বির-সেবা পৌঁছনো না পর্যন্ত সে থামে নি।

এখানেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করলো না। মরুর বুকের ওপর দিয়ে সে চলতে আরম্ভ করলো। আহার দূরের কথা এক বিন্দু জলও সে পান করে নি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বে বুঝি। তাই কি হয়, মহাপুরুষরা ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করতে পারেন।

সহসা জিহোভা প্রেরিত এক দেবদূতের আবির্ভাব হলো। দেবদূত তাকে খাদ্য ও পানীয় দিলো এলাইজা নতুন উদ্যমে আবার পথ চলতে আরম্ভ করলেন। আর আহার গ্রহণ না করে চল্লিশ দিন হাঁটলেন।

হাঁটতে হাঁটতে এলাইজা সাইনাই উপত্যকায় মাউণ্ট হোরেব-এ এসে থামলেন। সাইনাই ইহুদিদের কাছে পবিত্রভূমি। হাজার বছর আগে এখানেই এক পাহাড়ের ওপরে মেঘ ও বিদ্যুৎ গর্জনের সঙ্গে জিহোভার কাছ থেকে দশটি আজ্ঞা পেয়েছিলেন।

জিহোভার কাছ থেকে নতুন কোনো আদেশ পাবার আশায় এলাইজা হোরেব পাহাড়ে উঠে জিহোভার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

সহসা এত জোরে বাতাস বইলো যে এলাইজাকে প্রায় পাহাড় চূড়ো থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিল। বাতাসে যদি কিছু শোনা যায় এই আশায় এলাইজা কান পেতে রইলেন কিন্তু কোনো বাণী শোনা গেল না উপরন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরম্ভ হলো। মাটির নিচে গুড়গুড় শব্দ তারপর ভূমিকম্প আরম্ভ হলো। পাহাড়টা দুলতে লাগলো। চারদিকে আগুন জ্বলে উঠলো। তবুও এলাইজা কিছু শোনবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুই শোনা গেল না।

সহসা বাতাস ও ভূমিকম্প থেমে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ হলো। এবার এলাইজা জিহোভার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

জিহোভা তাকে বললেন এলাইজার দিন শেষ হয়ে এসেছে, সে আর বেশি দিন বাঁচবে না কিন্তু যে কাজ আরম্ভ করেছে তা শেষ করবার জন্যে এলাইজা নিজেই তার একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী খুঁজে বার করুক। এজন্যে এলাইজা যেখান থেকে এসেছিল সেইখানেই ফিরে যাক। ইজরেলে এখনও অনেক কাজ বাকি।

জিহোভার আদেশ এলাইজা মেনে নিলেন। সাইনাই ত্যাগ করে তিনি আবার ইজরেলের অনভিপ্রেত শহরগুলির দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

এলাইজা জেজরিল প্রান্তরে পৌঁছলেন। এই প্রান্তরে বহুদিন পূর্বে একদা ইহুদি ন্যায়াধীশরা অ্যামালেকাইট এবং মিডিয়ানাইটদের সেনাবাহিনী ধ্বংস করেছিলেন। এখানকার ভূমি উর্বর। এলাইজা দেখলেন একজন কৃষক নিশ্চিন্ত মনে তার জমিতে লাঙল দিচ্ছে। কৃষকটির বয়স বেশি নয়। জিহোভা তাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন এই কৃষক যুবক তার শিষ্য হবে।

এলাইজা জিহোভার নির্দেশ পেয়ে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে কৃষক যুবকের কাছে গিয়ে নিজের গা থেকে জোব্বাটি খুলে যুবকের কাঁধে ফেলে দিলেন।

যুবকের নাম এলিশা। দীপ্তিময় এক বৃদ্ধ পুরুষের জামা তার কাঁধে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো। যুবক নিশ্চয় মূর্খ ছিল না নচেৎ জিহোভা তাকে এলাইজার শিষ্য মনোনীত করতেন না।

এলিশা লাঙল ছেড়ে তখনি তার ঘরে ফিরে তার বাবা মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে সদ্যলব্ধ গুরুকে অনুসরণ করে চললো। মনে মনে সে বলতে থাকলো সে তার মহান গুরুর যেন উপযুক্ত শিষ্য হতে পারে।

এলাইজা এবং এলিশা ইজরেলে ফিরে দেখল অবস্থা সাংঘাতিক, আয়ত্তের বাইরে। ফিনিসিয়া থেকে জেজবেল আবার পুরোহিত আনিয়েছে। বল ঠাকুরের আরাধনা বন্ধ হয় নি।

আহাব শামারিয়াতে আর বাস করে না। সে জেজরিল শহরে চলে গেছে। সেখানে একটা নতুন প্রাসাদ বানাচ্ছে। যেখানে প্রাসাদ বানাচ্ছে তার পাশে, নাবোথ নামে এক ব্যক্তির আঙুর ক্ষেত আছে। নাবোথকে আহাব বললো আঙুর ক্ষেতটা কিনতে চায়। নাবোথ বললো আঙুর ক্ষেতটা তারা দীর্ঘকাল ধরে বংশ-পরম্পরায় চাষ করে আসছে। ক্ষেতটা সে বেচবে না।

জেজবেল শুনে আহাবকে বললো, তুমি না দেশের রাজা ? লোকটা বললো ক্ষেত বেচব না আর তুমিও অমনি তাই শুনে পেছিয়ে এলে ? আঙুর ক্ষেতটা পেলে প্রাসাদের বাগানখানা কত বড় আর কত সুন্দর হবে বল তো ? এ তো সহজ ব্যাপার। নাবোথের মাথা কেটে ফেল তারপর ক্ষেতটা দখল করে নাও।

আহাব রাজি নয়। এমন অন্যায় করলে সর্বজ্ঞ এলাইজা সব টের পাবে। সে ঠিক আসবে, শাস্তিও দেবে। সে অসুখের ভান করে বিছানায় আশ্রয় নিলো।

জেজবেল ছাড়বার পাত্রী নয়। রাজার অসুখ করেছে তো কি হয়েছে ? রাজা এখন কিছু করবে না। কিন্তু সে তো রানী। তারই বা ক্ষমতা কম কিসে। নাবোথের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে তাকে ও তার ছেলেদের হত্যা করলো। নিজ হাতে নয়। কয়েকজন বদমাশ লোক তার আদেশে পাথর ছুঁড়ে তাদের মেরে ফেললো। মৃতদেহগুলি রাস্তার ধারে ফেলে দিলো। ক্ষুধার্ত কুকুর তাদের খেয়ে ফেললো।

এই ঘটনার পরই দেখা গেল প্রাসাদের উদ্যানে এলাইজা দাঁড়িয়ে। আহাব যা ভয় করছিল তাই ঘটল। এলাইজা সেইদিনই জেজরিলে পৌঁছে সব শুনেছে। আহাবকে বলে গেল যে কুকুরগুলো নাবোথ আর তার ছেলেদের যেখানে ভক্ষণ করেছে, তাদের রক্ত চেটে খেয়েছে সেইখানেই এক বছরের মধ্যে সেই

কুকুরগুলোই আহাবের দেহ কামড়ে খাবে, রক্ত চেটে খাবে। জেজবেলও ছাড়া পাবে না। কুকুরগুলো তার দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। একদিন একজন তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

জেজরিলের মানুষ এবং জেজবেল বললো, অসম্ভব, এমন আবার হয় নাকি। রাজা বা রানী হলেও তাদের মরতে হবে ঠিকই তাই বলে তাদের লাশ রাস্তায় পড়বে আর কুকুরে খাবে ?

আহাব কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এমন শোচনীয় পরিণতি এড়াবার জন্যে সে নিষ্কৃতির পন্থা খুঁজতে লাগল।

সে এমন কঠোর হস্তে দেশ শাসন করতো যে প্রজাদের দিক থেকে তার প্রাণ-নাশের আশংকা ছিল না। কেউ যদি তাকে হত্যা করে, প্রকাশ্যে, গোপনে বা রণক্ষেত্রে সে তার কোনো শত্রু।

তার শত্রুরা বাস করে তার দেশের উত্তরে। এমন একটি দেশ আরম। আরম যদি তার দেশ আক্রমণ করে তাহলে তা প্রতিহত করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে অ্যাসিরিয়ার রাজা তখন আরমের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, যেকোনো সময়ে আরম আক্রমণ করবে। আহাব ভাবল আরমকে ধ্বংস করার এই তো সুযোগ। সে এখন বিপদে পড়েছে। তাকে যদি একসঙ্গে পুব আর দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করা যায় তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

আহাব সময় নষ্ট করল না। সে জুডায় জেহোসাফাতের কাছে দূত পাঠালো। আহাব বলে পাঠালো সে আরমের রাজধানী ডামাস্কাস আক্রমণ করবে, জোহো-সাফাত যেন তার সঙ্গে যোগ দেয়। জোহোসাফাত তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বাহিনী নিয়ে আহাবের সঙ্গে যোগ দিলো।

বল ঠাকুরের পুরোহিতরা বললো রাজা আহাব দীর্ঘজীবী হউন, তাঁর জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু মিকাইয়া নামে একজন সর্বজ্ঞ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললো, রাজার মৃত্যু হবে, তিনি ভাগ্যলিপি এড়াতে পারবেন না, হাজার চেষ্টা করলেও পারবেন না।

আহাব সম্ভবতঃ নিজেকে খুব চতুর ভাবতো কিন্তু সে যে বুদ্ধিহীন তা শীঘ্রই বোঝা গেল। সে নিজে সাধারণ সৈনিকের পোশাক পরলো আর জোহোসাফাতকে পরালো নিজের রাজবেশ। তাহলে তার শত্রুরা তাকে চিনতে পারবে না, মারতে হয় মারবে জোহোসাফাতকে। আরামির নিশচয় লক্ষ্য হবে রাজবেশে সজ্জিত জুডার রাজা।

এক সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দু পক্ষ থেকেই তীর বর্ষিত হচ্ছে। তীর লোক চিনে কারও দেহে বেঁধে না, তার তীক্ষ্ন ফলার মুখে রাজা প্রজা সমান। আহাব যে মৃত্যু এড়াবার জন্যে রাজবেশ ত্যাগ করে সাধারণ সৈনিকের বেশ পরেছিল তার দেহে একটা তীর এসে বিঁধল। সেই এক তীরেই তার মৃত্যু, মাটিতে ঢলে পড়ল আর উঠল না। জোহোসাফাত রাজবেশ পরেও অক্ষত রইল।

আহাবের মৃতদেহ জেজরিল শহরে আনা হলো। কবর দেবার আগে রাজরথ থেকে আহাবের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। রক্তর গন্ধ পেয়েই এক দল

কুকুর কোথা থেকে ছুটে এসে প্রথমে রথের গা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত চাটতে লাগলো। এলাইজার সতর্কবাণী সত্য হলো। অদূরে নাবোথেরও রথটা পড়ে ছিল।

আহাবের মৃত্যুর পর বিশৃংখলা দেখা দিলো। উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে বসল আহাবের বড় ছেলে আহাজিয়া। অভিষেকের কয়েক দিন পরে শামারিয়ার রাজপ্রাসাদের জানলা গলে আহাজিয়া নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হলো। বল ঠাকুরের মন্দিরে সে দূত পাঠাল, ঠাকুরের কাছে জেনে এস সে আরোগ্যলাভ করবে কি না।

দূত যখন বল ঠাকুরের মন্দিরের দিকে যাচ্ছে তখন তার সংগে এলাইজার দেখা হলো। এলাইজা সর্বজ্ঞ। তিনি দূতকে বললেন, তোমাদের রাজা আরোগ্য লাভ করবে না, তার মৃত্যু হবে।

আহাজিয়া মারা গেল।

তার ভাই জেহোরামের ভাগ্য একটু বেশি প্রসন্ন। এখন মোয়াবের রাজা মেশা ইজরেলে আসবে কর দিতে। ইজরেলের নতুন রাজা জেহোরাম জোহোসাফাতকে বললো, তারা দুজনে মিলে মোবাইটদের দেশ দখল করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলে কেমন হয়?

জুডার রাজা জোহোসাফাত প্রস্তাব সমর্থন করলো।

আক্রমণ অভিযান শুরু হতে না হতেই দুর্ভাগ্য দেখা দিলো। চেনা পথ দিয়ে না গিয়ে তারা ডেড সি-এর অন্য একটা শর্টকাট পথ ধরল। মরুভূমিতে তারা পথ হারাল। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দুই রাজার প্রাণ যায় আর কি।

মোয়াবের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেখল মোয়াব-রাজা দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে রেখেছে। দুই রাজা পরামর্শ করলো আক্রমণ না করে শহরটা অবরোধ করা যাক। শহর থেকে কাউকে বেরোতে দেওয়া হবে না। শহরে খাদ্য পানীয় কিছু ঢুকতে দেওয়া হবে না।

অবরোধ চলল মাসের পর মাস। একদিন বোঝা গেল মোয়াব এবার আত্মসমর্পণ করবে, সে আর পারছে না। মোয়াবের রাজা স্থির করলেন যে তিনি এমন একটা বলিদান দেবেন যা মানব ও দেবতার হৃদয় স্পর্শ করবে।

মোয়াব তার বড় ছেলেকে শহরের প্রাচীরের ওপরে শত্রুর সমক্ষে বলি দিলো এবং মোবাইটদের উচ্চ আদর্শ অনুসারে মৃতদেহ প্রকাশ্যেই দাহ করা হলো।

এই দৃশ্য দেখে ইহুদিরা ভীষণ দমে গেল। তারা নিজেদের দেবতা জিহোভার ওপর, বিশেষ করে ঐ দুজন রাজা, আস্থা স্থাপন করতে পারে না। এরা লক্ষ্য করলো নিজ দেবতার প্রতি মোবাইটদের আনুগত্য। আর অবরোধ চালিয়ে কাজ নেই। তাদের ওপর যদি মোবাইটদের দেবতার রোষ পড়ে তাহলে তাদের আর বাঁচবার উপায় থাকবে না। তারা অবরোধ তুলে বাড়ি ফিরে চলল।

ইহুদিজাতির ইতিহাসে এ একটা সংকটজনক সময়। ওমরি বংশের প্রভাব এখন ইজরেল ও জুডা দুই দেশের ওপরই বিস্তৃত। উত্তরে অর্থাৎ ইজরেল তখন দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করছে জেজবেল। স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের চূড়ান্ত।

আর দক্ষিণে জুড়া রাজ্যের রানী হলো তার কন্যা আটালিয়া। রাজা তো তার কথায় ওঠে বসে। আটালিয়া নিজের দেশ থেকে কয়েকজন পরামর্শদাতা এনেছিল। আটালিয়া তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে রাজাকে বাধ্য করতো।
জিহোভার প্রভাব কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। না এদেশে না ওদেশে। বল ঠাকুরের প্রভাব প্রতিপত্তি এখন সর্বত্র। এই মূর্খ অসহায় মানুষগুলোকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্যে। এখনি কিছু করা দরকার। এবং এখনই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এ কাজ কে করবে? এলাইজা তো এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, যিনি কথা বলতেন কম কাজ করতেন অনেক বেশি। তাঁকে এই পৃথিবী থেকে জিহোভা নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।
একদিন এলাইজা যখন এলিশার সঙ্গে পথ চলছিলেন এমন সময়ে আকাশ থেকে একটা অগ্নিরথ নেমে এসে সর্বজ্ঞ সেই বৃদ্ধকে তুলে নিয়ে গেল।
বেথেল শহরে এলিশা ফিরে এসে এই খবর সকলকে দিয়েছিল। এলাইজার ভক্তি সম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই অতএব এই ঘটনা কেউ অবিশ্বাস করে নি।
ইতিমধ্যে এলিশা তার গুরুর অনেক শক্তি ও দূরদৃষ্টি অর্জন করেছে। তার পরিচয়ও অনেকে পেয়েছে। তাকেও কেউ অবিশ্বাস করে না। এলাইজার উপযুক্ত শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলে সকলে মেনে নিয়েছে। সকলে তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে।
এলিশার মাথাজোড়া টাক ছিল। একদিন বেথেল গ্রামের কয়েকটা দুষ্ট ছেলে তার টাক নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলো। এলিশা হাত নেড়ে কি ইঙ্গিত করলো আর অমনি পাশের ঝোপ থেকে দুটো ভালুক বেরিয়ে এসে ছেলেগুলোকে খেয়ে ফেলল। এলিশা জানিয়ে দিলেন তার সঙ্গে লাগতে এসো না। সে অবহেলা বা অবজ্ঞার পাত্র নয়। এলাইজার মতো এলিশাও একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে নদীর স্রোত থামিয়ে দিতে পারত। জলে লোহা ভাসিয়ে দিতে পারত, মুমূর্ষু রোগীর রোগ আরোগ্য করতে পারত। নিজেকে ইচ্ছামতো অদৃশ্য করার ক্ষমতাও সে অর্জন করেছিল।
জেজবেলের অত্যাচার দিন দিন বাড়ছে। সে মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। ইহুদিদের জাতীয় জীবনে সে গভীর এবং যন্ত্রণাদায়ক একটি ক্ষত বিশেষ। তাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সরিয়ে দেবার সময় এসেছে।
ইহুদিরা আর সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ওমরির বংশকে তারা নিশ্চিহ্ন করবে এবং ইহুদিদের দুই দেশ থেকে ওদের বল ঠাকুরকে উচ্ছেদ করবে। এই বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব নিলো এলিশা।
শুধু নেতৃত্ব নয়, আড়ালে বসে পরামর্শ দেওয়া নয়, সে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পথে নেমে পড়লো তবে লড়াই থেকে নিজেকে তফাতে রাখতো। সে তলোয়ার চালাবার মানুষ নয় তাই সেই ভারটা সে দিয়েছিল জেহু নামে এক ব্যক্তির ওপর। ওল্ড টেস্টামেন্টে জেহু এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।
ইজরেল সৈন্যবাহিনীতে জেহু একজন ক্যাপটেন ছিল। সে তার অসীম সাহসের জন্যে বিখ্যাত হয়েছিল। তার চেয়ে বেগে কেউ ঘোড়া বা উট ছোটাতে পারতো

না, লক্ষ্যভেদে ছিল অদ্বিতীয় আর পলায়মান শত্রুদের তাড়া করবার সময় ক্লান্ত হতো না। ওমরির মতো নামী ও পুরনো একটা বংশকে কেউ যদি উচ্ছেদ করতে পারে তো সেই জেহু। আরও একটা ব্যাপার ছিল, ভাগ্য তার সহায় ছিল। কপাল মন্দ বা ভাগ্যকে দোষ দিতে কেউ তার অনুশোচনা শোনে নি। কখনও সে বিলাপ করতো না।

জুডার রাজা এবং ইজরেলের রাজা জেহোরাম আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। তারা একত্রে থাকতো এবং মনে যাই থাক পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে এটা তারা তাদের প্রজাদের জানাতে অবহেলা করতো না।

ইজরেলের রাজা জেহোরাম প্রথম উপলব্ধি করলো প্রজারা ক্ষেপে গেছে এবং জেহুর মতো একজন দুর্ধর্ষ সেনানায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করে এগিয়ে আসছে। সে তার বর্ম আবৃত রথে চেপে পালাবার চেষ্টা করলো কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। রথে ওঠবার আগেই কোথা থেকে একটা তীর এসে তার বুকে বিঁধল। তার লাশ রাস্তার ধারে পড়ে রইলো। পরে ও পথ দিয়ে সৈন্যরা মার্চ করে যাবার সময় তার লাশ দেখতে পেয়ে নাবোথের সেই জমিতে ফেলে দিলো যে জমি আহাব বেআইনীভাবে দখল করে নিয়েছিল। কুকুরের পাল যেন তৈরি হয়েই ছিল। ঘেউ ঘেউ করে ক্ষুধার্ত কুকুরের পাল তেড়ে এসে লাশটা কামড়াকামড়ি করতে লাগলো।

ইজরেলের রাজার শোচনীয় পরিণতি দেখে জুডার রাজা সতর্ক হয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করলো। ইবলিমের কাছে বিদ্রোহীরা তাকে ধরে ফেলল। সে গুরুতরভাবে আহত হলো। আর্মাগেডন যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই মেগিডোতে বিখ্যাত একটি দুর্গ ছিল। আর্মাগেডনের এই রণাঙ্গনে অনেক ইহুদি রাজা শোচনীয়ভাবে হত হয়েছে। জুডার রাজা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় দেহটাকে কোনোরকমে টানতে টানতে সেই মেগিডো দুর্গের দিকে চলল। দুর্গে প্রবেশ করার পরই তার মৃত্যু হলো।

জেজবেল এখনও বেঁচে আছে। জেহুর নজর সেদিকে ফিরলো। জেজবেলের এখন বেশ বয়স হয়েছে। এতদিনে ও এতক্ষণে সে বুঝল তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। জেহুকে সে আটকাতে পারবে না। জেজবেলের কিন্তু সাহস ছিল। মরতেই যদি হয় তো ভীরুর মতো মরবে না। দাসীদের বললো রানীর সাজে তাকে সাজিয়ে দিতে। তারপর সে তার শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

জেহু প্রাসাদে প্রবেশ করে জেজবেলের খবর নিলো। প্রাসাদের ওপর তলায় একটা ঘরে জেজবেল তখন অপেক্ষা করছিল। জেহু তখন জেজবেলের দুজন খোজা প্রহরীকে বললো তাদের রানীমাকে জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দিতে। আদেশ না মানলে তাদের মরতে হবে। তারা জেজবেলকে টানতে টানতে জানলার ধারে নিয়ে গিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিলো নির্দয়ভাবে।

নিচে রাস্তায় পড়ে জেজবেল মরে গেল। জেহু তার লাশের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে দেখল না। জেজবেলের ছিন্নভিন্ন

লাশ রাস্তায় পড়ে রইলো। দিন গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যার পর রাত্রি নেমে এলো তবুও দেশের রানীমাতার মৃতদেহ কেউ সরাবার চেষ্টা করে নি। ইতিমধ্যে কাক এসে চোখ খুবলে নিয়ে গেছে, কুকুরের পাল এসে দেহ থেকে সেই রানীর পোশাক ছিন্নভিন্ন করে বিবসনা করে দেহ থেকে খুবলে খুবলে মাংস খেতে আরম্ভ করেছে।

আহাবের কয়েকজন প্রাক্তন অনুগত এবং রানীরও সেবক গভীর রাতে যখন দেহটার উপযুক্ত সৎকার করবার জন্যে সেটি তুলে নিতে এলো তখন কুকুরের পাল আর কিছুই বাকি রাখে নি। কেবল কয়েকখণ্ড হাড় পড়ে আছে, যেগুলো চিবোতে পারে নি, চেটেপুটে খেয়ে সব সাফ করে দিয়েছে।

এবার আহাবের বাকী বংশধরদের পালা। বেশির ভাগ মেয়ে পুরুষ শামারিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু যখন দেখল সারা দেশ এখন জেহুর সমর্থক এবং তার দলে ভিড়ে গেছে তখন তারা বুঝল তাদের আর আশা নেই তখন তারা বিনা শর্তে এবং জেহুর শর্তেই আত্মসমর্পণ করলো।

তারা আত্মসমর্পণ করেও রেহাই পেল না। প্রত্যেকের মুণ্ডচ্ছেদ করা হলো। মুণ্ডগুলি শহরের তোরণের বাইরে দুভাগে স্তূপীকৃত করে সাজিয়ে রাখা হলো। এখনও কেউ যদি কল্পনা করে থাকে জেহুকে বাধা দেবে তাহলে মুণ্ডের স্তূপ দেখে সে আর সাহস করবে না।

জুডায় ছিল রাজপরিবারের বিয়াল্লিশজন। তারাও রেহাই পেল না, ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা করে নিয়ে সেই মুণ্ড নগর তোরণের সামনে সাজিয়ে রাখা হলো।

বাকি রইলো বল ঠাকুরের পুজারীর দল। তাদের সঙ্গে জেহুর বুঝি কোনো শত্রুতা নেই। তাদের ধর্মের প্রতি জেহুর বুঝি সহানুভূতি আছে। জেহু তাদের খবর দিলো তোমরা সকলে মন্দিরে সমবেত হও, আলোচনা করে স্থির করা যাবে তোমাদের ও তোমাদের সূর্যদেবতার কি ব্যবস্থা করা যাবে।

তারা জেহুর সদিচ্ছায় বিশ্বাস করে মন্দির সংলগ্ন বড় ঘরে সমবেত হলো এবং সব দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। রাত্রে প্রত্যেকটি পুরোহিতকে হত্যা করা হলো।

ঝড়ের গতিতে জেহু ওমরি বংশ, তাদের দেবতা, তাদের পুজারী ও চেলা-চামুণ্ডাদের শেষ করে ছাড়ল। কেউ বাকি রইলো না।

জেহু ইজরেলের রাজা হলো। এলিশার আনন্দ বুঝি আর ধরে না। জিহোভার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তাঁরই জয়।

দেশের লোক শীঘ্রই উপলব্ধি করলো এই নির্বিচার হত্যালীলা ও অবাধ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেশের কিছু উপকার করেছে বলে মনে হচ্ছে না। জেহু সাহসী এবং বেপরোয়া যোদ্ধা ঠিকই কিন্তু দেশ শাসন করবার মতো জ্ঞান ও বুদ্ধি তার নেই। সে শীঘ্রই কয়েকজন ধর্মীয় নেতার হাতের পুতুল হয়ে গেল। তারা জেহুকে সর্বদা ঘিরে রাখে। তারা সর্বদা তাদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খোঁজে

এবং প্রায়ই সফল হয়।
যাদের শিরায় খাঁটি ইহুদি রক্ত প্রবাহিত হয় না তাদের এবং বিদেশীদের এইসব তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা সহ্য করতে একেবারেই রাজি নয়। তাদের তারা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলো এবং এরকম বিদেশী যাতে দেশে ঢুকতে না পারে সেদিকে তারা কড়া নজর রাখল, একটা কাল্পনিক প্রাচীর তুলে দিলো চারদিকে। কোনো বিদেশী রাজা বিশেষ করে সে যদি জিহোভার সমর্থক না হয় তাহলে তার সঙ্গে কোনো চুক্তি করা চলবে না, ব্যবসা বাণিজ্যও নয়।
ইজরেল এবং জুডা দুই দেশেরই অবস্থা এখন খারাপ। দু দেশেরই বহু যোদ্ধা ও সেনাপতি এবং রাজবংশেরও প্রায় সকলে মারা গেছে। বহু অস্ত্র, রথ, ঘোড়া. উট খোয়া গেছে বা মৃত। এমন অবস্থায় পুবে বা পশ্চিমে কোনো মিত্রশক্তি তাদের সহায় না হলে ওদের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। সবগুরুদের পরামর্শে সব পাপ বিদেয় করে পবিত্রভূমি গড়তে গিয়ে এ এক নতুন বিপদ হলো। দেশ পাপমুক্ত ও পবিত্র রাখা নিশ্চয় মহৎ উদ্দেশ্য কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে এমন অবস্থা অচল। তারপর দেশকে বিধর্মীদের হাত থেকে বাঁচাতে বহু মানুষ হত্যা করেছে তার মধ্যে নিরীহ মানুষের সংখ্যা কম নয়। হত্যা দ্বারা কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।
দেরি হলেও অ্যামস এবং হোসিয়া নামে দুজন প্রফেট এই অন্যায়টা বুঝিয়ে দিলেন। অনেক আপসোস শোনা গেল. অনেক অশ্রুপাতও হলো। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।
পুবের কোনো দেশ ইজরেল জয় করে নিলো। আরম দেশেও বিদ্রোহ। রাজা দ্বিতীয় বেনহাদাদকে হত্যা করে তারই এক সিরিয় সেনাপতি হাজায়েল রাজা হয়ে বসল। হাজায়েল ডামাস্কাসের শক্তি অনেক বাড়িয়েছিল কিন্তু যখন অ্যাসিরিয়ার আশুরনাসিরপালের পুত্র দ্বিতীয় সালমানসের আরম রাজ্য আক্রমণ করল তখন সব প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মাউন্ট হারমনের যুদ্ধে হাজায়েল পরাজিত হলো, ডামাস্কাসের পতন হলো।
অ্যাসিরিয়ানদের শক্তির পরিচয় পেয়ে ভূমধ্যসাগর তীরের সিডন ও টায়ারের শাসকরা এবং ইজরেল অ্যাসিরিয়দেরই শর্তে শান্তি-চুক্তি করলো। এরা বুঝতে পেরেছে অ্যাসিরিয়া এখন প্রবল প্রতাপশালী, ওর সঙ্গে পারা যাবে না।
অ্যাসিরিয়ার সেই সময়ের ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে মাউন্ট হারমনের তুমুল যুদ্ধটি হয়েছিল খৃঃপূঃ ৮৪২ অব্দে এবং ওমরি বংশের স্থলাভিষিক্ত জেহু অ্যাসিরিয়দের অধীনতা স্বীকার করে কর দিয়েছিল।
যুদ্ধে অনেক ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণ করতে হবে তাই সালমানসের যেই নিনেভায় ফিরে গেল অমনি পরাজিত হাজায়েল সুযোগ বুঝে ইজরেলের উত্ত-রাংশের খানিকটা দখল করে নিজ রাজ্যভুক্ত করে নিল। ঐ অঞ্চলে যত ইহুদি ছিল সকলকে নির্মূল করলো। যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গেল আর শিশুদের পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করল। আরম থেকে লোক এনে উত্তর ইজরেলে বসিয়ে দিলো। ফাঁকা ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার আরমের মানুষে ভরে উঠল।

কি সব সর্বনাশা কাণ্ড ঘটছে।

জেহু দিশেহারা, কি করবে বুঝতে না পেরে তার বর্তমান প্রভু সালমানসের সাহায্যে ভিক্ষা করলো। কিন্তু সালমানসের সাহায্য পাঠাবার আগেই হাজায়েল আবার আক্রমণ করলো, ইজরেল এবং জুডিয়া। সঙ্গে নিলো মোয়াবাইট, এডোমাইট এবং ফিলিস্তিনদের। লুটপাট করে দুটো দেশকে নিঃস্ব করে ছাড়লো। তরবারির আঘাত থেকে যারা বেঁচে গেল তাদের চরম দুর্দশা, আহার জোটে না। বাধ্য হয়ে তারা বিজিতদের ক্রীতদাস হয়ে গেল।

একমাত্র সামারিয়া শহরটা ইহুদিদের দখলে তখনও রইলো।

এই ঘোর বিপদের সময় এলিশা এসে জেহুর পাশে দাঁড়াল। জেহু তার সাহস ও শক্তি ফিরে পেল। তারা অ্যাসিরিয়ার সাহ্যায্য চেয়ে লড়াই আরম্ভ করে দিলো। যথাসময়ে সাহায্য এসে গেল। অ্যাসিরিয়রা আরমদের পরাজিত করে ডামাস্কাস দখল করে নিলো। ইজরেল আপাততঃ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

অ্যাসিরিয়া বিনা স্বার্থে ইজরেলকে সাহায্য করে নি। যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার একটা হিসেব করা হলো। প্রতি বছর কিস্তিবন্দী হারে ইজরেলকে সেই অর্থ অ্যাসিরিয়ার রাজাকে পরিশোধ করতে হবে। জোর যার মুল্লুক তার। এই ব্যবস্থা মেনে না নিলে মিত্রতা থাকবে না।

ইজরেলের কাঁধে এই যে ভারি জোয়াল চেপেছিল তা শত বৎসরেও শোধ হলো না। মাঝে মাঝে চেষ্টা করে, কখনও কিছু মাপ হয়, এই পর্যন্ত। তবুও ইজরেল চেষ্টা চালিয়ে যায়।

জেহুর ছেলে জিহোয়াজ সাহস করে ডামাস্কাস আক্রমণ করে শহর দখল করে নেয়। তার বাহিনী শত্রুকে নিনেভা পর্যন্ত পূব দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

জিহোয়াজের ছেলে জিহোয়াসও সাহসী যোদ্ধা ছিল। সে এলিশার পরামর্শমতো চলতো, জিহোভার প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। তবুও একটা দুর্বলতা ছিল। সুযোগ পেলেই সে জেরুজালেমের মন্দির লুটপাট করতো।

জিয়োহাসের ছেলে জেরোবোর অবশ্য কিছু কাজের মতো কাজ করতে পেরেছিল। সে ইজরেলের স্বাধীনতা ও পূর্ব গৌরব কিছু দিনের জন্যে হলেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। আবার যেন সলোমনের দিন ফিরে এসেছে আশপাশের দেশগুলির মধ্যে ইজরেল আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। ইজরেলের জনসাধারণ একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। এজন্যে পরে তাদের হতাশাও হতে হয়েছিল।

ইজরেলের আকাশে সেই বোধহয় শেষ সূর্য উঠেছিল।

সেই শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ইজরেল ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল। এত বেশি প্রাচুর্য ইজরেলবাসীরা আশা করে নি। রাতারাতি গ্রামগুলো যেন শহর হয়ে উঠল। এই প্রাচুর্যের ভাগ নিতে পশুপালকরা মাঠে তাদের

পশুপাল ফেলে হাটে-বাজারে ঘোরাফেরা আরম্ভ করলো। বড় রাস্তা দিয়ে পণ্যসম্ভার নিয়ে উটের পাল আবার পূব থেকে পশ্চিমে বা উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়া-আসা আরম্ভ করলো। ইজরেলী নরনারীর মুখে হাসি আর ধরে না। অর্থ আবার অনর্থের মূল। দেশবাসীর মনে যেমন পাপ প্রবেশ করলো তেমনি দেশের যে অর্থনীতি ফাটকার ওপর নির্ভরশীল সে অর্থনীতি ধসেও পড়ে। সলোমনের সমৃদ্ধির সময়ের অনেক পাপও ফিরে এল এমন কি গ্রামের প্রাচীন-রাও ইহুদীদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভুলতে বসল। জিহোভা অবহেলিত, লোকে তাঁকে বুঝি ভুলে গেল।

তবুও সৎ মানুষ শেষ হয়ে যায় নি। অষ্টম শতকের কয়েকজন মহাপুরুষ তাঁদের কর্তব্য করে যাচ্ছিলেন, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অ্যামস, ইসাইয়া এবং হোসিয়া। তাঁরা জনগণকে বোঝাতে লাগলেন পৃথিবীতে অর্থ সব কিছু নয়। মানুষ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে ছায়ার পিছনে ছুটছে, পাপ প্রবেশ করছে, এখনও ফিরে এসো, অধর্মকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না। এলাইজা এবং এলিশাও অধর্মকে প্রশ্রয় দেন নি। তোমরাও জিহোভার বিরাগভাজন হয়ো না।

ব্যাবিলনের মানুষদের কাছ থেকে এতদিন পরে ইহুদিরা লিখতে শিখেছিল। অতীতে যা ঘটেছে এবং বর্তমানে যা ঘটছে তার কাহিনী এবং মহাপুরুষদের অমৃতবাণী লিপিকাররা লিখতে আরম্ভ করলো। তাদের সন্তান-সন্ততিরা এসব পড়ে অতীতকে জানতে পারবে, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

সেই তিন মহাপুরুষ, অ্যামস, ইসাইয়া এবং হোসিয়া হাল ছেড়ে দিলেন না, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেও রইলেন না। অর্থের অসারতা তারা বোঝাতে লাগলেন। বিলাসিতা যে পাপ তাও বোঝাতে লাগলেন। অতীতে ইহুদিরা যখনই সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়েছে তখনই তাদের পতন হতেও বিলম্ব হয় নি। ধনীদের বললো. মানবসেবা করো, উদ্বৃত্ত অর্থ দরিদ্রদের দান করো আর দরিদ্রদের বললেন ধর্মে মতি রাখো, জিহোভার ভজনা কর, তিনিই তোমাদের একমাত্র অবলম্বন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পরস্পরকে সাহায্য করতে বললেন। অন্ততঃ মানবসেবার দিকেও তাদের যদি মন ফেরাতে পারা যায়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। তাদের রাজা জেরোবোম যুদ্ধে জয়লাভ করছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে সেই সঙ্গে বাড়ছে দেশের সম্পদ। অ্যামস, ইসাইয়া এবং হোসিয়া এবার জনগণকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। তাও তারা গ্রাহ্য করলো না। তখন তাঁরা বললেন এখনও সাবধান হও, বিপদ এলো বলে, সর্বনাশ আসন্ন। ইতিমধ্যে নিনেভায় যে একজন সাহসী, বুদ্ধিমান ও চতুর বীরের আবির্ভাব ঘটেছে সে খবর বোধহয় ধনোন্মত্ত ইজরেলীদের কানে ওঠে নি। লোকটির নাম টিগলাথ পিলেসার, নিনেভার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। নামটা তার আসল নাম নয়, এই নামটা সে গ্রহণ করেছিল পাঁচশত বৎসর পূর্বে এক জাতীয় বীরের নামানুসারে। টাইগ্রিস নদীর তীর থেকে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল প্রতিজ্ঞা।

এ সুযোগটা ইহুদিরাই তাকে করে দিলো।
জুডার রাজা আহাজ আরম রাজের সঙেগ কি একটা অজানা কারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ ছাড়া নাকি মীমাংসা হবে না। জুডার রাজার তখন হয়তো প্রচুর অর্থ ও বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার আছে কিন্তু সেই তুলনায় সমর শক্তি ছিল না। আহাজ তার প্রতিবেশী টিগলাথ পিলেসারকে সাহায্য করতে বললো।
এই খবর পেয়ে সর্বজ্ঞ ইসাইয়া আহাজকে সতর্ক করলেন, বিধর্মীর সঙেগ এরকম কোনো চুক্তি নয়। জুডিয়া রাজ শুধু জিহোভার ওপর নির্ভর করুন তাহলে আর কারও কোনো সাহায্যের দরকার হবে না। দুর্বিনীত আহাজ ইসাইয়ার কথায় কান দিলো না। সে বললো এসবে সে বিশ্বাস করে না। জিহোভার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেও লাভ নেই। সে জানে সে কি করছে। আরম সে আক্রমণ করবেই এবং ব্যর্থ হবে না।
তথাপি ইসাইয়া আহাজকে সাবধান করে দিয়ে বললেন তোমার ধারণা ভুল, এখনও নিরস্ত হও, জুডিয়া এবং ইজরেলের পতন অনিবার্য এবং তা শীঘ্রই হবে। এখন যারা বালক তারা সাবালক হবার আগেই দেশ পরাধীন হবে।
আহাজ এই সাধানবাণীতে কান দিলো না। মন্দিরে যত সোনা রুপো ছিল আহাজ সেসব সংগ্রহ করে টিগলাথ পিলেসারের কাছে উপঢৌকন পাঠাল। তারপর সে যখন তার এই নতুন বন্ধুর কাছে আগাম কৃতজ্ঞতা জানাতে গেল তখন সে পেতলের তৈরি সেই পবিত্র বেদিটিও নিয়ে গেল যেটি সলোমনের সময় থেকে ট্যাবারনাকেলের পবিত্রতম প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ছিল। সেই বেদিটি সে ডামাস্কাসে নিয়ে গিয়ে অ্যাসিরিয়া রাজকে সমর্পণ করলো। আহাজ জানলো না সে কি সর্বনাশ করলো। জেরুজালেমের পবিত্র আত্মা সে বিসর্জন দিলো। টিগলাথ পিলেসার এইসব উপহার পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট। মনে মনে হেসেছিলও বোধহয়। জানা নেই এই মূল্যবান উপঢৌকনের বিনিময়ে ইহুদিদের প্রতি অ্যাসিরিয়দের বিরূপ মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কি না। যদিও বা কিছু পরিবর্তন হতো তা টিগলাথের অকালমৃত্যুর জন্যে হয় নি। হতে পারে টিগলাথ জুডার সর্বনাশ করতো না।
টিগলাথের পর রাজা হলো সালমানেসার। সে তার পিতার বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন করে নি। তবে সে জুডিয়ার ক্ষতি না করলেও ইজরেলের জন্যে তার দুর্বলতা ছিল না।
ইজরেলের শেষ রাজা এবং দুষ্ট রাজা বলে কথিত, হোসিয়া কোনো সূত্র থেকে টের পেল যে সালমানেসার তার রাজ্য আক্রমণ করবে। সে তখন মিশরের সঙেগ এক চুক্তি করলো, তার দেশ আক্রান্ত হলে মিশর তাকে সাহায্য করবে।
তদনুসারে মিশর-বাহিনী পাঠাতে রাজি হলো কিন্তু মিশরের বাহিনী নীল নদ অতিক্রম করবার আগেই সালমানেসার ইজরেল জয় করে রাজাকে বন্দী করে নিনেভায় পাঠিয়ে দিলো। তারপর অ্যাসিরিয়ার রাজা সামারিয়া অবরোধ করলো।
সামারিয়ার নাগরিকরা তিন বছর ধরে শহর রক্ষা করলো। লড়াইয়ের সময়

একদিন রাজা সালমানেসার আঘাত পেয়ে শহরের প্রাচীরের গায়ে লুটিয়ে পড়ল। সেখানেই তার মৃত্যু হলো।
সালমানেসারের পর এলো সারগন। সারগন প্রবল বেগে আক্রমণ করে সামারিয়া দখল করে নিলো। ইজরেলীদের শেষ প্রতিরোধ ভেঙে গেল। ইজরেল বিধ্বস্ত, উঠে দাঁড়াবার তার আর ক্ষমতা রইলো না, মেরুদন্ড ভেঙে গেল। ইজরেলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো।
তারপর যে অপমানজনক ও শোচনীয় পর্ব আরম্ভ হলো তার তুলনা ইহুদি ইতিহাসে কোথাও নেই। সাতাশ হাজার দুশো আশিটি ইহুদি পরিবারের প্রায় এক লক্ষ মানুষকে সারগন ইজরেল থেকে তাড়িয়ে দিলো। দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে দেশের জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল তারপর লক্ষ মানুষ বিতাড়িত। দারিদ্র্য চরম সীমায় উঠেছে।
সারগন অ্যাসিরিয়ার পাঁচটি প্রদেশ থেকে মানুষ এনে তাদের বাস করার ব্যবস্থা করে দিলো। ইহুদিদের দশ গোষ্ঠীর তখনও যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে অ্যাসিরিয় বা অন্যান্য জাতি যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে বিয়ে-থা আরম্ভ হলো ফলে নতুন এক জাতির সৃষ্টি হলো। এরা স্যামারিটান নামে পরিচিত হলো। ওদিকে যেসব ইহুদিরা বিতাড়িত হয়েছিল তারাও নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য সেমেটিক জাতির লোকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যে তাদের আর আলাদাভাবে চিনে নেবার কোনো উপায় রইলো না। এইভাবে ইহুদিদের মূল বারোটি গোষ্ঠীর দশটি শাখা চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল যা ইহুদি ইতিহাসে 'লস অফ টেন ট্রাইবস' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ কথা আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে।
ইজরেল নামে আর দেশ রইলো না। এদেশ সারগন তার সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল এবং অ্যাসিরিয়ার একটি অংশ রূপেই পরিচিতি লাভ করেছিল।
প্রথমে এই নতুন প্রদেশ অ্যাসিরিয়া শাসন করতো। পরে ব্যাবিলন, ম্যাসিডন এবং রোমানরাও শাসন করেছিল। ওদের কপালে দাসত্বই লেখা ছিল। ইজরেল আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি।
জুডিয়া কোনোরকমে তার স্বাধীনতা বজায় রেখে টিকে ছিল। ইহুদিরাও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। স্মরণ থাকতে পারে যে তাদের বারোটি গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি গোষ্ঠী জুডিয়াতে বাস করতো। দেড়শ বছর পর্যন্ত জুডিয়া স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল।
তারপর সেনাচেরিব অ্যাসিরিয়ার রাজা হয়ে মিশর আক্রমণ করলো। জুডিয়ার তখন রাজা ছিল হেজেকিয়া। তার আশংকা হলো সেনাচেরিব জুডিয়াকে ছেড়ে দেবে না। তাই সে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে তিরিশ ট্যালেন্ট মূল্যের সোনা সেনাচেরিবকে ঘুষ দিলো। এই সোনা তার ভান্ডারে ছিল না। মন্দিরের দেওয়াল থেকে এই সোনা খুলে নিতে হয়েছিল।
জুডিয়ার মানুষদের তথাপি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নি। তারা দিব্যি খোস-মেজাজে আছে। সুরাপান করছে নৃত্য করছে। বিদেশী রাজপুরুষ বা সৈনিকরা

জেরুজালেমের পথে এমনভাবে বিচরণ করছে যেন শহরটা তাদেরই। তারা জুডিয়ানদের অবজ্ঞা করে, গ্রাহ্য নেই। তারা উদাসীন।
কিন্তু তাদের এই উদাসীনতাই ভীতির কারণ হলো। তাদের আশংকা হলো অ্যাসিরিয়রা তাদের দেশ দখল করে নেবে। রাজার কিন্তু এদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি তিরিশ ট্যালেণ্ট ঘুষ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন।
জুডিয়ানদের আশংকা অমূলক নয়। সেনাচেরিব তার মন্ত্রী ও সেনাপতিদের বললো, জুডিয়ার প্রতি আমার উদারতার কোনো মানে হয় না। আমি যখন মিশরে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকব তখন হয়তো ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করবে।
সেনাচেরিবের এই কথা জুডিয়ানদের কানে যেতেই তারা তখন রাজার কাছে গেল না কারণ তিনি চুপ করে বসে থাকবেন। তারা এতদিনে বুঝল প্রফেটদের অবহেলা করা উচিত হয় নি। তারা সর্বজ্ঞ জেসাইয়ার কাছে গেল। তাঁর ক্ষমা-ভিক্ষা করে তাদের উদ্ধার করবার জন্যে আবেদন করলো।
জেসাইয়া বললেন, তাদের প্রতি জিহোভার সহানুভূতি তিনি আবার ফিরিয়ে আনতে পারবেন যদি জুডিয়ানরা শপথ নেয় যে তারা জেরুজালেম রক্ষার জন্য শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে লড়াই করবে।
জুডিয়ানদের সত্য বলে একদিন প্রমাণিত হলো। সেনাচেরিব মিশর থেকে একটি বাহিনী জেরুজালেম আক্রমণ করবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। সেনাচেরিবের সেই বাহিনী নীল নদের ব-দ্বীপে জলাভূমিতে আটকে গেল। এক রহস্যজনক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অধিকাংশ সৈনিক মারা গেল। সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর। এ ছাড়া পালে পালে ইঁদুর এসে সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে মারতো। তাদের খাবার তো খেয়ে নিতোই কিন্তু বড় ক্ষতি যা করেছিল তা হলো ইঁদুরের পাল ধনুকের ছিলা খেয়ে নিতো। সেনাচেরিবকে বাধ্য হয়ে তার বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ ফিরিয়ে নিতে হলো।
জেসাইয়ার জয়জয়কার। তিনিও উল্লসিত।
খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি জুডা বা জুডিয়ার সিংহাসনে জেডেকিয়া বসলো। নামেই রাজা। বিদেশীদের পরামর্শ ছাড়া এক পাও চলতো না। বলতে গেলে বিদেশীরাই তার প্রভু, তারাই দেশ শাসন করছে। সে নিজে বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন থাকবে কি পরাধীন হবে এ নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না।
রাজত্বের উত্থান পতন আছে। অমন শক্তিশালী অ্যাসিরিয়াকে (অসুরদের রাজা ?) আর এক সেমেটিক জাতি চ্যালডিয়ানরা জয় করে নিলো। চ্যালডিয়া নতুন এক রাজ্য যার রাজধানী ব্যাবিলন। এখন অ্যাসিরিয়দের বদলে চ্যাল-ডিয়ানরা জেডেকিয়ার প্রভু।
প্রভুর পরিবর্তনে জেডেকিয়ার কিছু যায় আসে না। নিজের আরাম আর শান্তি বজায় থাকলেই হলো। কর দিতে হয় দেবে। এতদিন অ্যাসিরিয়াকে দিচ্ছিল, এবার না হয় চ্যালডিয়ানদের দেবে, কাল না হয় মিশরকে দেবে। এসব মানুষের

কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, তারা না ভেবেচিন্তে অনেক সময় বোকার মতো কাজ করে বসে।
ইতিমধ্যে চ্যালডিয়ার রাজা নেবুসাডনেজার মিশরকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিল। তার স্বার্থান্বেষী কিছু বন্ধু তাকে পরামর্শ দিলো যে এই হলো উপযুক্ত সময়, তুমি চ্যালডিয়ানদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলো, তোমার বাহুবল দেখাও, তোমার জুডার নাম ও খ্যাতি বাড়বে।
কিন্তু জেডেকিয়ার সে বাহুবল কোথায়? জুডা এখন নিতান্তই দুর্বল। তবুও বন্ধুদের পরামর্শ শুনে জেডেকিয়ার মাথা গরম হয়ে উঠলো। সেই বা কম কিসে? নেবুসাডনেজারকে দেখে নেবে?
জেডেকিয়ার মতিগতি দেখে সর্বজ্ঞ জেরেমিয়া তাকে সাবধান করে দিলো। এখন বিদ্রোহ নয়। তোমার ও দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। জেরেমিয়া প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তি। বিস্তর বয়স। এর আগে সে জুডিয়ার সিংহাসনে চারজন রাজাকে দেখেছে।
জেডেকিয়া সর্বজ্ঞর কথা শুনলো না। সে রেগে সর্বজ্ঞকে তাড়িয়ে দিলো। তারপর সে নিজের বুদ্ধিমতো কাজ আরম্ভ করলো।
চ্যালডিয় রাজাকে প্রদেয় বার্ষিক কর দেওয়া বন্ধ করে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করলো। নেবুসাডনেজারের বিরাট বাহিনীর এক অংশ জেরুজালেম ঘিরে ফেললো। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার ক্ষমতা সে শহরের ছিল না। শহরে যথেষ্ট খাদ্য মজুত নেই। পানীয় জলেরও অভাব। শীঘ্র মড়ক আরম্ভ হলো। দরিদ্ররা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ও নোংরা জল পান করে রোগাক্রান্ত হয়ে কুকুর বেড়ালের মতো মরতে লাগলো।
জেরেমিয়া শহরবাসীদের বললেন এমন যে ঘটবে তা আমি জানতুম সেইজন্যে রাজাকে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছিলুম। যাহোক যা হবার তা হয়েছে, এখন তোমরা আত্মসমর্পণ কোরো না।
জেরেমিয়ার পরামর্শ শুনে জনগণ ক্ষেপে উঠলো। এ বুড়ো বলে কি? আমরা মরে শেষ হয়ে যাচ্ছি আর ও বলে কি না আত্মসমর্পণ কোরো না? ও নিশ্চয় নেবুসাডনেজারের ঘুষ খেয়েছে। তারা জেরেমিয়াকে ধরে মাটির নিচে একটা ঘরে বন্দী করে রাখলো। একজন হাবসী প্রহরী দয়াপরাবশ হয়ে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে লুকিয়ে রাখলো।
জেরুজালেম আর পারলো না। তারা আত্মসমর্পণ করবে কিন্তু সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগেই মধ্যরাত্রে জেডেকিয়া চ্যালডিয়ান রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে রইলো কয়েকজন অনুচর। তারা চললো জর্ডন নদীর দিকে।
নেবুসাডনেজার খবর পেয়েই জেডেকিয়াকে গ্রেফতার করবার জন্যে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালো। জেরিকো শহরের কাছে জেডেকিয়া বন্দী হলো। বন্দী করে তাকে নেবুসাডনেজারের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হলো। তার সামনেই তার ছেলেদের হত্যা করা হলো। তারপর তার চোখ

উপড়ে অন্ধ করে তাকে ব্যাবিলনের পথে পথে ঘোরানো হলো। বেশিদিন সে বাঁচে নি। ব্যাবিলনের এক কারাকক্ষে মৃত্যু তাকে মুক্তি দিলো।
দেশবাসীরা সম্মান না দেখালেও সভ্য চ্যালডিয়ানরা জেরেমিয়াকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিল। নিঃস্বার্থ সেই জ্ঞানী সাধুপুরুষকে তারা শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিল তিনি তাঁর আপন গৃহে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন। কেউ তাঁর ক্ষতি করবে না।
জুডিয়ার ইহুদিরা আশংকা করলো তাদেরও বুঝি ইজরেলের ইহুদিদের মতো নিশ্চিহ্ন করা হবে। তাদের নিয়ে যাওয়া হবে মেসোপটেমিয়াতে, বন্দী করে রাখা হবে এবং তারপর যা করার তা করা হবে।
তারা স্থির করলো তারা মিশরে পালিয়ে যাবে। তারা প্রস্তুত হতেও লাগলো। সাধু জেরেমিয়া জেরুজালেমের মানুষদের বললো, তোমরা যেখানে আছো সেখানেই থাকো। দেশ ছেড়ে কোথাও যেও না। জনসাধারণ জেরেমিয়াকে আবার উপেক্ষা করলো। তাঁর কথা শুনলো না। ইহুদিরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। তারা যা পারলো তাই নিয়ে পুব দিকে যাত্রা করলো। তবুও জেরেমিয়া এই দুর্দিনে তাদের ত্যাগ করলেন না। তিনি শরণার্থীদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছিলেন। পথকষ্ট তাঁর সহ্য হলো না। মিশরের এক গ্রামে তাঁর মৃত্যু হলো। পথের ধারেই তাঁকে কবর দেওয়া হলো।
যীশু জন্ম নিতে আরও পাঁচশত ছিয়াশি বছর বাকি আছে। জেরুজালেম শহর বলতে গেলে মাটির সঙ্গে সমভূমি হয়ে গেছে। জশুয়া ও ডেভিডের দেশ একজন চ্যালডিয় শাসনকর্তা শাসন করতে লাগলেন।
ক্যানানভূমির নীল আকাশের নিচে শহরের পোড়া দেওয়ালগুলি কুৎসিত দেখায়। ভীতি সঞ্চার করে।
শেষ স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র এখন পরাধীন। জিহোভাকে অবজ্ঞা করার ফলে জুডিয়ার এই দুর্দশা।

১৪

অধঃপতন ও নির্বাসন

এবার ইহুদিদের যারা প্রভু হলো তারা ব্যাবিলনীয় অর্থাৎ ব্যাবিলনের মানুষ নামে পরিচিত। ব্যাবিলন সেকালে সুসভ্য ও উন্নত জাতিরূপে পরিচিত ছিল। নানা বিদ্যায় তারা পারদর্শী ছিল। তাঁদের একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন হামু-রাবি। মোজেসের হাজার বছর আগে তিনি তাঁর জনগণের জন্যে নানা বিধান লিখে রেখে গিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে তারা এক বিশিষ্ট জাতির মর্যাদা লাভ করেছিল।

তাদের রাজধানী ব্যাবিলন ছিল সুরক্ষিত একটি দুর্গ বিশেষ। শত বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ছোট বড় বাড়ি ছিল, ছিল রাস্তা, উদ্যান, মন্দির ও হাটতলা। শহরের চারদিক সুউচ্চ ডবল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল।

নকশা অনুযায়ী শহর তৈরি করা হয়েছিল। এলোমেলোভাবে যেখানে ইচ্ছে বাড়ি তৈরি করা হয় নি। রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। বাড়িগুলি ইঁটের তৈরি। কিছু বাড়ি দ্বিতল বা ত্রিতলও ছিল।

শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যেত ইউফ্রেটিস নদী। নৌপথে পারস্য উপসাগরের ভেতর দিয়ে ভারতের সঙ্গেও ব্যাবিলনের যোগ ছিল।

শহরের কেন্দ্রে একটা নকল পাহাড় তৈরি করা হয়েছিল। সেই পাহাড়ের ওপর নেবুসাডনেজারের বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের ছাদে ও বারান্দায় চমৎকার বাগান তৈরি করা হয়েছিল! প্রাসাদের নিচে থেকে দেখলে মনে হতো শূন্যে বুঝি এক উদ্যান ঝুলছে। এই উদ্যান হলো সেকালের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম আশ্চর্য "হ্যাঙিগং গার্ডেন অফ ব্যাবিলন।"

আজকাল কোনো বড় শহরে যেমন নানা দেশের মানুষ বাস করে, ব্যাবিলনেও তেমনি ভিন দেশের অনেক লোক দেখা যেত।

ব্যবলনীয়রা উত্তম ব্যবসায়ী ছিল। তারা সুদূর ভারত ও চীনের সঙ্গেও ব্যবসা করতো, মিশরের সঙ্গে তো বটেই। তারা একরকম বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছিল যার উন্নতি সাধন করেছিল ফিনিসিয়রা। তার চূড়ান্ত রূপ হলো রোমান বর্ণ-মালা যে বর্ণ দিয়ে আমরা আজকাল লিখি।

ব্যাবিলনীয়রা জ্যোতির্বিদ্যা জানত। তাদের বছর মাস সপ্তাহ ও দিনের হিসেব রাখবার জন্যে পাঁজি ছিল, তারা ওজন ও মাপ জানত। তারা নানারকম আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছিল। অনেকে মনে করেন এই বিধানাবলীর ওপর ভিত্তি করেই হাজার বছর পরে মোজেস তার দশ আজ্ঞা বা টেন কমান্ডমেণ্টস রচনা

করেছিলেন।

তারা উত্তম সংগঠক ছিল। যুদ্ধবিদ্যাও নিশ্চয় ভালো বুঝত নইলে তারা ধীরে ধীরে তাদের রাজ্যের পরিধি বাড়াল কি করে ? আরম ও মিশর অভিযানে গিয়ে ওরা ঘটনাচক্রে জুডিয়া জয় করেছিল। ওদের আশংকা ছিল যখন ওরা মিশর অভিযানে ব্যস্ত থাকবে সেই সুযোগে জুডিয়া ওদের পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারে। এ কাহিনী পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

সন্দেহ করা হয় নেবুসাডনেজারের সময়ের ব্যাবিলনীয়রা ইহুদিদের অস্তিত্ব জানত কি না। তারা বোধহয় ছোট একটা আদিবাসী সম্প্রদায় মনে করতো। কারণ তাদের সে সময়ের ইতিহাস বা কোনো কাহিনীতে ইহুদিদের উল্লেখ নেই।

প্রাচীনকালের ইতিহাসকারেরাও কেউ ইহুদিদের উল্লেখ করেন নি। হেরোডোটাস প্রাচীন ইতিহাস লিখেছেন কিন্তু তিনিও ইহুদিদের বিষয় কিছু লেখেন নি অথচ তিনি ইহুদি জাতির সৃষ্টির সময় বা তার আগের ইতিহাস লিখেছেন। তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস লিখেছেন। ইতিহাস লিখব বলে হয়তো লেখেন নি। যে সব দেশে ভ্রমণে গিয়েছিলেন সেইসব দেশে যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন সেইসব তিনি লিখে রেখে গেছেন। কোনো দেশ বা জাতি সম্বন্ধে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল না, যা দেখেছেন, শুনেছেন তাই লিখে রেখেছেন।

হেরোডোটাস মিশর ব্যাবিলন এবং ভূমধ্যসাগরের বিস্তৃত অঞ্চলের বিষয় লিখেছেন। প্যালেস্টাইনে যে জাতি বাস করতো তাদের বিষয় স্পষ্ট করে কিছু লেখেন নি, ভাসা ভাসা। লিখেছেন প্যালেস্টাইনের মানুষরা স্বাস্থ্যবিধি পালন করে। এই স্বাস্থবিধি তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে।

ইহুদিদের বিষয়ে চ্যালডিয়দেরও যে আগ্রহ ছিল তা মনে হয় না। ওরা ওদের শরণার্থী বলে মনে করতো। অতএব ইহুদিদের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারি তা ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়ে। ওল্ড টেস্টামেণ্টই হলো ইহুদি জাতির ইতিহাস।

একটা কথা আছে। সেকালে যারা ইতিহাস লিখত তারা ঐতিহাসিক ছিল না। ইতিহাস লেখার কৌশল তাদের জানা ছিল না। বিদেশীদের নামের বানান সম্বন্ধেও তারা সচেতন ছিল না। ভূগোলও উত্তমরূপে জানা ছিল না। এমন সব দেশ বা অঞ্চলের নাম আছে যার অস্তিত্ব খুঁজে বার করা যায় না। অনেক ঘটনা লিখেছে রূপকের আশ্রয় নিয়ে যার সঠিক অর্থ করা বর্তমান অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ।

এরকম অনেক ত্রুটি বর্তমান কালেও দেখা যায়। যুধ্যমান দুই দেশের ইতিহাস পড়লে এটা ধরা পড়ে। একই ঘটনার বিবরণ ইংরেজ যা লিখেছে. জার্মান তার বিপরীতটাই লিখেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক ঘটনাও গোপন রাখা হয়, তা হয়তো কোনোদিন লেখা হয় না। অনুমান করে নিতে হয়।

অনেক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক ঘটনা সঠিক জানা যায় না। পুলিশ

বা গুপ্তচরের ভয়ে অনেক তথ্য ও পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলা হয়। একারণে কিছু ঘটনা অজানা থেকেই যায়। ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পরে হয়তো ঘটনার সঠিক বিবরণ দিতে পারে না। তাঁকে স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। স্মৃতি অনেক সময় ভুল করে।

রাজামহারাজা বা স্বৈরতান্ত্রিক নেতারা নিজেদের ইচ্ছামতো ইতিহাস লিখিয়েছেন যা বিকৃত ইতিহাস ছাড়া আর কিছু না।

যাইহোক আমরা আবার ইহুদিদের কথায় ফিরে আসি।

জুডিয়া জয় করে নেবুসাডনেজার তিরিশ হাজার জুডিয় বা ইহুদিদের ব্যাবিলনে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। অনেক ইহুদি মিশর বা অন্যত্র স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন।

এই জুডিয়াদের দেশত্যাগের দেড়শ বছর আগে ইজরেলের যে দশ গোষ্ঠী ইহুদি অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের সত্তা তারা বজায় রাখতে পারে নি। এদিকে ইজরেল ও জুডিয়ারও অস্তিত্ব আর নেই। দেশ দুটি অন্য রাজ্যভুক্ত হয়ে গেছে। প্যালেস্টাইন নামে তার পরিচিতি।

জুডিয়ার যেসব ইহুদি ব্যাবিলনে নির্বাসিত হলো তাদের পক্ষে এই নির্বাসন শাপে বর হয়েছিল।

জুডিয়ার ইহুদিরা নিজেদের সত্তা বজায় রেখেছিল। তারা এক অনুর্বর দেশ থেকে এক উর্বর দেশে এসে পড়ল। যদিও তারা পরাজিত কিন্তু ব্যাবিলনীয়রা তাদের সঙ্গে সেরকম হীন ব্যবহার করতো না। তারা মনে করতো একদল মানুষ তাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ওপর কেউ কোনো উৎপাত করতো না। তারা স্বাধীনভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করতো, নিজেদের ধর্মানুষ্ঠানও বজায় রাখতে পারতো। তাদের নিজেদের পুরোহিত ও নেতা ছিল। তাদের যেসব আত্মীয়-স্বজন প্যালেস্টাইনে রয়ে গিয়েছিল তাদের তারা চিঠি লিখতে পারতো। ইচ্ছামতো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতো, ভৃত্য ও ক্রীতদাসও রাখতো। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ব্যাবিলনীয়রা তাদের নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাত না।

ইহুদিদের মধ্যে কারিগর এবং শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম ছিল। সলোমনের রাজত্বকালে যেসব প্রাসাদ ও মন্দির তৈরি হয়েছিল তার জন্যে ফিনিসিয়া থেকে কারিগর ও শিল্পী আনতে হয়েছিল। ব্যাবিলনে আসার পর ইহুদিরা একাধারে শিল্পী ও সাহিত্যে মনোনিবেশ করলো। এমন কি ব্যাবিলনবাসীদের কাছ থেকে উন্নত ধরনের কৃষিকাজও শিখল। অর্ধশিক্ষিত ইহুদিরা এখন নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে ক্রমশঃ এক পরিণত জাতিতে রূপান্তরিত হলো। নেবুসাডনেজারের উদারতার জন্যেই জুডিয়ার ইহুদিরা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারত। এই ইহুদিরা কিন্তু ব্যাবিলনের সংস্কৃতি গ্রহণ করে নি। ওদের এতদূর স্বাধীনতা ছিল যে ওরা ইচ্ছামতো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতো এবং অনেক ইহুদি ব্যাবিলনে প্রথম সারির ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই সঙ্গে তারা তাদের অনেক পুরাতন কু-অভ্যাস ও কু-সংস্কার ত্যাগ করে-

ছিল। এক বিষয়ে ওরা কঠোর ছিল। মেয়েদের বৌ করে ব্যাবিলনদের পরিবারে পাঠাত না নিজেরাও ঘরে ব্যাবিলনের মেয়ে আনত না।

বেশ চলছিল। ইহুদিরা ব্যাবিলনে সুখেই ছিল। তাহলেও এটা তো তাদের নিজের দেশ নয়। তারা একদিন ঘরে ফেরার জন্যে কাতর হয়ে উঠল। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হোমসিক'। হোমসিকনেস-এ তারা ভুগতে লাগল। এ রোগ একবার ধরলে আর নিষ্কৃতি নেই। বিদেশে সে হয়তো অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে আছে, দেশে ফিরলে কষ্ট পাবে তাও জেনে সে একদিন ঘরে ফিরে আসে।
এতদিন অবশ্য ব্যাবিলনরাজ একটা বাধা রেখেছিলেন। ইহুদিরা স্বেচ্ছায় ব্যাবিলন ছেড়ে যেতে পারবে না কিন্তু এক শতাব্দী পরে সে বাধা তুলে নেওয়া হলো। তারা এখন জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারে। কে জানে ব্যবসাক্ষেত্রে ইহুদিরা ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করছিল বলেই হয়তো ব্যাবিলনবাজ এই অনুমতি দিলো।
যে বস্তুটি যতদিন পাওয়া যায় না ততদিন তার প্রতি আগ্রহ থাকে কিন্তু বস্তুটি পেলেই আগ্রহ কমে যায়। ব্যাবিলন ত্যাগ করার অনুমতি পেলেও তারা দলে দলে ব্যাবিলন ত্যাগ করে চলে গেল না। অনেকেই অবশ্য ফিরে গেল, সকলে নয়। অনেকের তো ব্যাবিলনেই জন্ম ও কর্ম। তারা নিজের দেশও দেখে নি। যারা ব্যাবিলন ত্যাগ করলো না তারা নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটি ভিন্ন গোষ্ঠীরূপে নিজ এলাকায় বাস করতে লাগলো। দেশ ছেড়ে যাবার জন্যে তাদের ওপর কেউ চাপও দিলো না।

একদা ইহুদিরা তাদের সর্বজ্ঞের পরামর্শ ও নির্দেশ মতো চলতো। তাদের শেষ সর্বজ্ঞ বা প্রফেট বোধহয় জেরেমিয়া। জেরেমিয়া তাদের জেরুজালেম ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন।
ইতিমধ্যে ইহুদিরা ব্যাবিলনীয়দের সহায়তায় নিজেরা লিখতে শিখেছে, নিজেদের ভাষা তৈরি করেছে। তবে সে ভাষা সরল ছিল না। এ কথা কি যে কোনো আদি ভাষার ক্ষেত্রে খাটে না? রামমোহন রায়ের বাংলা আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের বাংলা এবং পরে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাংলার মধ্যে কি অনেক তফাত নেই? ইহুদিদেরও আদি ভাষা জটিল ছিল। ক্রিয়া ও ক্রিয়ার কাল (টেন্স) ঠিকভাবে ব্যবহৃত হতো না। বুঝে নিতে হতো। তবে সেই আদি ভাষায় যেসব ভক্তিগীতি রচিত হয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি।
এখন তো আর সর্বজ্ঞরা নেই, কোনো মহাপুরুষও নেই। তাই তারা অতীত মহাপুরুষদের এবং সর্বজ্ঞদের বাণী লিপিবদ্ধ করে রাখলো।
ইতিপূর্বে মোজেস সাইনাই পর্বতে ঈশ্বরের কাছ থেকে যেসব আদেশ পেয়ে-ছিলেন সেগুলি যাতে সংকলিত হয়েছে তার নাম তোরা। মোজেসের আদেশ মেনে চলবার জন্যে সামাজিক যে আইন-কানুন প্রচলিত ছিল তার নাম তালমুদ। তালমুদ বা তোরা মুখে মুখেই চলত। সলোমনের সময় তালমুদ দ্রুত প্রসার

লাভ করেছিল। কিন্তু এই তালমুদ পুস্তকরূপে লিখিত হয়েছিল অনেক দিন পরে, অষ্টম শতাব্দীতে। তেষট্টিখানি পুস্তকের সমষ্টি এই তালমুদ।

ইহুদিরা লিখতে শিখে গেছে। অ্যারামিয় বর্ণমালা তাদের আয়ত্তে। তারা তাদের প্রাচীন ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, তাদের বাণী, সর্বজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং জিহোভার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সবকিছু লিখে ফেললো।

লিখতে যখন শিখেছে তখন তো তারা পড়তেও শিখেছে। এই ইতিহাসভিত্তিক ধর্মগ্রন্থ পড়ে উত্তরজীবনের পাঠকরা প্রেরণা লাভ করতো। তখন আর সর্বজ্ঞ বা মহাপুরুষদের প্রয়োজন কমে গেল। তাদের যা প্রয়োজন তা তারা বই পড়ে পায়। জিহোভা কিন্তু পর্বতশীর্ষের অন্ধকার মেঘ, ঝড় ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে আর আসেন না। তাঁর বিষয় সবকিছু বই পড়ে জানা যায়। ইহুদিরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জিহোভার অমৃত বাণী পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করে, পাপ করলে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করে, হতাশা এলে গীতসংহিতা পড়ে প্রেরণা পায়, শোকে সান্ত্বনা লাভ করে।

জিহোভা অন্য মূর্তিতে ভক্তদের সামনে বিরাজ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এখন শোনা যায় না, বইয়ের পাতা ওলটালেই তাঁর মহৎ বাণী পড়া যায় অথবা রাব্বি বলে দেন। এখন আর সর্বজ্ঞ নয়, রাব্বি। পুরোহিতদেরও রাব্বি বলা হয়, এঁরা শাস্ত্রেরও ব্যাখ্যা করেন।

অবশ্য এসব একদিনে আসে নি। ইহুদিরা যখন ব্যাবিলনে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিল তখন কয়েকজন সর্বজ্ঞ পুরুষ দেখা গিয়েছিল। ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে যখন তারা নানা বিদ্যা আয়ত্ত করছে তখন এই সর্বজ্ঞরা তাদের প্রেরণা যোগাত, উৎসাহ দিতো, ভবিষ্যতে কি হবে তার আভাস দিতো।

অন্ততঃ দু'জন সর্বজ্ঞের নাম করা যায় তার মধ্যে একজন হলেন এজাকিয়েল। দুর্ভাগ্যের বিষয় অপরজনের নাম আমরা জানি না কিন্তু তাঁর লেখা পড়েছি। এঁর আসন অতি উচ্চে এমন কি সর্বজ্ঞদের ওপরে, সর্বজ্ঞদের কাছে ইনি জিহোভার বাণীর ব্যাখ্যা করতেন।

পুরাতন কথাই তিনি নতুন করে বলতেন। তেমন কথা আগে শোনা যায় নি। ওল্ড টেস্টামেন্টের তেইশতম পুস্তকে যা ইসাইয়া নামে পরিচিত সেই পুস্তকে ছেশট্টিটি অধ্যায় আছে। প্রথম উনচল্লিশটি অধ্যায় সর্বজ্ঞ ইসাইয়া কর্তৃক লিখিত কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের বাকি ছাব্বিশটি নিঃসন্দেহে অন্য সর্বজ্ঞর লেখা, ভাষা ও ভাবধারা সম্পূর্ণ পৃথক। ভাষা পড়ে বোঝা যায় এভাষা অনেক আধুনিক, যে সর্বজ্ঞ এগুলি লিখেছেন তিনি ইসাইয়ার অনেক পরে হয়ত কয়েক শতাব্দী পরে ধরাধামে এসেছিলেন।

ইসাইয়া হলেন জুডিয়ার রাজা জোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ের মানুষ। সেনাচেরিব ও নেবুসাডনেজারের আগেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ইহুদিদের জীবনে কি ঘটতে চলেছে।

ইসাইয়া পুস্তকে দুই বিভিন্ন সময়ের দুই ব্যক্তির লেখা যে জুড়ে দেওয়া হলো তার কোথাও কোনো কৈফিয়ত নেই কারণ তখন এইভাবেই বই লেখা হতো,

যাকে বলে সম্পাদনা তখন তারা তা জানত না। ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তির লেখা প্রথম ব্যক্তির লেখা বলে চলে গেছে এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয়ও জানা গেল না।

এই দ্বিতীয় অংশের ৪০ সংখ্যক থেকে ৬৬ সংখ্যক অধ্যায়ের এত গুরুত্ব কেন? কারণ প্রথমতঃ তিনি জিহোভাকে অনেক বড় বলেছেন। জিহোভা শুধু ইহুদি-দের দেবতা নয়, তিনি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন, ব্যাবিলনীয় অ্যাসিরিয়, পারসিক তিনি সকলের দেবতা। তারই নির্দেশে জগৎ সংসার চলছে। তিনি যে ভাষায় ও ভাবে জিহোভার গুণকীর্তন করেছেন তাঁর আগে কেউ তা করে নি। সাধারণ মানুষ জিহোভাকে যে আসনে বসিয়েছে তাঁর আসন আরও অনেক উচ্চে, এত উচ্চে যে মানুষ কল্পনা করতে পারবে না।

এজাকিয়েল জন্মেছিলেন জুডিয়াতে। তাঁর পিতা ছিলেন পুরোহিত। পিতার সঙ্গে ধর্মীয় পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। জেরেমিয়ার বাণী ও উপদেশ তিনিও শুনেছিলেন এবং পরে নিজেই একজন সর্বজ্ঞ হয়েছিলেন।

ব্যাবিলনিয়রা জুডিয়া জয় করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেরুজালেম ত্যাগ করতে বাধ্য হন, নির্বাসন পর্বের অনেক আগে। জেরুজালেম ত্যাগ করে ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণ তীরে তিনি টেল-আবিব গ্রামে বাসা বাঁধলেন। সেখানে শুনলেন জেরুজালেমের পতন হয়েছে। আমৃত্যু তিনি এই গ্রামেই ছিলেন।

তিনি স্পষ্টভাষী ছিলেন, যা লিখতেন সাধারণ মানুষের কাছে তা ছিল দুরূহ, যাকে বলে জনপ্রিয় তা তিনি ছিলেন না। তিনি মাঝে মাঝে ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন, সমাধি হতো। এই অবস্থায় তিনি অলৌকিক কিছু দেখতেন, শুনতেন এবং বলতেনও।

তিনি কারও সঙ্গে তর্ক করতেন না এমন কি যারা বলত যে জেরুজালেম ধ্বংস হতে পারে না কারণ এখানে জিহোভা বাস করেন, তাদেরও তিনি প্রতিবাদ করতেন না কারণ তিনি জানতেন জেরুজালেম ধ্বংস হবে। জিহোভা যে সর্বদা জেরুজালেমে থাকেন না এ কথা তারা জানে না। একান্ত বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বর-কে পাওয়া যায় না অথবা জিহোভা আছেন, বিপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করবেন এমন ধারণা পোষণ করাও ঠিক নয়। তাঁর ওপর সর্বদা বিশ্বাস না রাখলে, তাঁর নির্দেশ পালন না করলে, তাঁর ভজনা না করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকলে কোনো জাতি বাঁচে না।

যখন জেরুজালেম দখল হলো, নাগরিকরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ, তখন এজাকিয়েল তাদের মনে সাহস সঞ্চার করতে এগিয়ে এলেন, উৎসাহ দিলেন, বল-লেন নিরাশ হয়ো না, সুদিন ফিরে আসবে, মন্দির আবার উঠবে, জিহোভার পবিত্র বেদিতে আবার কুরবানি হবে, মন্দির পূর্বের মতো কোলাহলে পূর্ণ হবে।

তিনি বললেন তোমাদের কিছু করণীয় আছে। তিনি কিছু আইনকানুন বেঁধে দিলেন, পুরনো কিছু সংস্কার বাতিল করলেন, নতুন কিছু নিয়ম চালু কর-লেন। তিনি বললেন ডেভিড ও সলোমনের সময় আবার ফিরে আসবে। তিনি

তাদের সামনে আদর্শ এক রাষ্ট্রের রূপরেখা তুলে ধরলেন।
এজকিয়েল বললেন, রাজপ্রাসাদ নয়, মন্দির হবে জাতির ক্রিয়াকান্ডের কেন্দ্র। মন্দির হলো জিহোভার নিজস্ব বাড়ি আর রাজা হলেন প্রাসাদের ভাড়াটে। এই ব্যাপারটা জনগণকে বুঝতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে।
মন্দির হলো পবিত্র দেবস্থান। দুটি পাঁচিল দিয়ে তা ঘিরে দেওয়া হবে। বিশাল এক প্রাঙ্গণ থাকবে। ভক্তরা সেখান থেকেই জিহোভার জন্যে প্রার্থনা করতে পারবেন, অর্ঘ্য দিতে পারবেন। এই প্রাঙ্গণে কোনো বিদেশী বা বিধর্মীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
মন্দিরের ভেতরে কেবল পুরোহিতদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। ইহুদি ভক্তরা বিশেষ উপলক্ষে প্রবেশ করতে পারবে। পুরোহিতরা নিজস্ব একটা সঙ্ঘ গঠন করবেন। কেবলমাত্র জাডকের বংশধররা ঐ পুরোহিত-সঙ্ঘের সভ্য হতে পারবেন। মোজেসের ইচ্ছানুসারে দেশের শাসনভার পুরোহিতদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ রাজা অপেক্ষা জনসাধারণের সঙ্গে পুরোহিতদের সংযোগ বেশি। এজন্যে উৎসবের দিনগুলির মধ্যে তফাত কমাতে হবে। জনগণ যাতে মন্দিরে ঘনঘন আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে পাপ সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে পাপ করলেই কঠোর সাজা পেতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কুরবানি যত কম হয় ততই মঙ্গল। পবিত্রতম মন্দিরে ভজন-পূজনের সময় ব্যক্তিবিশেষকে নয় সমগ্র জাতিকেই স্মরণ করতে হবে। এই সব অনুষ্ঠানে রাজা জাতির প্রতিনিধিত্ব করবেন। রাজার কোনো ক্ষমতা থাকবে না, তিনি হবেন সিংহাসনের অলংকার বিশেষ।
পুরোহিত নিয়োগের ভার অতীতে ডেভিড ও সলোমনকে দেওয়া হয়েছিল। এখন থেকে রাজার সে ক্ষমতা থাকবে না। এ কাজ করবে পুরোহিত-সঙ্ঘ। পুরোহিতরা রাজার ভৃত্য নয়, রাজা তাদের প্রভু নয়।
দেশের ও জেরুজালেমের আশেপাশের সেরা কৃষিগুলি মন্দিরকে দেওয়া হবে যাতে ঐসব কৃষিক্ষেত্রের আয় থেকে মন্দিরের সমস্ত ব্যয় সচ্ছলভাবে চলে। এসব জমি মন্দিরের খাসদখলে থাকবে। এগুলি ছাড়া এজকিয়েল আরও কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন।
এইসব নিয়মকানুন সমসাময়িকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। জেরুজালেম পুনরায় ফিরে পেলে এক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করা হবে। শাসন ব্যবস্থা সেইভাবে পরিচালিত হবে।
সুদিন ফিরে আসতে বেশি দেরি হয় নি। নির্বাসিতদের অনুমানের আগেই তারা জেরুজালেম ফিরে পেয়েছিল।
দূরে পাহাড়ের ওপারে তখন এক তেজী যুবক তার তেজী ঘোড়াগুলিকে নানা কৌশল শেখাতে ব্যস্ত ছিল। নির্বাসিত ইহুদিদের সেই যুবক একদিন ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে।
সেই যুবক ছিল পারস্যের বাসিন্দা, পারস্যের মানুষ তাকে বলতো কুরুস। আমরা তাকে সাইরাস নামে জানি।

১৫

ঘরে ফেরার পালা

যীশুর জন্মের পূর্বে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ায় আরবের মরু অঞ্চলে ক্যালডি (বা চ্যালডিয়ান) এক সেমেটিক জাতি ছিল। তারা তাদের বাসভূমি ছেড়ে নতুন বাসভূমির সন্ধানে উত্তর দিকে যাত্রা করলো।

অনেক দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ও লড়াই করে তারা যখন অ্যাসিরিয়ানদের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারলো না তখন তারা মেসোপটেমিয়ার পূবে পাহাড়ী মানুষদের সঙ্গে যোগ দিলো। ঐ পাহাড়ীরাও অ্যাসিরিয় রাজ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছিল। উভয়ে মিলে অ্যাসিরিয়ানদের আক্রমণ করে তাদের হারিয়ে দিয়ে নিনেভা শহর দখল করে শহরটা ধ্বংস করে দিলো।

অ্যাসিরিয়ানদের সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর চ্যালডিয়ানদের নেতা নাবো-পালোসার নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করলো। সেই নতুন সাম্রাজ্যের নাম কারও মতে নিউ ব্যাবিলনিয়া কারও মতে চ্যালডিয়া।

নাবোপালোসারের ছেলে নেবুসাডনেজার সাম্রাজ্যের সীমানা অনেক বাড়িয়ে-ছিল এবং ব্যাবিলন তার তিন হাজার বছরের প্রাচীন গৌরবে পুনরায় ফিরে এসেছিল। ব্যাবিলন তদানিন্তন সভ্য জগতের কেন্দ্র।

নেবুসাডনেজার প্রায়ই যুদ্ধ করতেন। এইরকম এক যুদ্ধের ফাঁকে তিনি ইহু-দিদের সেই ছোট দেশ জুডা বা জুডিয়া জয় করে নিলেন। তারপর কয়েক হাজার ইহুদিকে ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে উৎপাটিত করে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে তাদের জন্যে কয়েকটা কলোনি করে দিলেন। কলোনি করে তাদের বসিয়ে দিয়ে তাঁর কর্তব্য যেন শেষ হয়ে গেল। তিনি ইহুদিদের শত্রু মনে করতেন না বরঞ্চ তাদের প্রতি উদার ছিলেন।

তখনকার অনেক সম্রাটের মতো নেবুসাডনেজারেরও ভাগ্যগণনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। সম্রাট যে স্বপ্ন দেখতেন কেউ তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করে দিলে তিনি তাকে পুরস্কৃত করতেন। তার প্রতি সম্রাটের নজর থাকত।

এইরকম একজন সর্বজ্ঞ ছিল ড্যানিয়েল। ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি পুস্তকের নাম ড্যানিয়েল কিন্তু এই বই লেখা হয়েছিল চারশ বছর পরে। ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন কিছু বই আছে যে বই যার নাম বহন করছে সে গ্রন্থকার নয় এবং সেই বইয়ের ঘটনাবলী অনেক আগে ঘটে গেছে। আগের অনেক ঘটনা পরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

ড্যানিয়েল নামাঙ্কিত সেই বই পড়ে জানা যায় যে জুডার রাজবংশে তার জন্ম।

ড্যানিয়েল ও তার তিন সম্পর্কিত ভাইকে ব্যাবিলনে আনা হয়েছিল যাতে সেখানে তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এই চার ভাই জিহোভার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তারা কঠোরভাবে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো।
ব্যাবিলনের প্রাসাদে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের যখন প্রাসাদের রন্ধনশালার খাবার দেওয়া হলো তারা সে খাবার গ্রহণ করলো না। তাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত যে পদ্ধতিতে পশু বলি দিয়ে রন্ধন করা হতো এবং যে পদ্ধতিতে সব্জি রান্না করা হতো সেই পদ্ধতিতে মাংস ও সব্জি রান্না করে দিলে তারা খাদ্য গ্রহণ করবে।
চ্যালডিয়ানরা সহনশীল ছিল অতএব তারা এই চার তরুণের অনুরোধ রক্ষা করতো। তরুণ চারজনের নানা বিষয়ে যেমন আগ্রহ তারা তেমনি পরিশ্রমী। ব্যাবিলনের বিদ্যালয়ে যা কিছু শেখার ছিল সব তারা দ্রুত আয়ত্ত করেছিল। তারা যে নতুন দেশের সুনাগরিক হতে পারবে এতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

নেবুসাডনেজার তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। সেই বৃদ্ধ রাজা একদিন এক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি তাঁর সকল জ্ঞানী ব্যক্তিদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিতে বললেন, না পারলে মৃত্যু। জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন তাহলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করবেন।
নেবুসাডনেজার বললেন, আরে স্বপ্ন আমি ভুলে গেছি তবে এটা নিশ্চিত যে স্বপ্ন আমি একটা দেখেছি। আমি কি স্বপ্ন দেখেছি আর তার মানে কি সে তো তোমাদের কাজ তাহলে তোমাদের জন্যে এত অর্থ ব্যয় করে তোমাদের পুষছি কি জন্যে ?
তারা ক্ষমা চাইলো, বললো মাথা ঠাণ্ডা করে বিচার করতে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ব্যাপারটাই না জানে তো অন্য লোক কি করে জানবে ? মহারাজার সঙ্গে তর্কবিতর্ক হলো, কোনো লাভ হলো না।
মহারাজার এতো ওজর শোনবার সময় নেই। তিনি প্রহরীদের ডেকে আদেশ দিলেন এই পণ্ডিতদের ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতে। মহারাজার মেজাজ সেদিন মোটেই ভালো ছিল না। শুধু ঐ কয়েকজন পণ্ডিতই নয় তার সভায় যতো পণ্ডিত, জ্যোতিষ, জাদুকর ছিল, তিনি আদেশ দিলেন সব কটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতে। ওগুলো কোনো কাজের নয়।
এমন কি ড্যানিয়েল, তার ভাই ও বন্ধুদের বাসায়ও প্রহরী পাঠান হলো, তাদের ফাঁসির আদেশ দেওয়া হলো।
সেই কতোদিন জোসেফ যেমন মিশরে ফ্যারাও-এর সভায় সামরিক বিভাগের অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল তেমনি এখানে সামরিক বিভাগে ড্যানিয়েলের কয়েকজন বন্ধু ছিল। প্রহরীদের যে ক্যাপটেন তাকে ড্যানিয়েল অনুরোধ করলো কিছু সময় দিতে। মরে গেলে তো সব ফুরিয়ে গেল, কিছুই করা যাবে না তার চেয়ে একটু সময় পেলে সে রাজামশাইয়ের সমস্যার সমাধান করে দেবে।

ড্যানিয়েল তার ঘরে ঢুকে খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো নেবুসাডনেজার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, জিহোভা সেই স্বপ্ন ড্যানিয়েলকে দেখিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে প্রহরীদের ক্যাপটেন অ্যারিওক ড্যানিয়েলকে সম্রাটের সামনে হাজির করলো। সেই স্বপ্নর ব্যাপারটা তখনও সম্রাটের মাথায় ঘুরছে। ড্যানিয়েলের তো গতদিনই মরবার কথা তবুও যখন বেঁচে আছে তখন দেখা যাক ও কিছু করতে পারে কি না।

সম্রাট যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা ড্যানিয়েল বলে দিলো। চারশ' বছর পরে কি ঘটবে স্বপ্ন সেই বিষয়ে। তারপর স্বপ্নর ব্যাখ্যাও করে দিলো। সম্রাট তো চমৎকৃত। ড্যানিয়েলের প্রতি তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ব্যাবিলন শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তার তিন ভাই শাডরাচ, মেসাচ এবং অ্যাবেডনেগোকেও বঞ্চিত করলেন না। তাদেরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

এ সব বেশ ভালো, ড্যানিয়েল ও তার ভায়েদের ব্যবস্থাও তো সন্তোষজনক হয়েছিল কিন্তু রাজামহারাজারা যদি স্বৈরাচারী হয় তাহলে তাদের মনের কিনারা পাওয়া কঠিন। সম্রাট নেবুসাডনেজারের শেষ বয়সে বোধহয় বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তিনি কোনো কোনো দেবদেবীর বিগ্রহ পুজো করতে আরম্ভ করলেন। চ্যালডিয়ান বা ইহুদিরা বিগ্রহ পুজো সমর্থন করে না।

নব্বুই ফুট উঁচু আর ন' ফুট চওড়া বিরাট এক দেবমূর্তি সম্রাটের আদেশে তৈরি করা হলো। সেটি রাখা হলো ডুরা ময়দানে এমন জায়গায় যাতে অনেক দূর থেকেও সেই মূর্তি দেখা যায়। সম্রাট আদেশ দিলেন ভেরি নিনাদ শুনেই সমস্ত নরনারী যেন সেই দেবমূর্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে।

শাডরাচ, মেসাচ এবং অ্যাবেডনেগো এই তিন ভাই দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় আজ্ঞা স্মরণ করলো। তারা কোনো দেবমূর্তিকে প্রণিপাত করতে রাজি নয়। সমবেত নরনারী যখন সেই বিরাট মূর্তির সামনে আভূমি নত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে তখন তিন ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা এজন্যে কঠোর দণ্ড যে পাবে, হয়তো মৃত্যুদণ্ড তা তারা জানে তবুও তারা যা অন্যায় মনে করে তা তারা মেনে নেবে না।

অতএব তাদের নেবুসাডনেজারের সামনে হাজির করা হলো। সম্রাট আদেশ দিলেন ওদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। আসামীরা যাতে পালাতে না পারে। অগ্নিকুণ্ডে পড়া মাত্রই ছাই হয়ে যায় এজন্যে বিরাট চুল্লি সাত গুণ উত্তপ্ত করা হলো। তারপর তিনজনের হাত পা বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে কুণ্ডের কপাট বন্ধ করে দেওয়া হলো। সেই কপাট খোলা হলো পরদিন সকালে তখন দেখা গেল তিন ভাই দিব্যি বেঁচে রয়েছে এবং তারা কুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলো যেন নদীতে স্নান করে ফিরে এলো।

নেবুসাডনেজারের বিশ্বাস হলো যে জিহোভা সকল দেবতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। প্রতিমা পুজো তিনি বর্জন করলেন। ইহুদি তিন ভাইয়ের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা অনেক বেড়ে গেল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি অদ্ভুত এক স্নায়বিক রোগাক্রান্ত হলেন। তিনি মনে করলেন তিনি আর মানুষ নেই, জন্তু হয়ে গেছেন। জন্তুর মতো হাঁক পাড়তে পাড়তে তিনি হামাগুড়ি দিতেন, মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা করতেন। একদিন ঐ মাঠেই তাঁর মৃত্যু হলো।

ড্যানিয়েলের নামে যে পুস্তক তাতে এইসব ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে বাইবেল নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বলছেন যে উপরোক্ত ঘটনা লেখা হয়েছে যীশুর জন্মের ১৬৭ থেকে ১৬৫ বৎসর আগে। সে সময়ে ইহুদীদের ধর্ম পালনে নিষ্ঠার অভাব ছিল। যিনি লিখেছেন তিনি ঔপন্যাসিকদের মতো কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন যদিও ঘটনাকাল নেবুসাডনেজারের সময়ে এবং তাঁকে ঘিরেই। ঐ যে অগ্নিকুণ্ডে তিন ভাইকে নিক্ষেপ করা হলো ওটা কাল্পনিক। জিহোভার যে অসীম শক্তি এটা জানাবার জন্যে লেখক ঘটনাটির অবতারণা করেছেন। আর নেবুসাডনেজারের অমন শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হলো কেন ? তাও ইহুদিদের সন্তুষ্ট করার জন্যে। দেখ স্বৈরাচারী রাজার এইভাবে মৃত্যু হয়। ওল্ড টেস্টামেণ্টও ইহুদিদেরই ইতিহাস, সেইসময়ে পাঠকরাও ছিল ইহুদি। তবে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে ধর্মোপদেশে যাতে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে এজন্যে অলৌকিকতার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তবে নেবুসাডনেজারের এভাবে মৃত্যু হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কারণ কয়েকটি বিভিন্ন সূত্র থেকে চ্যালডিয়ানদের ইতিহাস জানা যায়। সেই সব সূত্রের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে খৃঃ পূঃ ৫৬১ অব্দে নেবুসাডনেজারের শান্তিতেই মৃত্যু হয়েছিল।

নাবোপোলাসার যে বংশের সৃষ্টি করেছিল সেই বংশ নেবুসাডনেজারের মৃত্যুর মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে। নাবোনিডাস নামে তাঁরই এক সেনানায়ক সিংহাসন অধিকার করলো।

নাবোনিডাসের এক পুত্র অথবা জামাতা ছিল। তার নাম বেল-সার-উসুর। পুত্র বা জামাতা যেই হোক সে নাবোনিডাসের সঙ্গে সিংহাসন ভাগ করে নিয়েছিল অর্থাৎ ডবল রাজা। ড্যানিয়েলের পুস্তক অনুসারে এই দ্বিতীয় রাজাকে বেলসাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঐ পুস্তক অনুসারে ব্যাবিলনের শেষ রাজা।

এবারে ইতিহাসে একটু গোলমাল দেখা যায় যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই পুস্তকের একই অধ্যায়ে একজন ডেরিয়াসের উল্লেখ আছে, বলা হয়েছে সে মিড দেশের লোক। মনে হয় এটি ভুল। পারস্যের ডেরিয়াসের সঙ্গে মিড-এর ডেরিয়াসের গোলমাল করা হয়েছে। পারস্যের কাছে ব্যাবিলনের পতন হওয়ার কয়েক মাস পরে বেলসাজার খুন হয়েছিল। ড্যানিয়েল পুস্তকে মিড-এর যে ডেরিয়াসের উল্লেখ করা হয়েছে তার একশত বছর পরে পারস্যের ডেরিয়াস জীবিত ছিলেন। ব্যাবিলনের পতন, বেলসাজার খুন ও পারস্যের ডেরিয়াসের কাল মিলে যায়।

হেরোডোটাস এবং জেনোফনের ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে ব্যাবিলনের ঠিক পতনের সময় বেলসাজার এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। একজন

নির্ভুল ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে এই ভোজসভাতেই ড্যানিয়েলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বেলসাজার প্রায় হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পেট ভর্তি আহার করে আর আকণ্ঠ সুরা পানে তারা যখন মত্ত, হল ঘরটা তার কোলাহলে মুখরিত তখন রাজা বেলসাজারের আসনের বিপরীত দিকের দেওয়ালে সকলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ একটা হাত কি লিখতে লাগলো। ওল্ড টেস্টামেন্টে এই রকম লেখা আছে।

"সেই দণ্ডে মনুষ্য-হস্তের অঙ্গুলি-কলাপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের ভিত্তির প্রলেপের উপরে দীপাধারের সম্মুখে লিখিতে লাগিল; এবং যে হস্তাগ্র লিখিতেছিল, তাহা রাজা দেখিলেন। তখন রাজার মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি ভাবনাতে বিহ্বল হইলেন; তাঁহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল এবং তাঁহার জানুতে জানু ঠেকিতে লাগিল।"

লেখা শেষ হতেই হাত অদৃশ্য হয়ে গেল।

শব্দগুলি অ্যারামিক হরফে লেখা। রাজা তো পড়তেই পারলেন না। তিনি সভার সকল ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতিষী ও পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কেউ সেই লেখার অর্থ উদ্ধার করতে পারলো না। তখন কেউ ড্যানিয়েলকে স্মরণ করলো ঠিক হাজার বছর আগে মিশরের ফ্যারাও-এর সভায় কেউ একজন জোসেফের কথা মনে করেছিল।

ড্যানিয়েলের "অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন।" ড্যানিয়েল এলেন। নানারকম অক্ষরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। অক্ষরগুলি প্রথমে ওপর থেকে নিচে এবং পরে ওপর থেকে নিচে পড়লেন কারণ অক্ষরগুলি তিন সারিতে সেইভাবে সাজান ছিল।

ড্যানিয়েল পড়ে ফেললেন, মিনে মিনে টেকেল উফারসিন। কিন্তু এর তো কোনো অর্থ করা যাচ্ছে না। ইহুদিরা মুদ্রা বা ওজনকে মিনা বলে। মিনার মূল্য শেকেল অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ। টেকেল হলো তাই যাকে আমরা বলি শেকেল। এর পরে উফারসিনের প্রথম ইউ অক্ষরটি পরবর্তী শব্দ ফারসিনকে যুক্ত করেছে। শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করা যায়। রীতিমতো হেঁয়ালী। ড্যানিয়েল ছাড়বার পাত্র নয়। আক্ষরিকভাবে অর্থ দাঁড়ায় এইরকম: নেবুসাডনেজার একটি মিনা, নেবুসাডনেজার একটি মিনা। জোর দেবার জন্যেই দু'বার বলা হয়েছে। তারপর, বেলসাজার তুমি একটি শেকেল। পারসিকরা অর্ধেক মিনা।

এই বাক্যগুলির একটা অর্থ এইরকম করা যায়: মহান নেবুসাডনেজারের বিরাট সাম্রাজ্য তোমার কুশাসনের ফলে একটি ছোট রাজ্যে পরিণত হয়েছে। হে রাজা বেলসাজার এ রাজ্যও পারসিকগণ কর্তৃক দু' ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

দেওয়ালের লিখন থেকে ড্যানিয়েল তিনটি শব্দ পেয়েছিলেন, গণনা, ওজন এবং সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত ড্যানিয়েল এই অর্থ করলেন: "ঈশ্বর আপনার রাজ্যের গণনা করিয়াছেন, তাহা শেষ করিয়াছেন, তুলাতে পরিমিত, আপনি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, 'খণ্ডিত' আপনার রাজ্য খণ্ডিত

ইহয়া মাদীয় (মিডিয়া) ও পারসীকদিগকে দত্ত হইল।" হে রাজা বেলসাজার জিহোভা আপনাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে আপনাকে অযোগ্য বিবেচনা করেছেন, ড্যানিয়েল বললেন।

প্রতিশ্রুতিমতো এবং একজন ইহুদিকে পুরস্কৃত করলে যদি জিহোভা করুণা করেন এজন্যে বেলসাজার ড্যানিয়েলকে পুরস্কৃত এবং তাঁকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন।

ড্যানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো বলে। পারসিকরা ব্যাবিলনের নগরদ্বারে এসে গেছে। আক্রমণ করতে আর দেরি নেই।

খৃঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে পারস্যরাজ সাইরাস ব্যাবিলনে প্রবেশ করলেন। সাইরাস নাবোডিনাসকে রক্ষা করলেন কিন্তু বেলসাজারকে বধ করলেন কারণ বেলসাজার আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল। পঞ্চাশ বছর আগে ব্যাবিলনীয়রা যেমন জুডিয়া দেশ তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল তেমনি পারস্য সম্রাট সাইরাস ব্যাবিলনকে নিজ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করলেন।

এই পুস্তকে মিড দেশের যে ডেরিয়াসের উল্লেখ করা হয়েছে তার বিষয় আমাদের কিছু জানা নেই। সাইরাস অবশ্য সে যুগের এক পরাক্রমশালী সম্রাটরূপে ইতিহাসের পাতায় পরিচিত হয়ে আছেন।

পারসিকরা সেমেটিক জাতিভুক্ত নয়, তারা আর্য জাতি। চ্যালডিয়ান বা ব্যাবিলনীয়রা, অ্যাসিরিয়ান, ইহুদিরা এবং ফিনিসিয়ানদের থেকে এইখানেই পারসিকদের পার্থক্য। মনে করা হয় আর্য জাতির আদি বাস ছিল ক্যাসপিয়ান সাগরের পূব দিকের সমভূমিতে।

পশুচারণভূমি, শিকার ও আহারের সন্ধানে তারা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। একদল গিয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে, সেখানে তারা আদিম অধিবাসিদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের অনেক মানুষ হত্যা করে বা অধীনতা স্বীকার করাতে বাধ্য করে।

আর একদল আসে দক্ষিণ দিকে। তাদের মধ্যে একদল পারস্যে থেকে যায়, আর একদল চলে যায় ভারতে। এই দুই দেশে আর্যরা স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকে।

পারসিকরা মিডদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাহাড়সারি দখল করে। হিংস্র অ্যাসিরিয়ানরা পাহাড়ীদের নির্মূল করেছিল। পারসিক ও মিডগণ এই পাহাড়সারিতে বসতি স্থাপন করলো। ধীরে ধীরে আরও দেশ জয় করে সাইরাস বিরাট পারসিক সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করলেন।

সাইরাস একজন অসাধারণ শাসক ছিলেন। কূটনীতি ভালো বুঝতেন। চক্রান্ত করে বা অন্যভাবে কোনো দেশ যখন জয় করা যেত না তখনই তিনি কোনো দেশ আক্রমণ করতেন। সহজে যুদ্ধ করে লোকক্ষয় করতে চাইতেন না।

ব্যাবিলন জয় করবার পূর্বে তিনি কুড়ি বছর ধরে চক্রান্ত করেছিলেন। ব্যাবিলনের অধীনস্থ এবং মিত্রদেশগুলি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে তবে ঐ দেশ আক্রমণ করেছিলেন। ফলে লোকক্ষয় অনেক কম হয়েছিল। এই কুড়ি বৎসর

নির্বাসিত ইহুদিরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল কারণ তাদের ধারণা হয়েছিল যে জিহোভার ইচ্ছানুসারে কুরুস ব্যাবিলনীয়দের পরাধীনতা থেকে তাদের মুক্তি দেবে। কুরুস আসছে তাদের মুক্তিদাতারূপে।
সাইরাস বা কুরুসের প্রতিটি অভিযান ও পরবর্তী ঘটনা তারা লক্ষ্য করেছে, মানুষটাকে তারা বিচার করেছে।
ইহুদিরা কুরুসের প্রথমে নাম শোনে যখন তিনি ক্যাপাডোসিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তারপর ভ্রমণকারীদের মারফত ইহুদিরা শোনে কুরুস গ্রীকদের বিধানদাতা সোলনের বন্ধু লিসিয়ার রাজা ক্রিসাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন।
ইহুদিরা পারসিকদের কোনো জয়ের সংবাদ শুনলেই আনন্দে নৃত্য করতো। কুরুসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। সেই সঙ্গে তাদেরও মনে আশা সঞ্চারিত হতো। তারা বিশ্বাস করতো ব্যাবিলনের দিন ফুরিয়ে এসেছে কারণ তারা জিহোভাকে অবহেলা করে। জিহোভা নিশ্চয় ব্যাবিলনীয়দের শাস্তি দেবেন।
অবশেষে একদিন সেই ঘটনা ঘটল। ব্যাবিলনের পতন হলো। ইহুদিরা উল্লসিত, তাদের আনন্দের শেষ নেই। তারা দলে দলে ছুটল কুরুসের পদ চুম্বন করতে এবং অনুরোধ করতে তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়।
সাইরাস কোনো আপত্তি করলেন না। ইহুদিরা ব্যতীত অন্য যারা ব্যাবিলনের বন্দী হয়ে ছিল, সাইরাস তাদের মুক্তি ঘোষণা করে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন।
পরের ধর্ম বা সংস্কৃতিতে সাইরাস হস্তক্ষেপ করতেন না। ওরা কোন্ দেবতার কি ভাবে পুজো করবে সে তাদের ব্যাপার। তারা তাদের ইচ্ছামতো ভজনালয় বা মন্দির তৈরি করতে পারে, সেখানে তারা ইচ্ছামতো বিগ্রহ স্থাপন করতে পারে বা না পারে, সে তাদের ইচ্ছা। কিন্তু তারা রাজার সমস্ত আদেশ পালন করবে এবং নিয়মিত কর দেবে তাহলে রাজাও তাদের দেখবেন। অত্যন্ত উদার নীতি।
ইহুদিরা যাতে ভূমধ্যসাগর তীরে ক্যানানভূমিতে ফিরে যায় এজন্যে সাইরাসের একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাহলে তিনি ইহুদিদের সহায়তায় ভূমধ্যসাগর তীরে একটা নৌঘাঁটি তৈরি করবেন। তাঁর এরকম প্রস্তাবে ফিনিশিয়রা রাজি হয়েছিল। সাইরাসের ইচ্ছা একটা নৌবাহিনী গঠন করা তাহলে পারস্য সমুদ্রপথেও তার বাণিজ্য প্রসার করতে পারবে। ব্যাবিলন ও ফিনিসিয়ার কাছে প্যালেস্টাইন। কিন্তু প্যালেস্টাইন তখন প্রায় মনুষ্যবিবর্জিত ভাঙাচোরা দেশ। এই সুযোগে প্যালেস্টাইনের মরু অঞ্চলে মানুষের বসতি বসানো যাবে।
ব্যাবলনীয়রা এ চেষ্টা করেছিল তবে ভালোভাবে নয়। তারা প্রাক্তন ইজরেল রাজ্যে কিছু অভিবাসী পাঠিয়েছিল। তখনও ইজরেলে যারা মাটি কামড়ে পড়ে ছিল, তাদের দিন চলত না। দুবেলা পেটভরে খাবার মতো শস্য উৎপন্ন হতো না। তবুও অভিবাসীরা সেখানে গিয়েছিল। যারা বাস করছিল তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে নতুন একটা জাতি সৃষ্টি করলো, যারা হলো স্যামারিটান। উত্তর প্যালেস্টাইনের কোনো কোনো গ্রামে স্যামারিটানদের আজও দেখা যেতে

পারে।
হিব্রু, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরিয়, হিটাইট এবং ফিনিশিয়দের সংমিশ্রণে এই অদ্ভুত জাতির সৃষ্টি। এরা কোনোদিন উন্নত হতে পারে নি, সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে নি, প্রতিষ্ঠা লাভ করতেও পারে নি। জুডিয়ার খাঁটি ইহুদিরা এদের ঘৃণার চোখে দেখত।
সাইরাস যখন প্যালেস্টাইনে শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলেন সেই-সময়ে ইজরেল থেকে বিতাড়িত এবং পরে ব্যাবিলনে নির্বাসিত ইহুদিদের পূর্ব-পুরুষদের বংশপরিচয় খুঁজে বার করবার জন্যে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় একজনেরও পরিচয় বার করা যায় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব কৃষ্ণাঙ্গ বংশপরম্পরায় বাস করছেন, আফ্রিকায় তাঁরা আজ তাঁদের পিতৃ-কুলকে খুঁজে বার করতে পারবেন না। ঐ সব বিতাড়িত ইহুদিরা ব্যাবিলন ও অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল। কিন্তু জুডিয়া থেকে যে সব ইহুদি বিদেশে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারা ভিন দেশে গিয়েও তাদের স্বাতন্ত্র্য পুরোপুরি বজায় রাখতে পেরেছিল।
খৃঃ পূঃ ৫৩৭ অব্দে কুরুস স্বয়ং ঘোষণা করলেন ইহুদিরা জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারে এমন কি চল্লিশ বছর আগে নেবুসাডনেজার সোনা ও রুপোর যে সব সামগ্রী ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস এনেছিল সেগুলিও তারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এইগুলির দ্বারা তারা জেরুজালেমে পুনরায় জিহোভার মন্দির নির্মাণ করতে পারবে। পুরো না হলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে জেরু-জালেমের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা যাবে।
জেরুজালেমে ফেরবার জন্যে ইহুদিরা গত পঞ্চাশ বছর ধরে জিহোভার কাছে প্রার্থনা করে আসছে। এতদিন পরে তাদের মনোস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। জিহোভার সন্তানদের নির্বাসন এবার শেষ হবে। তারা ইচ্ছে করলে এখনি দেশে ফিরে যেতে পারে।
সুযোগ এসে গেছে, ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে। ছাড়া পেয়ে নির্বাসিত ইহুদিরা ঘরে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে এখনি বুঝি বাঁধভাঙা বন্যার মতো ছুটে আসবে। কিন্তু কোথায়? ভিড় কোথায়? মাত্র কয়েকটি দল ঘরে ফিরতে প্রস্তুত। ব্যাপারটা হলো কি গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইহুদিরা বেশ জমিয়ে বসে-ছিল। ব্যবসায় তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাড়ি তৈরি করেছে। সম্পদ আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। দেশে ফিরে কি হবে? দেশে তো এখন কিছুই নেই, খাদ্যও নেই। না খেয়েই মরতে হবে। তার চেয়ে এখানে আছি সুখেই আছি। এদের মধ্যে অনেকে আরও বেশি অর্থ উপার্জনের লোভে একবাটানা, নিপপুর, সুসা বা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্য কোনো ব্যবসা কেন্দ্রে চলে গেল।
যারা জেরুজালেমে ফেরার জন্যে প্রস্তুত তারা জিহোভার একান্ত ভক্ত, ধর্ম-পরায়ণ, দেশপ্রেমিক। পথের কষ্ট ও বিপদ তুচ্ছ করে তারা স্বদেশের দিকে ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

দেশে ফিরে তারা ভগ্নপ্রায় জেরুজালেমের ওপর নতুন শহর তথা দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলো। এখন দেশে কোনো বিদেশী বা বিধর্মী নেই, তারা স্বাধীনভাবে জিহোভার ভজনা করতে পারবে।

উপযুক্ত একজন নেতার অভাব। আহা এই সময়ে যদি ড্যানিয়েলকে পাওয়া যেত তাহলে কি ভালোই না হতো। ড্যানিয়েল এখন বৃদ্ধ। সে পারস্যেই আছে। পারসিকরা তাকে সসম্মানে অধিষ্ঠিত রেখেছে। বৃদ্ধ ড্যানিয়েলের পক্ষে এখন পথশ্রম সহ্য করা সম্ভব নয়।

এদিকে এক কাণ্ড ঘটল। সাইরাস এক কড়া আদেশ জারি করলেন। এক-মাসের জন্যে কেউ কোনো দেবতা বা মানবের কাছে প্রার্থনা করতে পারবে না। ড্যানিয়েল স্বাধীনচেতা। সে কি? সে জিহোভার প্রার্থনা করতে পারবে না? ড্যানিয়েল আদেশ অমান্য করে জিহোভার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল।

রাজার আদেশ অমান্য করার জন্যে ড্যানিয়েলকে বন্দী করা হলো, তাকে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হলো, ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রাজার আদেশ। সিংহের খাঁচার মধ্যে ড্যানিয়েলকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সিংহরা এমন একজন মহান সাধুপুরুষকে ভক্ষণ করতে পারল না। ড্যানিয়েলের গায়ে একটিও আঁচড় লাগল না। তিনি নিজেই খাঁচার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। বাকি জীবন ড্যানিয়েল শান্তিতেই অতিবাহিত করেছিলেন।

জেরুজালেমে যেতে পারলে ভালো হতো কিন্তু তিনি এখন বৃদ্ধ, অশক্ত। তখন পারসিকরাই জুডিয়ার জন্যে একজন শাসক মনোনীত করলেন। শাসকের নাম জেরুববেল, জুডিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে তার রক্তর সম্পর্ক আছে।

জেরুববেল একদিন জেরুজালেমে গিয়ে পৌঁছলেন এবং গুছিয়ে বসে প্রধান পুরোহিত জশুয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে শহর পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলো। কাজ সহজ নয়। পুরো শহরটাই নতুন করে তৈরি করতে হবে। স্যামারিটানরা এসে শহরের অনেক অংশ জবরদখল করে ক্ষেতখামার করেছে. ছোটখাটো কুঁড়ে তুলেছে। তাদের উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না, প্রবল বাধা দিচ্ছে, ফিরে আসা মানুষদের খুব বেগ দিচ্ছে।

জবরদখলকারীরা বললো মন্দির নির্মাণে তাদের শ্রমিকের কাজ দেওয়া হোক। কিন্তু তারা বিধর্মী। মন্দির নির্মাণে তাদের কাজ দেওয়া যায় না।

ওরা ভেবেছিল শ্রমিকের কাজ পেলে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারবে কিন্তু তা যখন হলো না তখন ওরা সম্রাট সাইরাসের কাছে মিথ্যা অভিযোগ পাঠাল। জুডার ইহুদিরা মন্দির নির্মাণ শেষ হলেই জুডিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করবে।

সাইরাস অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। ইহুদিরা বিদ্রোহ করবে কি না তা যাচাই করার তাঁর সময় নেই। তবে সতর্কতা হিসেবে তিনি মন্দির নির্মাণ স্থগিত রাখতে বললেন। অভিযোগ সত্য কি না খোঁজ নেওয়া হবে।

কিন্তু অল্প দিন পরেই সাইরাসের মৃত্যু হলো। ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। কয়েক বছর কেটে গেল। অর্ধসমাপ্ত মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে গাছ গজিয়ে

উঠল।

এই সময় আবির্ভাব হলো একজন প্রফেটের। তাঁর নাম হাজ্জাই। তিনি জেরুব্যাবেলকে ভর্ৎসনা করলেন, তাকে ভীরু মেরুদণ্ডহীন একজন ইহুদি বললেন। এমন অন্যায়, আদেশ প্রশ্রয় দেওয়া কোনো ইহুদি সন্তানের সাজে না। হাজ্জাইয়ের ভর্ৎসনায় কাজ হলো। উৎসাহ পেয়ে জেরুব্যাবেল জেগে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করলো মন্দিরের কাজ আবার আরম্ভ করো।

কাজ যখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে সেই সময়ে সামারিয়ার শাসনকর্তা টাটনাই প্রশ্ন করলো জেরুব্যাবেল তুমি কার হুকুমে মন্দির তৈরি করছ? নির্মাণ কাজ দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি একটা দুর্গ তৈরি করছ।

জেরুব্যাবেল বললো, অনেকদিন আগে সম্রাট সাইরাস মন্দির পুনর্নির্মাণের আদেশ দিয়ে গেছেন। টাটনাইয়ের সন্দেহ হলো, সে রাজসকাশে অভিযোগ তুলল। ইতিমধ্যে সাইরাসের উত্তরাধিকারী ক্যামবাইসেসেরও মৃত্যু হয়েছে। এখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন ডেরিয়াস। ডেরিয়াস কর্মচারীদের আদেশ দিলেন জেরুজালেমে জিহোভার মন্দির পুনর্নির্মাণের কোনো আদেশপত্রে সাইরাস যদি স্বাক্ষর করে থাকেন তো সেটি খুঁজে বার কর। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সৌভাগ্যক্রমে সাইরাস স্বাক্ষরিত সেই আদেশপত্র পাওয়া গেল।

টাটনাই তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলো। মন্দির নির্মাণের কাজ আবার আরম্ভ হলো। শেষ হতে আরও চার বছর লাগল।

ব্যাবিলন, পারস্য এবং অন্যত্র নির্বাসিত ইহুদিরা যখন লোকমুখে খবর পেল যে জিহোভার পবিত্র মন্দির আবার নির্মাণ করা হয়েছে এবং জেরুজালেম মোটামুটি বাসযোগ্য করা হয়েছে তখন নির্বাসিতরা অনেকে দেশে ফিরতে লাগল কিন্তু অধিকাংশই এলো না। তারা মিশর, ব্যাবিলন এবং পারস্যের ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে রয়ে গেল।

যারা জেরুজালেমে ফিরে এসেছিল তারা জিহোভার পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে তাদের বারব্রত উপলক্ষ্যে নানা উৎসবের আয়োজন করতে লাগল। মন্দির প্রাঙ্গণ জমজমাট।

ঘরে ফিরে আসা ইহুদিরা যে ধর্মপ্রাণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জেরুজালেম তাদের কাছে পবিত্র তীর্থভূমি কিন্তু এই পুরনো শহরে ব্যবসাবাণিজ্য করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। অতএব তারা তাদের পূজার্চনার পাট শেষ করে যে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল। সুসা এবং ড্যাফনি শহরে তাদের বাড়ি বাগান ও ব্যবসা আছে। ইহুদি বলে তারা গর্বিত, জেরুজালেমকে তারা ভালবাসে তা বলে এখানে এখন বাস করা যায় না। তবে তীর্থ করতে তারা নিশ্চয় বারবার ফিরে আসবে।

কিন্তু জেরুজালেম তথা জুডিয়া এবং যে দেশে তারা বসবাস করছে, এই দুই দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য আছে। এই দ্বৈত আনুগত্য তাদের পরবর্তী চারশ বছরে বারবার বিপদে ফেলেছে। পারস্য, মিশর এবং পরে গ্রীক ও রোমানদের অধীনে ওরা বাস করলেও ওরা সেসব দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে

কখনও কোনো অভিযোগ করে নি। তারা নিজ এলাকায় নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করতো। যেখানেই তারা বাস করতো, সে দেশের জনগণের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতো না। তারা নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকা ঠিক করে নিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে বাস করতো। তাদের নিজেদের ভজনালয়ে তারা যেত, অপর কোনো জাতির মন্দিরে তারা কখনই যেত না। তারা আলাদা ভাবে থাকা পছন্দ করতো। নিজেদের ছেলেমেয়েদের অন্য দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে দিতো না। একটা কারণ ছিল। অন্য দেশের ছেলেমেয়েরা জিহোভার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করতো। ইহুদিরা হত্যা করবে তবু নিজের মেয়ের বিয়ে অন্য দেশের ও অন্য ধর্মের নাগরিকের সঙ্গে দেবে না।

ইহুদিদের খাবারদাবারও অন্যরকম। সেগুলি রান্না করবারও বিশেষ পদ্ধতি আছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও অন্যরকম, ভাষা ও ধর্ম আলাদা। উৎসব অনুষ্ঠানও অন্যরকম। যে দেশে তারা বাস করতো সে দেশের আইন তারা মেনে চলে কিন্তু নাগরিকদের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশা করে না। এজন্যে বিদেশীরা তাদের পছন্দ করতো না।

তাই ভিনদেশীরা ইহুদীদের সন্দেহের চোখে দেখত। তারা ইহুদিদের ঘৃণা করতো। ইহুদীদের একটা ত্রুটিও ছিল। নিজেদের দেবতাই আসল। অপরের দেবতার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। এই সব নানা কারণে মাঝে মাঝে বিরোধ বাধত।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে পারস্য থেকে ইহুদিরা তো নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। মূল কারণ একটা ছিল, সেটা অস্পষ্ট তবে ঘটনাটা জানা যায় ওল্ড টেস্টামেন্টে এসৈথার শীর্ষক পুস্তক পাঠ করে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের এই এসথার পুস্তকই হলো শেষ পুস্তক যা থেকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনা জানা যায়। ড্যানিয়েল পুস্তক যেমন তার মৃত্যুর অনেক পরে লিখিত হয়েছিল তেমনি এসথার পুস্তকও তার স্বামী জারাকসেসের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে লেখা হয়েছিল। এই রাজা জারাকসেসের খ্যাতি অপেক্ষা অখ্যাতিই বেশি ছিল। তিনি তো ইউরোপীয় সভ্যতা প্রায় বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে ইউরোপের আলাদা ইতিহাস। তিনি দুর্বল চিত্ত এবং সিংহাসনের অযোগ্য ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করতেন না অথচ তিনি নিজে পাত্রী নির্বাচন করে বিবাহ করেছিলেন।

জারাকসেসকে ইহুদিরা বলতো আসুয়েরাস। যে নামেই ডাকা হোক তাঁর ব্যবহার রাজোচিত ছিল না। বৃথা অছিলায় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বিবাহ-বিচ্ছেদ করলেন। তিনি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে সুরা পান করতেন। স্বভাবতই স্ত্রী আপত্তি করতো। এই অতিরিক্ত সুরা পান নিয়ে ঝগড়ার ফলে পত্নী বাস্তিকে প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসতে হলো।

এবার জারাকসেসের নতুন একটি রাণী চাই। চারদিকে লোক পাঠান হলো। শেষ পর্যন্ত এসথার নামে একটি ইহুদি মেয়ে তার পছন্দ হলো। এসথারের বাবা মা মৃত। মর্দেচাই নামে এক সম্পর্কিত ভায়ের সঙ্গে থাকত। এসথার

সুন্দরী ছিল নইলে রাজার চোখে পড়বে কেন। মর্দেচাই বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিল, প্রাসাদেও তার যাওয়া আসা ছিল। এসথার রানী হবার পর মর্দেচাই বোনের সঙ্গে দেখা করতে প্রাসাদের ভেতরে যেত।

একদিন প্রাসাদে সে যখন তার বোনের জন্যে অপেক্ষা করছে তার মনে হলো পাশেই ছোট ঘরে বসে দুজন লোক কথা বলছে। কথা বলার ধরন দেখে তার কেমন সন্দেহ হলো। সে কান পেতে তাদের কথা শুনতে লাগল। লোক দুজন রাজার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে।

এসথার আসতেই মর্দেচাই তাকে সব বললো রাজা শুনেই লোক দুজনকে সেই দিনই গ্রেফতার করলেন। রাজার প্রাণ বাঁচল কিন্তু এজন্যে রাজা মর্দেচাইকে ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করলেন না। পুরস্কার দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

মর্দেচাইয়ের পুরস্কারের প্রয়োজন ছিল না কারণ তার অর্থের অভাব ছিল না। পুরস্কার দিলেও সে গ্রহণ করতো কিনা সন্দেহ আছে কারণ রানীর ভাই হিসেবে তার পৃথক একটা মর্যাদা ছিল। রানীর ভাই মানে রাজার শ্যালক।

এই শালাবাবু হওয়ার জন্যে মর্দেচাইয়ের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল। রাজার সঙ্গেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ফলে তার কিছু শত্রু হয়েছিল।

জারাকসাসের বিশ্বাসভাজন অন্যতম মন্ত্রী আরব দেশীয় হামান একজন। হামান ছিল আরবের সেই অ্যামালেকাইট সম্প্রদায়ভুক্ত যাদের সঙ্গে ইহুদিদের শত্রুতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। হামান মর্দেচাইকে সহ্য করতে পারত না, তাকে দেখলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। মর্দেচাই গ্রাহ্য করতো না, হাসতে হাসতে মুখের মতো জবাব দিতো। শত্রু হলেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইত। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

মর্দেচাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই হামান দাবি করতো সে যেন তাকে আগে সেলাম জানায়। মর্দেচাই রাজি নয়। হামান রাজার কাছে অভিযোগ করে। রাজা বলেন এসব ছোটখাটো ব্যাপার শোনবার বা কিছু করবার তাঁর সময় নেই।

হামান তখন অন্য পথ ধরে। মর্দেচাইকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। লোকটাকে জব্দ করার পথ খোঁজে। মর্দেচাই তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

কিন্তু হামান মোটেই ভালো মানুষ নয়, বিপজ্জনক শত্রু। সে সুযোগ পেলেই শুধু মর্দেচাইয়ের বিরুদ্ধেই নয়, পারস্যে বসবাসকারী ইহুদিদের নামে নানা কাল্পনিক অভিযোগ তুলে রাজার মন বিষিয়ে তুলল। ইহুদিরা এত অর্থ উপার্জন করে কি করে? বড় বড় বাড়ি তৈরি করে কি করে? ওরা পৃথকভাবে বাস করে কেন? ওদের পাড়ায় বাইরের মানুষ ঢুকতে দেয় না কেন?

অর্থ তারা উপার্জন করতো ঠিকই কিন্তু বড় বাড়ি তারা বানায় নি। কোনো-রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈবি করেছিল। রাজার এসব দেখার সুযোগ নেই। হামান যা বলতো রাজা তাই বিশ্বাস করতেন। হামান রাজাকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে রাজ্যে ইহুদিদের বাস বিপজ্জনক অতএব ওদের শেষ করে দেওয়া হোক। রাজা রাজি। ইহুদিদের নিধন করবার ভার হামানের ওপরই দেওয়া

হলো। সে বিরাট এক চক্রান্ত করলো কিন্তু ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল যাতে হত্যালীলা সে উপভোগ করতে পারে।
কোন সময়ে বা কোন মাসে নিধনপর্ব শুরু করা যাবে? অনেক ভেবে ফেব্রুয়ারি মাস বেছে নেওয়া হলো। ইতিমধ্যে শহরের বেশ একটা উঁচু জায়গায় ফাঁসিমঞ্চ তৈরি করা যাবে। একটা তৈরি করাও হলো। মর্দেচাইকেই প্রথমে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হবে। দূর থেকেও মানুষরা এ দৃশ্য দেখতে পাবে।
হামানের ষড়যন্ত্র অনেক লোক নিয়ে। গোপন রাখা কঠিন। মর্দেচাইয়ের কানে খবরটা পেঁছাল। সে তার বোন রানী এসথারকে সব বললো।
রাজার সঙ্গে রানীর এটা দেখা করার সময় নয়, তথাপি রানী নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে তখনি রাজার কাছে ছুটে গিয়ে হামানের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে বললেন ইহুদিরা কি অপরাধ করেছে যে তাদের সকলকে হত্যা করা হবে?
রাজা মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেন, সত্যিই তো ইহুদিরা তো কোনো অপরাধ করে নি, তারা ঝামেলা পছন্দ করে না, তারা রাজাকে নিয়মিত কর দেয়। ইহুদি হলেও মর্দেচাই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র ইহুদিরা করে নি করেছিল তাঁরই দেশবাসী। হামানটাই পাজি, সেই তাঁকে ভুল বুঝিয়েছে।
রাজা আগে চারদিকে অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে ইহুদিদের সতর্ক করে দিলেন তারপর হামানকে ধরে সেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো যে ফাঁসিকাঠে সে মর্দেচাইকে ঝুলিয়ে দেবার কুমতলব এঁটেছিল। পরে হামানের দশটি ছেলেকেও ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।
ইহুদিরা এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারল। গণহত্যার হাত থেকে বেঁচে গেছে, তারা জিহোভার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্থির করলো এই ঘটনা তারা ভুলবে না। প্রতি বছর এই সময় তারা এই ঘটনার স্মৃতি পালন করবে।
এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছর আডর মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত পানভোজ-নের মধ্য দিয়ে তার অনুষ্ঠান করবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাসের অর্ধেক হলো ব্যাবিলনীয় পাঁজির আডর মাস। এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হলো পুরিম উৎসব।
এই উৎসবের সময় উচ্চ স্বরে এসথার পুস্তক পাঠ করা হবে এবং কুচক্রী হামা-নের নিন্দা করা হবে। পুণ্যাত্মা এসথারকে স্মরণ করে ধনীরা দরিদ্রদের মুক্ত-হস্তে অর্থ দান করবে।
যে সকল ভক্ত ইহুদিরা জেরুজালেমে ফিরে গিয়েছিল তারা এই অনুষ্ঠান সমর্থন করলো না। দীর্ঘদিন ধরে পুরিম উৎসবের তারা বিরোধিতা করেছিল। তাদের মতে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে বিদেশী গন্ধ রয়েছে। কিন্তু ভোজন পর্ব, যার উৎস অ্যাসিরিয়া বা ব্যাবিলনে এবং খুব পুরাতন তা কিন্তু দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং তা আজও প্রচলিত আছে।

এদিকে জেরুজালেমে জিহোভার মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো কিন্তু শহর-ঘেরা প্রাচীর ভগ্ন অবস্থায় পড়ে রইল। ব্যবসা-বাণিজ্যও ধীর গতিতে চলতে

লাগল। মানুষ যেন উৎসাহহীন।
জুডিয়ার রাজা জেরুবব্যাবেল মারা গেল। তারপর কয়েকজন রাজা হলো বটে কিন্তু অর্থাভাবের জন্যে কেউ দেশের উন্নতি করতে পারল না। যেসব ইহুদি বিদেশে ধনী হয়েছে তারাও স্বদেশের উন্নতির জন্যে অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসছে না।
বিদেশে অবস্থানরত ইহুদিদের একদিন হয়তো নিদ্রাভঙ্গ হলো। তারা ভাবল স্বদেশের জন্যে কিছু করা উচিত। এজরা নামে একজন পুরোহিতের ওপর ভার দেওয়া হলো। তাকে কিছু অর্থ দিয়ে জেরুজালেম পাঠান হবে। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সে প্রতিবেদন পাঠালে তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করা হবে।
এজরা সঙ্গে কিছু স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে যেতে চায় অন্ততঃ তীর্থযাত্রী হিসেবে কারণ তার পক্ষে একা এই কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক, পর্যটক বা তীর্থযাত্রী পাওয়া খুব শক্ত হয়ে পড়ছে। অবশেষে অনেক বাক্যব্যয় করে, অনেক বুঝিয়ে পাঁচশ সঙ্গী পাওয়া গেল।
চার মাস ধরে হাঁটাপথ অতিক্রম করে এজরা পরিচালিত দল জেরুজালেম পৌঁছল। জেরুজালেমে পৌঁছে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে এজরা দেখল অবস্থা শোচনীয়। জেরুজালেমের আইবুড়ো ছেলেরা নিজের জাতির বাইরে মেয়েদের ধরে আনছে বৌ করে যা ইহুদিদের কাছে অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। এছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের অবহেলা লক্ষ্য করা গেল। জুডিয়া তো আর একটা সামারিয়া হতে চলেছে।
সৌভাগ্যক্রমে এজরা একজন কর্মঠ ও বুদ্ধিমান সহকারী পেয়ে গেল। তার নাম নেহেমিয়া। কোনো রাজার দেহরক্ষী ছিল। দুজনে মিলে আপাততঃ অবস্থার সামাল দিলো। প্রথমে শহরের চারদিকের পাঁচিল মেরামত ও মজবুত করা হলো। রাস্তায় জমা জঞ্জাল সাফ করা হলো। ভিন্ন দেশের বৌদের তাদের বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো।
শহরে প্রবেশের প্রধান তোরণের বাইরে কাঠের একটা উঁচু মঞ্চ স্থাপন করা হলো যেখান থেকে এজরা নিয়মিতভাবে জনগণকে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেবে, ধর্মোপদেশ দেবে, পবিত্র বিধানগুলি বুঝিয়ে দেবে এবং সমবেত সকলে মিলে জিহোভার প্রার্থনা করবে।
এত চেষ্টা করেও শহরের অধিকাংশ অঞ্চল খালি পড়ে রইল, জনশূন্য। মানুষের বদলে শেয়াল কুকুর বাস করে।
এত বড় শহরে এত কম লোক থাকলে তো চলবে না। খালি বাড়িগুলো ভেঙে পড়বে, আগাছা জন্মাবে, রাস্তাঘাট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শহর-ঘেরা অত বড় পাঁচিলই বা কারা পাহারা দেবে। লোক কোথায়? সলোমনের সময় শহর গমগম করতো, তখন মনে হতো কিছু লোক শহর ছেড়ে চলে গেলে ভালো হয়।
তখন এক কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলো। শহরের উপকণ্ঠে, কাছাকাছি গ্রামে যেসব ইহুদি বাস করছিল অদের মধ্যে এক দশমাংশ লোক বাছাই করে তাদের আদেশ

দেওয়া হলো তাদের শহরের ভেতরে গিয়ে বাস করতে হবে।
কতক লোক স্বেচ্ছায় এলো, তাদের সম্মানের সঙ্গে আদর করে ডেকে নেওয়া হলো। তাদের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক বলে চিহ্নিত করা হলো কিন্তু যারা এলো না তাদের জোর করে তুলে আনা হলো।
তবুও শহর ভর্তি হলো না এবং জেরুজালেমও তার হৃতগৌরব কোনো দিনই ফিরে পেল না। এজাকিয়েলের স্বপ্ন সফল হলো না।
তবুও জেরুজালেম শেষ হয়ে যায় নি। তিনটি মহান ও বিশিষ্ট ধর্মীয়দের পবিত্র তীর্থভূমি এই জেরুজালেম। এমন তীর্থভূমি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। রাজনীতিক গুরুত্বও কিছু কম নয়।

১৬

ওল্ড টেস্টামেণ্টের বিভিন্ন পুস্তক

বাইবেলের প্রথম ভাগ বিভিন্ন পুস্তকাবলীর সমষ্টি। মোট পুস্তক সংখ্যা ছত্রিশ। এর মধ্যে স্যামুয়েল শীর্ষক পুস্তক ছয় ভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

প্রথমে আছে আদি পুস্তক যাতে আছে ঈশ্বর কর্তৃক জগৎসৃষ্টির বিবরণ। তারপর যাত্রা পুস্তক, ইজরেলীদের বংশ বৃদ্ধি ও সংগ্রাম। তারপর লেবীয় পুস্তক। এই পুস্তকে হোমাবলি, ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, বলিদান ইত্যাদির নিয়ম, কিছু বিধান, প্রায়শ্চিত্ত, পবিত্র আচরণ ইত্যাদির নিয়মকানুন ও কিছু কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গণনা পুস্তকে আছে ইজরেলীদের গোষ্ঠী গণনা। তারপর আছে দ্বিতীয় বিবরণ। এই পুস্তকে মোজেসের প্রথম বক্তৃতা এবং যে পুস্তকে তৎকালীন ইজরেলীদের ইতিহাস। এরপর জশুয়া পুস্তক, ন্যায়াধীশদের পুস্তক, রুথের বিবরণী সম্বলিত পুস্তক। তারপর বিভিন্ন নেতা ও রাজাদের নামে পুস্তক যেমন স্যামুয়েল, ডেভিড, জোব, এসথার, ড্যানিয়েল ইত্যাদি। এইসব পুস্তক ছাড়া আছে গীতসংহিতা যা হলো ভক্তিগীতির সংকলন যার অনেক গান লিখেছেন ডেভিড। তারপর আছে হিতোপদেশ, প্রবাদবাক্য, ইত্যাদি।

গীতসংহিতার একটি উদাহরণ পুরাতন নিয়ম পুস্তকের মূল ভাষায় তুলে দেওয়া হলো :

ধন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দুকদের সভায় বসে না।
কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে,
তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে,
যাহা যথাসময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না ;
আর সে যাহা কিছু করে তাহাতেই কৃতকার্য হয়।
দুষ্টগণ সেরূপ নহে,
কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।
এইজন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না
কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন,

কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

ডেভিড রচিত গানের অংশবিশেষ :

হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর,
আমি তোমারই শরণ লইয়াছি ;
আমার সকল তাড়নাকারী হইতে আমাকে
নিস্তার কর, উদ্ধার কর।
পাছে (শত্রু) সিংহের ন্যায় আমার
প্রাণ বিদীর্ণ করে,
খণ্ড খণ্ড করে, যখন উদ্ধারকারী কেহ নাই।

কত কাল সদাপ্রভু আমাকে নিয়ত
ভুলিয়া থাকিবে ?
কতকাল আমা হইতে তোমার মুখ
লুক্কায়িত রাখিবে ?
কতকাল আমি প্রাণের মধ্যে
ভাবনা করিব ?
চিত্তের মধ্যে বিপদকে দিনমানে রাখিব ?

গীতসংহিতায় মোট ১৫০টি সঙ্গীত আছে।
হিতোপদেশের উদাহরণ :

হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও
তাহার ক্রিয়া সকল দেখিয়া জ্ঞানবান হও।
তাহার বিচারকর্তা কেহ নাই,
শাসনকর্তা কি অধ্যক্ষ কেহ নাই,
তবু সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য
প্রস্তুত করে,
শস্য কাটিবার সময় ভক্ষ্য সঞ্চয় করে।
হে অলস তুমি কতকাল শুইয়া থাকিবে ?
কখন নিদ্রা হইতে উঠিবে ?
'আর একটু নিদ্রা, আর একটু তন্দ্রা,
আর একটু শুইয়া হস্ত জড়সড় করিব'
তাই তোমার দরিদ্রতা দস্যুর ন্যায় আসিবে,
তোমার দৈন্যদশা ঢালীর ন্যায় আসিবে।

কুকর্ম করা অজ্ঞানের আমোদ
আর প্রজ্ঞা বুদ্ধিমানের আমোদ

দুষ্ট যাহা ভয় করে তাহার প্রতি
তাহাই ঘটিবে,
কিন্তু ধার্মিকদের বাসনা সফল হইবে।

গীতসংহিতার অনেক গান পরবর্তী কবিদের প্রেরণা যুগিয়েছে। অনেক সঙ্গীতের ভাব অবলম্বনে তাঁরা নিজেরাও নতুন সঙ্গীত রচনা করেছেন।

বিভিন্ন পুস্তকের কাহিনীগুলি যথা রুথ ও জোবের কাহিনী মানুষের নীতি-বোধ জাগ্রত করে। এইসব কাহিনী, উপকথা, ভক্তিগীতি ইত্যাদি মানুষকে চিরকাল প্রেরণা যুগিয়েছে, হতাশ মানুষের বুকে সাহস সঞ্চার করেছে। তবে একটা ত্রুটি। পুস্তকগুলি কালানুক্রমে লেখা হয় নি, পরে সম্পাদনা করে সাজানও হয় নি। তবে বর্তমানকালে বাইবেল নতুন করে আধুনিক ভাষায় লেখা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থকার মূল বজায় রেখে বাইবেল সহজপাঠ্য করেছেন তবুও ইংরেজী বাইবেলের ভাষায় এমন এক জাদু আছে যা রীতিমতো আকর্ষণ করে।

এই পুস্তকগুলির শেষ অধ্যায় হলো সলোমনের সং অফ সংস বা পরমগীত যা যথার্থই একটি প্রেমসঙ্গীত।

১৭

গ্রীকদের আগমন

গ্রীস কোথায় তা আজকাল পাঠকদের বলে দিতে হবে না কিন্তু সে যুগে গ্রীকরা যেমন জানত না প্যালেস্টাইন, আসিরিয়া, ব্যাবিলন বা নিনেভা কোথায় তেমনি ইহুদি বা অন্যান্য জাতিরাও জানত না গ্রীস কোথায়।

ফিনিসিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজগুলো বেগুনি রঙের চওড়া ডোরাকাটা পাল তুলে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ কেটে দূরে কোথায় মিলিয়ে যেত ঐ ধারে কোথাও একটা দেশ থাকতে পারে এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা কারও ছিল হয়তো।

গ্রীসের যত নামডাক দেশ কিন্তু তত বড় নয়, ছোট দেশ, দক্ষিণ দিক তো অনেক দ্বীপের সমষ্টি। এই ছোট দেশ গ্রীস ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যে নতুন ভাবধারা এনে মানুষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য চিহ্ন রেখে গেছে।

আব্রাহাম যখন নতুন চারণভূমির সন্ধানে তার পশুপালকে পশ্চিম দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে তখন গ্রীক সৈন্যবাহিনীর এক অগ্রগামী দল উত্তরে মাউন্ট-অলিমপাসের সানুদেশে অভিযান চালাচ্ছে। সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা যায় কিনা এই হলো উদ্দেশ্য। ক্যানান ভূমিতে পা রাখবার মতো একটু জায়গা খোঁজবার জন্যে মোজেস এবং জশুয়াকে যে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার তুলনায় গ্রীকদের সমস্যা অনেক সরল ছিল। গ্রীসের দক্ষিণে তখনও কিছু অসভ্য জাতির বাস ছিল।

গ্রীকরা আর্যজাতি, অনেক সুসভ্য। তারা এইসব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে উপনিবেশ স্থাপন করে। লোহার বল্লমের আঘাতে প্রস্তর যুগের সেইসব জাতিকে ঘায়েল করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি। তারা ক্রমে দক্ষিণ দ্বীপগুলোও জয় করে সেখানে বসতি স্থাপন করে।

ইউরোপের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীসের অবদান অনেক। তবে প্রথম যুগে তারা গ্রীসের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, বাইরের জগতের খোঁজখবর রাখত না। তাদের ধারণায় পৃথিবী তখন খুব ছোট ছিল। ফিনিসিয়ানরা তখন সুদূর স্পেন পর্যন্ত পাড়ি দিচ্ছে কিন্তু গ্রীকরা তখনও ডার্ডানেলস প্রণালী পার হয় নি। তারা বাইরে বেরোতে আরম্ভ করেছিল ট্রয়ের যুদ্ধের পর, সেসব কাহিনী হোমারের ইলিয়াড ও অডিসি মহাকাব্যে লেখা আছে।

সেও অনেক দিন আগের কথা। জেপথা ও স্যামসনের সময়ে হেলেন হরণ উপলক্ষ করে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের পর গ্রীকরা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়। গ্রীসে তখন স্বশাসিত কয়েকটা নগর গড়ে উঠেছে, যেমন এথেন্স,

স্পার্টা, করিন্থ। এথেন্সের মানুষ শুনেছিল ব্যাবিলনের নাম, স্পার্টার মানুষ শুনেছিল নিনেভার নাম আর করিন্থের মানুষ হয়তো ডামাসকাসের নামও শুনেছিল। তবে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না আমাদের ঠাকুর্দার যেমন টিমবাকটু বা মেমফিস সম্বন্ধে। ক্যানানভূমির অস্তিত্বও তারা জানতো না। ইহুদিদেরও নাম তারা শোনে নি।

যীশুর জন্মের পাঁচশ বছর আগে অনেক পরিবর্তন হলো। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে পাঁচিল ভাঙতে আরম্ভ করলো। ইউরোপ এশিয়ায় এলো না, এশিয়াই ইউরোপে ঢোকবার চেষ্টা করলো। এবং প্রায় সফল হয়েছিল। এশিয়া পারে নি তার কারণ ইউরোপ তখনই রণকৌশলে এশিয়া অপেক্ষা দক্ষ, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও উন্নত। অথচ যে এশিয়া ইউরোপে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল তারাও আর্য আর ইউরোপের ওরাও আর্য। আগেই বলেছি ক্যাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আর্যদের একদল এসেছিল পূব দিকে আর একদল পশ্চিমে। দুই আর্যর মধ্যে লড়াই হয়েছিল। দুজনেই যে আর্য তা তারা জানত না।

পারস্যের সম্রাট সাইরাসের নাম গ্রীস দেশে পৌঁছে থাকতেও পারে। শুধু নামটাই হয়তো। সাইরাস গ্রীকদের অনেক উপকার করেছিলেন। সাইরাসের ইচ্ছা ছিল মেসোপটেমিয়া পার হয়ে ওপারে যাবে। সাম্রাজ্য বাড়াবে কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আট বছর পরে হিস্টাসপেসের পুত্র ডেরিয়াস পারস্যের সিংহাসনে বসল।

গ্রীসে তখন মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছিল। যুদ্ধ হলেও দেশের ভেতরেই এক রাজ্যের সঙ্গে আর এক রাজ্যের সীমানা নিয়ে ছোটখাট বিরোধ হয়তো চলছিল। পারস্য অনেক তোড়জোড় করে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে, খৃঃ পূঃ ৪৯২ অব্দে হেলেসপণ্ট পার হয়ে গ্রীসের থ্রেস রাজ্য দখল করে নিল কিন্তু রাখতে পারল না। গ্রীসের পাল্টা আক্রমণে মাউণ্ট অ্যাথসের কাছে যুদ্ধে তারা হেরে গেল। গ্রিকরা বললো তাদের ভগবান জিউসের অসীম দয়া তাই তারা শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারলো।

পারসিকরা কিন্তু ছাড়ল না, দু বছর পরে তারা প্রতিশোধ নেবার জন্যে আবার গ্রীস আক্রমণ করলো কিন্তু গ্রীকরা তাদের ম্যারাথনে রুখে দিলো। এই ম্যারাথন বিজয়ের স্মৃতিতে আজও ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হয়।

পারসিকরা পরাজিত হয়েও নিরুৎসাহ হলো না। যদিও তারা গ্রীক সৈন্যদের একটা বড় যুদ্ধে পরাজিত করলো, এথেন্স নগরটাও জ্বালিয়ে দিলো কিন্তু থার্মোপিলির গিরিপথ পার হয়ে পারসিকরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারল না। লিওনিডাস নামে এক বীর গ্রীক যোদ্ধা মাত্র কয়েকজনকে সঙ্গী নিয়ে সেই সরু গিরিপথে পারসিকদের আটকে দিলো। পারসিকরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। ইউরোপে এশিয়া আর পা রাখতে পারল না।

এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে ইউরোপের নবীন সভ্যতার এই প্রথম লড়াইয়ে নবীন সভ্যতারই জয় হলো।

এই জয় গ্রীক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনল। যুদ্ধক্ষেত্রে এই জয় তাদের মনে-

প্রাণে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করলো তার ফলে আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে গ্রীসে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, নাটক, গণিত, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি বিভাগে যেন বিপ্লব এলো।

এই এক শতাব্দীতে গ্রীসে এত খ্যাতনামা পণ্ডিত ও শিল্পীর এমন কি বক্তারও জন্ম হয়েছিল যা ইউরোপে আর কোনো দেশে হয় নি। কত অবিস্মরণীয় নাম আজও জ্বলজ্বল করছে। কত নিখুঁত ভাস্কর্য আর সৌধ আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে। কতো কাব্য, নাটক আর দর্শনের পুস্তক আজও মানুষ পড়ছে, আলোচনা করছে। কতো গ্রীক মহাপুরুষকে আজও মানুষ স্মরণ করছে।

সভ্য ইউরোপের কেন্দ্র তখন এথেন্স। গ্রীক পণ্ডিতদের পদতলে বসে পাঠ নেবার জন্যে বিভিন্ন দেশের ছাত্র এথেন্সে সমবেত হতো।

সেখানে কিন্তু কোনো ইহুদি যায় নি কারণ জেরুজালেম তখনও এথেন্সের নাম শোনে নি। ইহুদিরা যেন জেরুজালেম এবং জিহোভা ছাড়া আর কিছু জানে না, জানবার আগ্রহও নেই। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। এই সময়ে ইহুদি-দের ইতিহাসও স্পষ্ট নয়। জেরুজালেমকেও বুঝি মানুষ ভুলে গিয়েছিল।

গ্রীস যেমন অনেক পণ্ডিত প্রসব করেছিল তেমনি বীর যোদ্ধাও প্রসব করে-ছিল। এবার তার কথা আসবে।

১৮

গ্রীকরা জুডিয়া দখল করল

ইহুদিরা পারস্যে বাস করতে করতে আর একটা ধর্মের স্পর্শ পেয়েছিল। পারসিকরা এক মহান গুরুর শিষ্য। তার নাম যরথুস্ত্র বা জোরস্টার।

যরথুস্ত্রের মতো মানবজীবন সর্বদা সু এবং কু-এর দ্বন্দ্বে লিপ্ত। জ্ঞানের দেবতা অরমুজ্‌ড সর্বদা কু এবং মূর্খতার দেবতা আরিমান-এর সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন।

এই নতুন ধারণা ইহুদিদের মন স্পর্শ করলো।

এতদিন তারা সর্বচরাচরের একমাত্র দেবতা জিহোভারই পূজা করে এসেছে। যখনি তারা কোনো সংকটে পড়েছে, যুদ্ধে হেরেছে বা রোগাক্রান্ত হয়েছে তখনি তারা ধরে নিয়েছে যে এজন্যে তারা নিজেরাই দায়ী কারণ তারা জিহোভাকে ঐ সময়ে অবহেলা করেছিল। অমঙ্গলকারী ও পরশ্রীকাতর একটা প্রেত আড়ালে থেকে মানুষকে পাপ করতে প্রলুব্ধ করে এমন ধারণা তাদের ছিল না। তাদের মতে স্বর্গোদ্যানের সেই সাপ অপেক্ষা অ্যাডাম ও ইভ বেশি অপরাধী কারণ তারা ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ অবজ্ঞা করেছিল।

যরথুস্ত্রর মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর মানবের জন্য যেসব কল্যাণকর কাজ করছেন সেই প্রেতটা সবকিছু বানচাল করে দেবার চেষ্টা করছে। ইহুদিরা এমন একটা পরশ্রীকাতর প্রেত বা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে লাগল।

জিহোভার এই শত্রুকে তারা শয়তান বলে অভিহিত করলো।

শয়তানকে ওরা একই সঙ্গে ভয় ও ঘৃণা করতে লাগল। যীশুর জন্মের ৩৩১ বছর পূর্বে তারা বিশ্বাস করলো শয়তান পৃথিবীতে নেমে এসে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

কারণ সেই সময়ে এমন ঘটনা ঘটল যা কোনোদিন ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবে না।

তখনও পারসিক বাহিনীর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকে অ্যালেকজান্ডার নামে একজন যুবক আক্রমণ করে তাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করলো। নিনেভায় পারসিকদের পরাজয় ঘটল। পারসিকদের শেষ রাজা ডেরিয়াসকে সে হত্যা করে তার মৃতদেহটা বড় রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছে।

একদা পরাক্রমশালী পারসিক সাম্রাজ্য যে নির্বাসিত ইহুদিদের পাশে দাঁড়িয়েছিল আজ সে দেশের কিছুই রইল না। তারা পরাজিত, তারা এখন গ্রীকদের পরাধীন। অ্যালেকজান্ডার ও তার গ্রীক বাহিনী দুর্ধর্ষ, দুর্বার গতিতে এগিয়ে

চলেছে। ইহুদিদের চোখের সামনে এখন আর আলো নেই, তারা অন্ধকার দেখছে। খুবই দুর্দিন। পৃথিবী বুঝি শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু পৃথিবী শেষ হয় না। ইতিহাসের পাতা ওলটালেই নতুন আর একটা পরিচ্ছেদ দেখা যাবে। ইহুদিদের জীবনেও আর একটা পরিচ্ছেদ আরম্ভ হলো।

গ্রীকরা অ্যালেকজাণ্ডারকে গ্রীক বলে মানত না, তারা ওকে বলতো ম্যাসিডোনিয়ান, বিদেশী। আলেকজাণ্ডার ওসব অগ্রাহ্য করে নিজেকে গ্রীক ভাবত। গ্রীক জীবন ও সভ্যতা সে ভালবেসেছিল। ম্যাসিডোনিয়া তো গ্রীসের ভেতরেই, তবে ?

যখন সে তরুণ তখন থেকেই সে গ্রীকদের মঙ্গলের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে। গ্রীসের পণ্ডিত সোলন এবং পেরিক্লেসের অমৃতবাণী সে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে। অপর দেশ জয় করা মানেই তো গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই সব দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। পরাজিত দেশের এতে মঙ্গলই হবে।

অ্যালেকজাণ্ডারের অভিযান শুরু হয়েছিল ৩৩৬ অব্দে। তেরো বছরের মধ্যে সে অসম্ভব সম্ভব করেছিল। ঐ তেরো বছর পরেই তার মৃত্যু হয়েছিল। দেশে ফেরার পথে সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে পারস্যে নেবুসাডনেজারের প্রাসাদে তার মৃত্যু হয়েছিল।

ঐ ম্যাসিডোনিয়ান বীর নীল নদের তীর থেকে সিন্ধু তীর পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করে গ্রীক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার সঙ্গে পরাজিত দেশবাসীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছিল।

অ্যালেকজাণ্ডার সিরিয়ায় এসে পড়েছে। শীঘ্রই সে দেশের পতন হবে তারপর ইহুদিদের পালা কিন্ত কি করে তারা অ্যালেকজাণ্ডারকে বাধা দেবে ? তাদের কি সে শক্তি আছে ?

সিরিয়ার এক অত্যাচারী রাজা আর্টাজারাকসেসের বিরুদ্ধে কয়েক বছর আগে ইহুদিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে মিশর রাজ নেক্টাবিনাশ এবং কিছু গ্রীক সৈনিকের সহায়তায় (এই গ্রীক সৈনিকেরা তখন মিশরে ছিল) সাফল্য লাভ করেছিল।

আর্টাজারাকসেসের বিরুদ্ধে ফিনিসিয়ানদেরও নালিশ ছিল। তারা ইহুদিদের এই সহজ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আর্টাজারাকসেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু তারা পারল না কারণ ঐ রাজা ইতিমধ্যে কিছু শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ফিনিশিয়ানদের সিডন শহরটি রাজা ধ্বংস করে দিয়ে জেরুজালেমকেও ছাড়লো না। সেই শহরটাকেও জ্বালিয়ে দিলো, মন্দিরে নিষিদ্ধ পশু বলি দিয়ে মন্দির অপবিত্র করে দিলো। তারপর আর্টাজারাকসেস শতশত মানুষ বন্দী করে ক্যাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণে হিরোকানিয়াতে তাদের চালান করে দিলো।

ইহুদিদের গর্বে রীতিমতো আঘাত লাগল। তারা ভাবল তারা নিশ্চয় কিছু গুরুতর অপরাধ করেছে যেজন্যে সদাপ্রভু তাদের শাস্তি দিলেন। অতএব তারা আবার ধর্মে মন দিলো, পূর্ণোদ্যমে জিহোভার আরাধনা আরম্ভ করলো। তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। তারা ভাবলো জেরুজালেম এখন দুর্ভেদ্য

দুর্গ, জিহোভা স্বয়ং তাকে রক্ষা করবেন।
তবুও তারা ভাবিত হয়ে পড়ল। কি করে তারা অ্যালেকজান্ডারের মোকাবিলা করতে পারে ?
অ্যালেকজান্ডার তাদের বেশি সময় দিলো না। টায়ার এবং সামারিয়ার পতনের পর ইহুদিরা কারও আদেশে ম্যাসিডন রাজকে অর্থ ও রসদ পাঠিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে গাজা এবং সমুদ্রতীরে যাবার রাস্তা গ্রীকদের দখলে এসে গেছে। ইহুদিদের পালাবারও পথ নেই, আশাও নেই।
অ্যালেকজান্ডার বিনা বাধায় জুডিয়া দখল করলো। অ্যালেকজান্ডার ইহুদিদের কাছ থেকে সোনা ও রুপো দাবি করলো। ইহুদিরা দাবি মিটিয়ে দিলো। তবে অ্যালেকজান্ডার কোনোরকম অত্যাচার করে নি।
শোনা যায় অ্যালেকজান্ডার জেরুজালেমে এসে একদিন নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখল যে কে যেন তাকে আদেশ করছে জুডিয়াবাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। সে আদেশ পালিত হয়েছিল। জুডিয়াবাসীরা পরাধীন হলেও শান্তিতে বাস করতে লাগল।
নীল নদের মুখে ফিনিশিয়ানদের একটি বন্দর ছিল কিন্তু তখন তার অস্তিত্ব ছিল না। সেই বন্দরের স্থলে বিরাট শহর অ্যালেকজান্ড্রিয়া গড়ে উঠল।
গ্রীকরা ব্যবসা করবে। অ্যালেকজান্ডার বুঝেছিল ইহুদিদের কাছ থেকে ব্যবসা শেখবার কূটকৌশল শেখবার আছে। সে ইহুদিদের নতুন শহরে বাস করবার বাড়ি দিলো এবং ব্যবসা করবার সুযোগ করে দিলো। অধিকাংশ ইহুদি এই সুযোগ লুফে নিয়ে নতুন শহরে ভিড় জমাল। জেরুজালেম প্রায় খালি হয়ে গেল। শহর দেখলে কান্না পায়। জেরুজালেম আরও একবার তার গৌরব হারালো। রাজধানীর কোনো মর্যাদাই আর রইল না। একেই বলে ইতিহাসের পতন।
জেরুজালেমের সেই জাঁকজমক যা ডেভিড ও সলোমনের সময়ে ছিল তা আর কোনোদিনই ফিরে না এলেও পবিত্র তীর্থস্থান বলে স্বীকৃত এবং পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা জেরুজালেমে প্রণতি জানিয়ে আসে।
অ্যালেকজান্ডারের মৃত্যুর পরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। যেসব রাজ্য সে জয় করেছিল সেগুলি তার সেনাপতিরা ভাগাভাগি করে নিয়ে শাসন করতে লাগল।
একজন সেনাপতি টলেমি সোটারের ভাগে পড়ল মিশর। জুডিয়া সিরিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অ্যালেকজান্ডারের আর এক সেনাপতি সিরিয়া শাসন করছিল। খৃঃ পূঃ ৩২০ অব্দে সিরিয়ার শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে টলেমি জেরুজালেম আক্রমণ করল এক স্যাবাথ পালনের (বিশ্রাম) দিবসে। দশ আজ্ঞার চতুর্থ আজ্ঞা "বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করিবে" অনুসারে ইহুদিরা যুদ্ধ করলো না। যুদ্ধ করলেও হয়তো ফল একই হতো। তবুও টলেমি বিনা বাধায় জেরুজালেম দখল করে নিল। পরাজিত ইহুদিদের সঙ্গে টলেমি সৎ ব্যবহার করতো। ফলে অনেক ইহুদি জেরুজালেম ছেড়ে মিশরে চলে গেল।

যুগে সে আর ফিরে যেতে পারে নি। করিন্থ, এথেন্স, রোম বা কার্থেজের তুলনায় জেরুজালেম একটি গ্রাম। ব্যাবিলনিয়ান, গ্রীক এবং মিশরীয়রা মনে করতো শহরটা চলতি দুনিয়ার বাইরে। শহরের বাসিন্দারা সঙ্কীর্ণমনা এবং যা কিছু বিদেশী তার প্রতি তারা অবজ্ঞাই দেখিয়েছে। বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে তারা আগ্রহী নয়। তবে যারা জেরুজালেম ছেড়ে বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে তার স্বাদ পেয়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

সাইরাস যখন নির্বাসিত ইহুদিদের মুক্তি দিলো তখন তারা উল্লসিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু একটা ভগ্নাংশ মাত্র জেরুজালেমে ফিরেছিল। ফিরে শহরের জন্যে কিছু করে নি। উপরন্তু তাদের মধ্যে অনেকে বিদেশে ফিরে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে তীর্থ করতে আসত, নিয়ম রক্ষার জন্যে।

অ্যালেকজাণ্ডার তো লোভ দেখিয়ে অনেক ইহুদিকে অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া ও ডামাস-কাসে পাঠিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অতীব ধর্মপরায়ণ ও গোঁড়া ইহুদিরা শহরে থেকে গিয়েছিল। তারা জিহোভার একান্ত ভক্ত ও সেবক। প্রাচীন ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আঁকড়ে তারা পড়ে ছিল। পুজার্চনা ও ধর্মালোচনা নিয়ে তাদের সময় কাটত। তারা নিজ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতো।

রোম-ফেরতা অ্যাণ্টিওকাস ইহুদিদের গ্রীক করে তোলবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। যত শীঘ্র সম্ভব এদের মধ্যে গ্রীক সংস্কৃতি এদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে, দরকার হলে মগজ ধোলাই করবে। ফলে কি হয়েছিল? সে ভাঙতে পেরেছিল, গড়তে পারে নি।

প্রথমে সে ইহুদিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করলো। শহরে একদল ইহুদি ছিল যারা গ্রীক জীবনধারার অনুরাগী ছিল। অ্যাণ্টিওকাস এই দলকে হাত করবার চেষ্টা করলো এবং অপর দলকে অবহেলা।

অ্যাণ্টিওকাস গ্রীকদের আদর্শে জেরুজালেমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চালু করলো। গ্রীক দেবতাদের জন্যে যেসব মন্দিরে বলিদান প্রথা চালু হয়েছিল সেইসব মন্দিরে অর্থ সাহায্য পাঠাল। গোঁড়া ইহুদিরা চটে গেল। ব্যাপারটা তখন হয়তো অনেকদূর গড়াত কিন্তু ইহুদিরা নিজেদের একটা কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়লো।

প্রধান পুরোহিত পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা নিয়ে শুরু। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী যার নাম মেনেলাউস সে রাজাকে বললো তাকে প্রধান পুরোহিত করলে সে রাজাকে লক্ষ মুদ্রা দেবে অথচ তার আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। প্রথম কিস্তি দেবার জন্যে মেনেলাউস মন্দিরের সম্পত্তি চুরি করলো। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতেই সোরগোল আরম্ভ হয়ে গেল। যারা মেনেলাউসকে সমর্থন করতে রাজি ছিল তারা এখন বললো অপর প্রার্থী জেসনকে তারা সমর্থন করবে। মানুষ হিসেবে দুজনের মধ্যে তফাত নেই। দুদলে বিরোধ বাধলো। এই সুযোগে মিশরের রাজা জিহোভার মন্দির লুট করলো কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না।

বিরোধ তুঙ্গে উঠলো। বিরোধ মেটাতে না পেরে অ্যাণ্টিওকাস রোমে তার

কর্তাদের সাহায্য চাইল। সাড়া না পেয়ে এবং এদিকে অবস্থা জটিল হচ্ছে দেখে সে নিজেই রোমে চলে গেল এবং সিনেটের সামনে বাস্তব্য রাখলো। সুদূর জেরুজালেমে তাদের মিত্ররা কি নিয়ে মারামারি করছে এতে রোমের আগ্রহ নেই, তারা তো রোমের সরাসরি কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করে নি। এমন কি বড় রাস্তাগুলোও খোলা আছে। ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে না। যুদ্ধ করতে গেলে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে ব্যবসার ক্ষতি হবে। রোম অ্যান্টিওকাস এবং মিশরকেও সতর্ক করে দিলো, ঝামেলা বাড়িয়ো না।
অপমানিত হয়ে অ্যান্টিওকাস ফিরে এলো। তার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। চাই না রোম, চাই না মিশর কাউকে চাই না। যা পারে সে একাই করবে।
সে কড়া আদেশ জারি করলো, মোজেস প্রবর্তিত ধর্মমত অনুসারে ইহুদিরা আর জিহোভার পুজা করতে পারবে না, হোম করতে পারবে না, বলিদানও দিতে পারবে না, বিশ্রামবার বা স্যাবাথ ডে পালনও নিষিদ্ধ হলো। ইহুদিদের বাড়ি থেকে ধর্ম পুস্তক এনে পুড়িয়ে দেওয়া হলো। বলা হলো যার কাছে কোনো পুঁথি থাকবে তাকে প্রাণদন্ড দেওয়া হবে।
ইহুদিরা এসব আদেশ উপেক্ষা করতে লাগলো। তারা শহরের তোরণ বন্ধ করে দিলো কিন্তু সিরিয়ান সেনাপতি তোরণ ভেঙে শহরে ঢুকে মন্দির আক্রমণ করলো। বেছে বেছে তারা স্যাবাথ দিবসে আক্রমণ করেছিল। ইহুদিরা কোনো বাধাই দিলো না। সৈনিকরা শহর দখল করে টহল দিতে লাগলো। যারা ক্রীতদাস হতে রাজি হলো তাদের বাদ দিয়ে হত্যালীলা শুরু হলো।
মন্দিরে যে প্রাচীন বেদি ছিল সেটি ভেঙে তার জায়গায় নতুন বেদি বসিয়ে জিউসের পুজা করে শুকর মাংস ভোগ দেওয়া হলো। ইহুদিরা শুকর মাংস দূরের কথা, শুকর স্পর্শ করে না, ওদের শাস্ত্রে শুকর হারাম। এইভাবে ইহুদিদের তাদের দেবতাকে চূড়ান্তভাবে অপমানিত করা হলো যার তুলনা পৃথিবীতে বিরল। ইহুদিরা শক্তিহীন। কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেই তাকে হত্যা করা হচ্ছে। শহরে সমর্থ ইহুদি অপেক্ষা সৈনিকের সংখ্যা অনেক বেশি। তারা নিঃসহায়। মনে মনে জিহোভার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া তারা আর কিছু করতে পারলো না।
এ হেন নিষ্ঠুরতম অত্যাচার করে অ্যান্টিওকাস পার পেল না। সে নিজের কবর নিজেই খুঁড়লো।

জেরুজালেমের ছ মাইল উত্তরে মোডিন গ্রামে পাঁচটি জোয়ান পুত্র নিয়ে বাস করতো মাটাথিয়াস নামে এক বৃদ্ধ যাজক।
অ্যান্টিওকাসের দূত একদিন সেই গ্রামে গিয়ে হাজির। সে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো যে রাজামশাই কড়া আদেশ জারি করেছে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গ্রীক দেবতা জিউসের পুজা করতে হবে, অন্য কোনো দেবতার নয়।
যারা ঘোষণা শুনতে সমবেত হয়েছিল তারা হতভম্ব। কি করবে বুঝতে না পারলেও তারা ভীত কারণ জিহোভা অনেক দূরে বাস করেন কিন্তু অ্যান্টিও-

কাস কাছেই থাকে।

একজন অতিদরিদ্র ব্যক্তি জনতার মধ্যে ছিল। জিউসের পূজা করতে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। এই খবর মাটাথিয়াসের কানে পৌঁছল। এই আদেশ তার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। সে তার তলোয়ার নিয়ে তখনি সেই স্থানে তলোয়ারের আঘাতে প্রথমে সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে হত্যা করলো আর তলোয়ারের দ্বিতীয় আঘাতে ঘোষকের মুণ্ডচ্ছেদ করলো। ঘোষকের কাটা মুণ্ড ও ধড় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অ্যাণ্টিওকাসের আদেশের বিরুদ্ধে এই প্রথম প্রতিবাদ।

মাটাথিয়াসের শুভার্থীরা পরামর্শ দিলো এখনি পালিয়ে যেতে। অতএব মাটাথিয়াস পাঁচ ছেলেকে নিয়ে তারা পাহাড় পার হয়ে জর্ডন উপত্যকায় আত্মগোপন করলো। মাটাথিয়াসের এই সাহসিক কাজ ইহুদিরা সমর্থন করলো। এই বৃদ্ধ যাজক জিহোভার অপমান সহ্য করে নি। সাবাস।

ইহুদিরা বেশ বুঝতে পারল অ্যাণ্টিওকাস শীঘ্রই প্রতিশোধ নেবে, নারকীয় হত্যালীলা যে কোনো সময়ে আরম্ভ হতে পারে। খোলা তলোয়ার নিয়ে তার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিরস্ত্র নাগরিকদের দেহ টুকরো টুকরো করে দেবে। অতএব যতজন ইহুদি পারলো তারাও জর্ডন উপত্যকায় পালালো। তারা মাটাথিয়াসের সঙ্গে মিলিত হলো।

অ্যান্টিওকাস ক্ষিপ্ত হয়ে আবার বিশ্রাম দিবসে জেরুজালেমে তার বাহিনী লেলিয়ে দিলো। তারা বল্লম ও খোলা তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মাটাথিয়াস ইতিমধ্যে লোকজন সংগ্রহ করে একটা প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করেছিল। সে বললো হলেই বা বিশ্রাম দিবস। ভীরুর মতো আত্মসমর্পণ নয়। স্বয়ং জিহোভারও তা ইচ্ছা নয়।

সেদিন স্যাবাথ দিবস। অ্যান্টিওকাস অনুমান করেছিল ইহুদিরা তো লড়াই করবে না। তারা ভীরু কুকুরের মতো চিৎ হয়ে শুয়ে চার পা নাড়তে নাড়তে আত্মসমর্পণ করবে অতএব বেশি সৈন্য না পাঠিয়ে সে একটা ছোট দল পাঠিয়েছিল।

মাটাথিয়াস রে রে করে তার সশস্ত্র দল নিয়ে সিরিয়ান সৈনিকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পর্যুদস্ত করলো। কিন্তু লড়াই থামলো না। চলতেই থাকল।

মাটাথিয়াস বৃদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের ধকল সে সহ্য করতে পারলো না। সে মারা গেল। তবে রেখে গেল উপযুক্ত পাঁচ শক্ত সামর্থ ছেলে, জন, সাইমন, জুডাস, এলিয়াজার এবং জোনাথন।

এদের মধ্যে সেজ ছেলে জুডাস পরে খুব নাম করেছিল। সে দারুণ যুদ্ধ করতে পারতো। যেখানে যুদ্ধ খুব ঘন জুডা সেখানে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার এই সাহস ও ক্ষমতার জন্যে তাকে সকলে বলতো জুডাস ম্যাকাবি, জুডাস দি হ্যামার, হাতুড়ে জুডাস। হাতুড়ির মতো দমাস্ করে শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাত করতো।

জুডাস দেখলো অ্যান্টিওকাসের সৈন্যসংখ্যা তাদের চেয়ে অনেক বেশি, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর। সামনাসামনি যুদ্ধে ওদের সঙ্গে পারা যাবে না। এখন আমরা যাকে বলি গেরিলা যুদ্ধ জুডাস তাই অরম্ভ করলো। ওরা রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছে তখন ওদের ওপর হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যতো পারত মানুষ হত্যা করে অস্ত্র ও রসদ লুট করে পালিয়ে আসত। তারা পাহাড়ের খাঁজে গুহায় কোথায় লুকিয়ে থাকত, অ্যান্টিওকাসের সৈন্যরা তা টের পেতো না, টের পেতো না কখন কোথায় তাদের ওপর জুডাস তার দলবল নিয়ে চড়াও হবে।

তাহলে গেরিলা যুদ্ধ জুডাস ম্যাকাবিই প্রথম চালু করেছিল? দু হাজার বছর পরে অ্যামেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে জেনারেল ওয়াশিংটন এই কৌশল অবলম্বন করে ব্রিটিশ সৈন্যদের ন্যাজেগোবরে করে ছেড়েছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছিল।

জুডাস এইভাবে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে অ্যান্টিওকাসকে কাঁদিয়ে ছাড়লো। অ্যান্টিওকাসের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। জুডাসের কিন্ত শক্তি অনেক বেড়েছে। সে এবার সাহস করে জেরুজালেম আক্রমণ করে শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়ে শহর দখল করে নিলো।

গ্রীকরা তখন জিহোভার মন্দিরে এবং অন্যত্র গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি বসিয়েছিল। জুডাসের আদেশে সেই সব মূর্তি ভেঙে দূরে নিক্ষেপ করা হলো। তারপর মন্দির শুদ্ধি করে পুনরায় তার পবিত্রতা ফিরিয়ে এনে জিহোভার উপাসনার সমস্ত উপকরণ পুনরায় স্থাপন করা হলো।

মূল বেদির সামনে সাতটি শাখাবিশিষ্ট একটি তৈল প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্ত ইহুদিরা সদাপ্রভু জিহোভার অর্চনা আরম্ভ করলো। সপ্তমুখী ঐ প্রদীপের নাম মেনোরা। প্রদীপে তেল মাত্র একবারই দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ প্রদীপ আট দিন আট রাত্রি একইভাবে জ্বলেছিল।

ঐ আশ্চর্য প্রদীপের ঘটনা স্মরণ করে ইহুদিরা প্রতি বছর আট দিন ব্যাপী ইটারনাল লাইট বা অখণ্ডজ্যোতি উৎসব ভক্তিভরে পালন করে। এইটি ইহুদি-দের প্রধান উৎসব, এর নাম হানুকা যার অর্থ পবিত্রভাবে কিছু উৎসর্গ।

এই সপ্তমুখী প্রদীপ বর্তমান ইজরেল রাষ্ট্রের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। ইজরেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর ব্রিটিশ সরকার ইজরেলের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ কাইম হ্যাইজম্যানকে ঠিক ঐ রকম সপ্তমুখী ব্রোঞ্জ নির্মিত বেশ বড় একটি প্রদীপ উপহার দিয়েছিল।

বলা বাহুল্য জুডাসই জুডিয়ার রাজা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার খ্যাতি যখন চূড়ায় তখন কোথায় একটা মারামারিতে জুডাস নিহত হলো। জেরুজালেম তথা জুডিয়ার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে জন এবং এলিয়াজের মৃত্যু হয়েছিল। গ্রীক সৈন্যদের হাতে জন আচমকা ধরা পড়ে গিয়েছিল, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে হত্যা করলো। আর এলিয়াজারকে রণক্ষেত্রে গ্রীকদের একটি হাতি বুঝি দুর্ঘটনাক্রমে পিষে মেরে ফেলে।

ছোট ভাই জোনাথন প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হলো কিন্তু, মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্যে। একজন সিরিয়ান অফিসার তাকে খুন করে। কি অভিশপ্ত পরিবার!

মাটাথিয়াসের ছেলেদের মধ্যে বাকি রইলো সাইমন। নেতৃত্বের ভার তার ওপরই পড়ল।

ওদিকে তখন অ্যান্টিওকাসেরও মৃত্যু হয়েছে। তার ছেলে সিংহাসনে বসলো। অ্যান্টিওকাসের এক ভাইপো ডিমেট্রিয়াস রোম থেকে ফিরে এসে এই নতুন রাজা যে সম্পর্কে তার ভাই, তাকে খুন করে সিংহাসন দখল করে নিল। এ হলো যীশু জন্মের ১৬২ বছর আগে। ইহুদিদের কিন্তু বরাত ফিরে গেল।

সাইমন ম্যাকাবির নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করল। ডিমেট্রিয়াস তখন পারিবারিক অন্তর্কলহে বিধ্বস্ত যে ইহুদিদের বিদ্রোহ মোকাবিলা করার তার সময় নেই। সে সাইমনের সঙ্গে মিটমাট করে নিল। সাইমন একাধারে শাসক ও প্রধান যাজকের কাজ চালাতে লাগলো। ম্যাকাবিদের দক্ষতা ও সুশাসন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা সাইমনকে যেমন নিল তেমনি জুডিয়াকেও একটি উত্তম রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিল। সাইমনও প্রতিবেশী রাজ্য-গুলির সঙ্গে নতুন করে মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন করলো। সৈন্যবাহিনী সাইমনকে তাদের প্রধান বলে স্বীকার করলো। তার ছবি দিয়ে নতুন মুদ্রা খোদাই করা হলো।

ম্যাকাবিদ বংশ জুডিয়ার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রজাদের ধারণা এই বংশই বংশানুক্রমে শাসন করে যাবে কিন্তু খৃঃ পূঃ ১৩৫ অব্দে সাইমন খুন হলো, সঙ্গে তার দুই ছেলেও খুন হলো। একজন উত্তরাধিকারী ছিল তার নাম জন। তাকে হিরকেনাস বলে ডাকা হতো। জন হিরকেনাস তিরিশ বছর ধরে দেশ শাসন করলো। সে সুশাসক ছিল। ছোট হলেও জুডিয়া এখন একটি গুরুত্ব-পূর্ণ রাজ্য। জিহোভাও স্বমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সকলে নিয়মিত তার পূজা করে, বার ব্রত অনুষ্ঠান মেনে চলে। কোনো বিদেশী বা বিধর্মীকে জুডিয়াতে আর স্থান দেওয়া হয় না তবে পর্যটন, ব্যবসা বা তীর্থ করতে মানুষ আসতে দেওয়া হয়।

বেশ শান্তিতে ও সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল। ইহুদিদের তো শান্তি সহ্য হয় না। আবার তাদের মাথায় পোকা নড়ে উঠল। তারা ধর্ম, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি নিয়ে পড়ল। তুমুল আলোচনা আরম্ভ হলো। যদিও দেশে তখনও ধর্মভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত তবুও দিন বদলায়, শাসন ব্যবস্থাও কালোপযোগী করতে চায় কিন্তু বড় একটা দল অতীত যুগে ফিরে যেতে চায় যে যুগে এই ধর্মের জন্যে তাদের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের মানুষেরা অতীতের সেই দুঃখজনক দিনগুলি দেখে নি।

তবুও যারা মনে প্রাণে আধুনিক তারা বর্তমান কালোপযোগী শাসন ব্যবস্থা চায় এবং অনেক সংস্কারও দেশে হয়েছে। মাটাথিয়াস ম্যাকাবি স্বয়ং ছিলেন

একজন যাজক। তাঁর বংশকেও পুরোহিত বংশ বলা হয়। তারাই দেশ শাসন করছিল তবে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নি। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলিতেও এখন আর প্রাধান্য দেওয়া হয় না তবে অবহেলা করা হয় না। সিংহাসন থেকে প্রজাদের ঘাড়ে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। ধর্ম সম্বন্ধে সরকার ও জনগণ তখন অনেক উদার। জুডিয়ার পাশের রাজ্যগুলি শাসন ব্যবস্থায় গ্রীক ও রোমান রীতিনীতি অনেকটাই স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে। জুডিয়া অতটা উদার হতে পারে নি।

শেষ পর্যন্ত বাইরের চাপে এবং ইহুদিদেরও সমর্থনে ইহুদিরা তিনটে ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও দেশ শাসনের ব্যাপারে এদের তিন দলের তিনরকম মত। পরবর্তী দুশো বছরের ইতিহাসে এই তিন দলেরই যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

প্রথম দলের নাম 'ফারিসি'। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ম্যাকাবিরা যখন প্রথম বিদ্রোহ করে মনে হয় এই পার্টির উৎপত্তি তখন হয়েছিল। মাটাথিয়াস যখন তার তলোয়ার তুলে নিয়েছিল তখন যারা তাকে সমর্থন করেছিল তাদের বলা হলো 'হাসিডিয়ান' বা 'ধার্মিকরা'।

তারপর মাটাথিয়াসের সঙ্গে অ্যান্টিওকাসের যুদ্ধ হলো এবং যদ্ধে মাটাথিয়াস জয়লাভ করে স্বাধীন হয়ে যখন দেশের ন্যায়াধীশ হয়ে শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন কিন্তু ধর্মের প্রতি ইহুদিদের যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে ঐ হাসিডিয়ানরা প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং তার 'ফরিসি' এই নতুন নামে পরিচিত হয়।

ফারিসিরা ভীষণ গোঁড়া ছিল। নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে তারা কাউকে সমর্থন করত না। এই গোঁড়ামির জন্যে ফারিসিরা আজও টিকে আছে যদিও তাদের ধর্মে ও চরিত্রে যুগের হাওয়া অনুযায়ী অনেক কিছু বর্জন ও গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই প্রাচীন যুগে তারা এতই গোঁড়া ছিল যে রোম সম্রাট টাইটাস তাদের বশে আনতে পারেন নি।

মোজেস যে ধর্মশাস্ত্র লিখে রেখে গিয়েছিলেন তার প্রতিটি শব্দ ফারিসদের মুখস্ত ছিল। এমন কি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণের ওপর তারা গুরুত্ব আরোপ করতো। তারা তাদের প্রতিটি আচার অনুষ্ঠান কঠোরভাবে পালন করতো। তারা ইহুদিদের অন্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদের পৃথক রাখতে সচেষ্ট থাকত। তারাই জিহোভার একমাত্র ও একনিষ্ঠ সেবক এমন দাবিও তারা করতো। এজন্য তারা গর্ব অনুভব করতো।

নিঃসন্দেহে তারা দেশপ্রেমিক ছিল। কিন্তু জগৎ যে পরিবর্তনশীল, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়, এমন নীতিতে তারা বিশ্বাস করতো না। অতীতকেই তারা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করতো। ভবিষ্যতে কি হবে এ নিয়ে তাদের চিন্তা ছিল না। যা কিছু বিদেশী তাই তারা ঘৃণা করতো। ভালো হলেও কোনো সংস্কার বা সামাজিক পরিবর্তন তারা স্বীকার করতো না। এমন কি ভবিষ্যতেও তারা মহান যীশুর প্রেমের বাণী এবং ঈশ্বরের যে মহিমা তিনি

প্রচার করতেন তাও তাদের স্পর্শ করে নি। তারা নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়েই থাকতে ভালোবাসত। বলতে কি তারা যীশুর বিরোধিতা করেছিল।

ফরিসিদের পরে দ্বিতীয় দল হলো 'সাডুসিস'। শব্দটি বোধহয় জাডক শব্দ থেকে এসেছে। এখানে জ-এর উচ্চারণ ইংরেজি বর্ণ জেড-এর মতো। সাডু-সিসরা ফরিসি অপেক্ষা অনেক বেশি সহনশীল ছিল। ফরিসিদের অপেক্ষা তারা আধুনিক ছিল এবং অধিকতর শিক্ষিত। তারা বিদেশ ভ্রমণ করেছে, নানা দেশের নরনারীর সঙ্গে মিশেছে, গ্রীক দর্শন থেকেও পাঠ নিয়েছে। তারাও জিহোভার ভক্ত ছিল।

সাডুসিসরা কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইত না। ফরিসিদের কথায় কথায় শয়তান দেবদূত এবং কাল্পনিক ব্যাপার-স্যাপার ওদের ভালো লাগত না। তাদের মনও অনেক খোলা ছিল। সংকটের সম্মুখীন হলে হতাশ না হয়ে তার মোকাবিলা করতো। ফরিসিদের অপেক্ষা তারা উদার ছিল।

গ্রীকদের যা ভালো তারা তা গ্রহণ করেছিল। জিহোভা তাদের একমাত্র উপাস্য হলেও গ্রীক দেবতা জিউসকে তারা অবজ্ঞা করতো না। তবে তারা ধর্ম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়ে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।

একটা ঘোর অন্যায় তারা করেছিল। ফরিসিরা যখন যীশুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন সাডুসিসরা ফরিসিদের সামিল হয়েছিল। প্রকাশ্যে তারা যীশুর বিরোধিতা করতো এবং মনে করতো সমাজের পক্ষে যীশু অশুভ। যীশুর অহিংসা ও প্রেমের বাণীর প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল না। তারা মনে করতো যীশু রাজনীতিক সংকট সৃষ্টি করছে।

ফরিসিদের মতো সাডুসিসরা যীশুর নিধনের জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিল তবে তাদের ভূমিকা একটু অন্যরকম ছিল।

তৃতীয় দল ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ঐ দুই দল থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। ইহুদি জাতির ইতিহাসে এদের কোনো ভূমিকা নেই। তাদের আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক নিয়মকানুন আলাদা ছিল। বড় দুই দল বলতো এদের নাগাল পাওয়া মুশকিল। এরা কি করে না করে আমরা জানি না। এরা 'এসেনি' নামে পরিচিত ছিল।

এই তৃতীয় এসেনি গোষ্ঠী পাপকে খুব ভয় করতো অথচ মোজেসের সব অনু-শাসন মেনেও চলত না। মানসিকভাবে ওরা একটু ভীরু ছিল। ওরা কাজ-কর্মও কিছু করতো না।

ওরা রাজনীতি ও বিরোধ থেকে দূরে থাকতো। দূরে থাকতো মানে ওরা শহর ছেড়ে চলেই গিয়েছিল। ছোট ছোট উপনিবেশ করে ওরা বাস করতো। ওদের কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। নিজের জামাকাপড় ও বিছানা ছাড়া আর যা কিছু ছিল তাতে ওদের সকলের অধিকার ছিল। অনুর্বর জমি চাষ করে যেটুকু শস্যকণা পাওয়া যেত তাতে ছিল সকলের সমান অধিকার। তারা অধার্মিক ছিল না। অবসর সময় এবং অবসরও ছিল প্রচুর, ওরা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করে সময় কাটাত।

এসেনিরা শহরে যেত না। শহরের রাস্তায় ওদের কখনও দেখা যেত না। রাজনীতি থেকে ওরা দূরে থাকতো। ওরা নিজেদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতো, কি দরকার ঝামেলা করে। এজন্যে ওরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতো না। ওদের প্রকৃতিই হয়তো অলস ছিল। তথাপি এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আসতে হয়েছে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। এমন দৃষ্টান্তও আছে।

দেশ যখন বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বা দলে বিভক্ত তখন সে দেশ শাসন করা কিছু কঠিন তবুও ম্যাকাবি বংশ সবদিক মানিয়ে চলবার চেষ্টা করতো। প্রথম একশ বছর তো তারা ভালোই চালিয়ে ছিল। বংশের শেষ সুশাসক ছিল জন হিরকেনাস। এর নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে।
কিন্তু তার ছেলে গ্রীকদের বন্ধু বলে পরিচিত অ্যারিস্টোবুলাস পিতার ছিল অধম সন্তান। সিংহাসনের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত এবং তার সময় থেকেই ম্যাকাবি বংশের পতন আরম্ভ হলো।
তার প্রথম অভিযোগ তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ইহুদি প্রজারা তাকে রাজা উপাধি দিতে বিমুখ কেন? দেশ তো সেই শাসন করছে, তবে? কিন্তু দেশ শাসন করবার অধিকার ন্যায়াধীশের, সে অধিকার তো অ্যারিস্টোবুলাস পেয়েছে। আর কি চাই? রাজা উপাধি পেলেও তার ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি হবে না।
অ্যারিস্টোবুলাস ডেভিডের বংশধর নয় এবং সে বংশও দেশ শাসন করছে না তবুও সে 'রাজা' হতে চায়। ফারিসিরা দেশের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোষ্ঠী, তারা এই দাবি মেনে নিতে রাজি নয়। অ্যারিস্টোবুলাস তখন শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাল। পারিবারিক বিরোধ বেধে উঠল। তার মা ও ভাই শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিলো। লড়াই আরম্ভ হলো। মা নিহত হলো। এক অতি-উৎসাহী সভাসদের ভুলে অ্যারিস্টোবুলাসের প্রিয় ভাই অ্যান্টিগোনাস ছোরার আঘাতে নিহত হলো।
অ্যারিস্টোবুলাস তখন অন্যপ্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি প্রজাদের ভুলিয়ে দিয়ে উত্তরে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলো। কাজ কিন্তু কঠিন।
আগে যার নাম ছিল ইজরেল এবং গত শতাব্দীতে মানুষ যে দেশের নাম ভুলে গিয়েছিল তার অনেকটাই অ্যারিস্টোবুলাস উদ্ধার করে নিল কিন্তু পুরানো ইজরেল নাম চালু করলো না, নতুন নাম দিলো গ্যালিলি। ওখানে উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে একটি জেলার নামও ছিল গ্যালিলি। পরে আমরা গ্যালিলি হ্রদের সঙ্গেও পরিচিত হবো।
অ্যারিস্টোবুলাসের আরও কি পরিকল্পনা ছিল তা আমাদের জানা নেই। জানবার আগেই সে রোগে পড়লো যে রোগ থেকে সে কোনোদিনই আরোগ্যলাভ করলো না। অকালে মারা গেল। মৃত্যুর পূর্বে মাত্র এক বছর শাসন করতে পেরেছিল।
তারপর রাজা হলো জন হিরকেনাসের তৃতীয় পুত্র অ্যালেক্জাণ্ডার জেনিয়াস।

এই যুবককে তার পিতা সহ্য করতে পারতেন না। কিশোর হতেই তাকে পিতা নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই যুবক অ্যালেকজাণ্ডার তিরিশ বছর দেশ শাসন করেছিল কিন্তু যখন মারা গেল তখন দেশের আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কুশাসনে দেশ জর্জরিত।

অ্যালেকজাণ্ডার জেনিয়াস তার দাদা অ্যারিস্টোবুলাসের মতো প্রথমেই মারাত্মক ভুল করেছিল। তখন ফরিসি ও স্যাডুসিয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রবল। নতুন রাজা ফরিসিদের পক্ষ নিল এবং পূর্ব পুরুষদের মতো প্রতিবেশী রাজ্য দখল করবার চেষ্টা করলো। কি ঘরে কি বাইরে, সে ব্যর্থ হলো। অতীত ঘটনা বা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে কোনো শিক্ষাই সে গ্রহণ করতে পারলো না। সে বুদ্ধি তার ছিল না। সিংহাসনে বসলেই শাসক হওয়া যায় না।

তার পত্নী অ্যালেকজাণ্ড্রাও ছিল তারই মতো বুদ্ধিহীনা। মহিলা অচিরে ফরিসিদের হাতে ক্রীড়ানক হয়ে পড়ল। কয়েকজন চতুর ফরিসি নেতা নিজেদের স্বার্থে বেনামে জুডিয়া ও গ্যালিলি শাসন করতে লাগলো। ফরিসিরা যাতে তাদের হাত আরও মজবুত করতে পারে এই উদ্দেশ্যে তারা আলেকজাণ্ড্রাকে প্রলোভিত করলো তার বড় ছেলে হিরকেনাসকে প্রধান ন্যায়াধীশ নিযুক্ত করতে।

ব্যাপারটা কিন্তু ছোট ভাই অ্যারিস্টোবুলাসের পছন্দ হলো না। জ্যাঠার নামে ভাইপোরও একই নাম রাখা হয়েছিল। এই ছেলে কিন্তু জ্যাঠার কিছু সদ্‌গুণ পেয়েছিল।

শাসন কাজে সাফল্য লাভ করে ফরিসিরা দেশে ত্রাসের সঞ্চার করলো। স্যাডুসিয়ানদের ওপর তারা অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করলো। তাদের নেতাদের হত্যা করবার চেষ্টা করতে লাগলো। অ্যারিস্টেবুলাস স্যাডুসিয়ানদের পক্ষ নিলো। সে তাদের রক্ষা করবে।

রাজ্যের মন্ত্রীসভা স্যানহেড্রিন তখন ফরিসিদের হাতের মুঠোয় কিন্তু অ্যাণ্টিবোলাস স্যাডুসিসদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিয়ে পরিস্থিতি ঘোরাল করে তুললো। জেরুজালেমের নিরাপত্তা তারা বিপন্ন করে তুললো। আর কিছুদিন সময় পেলে তারা বোধহয় শহরটা দখল করে নিত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে অ্যালেকজাণ্ড্রা মারা গেল।

রাজকোষ শূন্য। পুত্ররা অসহায়। দেশ গৃহ যুদ্ধের মুখোমুখী। অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্যাপার অবশ্য নতুন কিছু নয়। ইহুদিরা এমন শোচনীয় অবস্থায় অনেকবার পড়েছে। বারবার উঠেছে, পড়েছে। এরপর অনেক শতাব্দী পর্যন্ত ইহুদিরা নিজ গণ্ডির মধ্যে নিরালম্ব অবস্থায় রইলো, তাদের টেনে তোলবার মতো কোনো নেতার উদয় হলো না, ওদের জন্যে অন্য ধর্ম ও জাতির মানুষদের কোনো আগ্রহ নেই। বর্তমানেও তেমন কেউ নেই।

পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ তখন রোমানদের দখলে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড তারা একরকম উত্তরাধিকার সূত্রে অ্যালেকজাণ্ডারের কাছ থেকে পেয়েছিল। প্রজার মঙ্গল অপেক্ষা কর আদায়ের দিকেই রোমান শাসকদের আগ্রহ ছিল বেশি।

কিন্তু কর আদায় করতে হলে এবং পরিমাণ বাড়াতে তার উৎস অটুট রাখতে হবে এজন্যে রোমানরা লক্ষ্য রাখত যাতে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে ও মোটামুটি শান্তি বজায় থাকে। ব্যবসা ছাড়া দেশে তখন কর আদায়ের আর কোনো বিশেষ উৎস ছিল না।

এশিয়া মাইনরে তখন পোনটাস দেশে একজন ধনী ও ক্ষমতাশালী রাজা ছিল। তার নাম মিথ্রিডেটিস। সে রোমানদের কর নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলো। শুধু মুখের প্রতিবাদ নয়; যুদ্ধই আরম্ভ করে দিলো। ক্ষমতাশালী হলেও রোমানদের তুলনায় সে হীনবল ছিল তবুও দীর্ঘ দিন ধরে সে লড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে পারে নি। মনে খুব আঘাত পেয়ে সে আত্মহত্যা করলো এবং তার রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো।

হিরকেনাস এবং অ্যারিস্টোবুলাস তখনও ছিল। মিথ্রিডেটিসের শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু তাদের কোনো শিক্ষা দিতে পারে নি। জেরুজালেমে তারা তখন পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে, রীতিমতো শান্তিভঙ্গ হচ্ছে। এ সংবাদ রোম নগরে পেঁছিল।

পূর্বাঞ্চলের সেনাপতিকে রোম আদেশ দিলো জেরুজালেমে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সদরে সব জানাতে।

সেনাপতি মহাশয় জেরুজালেমে পেঁছে খবর পেলেন যে অ্যারিস্টোবুলাস ও তার সমর্থকরা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। চারদিকে মজবুত পাঁচিল ঘেরা মন্দিরটি একটি দুর্গ বিশেষ। হিরকেনাস তার সমর্থকদের নিয়ে মন্দিরের বাইরে পাঁয়তাড়া কষছে। তার মতলব মন্দির অবরোধ করবে।

রোমান সেনাপতি জেরুজালেমে পেঁছতেই দুজনেই তাব কাছে দূত পাঠিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো। রোমান সেনাপতি দুজনেরই প্রস্তাব শুনলেন কিন্তু তিনি তাঁর নিজস্ব প্ল্যান অনুসারে কাজ করলেন। তিনি দেখলেন হিরকেনাসের সৈন্যসামন্ত বাইরে রয়েছে। তাকে পরাজিত করা সহজ কারণ অ্যাণ্টিবুলাস রয়েছে দুর্ভেদ্য পাথরের পাঁচিলের আড়ালে। তাকে বশে আনতে সময় লাগবে।

সেনাপতি হিরকেনাসকে আক্রমণ করে তাকে দেশ ছাড়া করলেন এবং আপাততঃ অ্যারিস্টোবুলাসকে জুডিয়া এবং গ্যালিলির শাসন ভার দিলেন।

কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়।

রোমের বিখ্যাত সেনাপতি পম্পি তখন পূবদেশ অভিযানে আসছেন। খবর পেয়েই হিরকেনাস তার শিবিরে গিয়ে আবেদন-নিবেদন করম্ভ করে দিলো।

অ্যারিস্টোবোলাসও পেছিয়ে নেই। সেও রোমান শিবিরে গিয়ে পম্পিকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে রোমানরা এ অঞ্চলে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করুক না কেন তার মতো উপযুক্ত শাসক আব পাবে না কারণ তার মতো অনুগত দ্বিতীয় ব্যক্তি আর এ তল্লাটে নেই।

অ্যারিস্টোবুলাসের যুক্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করবার আগে পম্পির কানে সিঙার আওয়াজ এসে পেঁছল। তৃতীয় আর এক পক্ষ শিঙা বাজিয়ে শোভাযাত্রা

করে আসছে। এরা হলো ফরিসি।

ফরিসিরা পম্পিকে বোঝাতে চাইল রাজার পর রাজা জেরুজালেমের সিংহাসনে বসেছে কিন্তু সকলেই অনুপযুক্ত। তাদের কুশাসনের ফলে ইহুদিরা তিতি-বিরক্ত, অতএব আর রাজা নয়।

অতীতে যেমন ধর্মীয় কোনো নেতা দেশ শাসন করতেন সেই প্রথাই পুনরায় চালু করলে সকলের মঙ্গল। তবে সেই নেতাকে ফরিসী নীতি মেনে দেশ শাসন করতে হবে।

এই তিন পক্ষের যুক্তি শুনতে শুনতে পম্পি বিরক্ত হয়ে উঠল। সে কারও কথা শুনল না; কারও প্রস্তাব মেনে নিলো না। দেখা গেল পম্পির আগ্রহ হলো বাণিজ্যিক মাল পিঠে নিয়ে উট, ঘোড়া ও গর্দভের সারি বড় রাস্তা ধরে ডামাস-কাস থেকে অ্যালেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত নিরাপদে বিনা বাধায় যাওয়া-আসা করতে পারছে।

পম্পি তাদের বললো এখন তাদের কথা শোনবার সময় নেই। সে জেরুজালেম সমস্যার সমাধান করতে আসে নি। সে আরও দূরে যাবে। অ্যাসিরিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন কিছু আরব আদিবাসী বিদ্রোহ করেছে। পম্পি তাদের শান্ত করে ফেরার পথে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে তিন পক্ষ যেন জুডিয়া ও গ্যালিলিতে শান্তি রক্ষা করে চলে।

পম্পির কথা কে শুনছে? পম্পি যেই জেরুজালেম ত্যাগ করে চলে গেল আর অমনি অ্যারিস্টোবুলাস রাজধানীতে ফিরে এসে এমন আচরণ আরম্ভ করলো যে সেই যেন সমগ্র জুডিয়ার একমাত্র রাজা। রোমানদের কে তোয়াক্কা করে। এই অবশ্য চলল পম্পি যতদিন পুব দেশে ছিল।

আরবদের দমন করে ফিরে এসে পম্পি প্রশ্ন করলো তার আদেশ এমন অন্যায়-ভাবে কেন অগ্রাহ্য করা হয়েছে?

কোনো পরামর্শদাতার কুমন্ত্রণায় মাথা গরম গর্বিত অ্যান্টিবুলাস এক দুঃ-সাহসিক কান্ড করে বসল। সে তার এক প্রপিতামহের মতো সদলে মন্দিরের ভেতর যোগাযোগকারী সেতুটি ভেঙে দিয়ে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দিলো। বড় ভাই হিরকেনাস রোমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্দির-দুর্গ অবরোধ করলো। অবরোধের প্রচলিত সেরা পদ্ধতি নেওয়া হলো। এমনভাবে সৈন্য সাজান হলো যে একটিও মূষিক যেন মন্দিরে ঢুকতে বা বেরতে না পারে।

এই অবরোধ চলল তিন মাস।

জিহোভার আসন এই পবিত্র মন্দিরে কষ্টের সীমা নেই। জিহোভা তো মন্দিরে আর বাস করেন না যে তিনি অবাধ্য ইহুদিদের রক্ষা করবেন। তবুও তারা ভাবল নাস্তিক হিরকেনাসের বিশ্বাসঘাতকার জন্যে সদাপ্রভু বিরক্ত হয়েছেন। এখন জিহোভাকে মন্দিরে ফিরিয়ে আনা ও ইহুদিজাতির স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা তাদেরই পবিত্র কর্ম। যারা লুকিয়ে চুরিয়ে মন্দির থেকে পালাতে পেরে-ছিল এমন দু একজন কথাটা পম্পির কানে তুলে দিলো।

পম্পি তখন অতীতের সিরিয়ার পথ অবলম্বন করে স্যাবাথ বা বিশ্রাম দিবসে

মন্দির-দুর্গ আক্রমণ করলো। তখন জুন মাস, আর ৬৩ বছর পরে জ্যোতির্ময় পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। সৈন্য ও অস্ত্রসমেত পম্পি পুরো মন্দির-দুর্গ দখল করে নিল। কথিত আছে যে ঐ একই দিনে বারো হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল। বন্দী সেনাপতিদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হলো। অ্যারিস্টোবুলাস, তার পত্নী ও তাদের সন্তানদের রোমে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে বিজয় উৎসব উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা বার করা হবে তাতে এদের জনতাকে প্রদর্শন করা করা হবে।

বিজয় উৎসব মিটে যাবার পর অ্যারিস্টোবুলাসকে সপরিবারে রোমের উপকণ্ঠে বাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। অ্যারিস্টোবুলাস এখানে একটি ইহুদি উপনিবেশ স্থাপন করলো। এই উপনিবেশের উত্তরসুরীরা পল এবং পিটারের শাসনকালে পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

যুদ্ধ শেষ হলো। যুদ্ধের সময় যে নরহত্যা হয়েছিল তা তো হতেই পারে কিন্তু পরে রোমানরা যারা নিজেদের বীরজাতি বলে প্রচার করতো তারা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে আর নরহত্যা করে নি। মন্দিরের ধনাগারও লুট করে নি। পুজা-পাঠ করবার জন্যে মন্দির ইহুদিদেরই ফিরিয়ে দিয়েছিল। এজন্যে ইহুদিরা পম্পির প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে নি।

ইহুদিদের গোঁড়ামি সম্বন্ধে পম্পির কোনো ধারণা ছিল না তাই সে একদিন স্রেফ কৌতূহলবশে মন্দির পরিদর্শন করলো এবং পবিত্রতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলো। পাথরের এই ঘরখানি সম্পূর্ণ ফাঁকা, বেদি ছাড়া কিছুই নেই। কিছুই যখন দেখবার নেই তখন পম্পি সদলে ঘর ছেকে বেরিয়ে এলো।

ইহুদিরা রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলো। পম্পি যতো বড়ই সেনানায়ক হোক সে রোমান এবং বিধর্মী। কয়েক মুহূর্তের জন্যেও পবিত্রতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে থাকলেও মন্দির অপবিত্র হয়েছে। জিহোভা নিশ্চয় তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন। ইহুদিরা পম্পিকে ক্ষমা করতে পারল না। অথচ পম্পি তথা রোমানরা ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাসে কখনও আঘাত করে নি। ধর্মাচরণে ইহুদিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। পম্পি কিন্তু জানতে পারল না সে কি অপরাধ করেছে।

পম্পি ফারিসীদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে হিরকেনাসকে জেরুজালেমে পাঠিয়ে প্রধান পুরোহিতের পদ দিলো। উপরন্তু হিরকেনাসকে এথনারচ-এর পদমর্যাদা দিলো যদিও এই পদমর্যাদার কোনো মূল্য নেই। এ একটা সাম্মানিক পদমর্যাদা যা কোনো প্রাক্তন স্বাধীন রাজাকে রোমানরা অর্পণ করতো। যে এই পদমর্যাদা অর্জন করতো সে রোমানদের বশীভূত থাকলে রোমানরাও তার সঙ্গে উদার ব্যবহার করতো।

এই মূল্যহীন মর্যাদা লাভ করে হিরকেনাসের অহঙ্কার হলো। সে যদি বুদ্ধিমান তাহলে রোমানদের কাছ থেকে সুযোগসুবিধা আদায় করে নিতে পারত তাতে তার দেশের উন্নতি হতো। তবুও সে যা পেয়েছিল তাও হারাতে বসল।

তিরিশ বছর পূর্বে যখন হিরকেনাস ও অ্যারিস্টোবুলাসের পিতা অ্যালেকজাণ্ডার

জেনিয়াস রাজা ছিলেন তখন তিনি জেরুজালেমের দক্ষিণে ইডম এবং ইড়ুমিয়া নামে দুটি জেলার শাসক নিযুক্ত করেছিল অ্যাণ্টিপেটার নামে এক ব্যক্তিকে।
এই অ্যাণ্টিপেটার মানুষটি সুবিধের ছিল না। সে সর্বদা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বা দুদলের দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে ফায়দা তোলবার চেষ্টা করতো। সে এমন ভান করতো যে সে যেন হিরকেনাসের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসী বন্ধু। বন্ধুর মতো সৎ পরামর্শও দিতো। এমন পরামর্শ দেওয়ায় অ্যাণ্টিপেটারের স্বার্থ ছিল যাতে পরোক্ষভাবে তার লাভ হয়। তারই জন্যে জেরুজালেমে আবার অশান্তি আরম্ভ হলো।
অ্যাণ্টিপেটার ধূর্ত ছিল। রোমানদের সঙ্গেও তার দহরম মহরম অব্যাহত ছিল। রোমানরা তাকে বিশ্বাস করতো।
রোমে একসময় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো। একদিকে পম্পি অপরদিকে সিজার। অ্যাণ্টিপেটার নজর রাখতে লাগল কে হারে আর কে জেতে।
খৃঃপূঃ ৪৮ অব্দে ফারসালিয়ার যুদ্ধে পম্পি পরাজিত হলো।
সুবিধাবাদী অ্যাণ্টিপেটার বিজয়ী সিজারের দলে ভিড়ে গেল। সে সিজারের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। পুরস্কার স্বরূপ সিজার তাকে রোমান নাগরিক করে নিল এবং তাকে জুডিয়ার নড়বড়ে সিংহাসনের পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলো। অর্থাৎ জেরুজালেমে সে পুনরায় সুষ্ঠু শাসন চালু করবে।
অ্যাণ্টিপেটার চতুর ও বুদ্ধিমান। প্রথমে সে ইহুদিদের বিশ্বাস অর্জন করলো। তাদের মন জয় করলো। বুঝিয়ে দিলো তাদের ভালো করবার জন্যেই প্রবল প্রতাপশালী সিজার স্বয়ং তাকে নিযুক্ত করেছেন। সিজার যার সহায় সে তো যে কোনো মঙ্গল কর্ম করতে পারবে।
অ্যাণ্টিপেটার ইহুদিদের অনেক প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দিলো। রোমের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে তারা আর বাধ্য থাকবে না। জেরুজালেম শহরের অনেক অংশ ভেঙে পড়েছিল কিন্তু তা সংস্কার করবার অধিকার ইহুদিদের ছিল না। এখন তাদের সে অধিকার দেওয়া হলো। বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ পম্পি ইহুদিদের কাছ থেকে একটা কর আদায় করতো। সে কর তাদের আর দিতে হবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতা আরও উদার করা হলো। বিচারালয়ে তারা যে কোনো অভিযোগ দাখিল করতে পারবে, সুবিচার করা হবে।
এত করেও অ্যাণ্টিপেটার কিন্তু ফারিসিদের তুষ্ট করতে পারল না। তারা ওকে মনে করতো বিদেশী একটা ভুঁইফোড়, সুবিধাবাদী এবং ডেভিডের সিংহাসনে বসবার তার কোনো অধিকার নেই।
ফারিসিরা মতলব আঁটতে লাগল। অ্যালেকজাণ্ডার জেনিয়াসের নাতি, অ্যারিস্টোবুলাসের পুত্র অ্যাণ্টিগোমাসকে তারা রাজা করবে। তারা এমন ব্যবহার করতে লাগল যে রোমানরা নয়; তারাই যেন পশ্চিম এশিয়ার হর্তাকর্তা।
অ্যাণ্টিপেটারও কম যায় না। ফারিসিদের চক্রান্ত টের পেয়ে সে মতলব আঁটতে লাগল কি করে ম্যাকাবি বংশের রাজত্ব খতম করা যায় এবং নিজের বংশ চালু করা যায়। সে তাড়াহুড়ো করে নি, ধীর গতিতে সব দিক বজায় রেখে লক্ষ্য-

স্থির রেখে সাবধানেই চলছিল।
কিন্তু সব বানচাল হয়ে গেল। যখন সে মনে করলো সব তার হাতের মুঠোয়, সিংহাসন দখল করলেই হয় ঠিক সেই সময়ে হিরকেনাসের এক বন্ধু তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল।
অ্যান্টিপেটারের পুত্র হিরোড রোমানদের সহায়তায় বাবার আসনে বসে বাবার নীতি অনুসরণ করে দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।
জেরুজালেমের সিংহাসনে তখন বসেছে অ্যান্টিগোনাস যদিও সে নামে মাত্র রাজা, আসল ক্ষমতা হিরোডের হাতে।
অ্যান্টিগোনাস সহসা মূর্খের মতো রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। ফল ভালো হলো না। হিরোড এমনই আশা করেছিল। রোমান সৈনিকদের তাড়া খেয়ে অ্যান্টিগোনাস মন্দিরের ভেতর আশ্রয় নিল। রোমানরা মন্দির অবরোধ করলো। অ্যান্টিগোনাস বেশি দিন যুঝতে পারল না। আত্মসমর্পণ করলো। রোমানদের কাছে প্রার্থনা করলো তাকে যেন প্রাণে মারা না হয়। এবার কিন্তু রোমানরা দয়া দেখাতে রাজি হলো না।
জুডিয়া রজ্যে আবার অশান্তি, আবার মারামারি কাটাকাটি। রোমানরা এত-দিন উদার ছিল কিন্তু এবার তারা অত্যন্ত কঠোর হলো। ইহুদিদের কোমর ভেঙে দেবে, এমন শিক্ষা দেবে যাতে তারা আর বিদ্রোহ করতে সাহস না করে।
অ্যান্টিগোনাসকে সাধারণ একটা অপরাধীর মতো ধরে এনে প্রকাশ্যে তাকে চাবুকপেটা করা হলো ও তারপর তার ধড় থেকে মুন্ড কেটে বাদ দেওয়া হলো। ম্যাকাবি বংশ শেষ হলো। হিরোডকে রাজা করা হলো।
হিরোড রাজা হয়ে হিরকেনাসের নাতনী মেরিয়ামনিকে বিয়ে করলো। পুরনো রাজবংশের সঙ্গে হিরোডের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হলো। হিরোডকে রোমানরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগল।
বর্তমান শতক আরম্ভ হতে আর মাত্র ৩৭ বৎসর বাকি।

২০

যীশুর জন্মবৃত্তান্ত

হিরোড নামে কোনো এক রাজার শাসনকালে নাজারেথের যোসেফ নামে কোনো সূত্রধরের মেরি নামে পত্নী একটি পুত্রের জন্ম দিলেন যাঁর নাম তাঁরা রাখলেন জশুয়া কিন্তু গ্রীক প্রতিবেশীরা তাকে যিশাস বলে ডাকত।

এ তো সকলেরই জানা কিন্তু যা সকলের জানা নেই সেই বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

১১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলছি। রোম সাম্রাজ্যে এক নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব দেখা দিয়েছিল। নিরো প্রমুখ অনেক সম্রাট তাদের সুনজরে দেখত না, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করতো।

এই নতুন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষরা তো কারও কোনোই ক্ষতি করে না তবে তাদের ওপর এতো অত্যাচার ও নিপীড়ন কেন ? রোমান ঐতিসাসিক ট্যাসিটাস নিরপেক্ষভাবে এর কারণ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে।

ট্যাসিটাস লিখেছে : "কিছু মানুষ যারা তাদের ক্রিশ্চান বলে তাদের ওপর সম্রাট নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করে, জনসাধারণও তাদের ঘৃণা করে। তাদের নাকি অনেক অপরাধ। খৃষ্ট নামে যে ব্যক্তির কাছ থেকে নতুন এক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ক্রিশ্চান নামে পরিচিত হয়েছে। সম্রাট টাইবেরিয়াসের জুডিয়ার প্রতিনিধি পন্টিয়াস পিলেটের আদেশে তার মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এই ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে যদিও কিছুদিন দাবিয়ে রাখা গিয়েছিল কিন্তু তা এশিয়ায় সেই কুখ্যাত জুডিয়ার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষরা আবার জেগে ওঠে। এবার জুডিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে তারা রোম পর্যন্ত এসে পেঁছিয়। রোমেও অনেকে খ্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে। এ বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

দেখা যাচ্ছে ট্যাসিটাস নিরপেক্ষভাবে কিছু লেখে নি। সে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারে নি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ লিপিবন্ধ করেছে মাত্র। খ্রিশ্চানদের প্রতি ট্যাসিটাসের অবজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে। তার মতে রোমানরা এই খ্রিষ্টের পরিচয় জানত না আর খ্রিশ্চান ধর্ম সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল না। ট্যাসিটাসও কোনো অনুসন্ধান করে নি।

রোম বিরাট সাম্রাজ্য, অনেক তার সমস্যা। কোথাও না কোথাও গোলমাল লেগে থাকতেই পারে। ইহুদিরা সাম্রাজ্যের অনেক শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা চুপচাপ থাকতে আজও পারে না। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে। নগরপালের কাছে প্রায়ই নালিশ করে তাকে বিরক্ত করে। সমাধান না

হওয়া পর্যন্ত সহজে ছাড়তে চায় না।
খৃষ্ট সম্বন্ধে তখন তারাও যে কোনো খোঁজ রাখতো তা নয়। লোকটা জুডিয়া বা গ্যালিলিতে কোথাও ধর্ম প্রচার করে বেড়ায় হয়তো' চর মারফত সেই অত্যাচারী সম্রাট নিরো খবর রাখত। খৃশ্চানদের প্রতি তার মনোভাব অত্যন্ত কঠোর ছিল। ট্যাসিটাসও এইরকম লিখেছে। তার বই পড়ে যীশু সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। সেই সময়ের কথা আরও কেউ লিখেছে কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু জানা যায় না।
জোসেফাস নামে একজন ইহুদির ৮০ খৃষ্টাব্দে লেখা একটা প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়। তাতে পনটিয়াস পিলেট এবং জন দি ব্যাপটিস্টের নাম পাওয়া যায় কিন্তু যীশুর নাম কোথাও পাওয়া যায় না। জোসেফাসের সমসাময়িক আর একজন লেখক ছিল, টাইবেরিয়াসের জুস্টাস। যদিও সে ইহুদিজাতির প্রথম দু শতকের ইতিহাস লিখেছে কিন্তু তার গ্রন্থেও যীশুর নাম নেই। সমসাময়িক কারও লেখায় যীশুর নাম পাওয়া যায় না।
যীশুর জীবনী বা তাঁর বিষয়ে সকল তথ্য জানবার জন্যে আমাদের পড়তে হয় নিউ টেস্টামেণ্ট অন্তর্ভুক্ত চারটি 'গসপেল'। গসপেল একটি ইংরেজি প্রাচীন শব্দ যার অর্থ উত্তম সংবাদ। তবে বাইবেলের দ্বিতীয় ভাগ নূতন নিয়ম অনু-সারে শব্দটির অর্থ হালা 'সুসমাচার'।
নিউ টেস্টামেণ্টের এই যে চারটি অপরিহার্য গসপেল সেগুলি কিন্তু যীশুর কোনো প্রত্যক্ষ শিষ্য কর্তৃক লিখিত নয়। এই চারজনের নাম ম্যাথু, মার্ক, লুক এবং জন। এঁরা প্রচারকরূপে পরিচিত। কারও মতে নামগুলি প্রকৃত নাম নয় যেমন 'ড্যানিয়েল' পুস্তক বা ডেভিডের ভক্তিগীতির নাকি একাধিক লেখক আছে যারা কেউ স্বনামে লেখে নি। স্বনামে লিখুক আর বেনামে লিখুক ঘটনাগুলি সত্য হলেই হলো।
অতীতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা বা ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনী অনেক পরে লেখা হয়েছে। যেমন রোমের মহাকাব্য ওডিসি বা ইলিয়াড হোমার যখন লিখে-ছিলেন তখন হেকটর অ্যাকিলিস বা হেলেন কবেই গত হয়েছে। এসব অতীত কাহিনী, গাথা, ধর্মপুস্তক, মহাকাব্য ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতেরা আজও বিবাদ করেন। তবে মূল ঘটনার বিকৃতি ঘটে না। যাইহোক আমরাও মহাপুরুষদের যে সব জীবনী পেয়েছি তার কিছু কিছু তথ্যের অন্যরকম ব্যাখ্যা কেউ করলেও মূল জীবনী কেউ উড়িয়ে দেয় নি।
সেকালে চারণ কবিরা গাথা রচনা করে পল্লীতে পল্লীতে গেয়ে বেড়াত এবং সেই গাথা লোক মুখে প্রচারিত হতো। চারণ কবি বা কথকরাই কি তাহলে মূল ঐতিহাসিক ? তাই হবে হয়তো।
ভুললে চলবে না যে যীশু কখনও ইহুদি জাতির নেতার আসনে বসতে চান নি যদিও তাঁর অনেক অনুরাগী তাই চেয়েছিলেন। তবুও যীশু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কি তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন ? তিনি দরিদ্র সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ধীবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

তারাই ছিল তার আপনার জন। বলা বাহুল্য এরা কেউ শিক্ষিত মানুষ ছিল না। লিখতে পড়তে জানত না। তারা এই মানুষটি সম্বন্ধে কিছু লিখে রাখে নি।

গলগথায় যীশু ক্রুশবিদ্ধ হবার পর তাঁর শিষ্যরা বোধহয় ভেবেছিলেন পৃথিবীর আয়ু শেষ হয়ে আসছে, শেষ বিচারের দিন আগতপ্রায় অতএব কেউ যদি কিছু লেখে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্যেই কি তাঁর অগণিত শিষ্যের মধ্যে কেউ কিছু লিখে রাখেন নি?

বছর ঘুরতে লাগল। যীশুকে তাঁর ভক্তরা কেউ ভুলতে পারে নি। তারা যখন লক্ষ্য করলো পৃথিবী ধ্বংস হলো না তখন তারা উৎসাহী হলেন যীশুর পুণ্য-জীবন ও তাঁর সুশিক্ষা-লিপিবদ্ধ করতে। যারা লিখতে পারত তারা তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল যারা যীশুকে দেখেছে, তাঁর মহৎ বাণী শুনেছে, মনে-প্রাণে সেগুলি সযত্নে গ্রহণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিল। এইভাবে তাঁর ধর্মোপদেশ বা সারমন এবং প্যারাবেল বা নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীগুলি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

নাজারেথে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে এবং জেরুজালেমের যারা যীশুর সঙ্গে তার শেষ যাত্রা গলগথায় গিয়েছিল তাদের খুঁজে বার করে তাদের মুখ থেকে সব শুনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। গত শতাব্দী ও বর্তমান শতাব্দীতেও এইভাবে অনেক মহাপুরুষের জীবনী এইভাবে লেখা হয়েছে বা হচ্ছে। এইভাবে মহৎ সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

ম্যাথু, মার্ক, লুক এবং জন এইভাবে অনেক পরিশ্রম করে তাদের মহাগুরুর পবিত্র জীবনের তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর মহাজীবন রচনা করে রেখেছেন। এই জীবনই সারা পৃথিবীর মানুষ অন্তরে গ্রহণ করেছে এবং তা মানুষকে গত দু হাজার বছর ধরে তাঁর ভক্তজন ও অন্যান্যদের ভক্তিরসে আপ্লুত করে রেখেছে। এ যেন যীশু তাঁর দুঃখ-কষ্ট, বেদনার কাহিনী এবং তাঁর বিজয়ের কাহিনী নিজেই লিখে রেখে গেছেন যা পড়ে মানুষের তাপিত হৃদয় শান্ত হয়।

সঠিক বা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না ম্যাথু কে এবং কোথায় তিনি বাস করতেন। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি যে একজন ভক্তিমান, সরল ও সজ্জন ব্যক্তি তা তাঁর সুসমাচারে যিশুর কাহিনী পড়ে বোঝা যায়। গ্যালিলির খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে যীশু তাঁর অননুকরণীয় সরল ভাষায় যে সব অমৃতবাণী ও শিক্ষামূলক ও ভক্তিমূলক রূপক কাহিনী বলতেন সেগুলি ম্যাথুও অনুরূপ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

জন ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি ছিলেন পণ্ডিত জিহোভার একান্ত ভক্ত এবং আত্মসমাহিত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলেও তিনি ছিলেন যেন কিছু স্বতন্ত্র। সেই সব মানুষ তাঁকে যেমন ভক্তি করতো তেমনি ভয়ও করতো। তাঁর সামনে তারা সহসা মুখ খুলত না। অ্যালেকজান্ড্রিয়ার পাঠাগারে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। গ্রীক দর্শনও তিনি পড়েছিলেন।

তাঁর লিখিত সুসমাচার অন্য তিনজনের সুসমাচার থেকে ভিন্ন রকমের তবে যীশুর প্রতি যে তাঁর পরম শ্রদ্ধা ছিল তার প্রকাশ ছত্রে ছত্রে। চারজনের মধ্যে একমাত্র তিনিই যিশুকে দেখেছিলেন।

কিংবদন্তী যে তৃতীয় সুসমাচারের লেখক লুক বৈদ্য ছিলেন তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকও হতে পারেন। একাধারে দুই কাজই হয়তো সুষ্ঠুভাবে করতে পারতেন। যীশুর যত জীবনী তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন সবই তিনি পড়েছিলেন তবে সেগুলি পড়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তাই তিনি স্বকীয় ভঙ্গিতে তাঁর প্রভুর কথা নিষ্ঠার সঙ্গে লিখেছেন। এমন কিছু তথ্য তিনি যোগ করেছেন যা বাকি তিনটি সুসমাচারে পাওয়া যায় না।

সুসমাচারের চতুর্থ লেখক মার্ক সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন আছে। যীশুর শেষ জীবনে তিনি কি তাঁর সেবক ছিলেন? বিশেষ করে গলগথায় সেই বেদনাদায়ক পর্বে? যীশুর লাস্ট সাপার বা শেষ ভোজনের রাত্রে মার্ক সহসা গেৎসিমেনের বাগানে ছুটে এসে প্রভুকে সতর্ক করে দেন, শত্রু-সৈন্যরা প্রভুকে শীঘ্রই বন্দী করে নিয়ে যাবে। যীশুর শিষ্য পল এবং পিটারের সঙ্গেও মার্ক পদযাত্রা করেছিলেন, এমনও শোনা যায়। কিন্তু তাঁরও সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। যীশুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল সে কৌতূহলও থেকে গেল।

মার্কের ব্যাপারটা একটু অস্পষ্ট। যে ভাষায় তিনি সুসমাচার লিখেছেন সে ভাষা তখন প্রচলিত ছিল না। অন্য তিনজনের ভাষার মতো নয়। মার্কের ভাষা আরও সরল। দুশো বছর পরে যে ভাষা প্রচলিত ছিল সেই ভাষাতেই মার্কের সুসমাচার লিখিত। তাহলে কি মার্ক স্বয়ং সুসমাচার লেখেন নি। অথবা লিখলেও তাঁর কোনো বংশধর সুসমাচারটি ঘষামাজা করে দ্বিতীয় শতকে প্রচলিত অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় পুনরায় লিখে দিয়েছেন?

নিউ টেস্টামেন্টের চারটি গসপেল বা সুসমাচার পণ্ডিত ও গবেষকেরা বিভিন্ন সময়ে বার বার পড়েছেন। প্রতিটি শব্দ, তার উৎপত্তি, ধাতুগত অর্থ, ব্যখ্যা সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গসপেলগুলির মূল লেখকরা যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না বা তাঁর সংস্পর্শে আসেন নি।

তাঁদের মতে খৃষ্টীয় ২০০ শতকে যীশুর যেসব জীবনী ছিল বা তাঁর শিষ্য, ভক্ত বা অন্য কেউ কিছু লিখে রেখে গেছেন, কিংবদন্তী, প্রচলিত গাথা ও জনশ্রুতি অবলম্বন করে তাঁরা সুসমাচারগুলি লিখেছেন তবে তথ্যগত ভুল কোনোটিতেই নেই বলা চলে। সুসমাচারে লেখা নেই এমন কিছু কাহিনী যীশু সম্বন্ধে প্রচলিত আছে কিন্তু সেগুলি সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নি। তবে কোথাও কিছু ফাঁক আছে, সেগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় নি কারণ যেসব পুঁথি ভিত্তি করে যীশুর জীবনী লেখা হয়েছে সেগুলি হারিয়ে গেছে। মূল লেখকরা হয়তো কিছু অংশ ইচ্ছা করেই বাদ দিয়ে গেছেন। ঐ পুঁথিগুলি পাওয়া গেলে পরবর্তী গবেষকরা সেই ফাঁক হয়তো পূরণ করতে পারতেন।

খ্রীশ্চান ধর্ম নিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে, যুদ্ধও হয়েছে, মতাবলম্বীরা

বিভক্ত হয়েছেন, অন্য গির্জাও স্থাপিত হয়েছে তবুও এই ধর্ম টিঁকে গেছে কারণ এর ভিত্তি দৃঢ়। যীশুর প্রতি অবিচল ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজও অটুট রয়েছে। যাঁরা খ্রীশ্চান নন তাঁরাও যীশুকে শ্রদ্ধা করেন।

হিরোড রাজা ছিলেন ঠিকই কিন্তু ছিলেন দুষ্ট রাজা। হত্যা, শঠতা ও বঞ্চনার ওপর তার সিংহাসন স্থাপিত। হিরোড কোনো নীতির ধার ধারত না। সে ছিল স্বেচ্ছাচারী, শঠ, প্রবঞ্চক ও ধান্দাবাজ। যে ভাবে হোক আরও বড় হতে হবে এই ছিল তার লক্ষ্য।
তার একটা ভয় ছিল। ইহুদিদের মধ্যে কেউ হয়তো সহসা শক্তি সঞ্চয় করে তাকে রাজ্যচ্যুত করতে পারে এজন্যে সে ইহুদিদের দাবিয়ে রাখত। এ কাজে তার সহায় ছিল রোমের প্রাদেশিক শাসনকর্তা।
ভূমধ্যসাগরের উভয় পার্শ্বে রোম সাম্রাজ্য বেশ মজবুত হয়ে বসেছিল আর এই সময়ে গ্রীকরা দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। প্রাচীন গ্রীক দর্শন আজও মানুষের চিন্তার খোরাক। তখনকার সভ্য সমাজ তাদের ভাষাতেই কথা বলত। এমন গোঁড়া ইহুদিরাও গ্রীক সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার উপেক্ষা করতে পারে নি। গ্রীক বর্ণমালাও তারা গ্রহণ করেছিল। এমন কি সুসমাচার গ্রীক ভাষাতেই লেখা হয়েছিল, হিব্রু ভেঙে যে আরামিক ভাষা পরে প্রচলিত হয়েছিল সে ভাষাতে নয়। গ্রীকদের তখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল মিশরে নীল নদের মুখে অ্যালেকজান্ড্রিয়া নগরী। রোমানরা তাদের দৈহিক শক্তিতে পরাজিত করেছিল কিন্তু বিদ্যায় পারে নি।

খ্রীস্টীয় শতাব্দী শুরু হতে তখনও চার বছর বাকি।
গ্যালিলি উপত্যকায় শান্ত একটি গ্রাম নাজারেৎ। এই নাজারেতে বাস করতো একজন সূত্রধর যার নাম জোসেফ ও তার পত্নী মেরি। দরিদ্র না হলেও তারা ধনী ছিল না। তারা তাদের সমপর্যায়ের প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতো।
পেশায় সাধারণ ছুতোর মিস্ত্রি হলেও জোসেফ ছিল রাজবংশের সন্তান, স্বনাম-খ্যাত ডেভিডের সরাসরি বংশধর এবং তার পত্নী মেরিও ঐ রাজবংশের কন্যা। জোসেফ তার সন্তানদের সুশিক্ষা দিত এবং তাদের বলত তোমরা উচ্চবংশের সন্তান, তোমাদের কাছ থেকে পৃথিবী উত্তম কিছু আশা করে।
জোসেফ সরল ও সৎ, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত, সে নিজের জেলার বাইরে কখনও যায় নি। তবে তার পত্নী একবার বড় শহর জেরুজালেমে অনেক দিন কাটিয়ে এসেছিল। তবে তখনও জোসেফের সঙ্গে মেরির বিয়ে হয় নি, বাকদত্তা ছিল মাত্র।
এলিজাবেথ নামে মেরির সম্পর্কে এক বোন ছিল। ট্যাবারনাকেলের সঙ্গে জড়িত জ্যাকারিয়াস নামে একজন যাজকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। বিয়ের পর অনেক দিন পর্যন্ত তাদের সন্তান হয় নি এজন্যে তারা মানসিক ব্যথা অনুভব

করতো। কিন্তু তাদের বয়স যখন অনেক হলো, তারা সন্তানের আশা ছেড়ে দিলো এমন সময় এলিজাবেথের গর্ভে সন্তান এলো।
মেরির কাছে এলিজাবেথ খবর পাঠাল যে এ সময়ে মেরি যদি তার কাছে এসে কিছুদিন থাকে তো ভালো হয় কারণ তাকে সাহায্য করার আর কেউ নেই। এলিজাবেথের এখন সাহচর্য ও যত্ন দুই-ই দরকার।
জেরুজালেমের উপকণ্ঠে জুট্টায় তারা বাস করতো। মেরি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দিদি ও ভগিনীপতির বাড়িতে এলো। এলিজাবেথ যথা সময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলো। মেরি তার পরিচর্যার ভার নিলো। ছেলের নাম রাখা হলো জন।
এলিজাবেথ সুস্থ হতে ও বাচ্ছা একটু বড় হতে মেরি নাজারেথে ফিরে গেল। যথাসময়ে জোসেফের সঙ্গে তার বিবাহ হলো।
হিরোড তখন জেরুজালেমের রাজা আর সিজার অগস্টাস রোমের প্রতাপশালী সম্রাট। রোম এখন বিরাট সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য চালাতে হলে প্রচুর অর্থ চাই এবং সে অর্থ সংগ্রহ করা হয় প্রজাদের ওপর কর চাপিয়ে, যে করের বোঝা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। কর আদায় না দিলে শাস্তি ভোগ করতে হয়।
রোমের সম্রাট ঘোষণা করলো যে জুডিয়া, গ্যালিলি এবং সংলগ্ন রাজ্যের সকল নরনারীকে তাদের পিতৃভূমিতে নির্দিষ্ট তারিখে এসে নাম লেখাতে হবে। কর আদায়কারীরা সেই নামের তালিকা দেখে কর আদায় করবে এবং সেই সঙ্গে নজর রাখবে কে কতো কর দেয় বা দেয় না এবং কার কতো কর বাকি পড়েছে।
সম্রাটের আদেশ অতএব তা পালন করতে হবে নচেৎ তার প্রহরীরা হয়তো চাবুক পেটা করতে করতে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। মেরি তখন অসন্নপ্রসবা। সেই অবস্থাতেই সাধ্বী পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে জোসেফকে তার পিতৃভূমি বেথলি-হেমে আসতে হলো।
দীর্ঘপথ অতিক্রম করে শ্রান্ত ক্লান্ত জোসেফ ও মেরি যখন বেথলিহেমে পৌঁছল তখন শহর পরিপূর্ণ, থাকবার জন্যে কোথাও ঘর ভাড়া পাওয়া গেল না। এ-দিকে রাত্রি নেমে এসেছে, শীতের রাত্রি। মেরির অবস্থা এখন তখন। জোসেফ বিপদে পড়ল।
কিন্তু দয়ালু মানুষও আছে। তাদের ঘর খালি না থাকলেও আস্তাবলের এক অংশ পরিষ্কার করে জোসেফ ও মেরির থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। এই আস্তা-বলেই জ্যোতির্ময় যীশুর জন্ম হলো।
চোর এবং নেকড়ের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে মেষপালকরা তাদের মেষ-পালকে রাত্রি জেগে পাহারা দিতে দিতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কবে তাদের সেই ত্রাণকর্তা মেসায়া আসবেন এবং বন্ধনদশা ও দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করবেন। অনেকদিন ধরে তারা শুনে আসছে যে তাদের একজন 'রাজা' আসছে (রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের আমরা যে অর্থে 'মহারাজ' শব্দটি ব্যবহার করি তদানিন্তন ইহুদিরা 'রাজা' শব্দটি হয়তো সেই অর্থে ব্যবহার

করতো)। ইহুদিরা পরদেশীর শাসন আর সহ্য করতে পারছেন না। অত্যাচারের তো শেষ নেই উপরন্তু তারা তাদের উপাস্য দেবতা জিহোভাকে অবজ্ঞা তো করেই তাদেরও বিদ্রূপ করে। এ আর সহ্য হয় না।
একদিন সন্ধ্যায় মেরি তাদের অস্থায়ী বাসস্থানের দরজায় বসে শিশুটিকে পরম স্নেহভরে বুকের দুধ পান করাচ্ছে এমন সময় বাইরে রাস্তায় একটা কলরোল উঠল। কেউ বললো একদল ধনী পারসিক ব্যবসায়ী এই পথে আসছে তাই এই কলরোল। পারসিক ব্যবসায়ীরা যেন শোভাযাত্রা করে আসছে। যেমন তাদের উটগুলি তেজী তেমনি সুপুরুষ আরোহীদের পোশাকের বাহার। স্বর্ণখচিত মাথার তাজ অন্ধকারেও দৃশ্যমান। আঙুলে তাদের হিরের আংটি। বেথলি-হেমের নরনারীরা সেই দৃশ্য দেখে পথে ভিড় জমাল, কেউ বা বাড়ির দরজা-জানলা থেকে দেখতে লাগল।
কিন্তু সেই ধনী পারসিক ব্যবসায়ীদের নজর পড়ল মেরি ও তার কোলে শায়িত আলো করা শিশুটির দিকে। তারা উট থামিয়ে নেমে এসে শিশুটিকে আদর করে তার দেবীস্বরূপা মাকে কিছু উপহার দিয়ে গেল। উপহারের মধ্যে ছিল প্রচুর রেশমী বস্ত্র এবং থলি ভর্তি নানারকম সুগন্ধী ও সুস্বাদু মসলা।
এমন তো হতেই পারে। অচেনা মানুষ নতুন মা ও তার সন্তানকে ভোজ্য দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র বা অন্য কিছু উপহার দিয়ে থাকে। জুডিয়া একটা বিরাট দেশ নয়। এই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। হিরোডের কানেও পৌঁছল।
হিরোডের তখন বয়স হয়েছে। পত্নী খুন হয়েছিল, সেই ঘটনা তাকে পীড়িত করে তারপরও গুজব শুনছিল ইহুদিদের নাকি একজন রাজা সবে জন্মেছে। সে ভয় পেয়ে গেল। তবে কি সে আর বেশিদিন নেই? অন্ধকার কি সত্যিই নেমে আসছে? আতঙ্কগ্রস্ত বৃদ্ধ হিরোড বিশ্বাস করলো ইহুদিরা সব পারে। পারসিকদেরও বিশ্বাস নেই। তারা বিশেষ ঐ শিশুটিকেই বেছে নিল কেন? ঐ পারসিকগুলি সাধারণ ব্যবসায়ী নয়, ওদের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। পারসিকদের গ্রীকরাই একদা রণে পরাজিত করেছিল। এবার ওরা বোধহয় প্রতিশোধ নেবে। বাইবেলে এই কয়েকজন পারসিককে পূবদেশ থেকে আগত জ্ঞানী ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে, ওরা হলো 'ম্যাজাই', পারস্যের সাধু-সম্প্রদায়।
সদ্যোজাত শিশুটি সম্বন্ধেও কিছু কথা হিরোডের কানে কেউ ঢুকিয়েছিল। হিরোড তার কর্মচারীদের আদেশ করলো বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করতে।

এখানে যীশু সম্বন্ধে অজানা কিছু তথ্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর পিতা জোসেফের বয়স মাত্র উনিশ আর মা মেরির বয়স মাত্র পনেরো। দু হাজার বছর আগে ইহুদি কুমারীদের তেরো থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ স্থির হতো অতএব তারা পনেরো বছর বয়সেই মা হতো।
শিশুর নাম দেওয়া হলো 'যেশুয়া', শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বরই ত্রাণকর্তা' বা 'ঈশ্বরই জীবনদাতা' কিন্তু গ্রীক ভাষায় যেশুয়া হলো জিসাস। ইহু-

দিদের নামের পর কোনো পদবী থাকত না। প্রচলিত রীতি অনুসারে শিশু যীশুর পুরো নাম, "নাজারেথের যেশুয়া, জোসেফ নামে সূত্রধরের পুত্র।" হিব্রু শব্দ 'মাসায়া' বা 'মেসায়া' শব্দের গ্রীক ভাষায় অর্থ হলো ক্রাইস্ট। কিংবদন্তী অনুসারে যীশু যখন কোনো অলৌকিক কান্ড ঘটাতেন তখন ভক্ত ইহুদিরা বলতো, 'ইনি হলেন সত্যই মেসায়া যেশুয়া অর্থাৎ 'জিসাস দি ক্রাইস্ট' বা আমাদের ভাষায় যীশুখৃষ্ট কিন্তু ইংরেজিতে 'জিসাস ক্রাইস্ট' কদাপি নয়।

তদানিন্তন ঐতিহাসিক ঘটনার হিসেব নিলে যীশুর জীবনেরও উল্লেখযোগ্য তারিখগুলি পাওয়া যাবে। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি হলো হিরোডের শাসনকাল, সিজার অগস্টাস কর্তৃক করদাতাদের খাতায় নাম লেখানো বা লোকগণনা, পনটিয়াস পিলেটের কার্যকাল, যীশুর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে।

এই তথ্যগুলির ওপর নির্ভর করে বলা যায় যীশু দক্ষিণায়ন বা মকর ক্রান্তির সময় জন্মেছিলেন, খ্রীঃ পূঃ ৬ শতকের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। 'অ্যানো ডমিনি' (ঈশ্বরের বৎসর) নামে যে পঞ্জিকা সাধু ডাওনিসিউস গ্রথিত করেছিলেন তাতে গাণিতিক কিছু ভুল করে ফেলেছিলেন মনে হয়। খ্রীঃ পূঃ ১ শতক এবং ১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো শূন্য (০) শতক নেই তাই অনুমান করা হয় মৃত্যুর সময় যীশুর বয়স হয়েছিল চৌত্রিশ বছর তিন মাস।

স্যাবাথ দিবসেই ফিস্ট অফ পাসওভার (নিস্তারপর্বের ভোজ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ঐ ভোজের তারিখ ৬ এপ্রিল ৩০ খ্রীষ্টাব্দ। যীশুর অনুগামী সকল ভক্ত, সঙ্গী, শিষ্য এবং শেষ পর্যন্ত যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তারা সকলেই ইহুদি। তাঁর শত্রু বলতে মাত্র ৬৯ জন তার মধ্যে জুডাস একজন আর বাকি ৬৮ জন হলো জেরুজালেমের গ্রেট স্যানহেড্রিন-এর সদস্য।

কায়োফাস নামে জনৈক নেতার মতে যীশু দুটি বড় অপরাধ করেছিলেন, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বা স্বয়ং ঈশ্বর বলে প্রচার করেছিলেন আর কৈশোরে জেরুজালেমের পবিত্র মন্দিরে রক্ষিত বলিপ্রদত্ত পশুগুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং মুদ্রা বিনিময়কারীদের মুদ্রা সমেত টেবিলগুলি লাথি মেরে উলটে দিয়েছিলেন। সেকালে জেল-দণ্ড ছিল না জেলও ছিল না। এই অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। তখন দণ্ডিত অপরাধীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হতো।

জন্মের পরে শিশু যীশুকে দেবমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হলো। দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা এবং দেবতাকে কিছু উৎসর্গ করা একমাত্র উদ্দেশ্য। বাবা ও মা যখন যীশুকে নিয়ে মন্দির থেকে ফিরে আসছেন তখন সিমিয়ন নামে একজন ধার্মিক বৃদ্ধ ও অ্যানা নামে এক ধর্মপ্রাণা মহিলা যীশুকে দেখলেন। সিমিয়ন ও

অ্যানা বললেন এই শিশুর দর্শন পেয়ে তারা ধন্য। এই শিশুই তাদের মেসায়া, মুক্তিদাতা, তারা এখন শান্তিতে মরতে পারবে, জিহোভা যেন এই শিশুর প্রতি তাঁর আশিষ বর্ষণ করেন এবং ইহুদিজাতির যেন তার পূর্ব গৌরবে ফিরে আসে।

ঘটনা সত্য অথবা মিথ্যা যাই হোক ব্যাপারটা হিরোডের কানে উঠল। বহু লোকের মতো হিরোডেরও ব্যাপারটা বিশ্বাস হলো। যে শিশু তাকে সিংহাসন-চ্যুত করবে সেই শিশু এসে গেছে? সে ভয় পেয়ে গেল এবং আদেশ জারি করলো গত তিন বৎসরের মধ্যে যতো শিশু বেথলিহামে জন্মগ্রহণ করেছে সকলকে হত্যা করা হোক। তাহলে তার রাজত্ব যাওয়ার আর ভয় থাকবে না। শিশু হত্যার আদেশ জারি করলে কি হবে সে আদেশ পুরোপুরি পালিত হতে পারে নি।

অনেক কোমলহৃদয় সরকারী কর্মচারী অনেক পিতামাতাকে সতর্ক করে দিলো। অনেক পিতামাতাও অন্য সূত্র থেকে এই সর্বনাশা খবরটি জানতে পারল। জোসেফ ও মেরি তাদের শিশুটি নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ তাঁরা মিশর দেশে চলে গিয়েছিলেন।

ক'জন পিতামাতা আর তাঁদের শিশু সন্তানদের নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন? অধিকাংশ শিশুই নিহত হলো।

এই নিষ্ঠুর হত্যালীলা একদিন শেষ হলো, রাজা হিরোডও মরল তখন মেরি ও জোসেফ যীশুকে নিয়ে নাজারেথে ফিরে এলেন।

জোসেফ আবার তাঁর কাঠের কারখানা খুললেন। এই কারখানায় শিশু যীশু খেলা করতো এবং পরে সে যখন বড় হলো তখন বাবার সঙ্গে কাজও করতো। মেরি তাঁর অন্য শিশু সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন কারণ যীশুর পর তাঁর আরও চারটি পুত্র সন্তান এবং কয়েকটি কন্যা হয়েছিল। পুত্রদের নাম জেমস, যোসেফ, সাইমন এবং জুডাস।

সব ভাইবোন থেকে যীশু ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার ভাইবোনেরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে তাদের অসাধারণ দাদার কীর্তি দেখে গৌরব বোধ করতো।

২১

জন দি ব্যাপটিস্ট / ব্যাপটিস্ট জন

জেরুজালেমের রাজা হিরোড মারা গেছেন, রোম সম্রাট সিজার অগস্টাসও মারা গেছেন। যীশু এখন সাবালক। নাজারেথে নিজ পরিবারে শান্তিতে বাস করছেন। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

হিরোড একবার দু'বার নয়, দশবার বিয়ে করেছিল ফলে তার সন্তানের সংখ্যা অনেক কিন্তু মৃত্যুদণ্ড এবং হত্যার ফলে তার সিংহাসনের মাত্র চারজন দাবিদার জীবিত ছিল। চারজনই সিংহাসনে বসতে চায় কিন্তু রোম সম্রাট তাদের দাবি নাকচ করে হিরোডের রাজত্ব তিন ভাগে ভাগ করে তিন ছেলেকে দিলো। সবচেয়ে বড় অংশ জুডিয়া সমেত পড়ল বড় ছেলে আর্চেলাউসের ভাগে। গ্যালিলি সমেত উত্তর ভাগ পড়ল হিরোড অ্যাণ্টিপাসের ভাগে। এই দুই ভাই একই স্যামারিটান মায়ের সন্তান। আর সামান্য যা বাকি রইল তা দেওয়া হলো ফিলিপ নামে একজনকে যার সঙ্গে হিরোড রাজার কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু রোমানরা তাকে পছন্দ করতো।

এই ফিলিপ নাম তখন একটি জনপ্রিয় ও প্রচলিত নাম ছিল তাই এই নাম ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে এমন কি এই ফিলিপও।

ঐ প্রয়াত রাজা হিরোডেরও ফিলিপ হিরোড নামে এক পুত্র ছিল। গ্যালিলি হ্রদের উত্তরে একটি দেশের শাসক ছিল ফিলিপ হিরোড। হিরোড রাজার সৎ-ভাই অ্যারিস্টোবুলাসের মেয়ে হিরোডিয়াসকে ফিলিপ বিয়ে করেছিল। হিরোডিয়াস ছিল স্বামী পরিত্যক্তা। সালোম নামে তার এক কন্যা ছিল। সালোম নামটি অবিস্মরণীয়। মায়ের সঙ্গে মেয়েও নতুন সংসারে এলো। রোমানদের প্রিয় যে ফিলিপের আমরা আগে নাম করলুম তার সঙ্গে সালোমের পরে বিয়ে হয়েছিল। মায়ের প্ররোচনায় সালোম একটি অন্যায় কাজ করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ হবার সময় থেকে মৃত্যুর পরও দীর্ঘ সময় সালোম গলগথায় ছিল।

যে সাধুপুরুষকে নিয়ে এই পরিচ্ছেদের অবতারণা সেই জন দি ব্যাপটিস্টকে হত্যা করা হয় যার জন্যে এই দুই ফিলিপ পরিবারই জড়িত এইজন্যে ইতিহাসে তাদের নাম উঠেছে নচেৎ তাদের কোনো যোগ্যতাই ছিল না।

যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা অত্যন্ত জটিল, শাখাপ্রশাখাও অনেক তবে তার সারাংশ বলা যেতে পারে।

প্রয়াত রাজা হিরোডের রাজত্ব তিন ভাগে ভাগ করে তিনজনকে দেওয়া হলো।

প্রজারাও নিজ নিজ রাজাকে মেনে নিয়ে যথারীতি দিন কাটাতে লাগল।

রোমে তখন যে সম্রাট তার নাম টাইবেরিয়াস। সম্রাট কিছু ক্ষমতা দিয়ে জুডিয়া তথা জেরুজালেমে তার এক প্রতিনিধি মোতায়েন রেখেছিল। তিনটি রাজত্ব তদারক করার ভার তাকে দেওয়া হয়েছিল। কোনো গোলমাল বা ঝামেলা যাতে না হয় তাও তাকে দেখতে হবে। অন্য কাজও ছিল।

এই প্রতিনিধির নাম আমরা কেউ ভুলি নি কারণ এই লোকটিই যীশুর মৃত্যু-দন্ড দিয়েছিল। নামটি হলো পনটিয়াস পিলেটাস তবে আমরা তাকে পনটিয়াস পিলেট নামেই চিনি। লোকটি ছিল সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। রাজ্য থেকে খাজনা আদায় করে সরাসরি সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল তার অন্যতম কাজ। এই খাজনা রাজকোষে জমা পড়ত না।

এই পনটিয়াস পিলেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশের মানুষের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না তা বলে তারা তাকে অমান্য করতেও পারত না।

পনটিয়াসকে রোম সম্রাটের অনেক গোপন আদেশ পালন করতে হতো। তার রাজত্বের সীমানা বেশ বড়ই ছিল। সে বছরে একবার সমুদ্রতীরে অবস্থিত সিজারিয়া থেকে জেরুজালেমে আসত। ইহুদিদের সবচেয়ে বড় উৎসবের সময়ে জেরুজালেমে আসাই সে পছন্দ করতো কারণ সেই সময়ে সব জেলার সব কর্তারা জেরুজালেমে উৎসব উপলক্ষে সমবেত হতো। ওদের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করবার জন্যে পনটিয়াসকে আর জেলায় জেলায় কষ্ট করে ঘুরতে হতো না। সময়ও অনেক বাঁচত। জেলার কর্তাদের সমস্যা অভাব অভিযোগ সব শুনে মীমাংসা করার সুবিধে হতো।

জেরুজালেমে সম্রাটের প্রতিনিধি তথা পনটিয়াস পিলেটের পৃথক কোনো বাড়ি ছিল না এজন্যে পনটিয়াস রাজপ্রাসাদের এক অংশে থাকত। প্রাসাদের মালিক অর্থাৎ জুডিয়ার রাজা এটা পছন্দ করতো না। পনটিয়াসও গ্রাহ্য করতো না। হিরোড এক বিষয়ে সজাগ ছিল যে প্রজারা যদি খাজনা দ্রুত আদায় দেয়, এবং সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্যে রাস্তা বিপদ মুক্ত রাখা যায় এবং ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিরোধ দেখা না দেয় তাহলে প্রতিনিধি মশাই জেরুজালেমে আর অপেক্ষা করবেন না। তিনিও জেরুজালেমে অযথা দীর্ঘদিন থাকতে চান না।

এই দ্বৈত শাসননীতি কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তবুও কোনো অসুবিধা দেখা দেয় নি। ইহুদিরা এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না। যা করবার রোমান বা গ্রীকরা করবে। ইহুদিরা ব্যবসাব্যাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

সবই যখন মোটামুটি ভালো ভাবে চলছে সেই সময়ে এই মানুষের মতো একজন মানুষের উদয় হলো। মানুষটি অত্যন্ত সরল কিন্তু স্পষ্টবাদী। কোনো অন্যায় সহ্য করতে রাজি নয়। উটের লোম থেকে তৈরি একটা ঢিলে জোব্বা তার একমাত্র পোশাক, বেঁচে থাকবার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি আহার সে করতো না। জর্ডন উপত্যকায় দরিদ্রদের মধ্যে বাস করতে সে ভাল-

বাসত। তাদের নীতিবাক্য শোনাত।

অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষরা ভাবত তাদের ত্রাণকর্তা মেসায়া বুঝি এসে গেছেন কিন্তু তা নয়, আসল মেসায়াকে পাঠাবার পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার জন্যে জিহোভা এই মানুষটিকে পাঠালেন।

জর্ডন উপত্যকায় ঘুরতে ঘুরতে তিনি জনগণের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন কিন্তু তার সঙ্গে একমত না হলে তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন। তাঁদের প্রতি কটু মন্তব্যও করতেন। এই সব ব্যাপার নিয়ে স্যাডুসিসদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেঁধে উঠেছিল। পরিণতি মোটেই ভালো হয় নি। স্বয়ং রাজাকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। সেই মর্মান্তিক ঘটনা যথাস্থানে বলা হবে।

এই মানুষটির নাম জন, জ্যাকারিয়াস ও এলিজাবেথের পুত্র। এই পুত্র প্রসব করার সময়েই যীশুমাতা মেরি মাতা উপস্থিত ছিলেন। জন ভূমিষ্ঠ হবার পর মেরির বিবাহ হয় এবং এক বছরের মাথায় যীশুর জন্ম হয়! অতএব জন ও যীশু সম্পর্কে ভাই। এই জন, ব্যাপটিস্ট জন বা জন দি ব্যাপটিস্ট নামে পরিচিত।

অল্প বয়সেই জন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ডেড সি-এর নির্জন তীরে বসে সে ভগবানের চিন্তা করতো। এমন নির্জনতা দেখা যায় না, একদিকে শান্ত সমুদ্র অপর দিকে সীমাহীন মরুভূমি। দ্বিতীয় কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর সেখানে পেঁছিয় না। পৃথিবীকে কি করে পাপমুক্ত করা যায় এই ছিল তার চিন্তার প্রধান বিষয় অথচ সে কি করে তার লক্ষ্যে পেঁছিবে সে বিষয়ে কোনো ধারণা তখনও জন্মায় নি। নিজের জন্যে সে কিছুই চাইত না, চাহিদাও ছিল না।

পূর্বপুরুষরা যেসব নীতিগ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন সেগুলি ছাড়া জন আর কিছুই পাঠ করতো না। গ্রীক দার্শনিকরা কি লিখেছে বা বলছে তার কোনো খোঁজ জন রাখত না। তার একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিল জিহোভা, তার ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু। তাঁর প্রতি জনের অটল বিশ্বাস। সে নিজে ছিল সৎ। আশা করতো সব মানুষ তার মতো সৎ ও সরল জীবন যাপন করুক। জন অন্যায় সহ্য করতে পারত না। অন্যায় দেখলেই সে রুখে দাঁড়াত:

রাজা হিরোড ও তার পত্নী হিরোডিয়াস প্রজাদের রীতিমতো শোষণ ও নিপীড়ন করতো। প্রজারা সহনশীল, তারা প্রতিবাদ করতেও জানে না।

জন রাজার সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো। কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করতে লাগল। প্রজারা তার কথায় কান দিতে আরম্ভ করলো। তারা ক্রমশঃ বুঝতে আরম্ভ করলো জন কিছু অন্যায় কথা বলছেন না।

জনগণ তাঁকে মেসায়ার আসনে বা সর্বজ্ঞ এলাইজার আসনে বসাতে চাইল কিন্তু জন প্রতিবাদ করে বললো সে ঐ দুজনের একজন নয় তবে সে চায় মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এবং সৎ জীবন যাপন করতে শিখুক। যারা অন্যায় বা পাপ করছে তারা নতুন জীবন যাপন করুক।

যারা জনের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করলো জন তাদের দেহে জর্ডন নদীর জল ছিটিয়ে দীক্ষা দিতে লাগলেন। এইভাবে জন জুডিয়ানদের মনে ক্রমশঃ একটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেন। তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এমন

কি সুদূর গ্যালিলিতেও। তাঁর কাছে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল, কেউ নীতিবাক্য শুনতে কেউ দীক্ষিত হতে।

যীশু তখন নাজারেথে তার বাড়িতে তার বাবার কাঠের ছোট কারখানায় শিক্ষানবিশী করছে। তার বয়স যখন বারো তখন তার বাবা মা পাসওভার পর্ব অনুষ্ঠান উপলক্ষে জেরুজালেমে নিয়ে গেলেন। এই সেই বিখ্যাত পর্ব যা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয় মিশরীয়দের হাত থেকে ইহুদিদের মুক্তিলাভ স্মরণ করে। ইহুদি পঞ্জিকার নিশান মাসের ১৪ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব পালিত হয়।

পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করে যীশুর মনে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হলো। এদিকে অনুষ্ঠান শেষে জোসেফ ও মেরি ঘরে ফেরার জন্যে প্রস্তুত কিন্তু যীশুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা ভাবলেন নাজারেথগামী অন্য কোনো দলে যীশু হয়তো ভিড়েছে। খোঁজ করতে করতে রাত হয়ে গেল কিন্তু যীশুকে পাওয়া গেল না। কোনো দুর্ঘটনা ঘটল নাকি। তাঁরা জেরুজালেমে দ্রুত ফিরে এলেন কিন্তু যীশুকে কোথাও পাওয়া গেল না। এক দিন কেটে গেল।

মন্দিরটাই তাঁরা ভালো করে দেখেন নি। পরদিন মন্দিরে প্রবেশ করে ঘুরতে ঘুরতে দেখেন বালক যীশু কয়েকজন রাবি বা ইহুদি যাজকের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে তর্ক করছে। তাঁরা তো অবাক।

যীশু মনে মনে বুঝল বাপ মাকে না জানিয়ে এখানে চলে আসা তার অন্যায় হয়েছে। তাঁরা তার জন্যে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সে প্রতিজ্ঞা করলো এভাবে না জানিয়ে সে আর কোথাও যাবে না।

যীশুর বয়স আরও বাড়ল। তার সেই ভাই এখন জন দি ব্যাপটিস্ট নামে খ্যাতি লাভ করেছে। যীশু নিজেও বর্তমান সমাজের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। মানুষ যেন ধর্মপথ থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। জনের কথা তার কানে এসেছে। দুজনের চিন্তাধারা এক খাতে বইছে তখন জনের সঙ্গে তার একবার দেখা করে আলোচনা করা উচিত।

যীশু নাজারেথ ছেড়ে ডেড সি-এর তীরে এসে হাজির। দূর থেকে দেখতে পেলো জন হাত নেড়ে সমবেত মানুষদের কিছু বলছে। গায়ে সেই আলখাল্লা। বাতাসে তার মাথার শুকনো চুল ও দাড়ি উড়ছে। এই দৃশ্য যীশুর মনে গভীর রেখাপাত করলো। এই মানুষ যা বিশ্বাস করে তা স্পষ্টভাবে বলার তার সাহস আছে। সে নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী তবে তার ভাষা ও বলার ভঙ্গি যীশুর পছন্দ হলো না। কে জানে জন হয়ত রুক্ষ আবহাওয়া ও পরিবেশে থাকতে থাকতে রুক্ষ হয়ে গেছে। ভাষা বা ভঙ্গি যাই হোক জন তাকে অনেক কিছু শেখাতে পারে।

সে জনকে অনুরোধ করলো তাকে দীক্ষিত করতে। দীক্ষা শব্দটা ঠিক হলো না। বলা উচিত পবিত্র বারি ছিটিয়ে বাপ্তাইজ করতে। যীশুরও ইচ্ছা সেও জনের মতো কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে সাধনা করুক। জন তার অনুরোধ

করলেন। যীশুকে তিনি বাপতাইজ করলেন। যীশু এক নির্জনে চলে গেলেন। যীশু যখন ফিরে এলেন তখন জনের জীবনের শেষ পর্যায়। জন নিজেও বোধ-হয় তা জানতে পারে নি। তবে এই দুই মহামানবের পরস্পর সাক্ষাৎ হতো ক্বচিৎ।

জন প্রচার করছেন পৃথিবীতে শীঘ্রই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যাপারটা অসম্ভব মনে করে কর্তারা জনের কথার গুরুত্ব দিত না। কিন্তু জন যখন জুডিয়া রাজ্যে কুশাসনের সমালোচনা আরম্ভ করলো। তীব্র ভাষায় রাজাকে আক্রমণ করতে শুরু করলো তখন ব্যাপার অন্যরকম দাঁড়াল। হিরোডের চরিত্রেরও সমালোচনা যুক্তি জন খুঁজে পেয়েছিল।

হিরোড ও তার সৎ ভাই ফিলিপকে একবার রোমে ডেকে পাঠান হলো। ফিলি-পের পত্নী হিরোডিয়াসের প্রতি হিরোড আকৃষ্ট হলো। হিরোডিয়াস তার স্বামী ফিলিপকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। সে হিরোডের পত্নী হতে রাজি হলো কিন্তু তার আগে হিরোডকে তার পত্নীর সংগে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে। এই মহিলা ছিলেন আরব দেশের পেট্রা শহরের মেয়ে।

সে যুগে পয়সা থাকলে রোমে সব কিছু করা যেতো এমন কি সহজে ও যখন তখন যাকে ইচ্ছা বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ। অতএব হিরোডও তার পত্নীর সংগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিল সহজে।

হিরোডিয়াসের সালোম নামে একটি কন্যা ছিল। হিরোড উভয়কে নিয়ে জেরু-জালেমে ফিরল সংগে নতুন রাণী।

রাজার এই বেপরোয়া আচরণে জুডিয়া ও গ্যালিলির মানুষরা ক্ষুব্ধ হলো। উপায় কি? নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করতে লাগলো। প্রকাশ্যে কিছু বলা বা করা বিপজ্জনক। কাছেই রাজার সৈন্য ও চর আছে। বিনা বিচারে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

কিন্তু জন বুঝি স্বয়ং জিহোভার মুখপাত্র। কোনো রকম অন্যায় সহ্য করতে জন রাজি নয়। সুযোগ পেলেই জন রাজা হিরোড ও তার পত্নী হিরোডিয়াসের উচ্ছৃংখলতার কঠোর সমালোচনা করতো। জনের এই কঠোর সমালোচনা শুনে প্রজারা ক্রমশঃ উত্তেজিত হতে লাগলো। তারা হয়তো শীঘ্র গোলমাল বাধাবে। প্রজাদের দুর্বিনীত আচরণ সহ্য করতে রাজা ও রাণী রাজি নয়। ওদের এখনি থামান দরকার। সবার আগে পাজী জনটার মুখ বন্ধ করতে হবে।

কাজ অতি সোজা। জনকে গ্রেফতার করবার আদেশ জারি করা হলো। জন তবুও চুপ করে রইল না। তাকে গ্রেফতার করে মাটির নিচে বন্দীঘরে নিক্ষেপ করা হলো। জন সেখান থেকেও চিৎকার করে গাল দিতে থাকল। হিরোডের বিশ্বাস জনের একটা ঐশশক্তি আছে। তাইজন্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে ভয় পায়। আদেশজারি করেও প্রত্যাহার করে।

কিন্তু হিরোড তার পত্নীর ধারালো জিভকে তো থামাতে পারে না। স্বামীকে ভিরু বলে গালি দেয়। সে বুঝতে পারল জনকে মারতে সে ভয় পাচ্ছে। পত্নীর কটূক্তি সহ্য করতে না পেরে জনকে বলে পাঠাল যে জন যদি তার মুখ

বন্ধ করে তাহলে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে না। কিন্তু জন তো মরতে ভয় পায় না এবং মৃত্যুর জন্যে সে তো তৈরি হয়েই আছে।

তখন হিরোডিয়াস এক চাল চাললো। সে জানত স্বামী তার কন্যাটিকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করে। সালোম নৃত্যপটিয়সী। সে যখন নাচে রাজা মুগ্ধ হয়ে দেখে। সালোমকে রাজার অদেয় কিছু নেই।

মেয়েকে মা শিখিয়ে দিলো এবার রাজসভায় রাজা তোকে নাচতে বললে রাজি হবি না, বলবি আমি যা চাইব তা যদি আমাকে দেবার প্রতিজ্ঞা কর তবেই নাচব কিন্তু তুই যা চাইবি তা আগে বলবি না। নাচ শেষ হলে রাজা যখন তার কথা রাখতে চাইবে তখন তুই বলবি আমি জনের মাথা চাই, আর কিছু নয়।

মা যা বললো তাই হলো। রাজা একদিন সালোমকে সভায় নাচতে বললো। সালোম আগেই রাজাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো। রাজা সংগে সংগে রাজি তুমি যা চাইবে আমি তাই দোব।

এদিন সালোম প্রাণ ঢেলে তার সেরা নাচ নাচলো। রাজা মুগ্ধ। জিজ্ঞাসা করলো কি চাই?

বন্দী জনের মাথা।

এমন অসম্ভব উপহারের কথা রাজা কল্পনাও করে নি। বললো, তুমি অন্য কিছু চাও এমন কি আমার রাজ্যটাই তোমাকে উপহার দিচ্ছি।

না, সালোম অন্য কিছুতে আগ্রহী নয়। জনের মাথা তার চাইই চাই। মা-ও মেয়েকে সমর্থন করতে লাগল।

মাটির নিচে বন্দীঘরে জনকে শৃংখলিত করে রাখা হয়েছিল। ঘাতক খোলা তলোয়ার হাতে নিচে নেমে জনের মুণ্ডটি কেটে একটি রূপোর প্লেটে বসিয়ে সালোমের সামনে নিয়ে এল।

সেই কাটা মুণ্ড দেখে সালোম ভয়ে চোখ বুজে ছিল। এই হলো সত্যবাদী স্পষ্টবক্তা জনের পরিণতি।

২২

যীশুর যৌবন চিন্তা

জন দি ব্যাপটিস্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত যীশুও নির্জন এক প্রান্তে গিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করতে লাগলো। এই সময়ে যীশু প্রায়ই উপবাসে থাকতেন, নিদ্রাও প্রায় পরিহার করেছিলেন। ভবিষ্যতে কি করবেন তাও বোধহয় তিনি এই সময়ে স্থির করে রেখেছিলেন।

যীশু যখন তার পিতার কাঠের কারখানায় কাজ শিখতেন সেইসময় থেকেই তিনি তার ছোট নাজারেথ গ্রামের কৃষিজীবি বা পশুপালকদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতেন, তাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলতেন। তারাও সরল বালকটিকে পছন্দ করতো। ভালবাসত। সেই বালক বয়সেই যীশু লক্ষ্য করেছিলেন এইসব মানুষগুলি কি পরিমাণ নিপীড়ন ও দারিদ্র্য সহ্য করে দিন যাপন করছে। এদের কোনো অবলম্বনও নেই। এরা কোথাও সুবিচার পায় না।

যীশু যতই বাড়তে থাকে ততই মানুষগুলির জন্যে ব্যথা পান। বাড়িতে বসে থাকতে পারলেন না। বয়স তখন তিরিশ, বিবাহ করেন নি। বাবা, মা, ভাই-বোনকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

নাজারেথে যতদিন ছিলেন ততদিন শান্ত জীবনযাপন করেছেন কিন্তু জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। জন যা বিশ্বাস করে তিনিও তাই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন। তবুও তাঁর আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, একটা স্বাতন্ত্রবোধ ও বিশ্বাস ছিল নইলে তিনি কি করে মহামানব হলেন। নিজস্ব কিছু না থাকলে ধার করা বিদ্যায় শীর্ষে ওঠা যায় না। এসব গুণ নিঃসন্দেহে যীশুর ছিল।

যীশু বাড়ি থেকে বেরিয়ে জর্ডন উপত্যকায় পৌঁছলেন। নদীতীরে বিচরণ করতে করতে নিজেকে প্রশ্ন করেন, জীবন কি? এর উদ্দেশ্য কি? অর্থই বা কি?

রোম সাম্রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে, কার উত্থান পতন হচ্ছে বা গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের কোনো খবর যীশু রাখতেন না। তিনি আরামিক ভাষায় কথা বলতেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন হিব্রু ভাষা তিনি জানতেন। এই ভাষাতেই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি লিখিত। গ্রন্থগুলির তখন বয়স হয়েছে কয়েক শতাব্দী।

মোজেস প্রদত্ত শিক্ষায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অতীতের মহাপুরুষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের বিষয় জানতে তাঁর প্রচুর আগ্রহ ছিল। ধর্মানুষ্ঠানগুলি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। সুযোগ পেলেই জেরুজালেমের বড় মন্দিরে

গিয়ে তিনি হোম করে আসতেন।
ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন যে তিনি তাঁর পাশের মানুষদের মতো নন। ওরা যেভাবে জীবনযাপন করে বা যা ভাবে তিনি সেরকমভাবে জীবন-যাপন করেন না বা তাদের মতো ভাবেন না। তিনি অন্যরকম।
অন্তরে তিনি কারও ডাক শুনতে পান, প্রেরণা পান কিন্তু তখনও তাঁর পাশের মানুষরা তাকে একজন সৎ ও সরল মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন না।
যীশু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর কিন্তু অন্য মানুষরা তাঁর মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করতে লাগলেন। এ মানুষ যেন তাদের মতো নয়, তার চলাফেরা, কথা-বার্তা চিন্তাধারা সবই আলাদা রকম। সে পাঁচজনের মতো নয়, স্বতন্ত্র একজন। তার দৃষ্টিও অন্যরকম, কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।
তাই তিনি যখন জর্ডন তীরে বিচরণ করতেন তখন পাশের মানুষরা তাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলো। এ লোকটি অলৌকিক কিছু করবে, তবে কি এই মানুষটিই তাদের ত্রাতা, মেসায়া?
যতই তার বৈশিষ্ট্য যাক কিন্তু এই অতি সরল মানুষটা কি করে তাদের ত্রাণ করবে। রাজ্য জয় করবার মতো তার তো কোনো সেনাবাহিনী নেই, স্যামসনের মতো সে শক্তিমানও নয়। ফরিসি বা স্যাডুসিসদের সঙ্গে লোকটা কখনও ঝগড়াও করে না। জয় করবার জন্যে ও কি অস্ত্র ব্যবহার করবে?
মানুষ তখনও তার সেই অস্ত্র কি জানতে পারে নি। সেই অস্ত্রের নাম প্রেম। মানুষের প্রতি দরদ, মানুষকে মানুষ মনে করা, মানুষকে ভালোবাসা। এই তাঁর অস্ত্র।
তাঁর এই প্রেমের বাণী ও মানবের প্রতি তাঁর বিশ্বাস তাঁকে নির্দয় রোমান, অতিবুদ্ধিমান গ্রীক এবং গোঁড়া ইহুদিদের থেকে পৃথক করেছিল। তিনি যে তাঁর নাজারেথের মানুষগুলিকেই হৃদয়ে টেনে নিয়েছিলেন তা নয় তাঁর প্রেম জুডিয়া, গ্যালিলি, সামারিয়া, জর্ডন উপত্যকা এমনকি ডামাসকাসের ওপার পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য।
তিনি সেইসব মানুষদের করুণার চোখে দেখতেন যারা মোহগ্রস্ত হয়ে শুধুই অর্থের পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করছে যে অর্থ তাদের কোনোদিনই মুক্তি দিতে পারবে না, পারবে না মানসিক শান্তি দিতে, মোহ থেকে মুক্তি দিতে।
গ্রীক দার্শনিকরাও বলতো প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করলেই মানসিক শান্তি অর্জন করা যায় না, শান্তি বা সুখ মন ও আত্মার ব্যাপার। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকদের এই তথ্য সেকালে ব্যাপক প্রচার পায় নি, বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বড় বড় তত্ত্ব কথা বললেও রোমানরা দরিদ্রদের শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বাড়াতো আর বাড়াতো ক্রীতদাসের সংখ্যা। যার যত বেশি ক্রীতদাস সমাজে তার মর্যাদা তত বেশি। এদের চেয়েও প্রথম যুগের ইহুদিরা অনেক বেশি উদার ছিল। যীশুর কাছে এই সব তথাকথিত ধনীরা করুণার পাত্র ছিল। কিন্তু এদের তো অবহেলা করলে চলবে না। এদের জানাতে হবে এরা ভুল পথে যাচ্ছে। ধৈর্য, দয়া, বিনয় কাকে বলে তা এইসব মূর্খদের বোঝাতে হবে। এবং সবই

তাঁকে একা করতে হবে। ভবিষ্যত চিন্তা করলে হবে না।
প্রতিপক্ষ অত্যন্ত প্রবল। তারা মানুষকে মানুষ মনে করে না। নিজ জাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত না হলে তারা অপর গোষ্ঠীর কোনো দাবি গ্রাহ্য করতে চায় না। কিন্তু যীশুর চোখে সকল মানুষ সমান। তিনি জানেন গোঁড়া ফারিসিদের সৎ শিক্ষা দিতে গেলে তারা প্রচন্ড বাধা দেবে এমন কি তাঁর প্রাণ সংশয়ও হতে পারে তা বলে অসহায় মানুষকে তো অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা যায় না। এইসব নিরীহ সহায়হীন মানুষগুলিকে তুলে দাঁড় করাতে হবে। অন্তরে কে যেন তাঁকে নিরন্তর ধাক্কা দিচ্ছে।
তাহলে তিনি কি করবেন? গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। তিনি সব ছেড়েছুড়ে আবার নাজারেথে ফিরে যাবেন? বিয়ে থা করে শান্তিপূর্ণ সংসারধর্ম পালন করবেন? সন্ধ্যা বেলায় জল নিতে এসে তারা কয়েকজন সমবেত হয়ে গ্রামের ধর্মীয় উপদেষ্টা রাবির সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে যেমন আলোচনা করে তিনিও কি তেমনি সেইসব সরল গ্রামবাসীদের নীতিবাক্য শোনাবেন এবং তাদের নানা বিষয়ে পরামর্শ দেবেন?
এই প্রস্তাব যীশুর মনকে নাড়া দিলো না। তা তিনি পারবেন না। এর অর্থ অভুক্ত থাকলে মানুষের যেমন ধীরে ধীরে মৃত্যু হয় তেমনি তাঁরও আত্মিক মৃত্যু হবে।
তিনি তো লক্ষ্য করেছেন যে জনের ভক্তরাও তাঁর কথা শুনতে দলে দলে সমবেত হয়। এইসব মানুষগুলি যা শুনতে চায় ও বিশ্বাস করতে চায় তা তো তিনি তাদের শোনাতে ও বিশ্বাস করাতে পারেন। এই এদের নিয়েই তো আরম্ভ করা যায়। হয়তো তিনি তাদের বলবেন যে তারা যাঁকে আশা করছে তিনি তাদের সেই ত্রাণকর্তা এবং ম্যাকাবিদের মতো একটা আন্দোলন গড়ে তুলে সমস্ত ইহুদি-দের একত্র করে রাজার কুশাসন থেকে তাদের মুক্ত করতে পারেন।
রাজা হয়ে দেশ শাসন করা? না তাও তিনি পারবেন না। এই পথ অবলম্বন করে তিনি কি মানবজাতির আত্মিক মুক্তি আনতে পারবেন? না, এ পথও ভুল পথ।
একটি মাত্র পথই বাকি আছে। তিনি তাদের মধ্যেই ফিরে যাবেন যারা তাঁর কথা শুনতে চায়। তাদের বাক স্বাধীনতা আনতে হবে, আনতে হবে চিন্তা করার স্বাধীনতা, উপাসনার স্বাধীনতা। এই পথই তাঁর পথ। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র তিরিশ বছর। মানবজাতির মুক্তিকামী কল্যাণ-ব্রতী মানুষটি এরপর আর মাত্র তিন বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করেছিল। মাত্র ঐ তিন বছরেই তিনি অসাধ্য সাধন করে গেছেন।

২৩

যীশুর ভক্তগণ

তিনি যাত্রা শুরু করলেন। গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করতে লাগলেন। সকল স্তরের ও চরিত্রের মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁদের নতুন কথা শোনাতে লাগলেন। সব মানুষ সমান। নিজে বাঁচ. অপরকে বাঁচতে দাও, মানুষকে ভালোবাস, অপরের বিপদে হাত বাড়িয়ে দাও। যীশুর শ্রোতা তথা ভক্তর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো।

সেই সময়ে যদি কোনো মানুষ নতুন কথা বলতো তাহলে তার শ্রোতার অভাব হতো না আর যীশু তো শোনাচ্ছেন আশার বাণী, মুক্তির বাণী। তাঁর ভক্তর অভাব হলো না, সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ভক্তরা তাঁকে তদের প্রভু বলে স্বীকার করে নিল।

যীশু বক্তৃতা দিতেন না। যে কোনো স্থানে কিছু লোক জড়ো হলেই তিনি তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতেন। আর সেকালে থাকা, খাওয়া, আশ্রয়ের অভাব হতো না। যে কোনো গ্রামের যে কোনো বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া যেত এবং যীশুর মতো মানুষকে তারা আশ্রয় দিতে ব্যগ্র, তার সেবা করতে পারলে তারা তো ধন্য।

তাছাড়া তখন খাদ্যের অভাব ছিল না কারণ মানুষ খাদ্য নষ্ট করতো না। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। এক প্রস্থ পোশাক হলেই সারা বছর চলে যেত। যীশুর চাহিদাও কিছু ছিল না। অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন।

কে কি প্রচার করছে সেদিকে রোমানদের নজর ছিল না। কারও ধর্মবিশ্বাসেও তারা হস্তক্ষেপ করতো না কারণ তারা জানত ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করলে দেশ শাসন করা যায় না। তারা লক্ষ্য রাখত কেউ রাজনীতি বা রাজদ্রোহীতা প্রচার করছে কি না। অতএব বাকস্বাধীনতা ছিল। তবে কেউ সীমা অতিক্রম করলেই তার বিপদ। রাজা ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।

যীশুর সহজ সরল নীতিবাক্যের প্রতি মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হলো। শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। অচিরে বলতে গেলে একমাসের মধ্যে একজন সুবক্তা, আন্তরিক ও মানবদরদী প্রফেটরূপে যীশুর নাম গ্যালিলির সীমা অতিক্রম করে অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়লো। তিনি ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করতে লাগলেন।

জন দি ব্যাপটিস্ট তখনও মুক্ত আছেন, বন্দী করা হয় নি। তিনি আগ্রহী হলেন, ভাই কী বলছে, কি প্রচার করছে এবং কেনই বা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ

করছে তা জানতে হচ্ছে।

জনের গতিবিধির ওপর রাজার চরেরা নজর রাখছে। তবুও তিনি তাঁর প্রিয় জুডিয়া ছেড়ে যীশুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বলতে গেলে দুই ভাইয়ে এই শেষ দেখা।

জন যীশুর কাছে গেলেন। তাঁর শ্রোতা ও ভক্তদের দলে ভিড়ে যীশুর বাণী শুনলেন কিন্তু যীশুর মনে কি আছে তা কি জন যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন? জনের সুর ছিল ভিন্ন। জন বলতেন মানুষ তার পাপ স্বীকার করে অনুতাপ করুক নচেৎ তাকে জিহোভার অভিসম্পাত কুড়োতে হবে। ওল্ড টেস্টামেন্টে মোজেস এবং অন্যান্য সর্বজ্ঞদের বিষয় পাঠ করে জনের এইরকম ধারণাই হয়েছিল।

যীশু বলতেন সকল নরনারী এক মহান পিতার সন্তান অতএব তারা সকলে পরস্পরের ভাইবোন। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। সকলে এক।

জন যেখানে বলতো না।

যীশু সেখানে বলতো হ্যাঁ।

দুজনের চিন্তাধারা ভিন্ন। জন অবশ্য বলতেন যীশুর ওপর বেশি নির্ভর কোরো না, ও মেসায়া নয় তবে যে মেসায়া আসবেন যীশু তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। তবে জন যীশুর বিরোধিতা করেন নি। দুজনেই চাইতেন মানুষের মঙ্গল হোক। তাই তাঁর দুজন ভক্ত যখন তাঁকে ত্যাগ করে যীশুর কাছে চলে গেল তখন তিনি ক্ষুব্ধ হন নি কিন্তু বুঝলেন যে তিনি বোধহয় তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারলেন না।

এরপরই জনকে বন্দী করা হলো ও তার মুণ্ডছেদ করা হলো।

এরপর যীশু কয়েক দিনের জন্যে নাজারেথে গেলেন। ইতিমধ্যে পিতা জোসেফের মৃত্যু হয়েছে। মেরী মাতা জীবিত আছেন এবং সুগৃহিণীর মতোই সংসার পরিচালনা করছেন।

যীশু বাড়ী এলেন কিন্তু এ এক অন্য যীশু। যীশুকে এখন তাঁর ভক্তরা একজন মহাপুরুষ মনে করে। সেইভাবে তাকে মান্য করে। মেরী মাতার কাছে তাঁর সব সন্তানই সমান কিন্তু এই ছেলেটি অন্যরকম। সে এখন একজন মানুষের মতো মানুষ। মেরীমাতা ছেলেটিকে ঠিক বুঝতে পারেন না। তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলেও কিসে সে তাঁর অন্য সন্তান থেকে আলাদা তা বুঝি মায়ের চোখে ধরা পড়ে না।

সকল ইহুদি যীশুকে পছন্দ করে না, তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, এ খবর জেনেও মেরী যীশুর কোনো কাজে বাধা দেন না। ছেলে উপযুক্ত হয়েছে, বিচার করতে শিখেছে, যা ভালো বুঝছে করছে।

এই প্রথম যীশু বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন এবং বাইরে কিছুদিন ভ্রমণ করে এই প্রথমবার বাড়ি এলেন। ছেলেকে মেরী একটা সুখবর শোনালেন। পরিবারে একজনের বিয়ে হবে এই উপলক্ষে সকলে নিমন্ত্রিত। মেরী সকলকে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে যাবেন। অনেকের সঙ্গে পুনর্মিলন হবে।

যীশু আনন্দিত। সে বললো সে নিশ্চয় যাবে কিন্তু সে এখন একা নয়। তার কয়েকজন সঙ্গী তার সঙ্গে নাজারেথে এসেছে। তাদের নিয়ে সে কানা গ্রামে বিয়ে বাড়িতে যাবে। তারা তার ভাইয়ের মতো। তাদের এখানে একা ফেলে রেখে বিয়ে বাড়ীতে আনন্দোৎসবে যীশু যেতে পারেন না।

ভক্তদের সঙ্গে যীশুর এই নিবিড় বন্ধুত্ব চলেছিল তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত যেদিন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

ছ'জন সঙ্গী নিয়ে যীশু কানা নামে গ্রামে বিয়ে বাড়ীতে হাজির হলেন। বিয়ে-বাড়িতে সামান্য আয়োজন করা হয়েছিল। এই ছ'জন মাত্র অতিথিও অতিরিক্ত হয়ে গেল। অতিথিদের সুরা দিয়ে আপ্যায়িত করতে হবে কিন্তু ঐ অতিরিক্ত অতিথিদের দেবার মতো বাড়তি সুরা তো নেই। কি হবে? শুধু জল দিয়ে তো আপ্যায়িত করা যায় না। এ কথা ভাবাই যায় না।

পরিবেশনকারীরা মেরীকে বিপদের কথা বললো, মেরী হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু মেরীও তো এই বাড়িতে অতিথি, তিনিই বা কি করবেন?

তিনি পুত্র যীশুকে বললেন, সে যদি কোনো উপায় করতে পারে।

যীশু তখন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন। এই সামান্য বিষয়ের জন্যে বাধা পেয়ে তিনি বিরক্ত হলেন। এ কিরকম কথা? মাত্র ছ'জনের জন্যে সুরার ব্যবস্থা করা যায় না? কিন্তু তিনি যীশু, মানবদরদী। তৎক্ষণাৎ বিরক্তি দমন করলেন। গৃহকর্তার অসুবিধা তিনি উপলব্ধি করলেন। তাঁরই তো উচিত ছিল যে কয়েকজম সঙ্গী নিয়ে আসছেন সে খবর আগাম দেওয়া।

জালায় যেখানে পানীয় জল রাখা থাকে তিনি সেখানে গিয়ে জালার জল সুরায় পরিণত করে দিলেন। সেই স্বাদু সুরা পান করে সকলে তৃপ্ত হলো।

যীশুর ভক্তরা ভবিষ্যতে যীশুর মহিমা প্রচার করার জন্যে এবং যীশুর প্রতি ভক্তদের শ্রদ্ধা যাতে বাড়ে এজন্যে এইরকম অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। যাঁরা সত্যকার মহামানব তারা পারলেও কখনও এরকম ঐন্দ্র-জালিক ব্যাপারের আশ্রয় নেন নি। যীশু প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও সেবার বাণী প্রচার করতেন। তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর একশ বছর পরে তাঁর একটি ধর্মীয় রূপ দিয়ে খৃষ্ট ধর্ম নাম দেওয়া হয়। যীশুর জীবিতকালে খৃষ্ট যার অর্থ ঈশ্বরীয়, নামে কোনো ধর্ম ছিল না।

তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে অ্যান্টিওক শহরে এক ধর্মসভা আহ্বান করা হয়, সেই সভায় খৃষ্ট নামে ধর্মের প্রবর্তন করা হয়।

মানুষ যাঁকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করা তাঁর প্রতি অতি-মানবীয় কিছু আরোপ করতে চায়। আমাদের সময়েই জনৈক ভক্ত রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, আপনি ভগবান। ক্রুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, শালা ভগবানের কখনও ক্যানসার হয়?

প্রাচীন ভারত, চীন, মিশর, গ্রীস বা অন্য দেশের মহাপুরুষদের বিষয় এমন অনেক গল্পই শোনা যায়। তাঁরা সূর্য চন্দ্রকে স্তব্ধ করে দিতে পারতেন, জলে

লোহা ভাসাতে তো পারতেনই এমন কি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন, কথায় কথায় অদৃশ্য হয়ে যেতেন ইত্যাদি। যীশুর ওপরও এরকম দেবত্ব 'আরোপ' করে ভক্তরা অনেক অলৌকিক কাহিনী জুড়ে দিয়েছে যা যীশু স্বয়ং শুনলে নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হতেন।
আমাদের মধ্যে যীশু বেঁচে আছেন মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও প্রেমের জন্য। তিনি প্রচার করেছেন সব মানুষ সমান, সবাই ভাই, কাউকে হিংসা করবে না, কাউকে ছোট ভাববে না, মানুষকে ক্ষমা করতে শিখবে। মহামানবরা চিরদিন এই কথাই বলে এসেছন, যীশুও বলেছেন, বুদ্ধদেব তো আগেই বলেছেন, শ্রীচৈতন্যও বলেছেন।
যীশুর জীবিতকালে হয়তো অন্যত্র এইরকম অলৌকিক ঘটনা প্রচারিত হয়ে থাকবে। হয়তো যীশুর কানেও এসে থাকবে। যীশু নিশ্চয় সেসব গ্রাহ্য করেন নি। তিনি তাঁর প্রেমের বাণী প্রচার করে গেছেন।

২৪

নতুন গুরু

কানা গ্রাম থেকে যীশু সঙ্গীদের নিয়ে কেপারনম গ্রামে গেলেন, অবশ্য পায়ে হেঁটেই গেলেন। সি অফ গ্যালিলির উত্তর দিকে এই ছোট গ্রামটি তৈরি করা হয়েছে।

এই গ্রামে পিটার ও অ্যান্ড্রু নামে দুই ধীবর সপরিবারে বাস করতো। যীশুর প্রেমের বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করে যীশুকে তারা অনুসরণ করতো। ঐ দুই ভক্তর আতিথ্য নিয়ে যীশু সবান্ধব ঐ গ্রামে কয়েক সপ্তাহ বাস করলেন তারপর যীশু জেরুজালেমে চলে গেলেন।

জেরুজালেমে যাওয়ার দুটি কারণ ছিল। মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ইহুদিরা ক্যানানভূমিতে চলে এসেছিল। সেই ঘটনা স্মরণে যে পাসওভার ভোজ প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয় সেই উপলক্ষে সকল ইহুদি জেরুজালেমে বড় মন্দিরের পাশে থাকতে চায়। আর এই উপলক্ষে যীশু যাচাই করে নিতে চান জেরুজালেমের মানুষরা তাঁকে কি চোখে দেখে, তাঁর প্রতি তাদের ধারণা কি ? এই হলো দুটি কারণ।

জেরুজালেমের আদি বাসিন্দারা গ্যালিলির ইহুদিদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। ওদের ইহুদি বলে স্বীকার করতে চাইত না। জেরুজালেম তো এখন গোঁড়া ফরিসীদের কবলে, তারা পুরনো মতো আঁকড়ে আছে তারা তো জেরুজালেম তথা জুডিয়ার বাইরে অন্য ইহুদিদের অবজ্ঞা করতো।

যীশু নিরাপদেই জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন কিন্তু সহসা এমন একটা ঘটনা ঘটল যে তিনি জেরুজালেম ত্যাগ করে চলে গেলেন। সেই ঘটনা কি ?

প্রাচীনকালে মানুষ তাদের বন্দীদের হত্যা করতো তাহলে নাকি দেবতার অনুগ্রহ লাভ করা যায়। তারপর মানুষ যখন আর একটু সভ্য হলো তখন দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্যে মানুষ পশু বলি দিতে আরম্ভ করলো।

যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তো মানুষ আরও সভ্য হয়েছে কিন্তু পুরাতন প্রথা বিলোপ করতে পারে নি।

ধনীরা সাধারণতঃ গরু বলিদান দিতো। নিজেরা খাবার জন্যে সেরা মাংসখণ্ডগুলি আলাদা করে কেটে রেখে চর্বি ও অপ্রয়োজনীয় অংশ পুড়িয়ে হোম করতো। পশু বলি দেওয়াও হলো হোমাগ্নি করাও হলো। সেরা মাংসের ভাগ মন্দিরের পুরোহিতের রন্ধনশালাতেও পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

দরিদ্ররা মেষ বলি দিতো। আরও দরিদ্ররা একজোড়া কবুতর। বলি দেবার

পূর্বে পশু বা পাখির বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো। বলি দিয়ে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করতো। জিহোভা নিশ্চয় তুষ্ট হয়েছেন।
বহু ইহুদি বিদেশে বাস করতো। তারা ব্যবসাবাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ভালো শহরে আরামে বাস করে। মিশরেই বাস করতো পাঁচ লক্ষ্য ইহুদি। অ্যালেকজান্ড্রিয়া এবং ডামাসকাসেও প্রচুর ইহুদি বাস করতো।
এইসব ধনী ইহুদিরা তীর্থ করতে জেরুজালেমে আসতো। এই উদ্দেশ্যে তারা বড় মন্দিরে পশু বলি দিতো। তাদের সুবিধার জন্যে মন্দির প্রাঙ্গণে বলদ ও মেষ মজুদ রাখা হতো। বিদেশ থেকে আসছে অতএব বিদেশী মুদ্রার বদলে জুডিয়ার মুদ্রা নিতে হতো। একদল পোদ্দার দেশী বিদেশী মুদ্রা নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে হাজির থাকত। কিছু কমিশনের বিনিময়ে তারা মুদ্রা বদলে দিতো। মন্দির প্রাঙ্গণের ভেতরে ব্যবসা চলত। দেবস্থানে যে ব্যবসা করা অন্যায় এ জ্ঞান তাদের ছিল না। জনসাধারণও এটা মেনে নিয়েছিল কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই বেচাকেনার সঙ্গে তারা জড়িত ছিল।
মন্দিরে প্রবেশ করে যীশু অবাক। এই মন্দির পূজার্চনার স্থান না হাটবাজার? বলদ ও মেষকুলের কলরব আর মুদ্রা বদলকারীদের হাঁকাহাঁকি পবিত্র মন্দিরের সুচিতা নষ্ট করছে।
তিনি একটা চাবুক হাতে নিয়ে পশুগুলির বাঁধন খুলে সেগুলিকে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর মুদ্রা বদলকারীদের আসন ভেঙে দিলেন, মুদ্রাগুলি ছড়িয়ে দিলেন।
এই কান্ড দেখে অনেক লোক জড়ো হলো। কেউ যীশুকে সমর্থন করলো কেউ বিপক্ষে গেল। কিন্তু একদল রীতিমতো ক্রুদ্ধ। গ্যালিলি না নাজারেথ কোথা থেকে এই ছোকরা এসেছে, তার এত সাহস? হ্যাঁ, পশুগুলি পবিত্র মন্দিরের শান্তিভঙ্গ কিছু পরিমাণে করছিল, মুদ্রা বদলকারীরাও সেইসঙ্গে যোগ দিচ্ছিল কিন্তু তাই বলে পশু মালিকদের বা মুদ্রা বদলকারীদের আর্থিক ক্ষতি করবার অধিকার ঐ ছোকরাকে কে দিলো?
কিন্তু এর কি প্রতিকার তাও কেউ ঠিক করতে পারছে না। তখন মন্দিরে সুপ্রিম কাউন্সিলের জবরদস্ত একজন ফরিসি ছিলেন। তাঁর নাম নিকোডেমাস। এই পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে যে ছোকরা স্বেচ্ছাচারীর মতো এমন বেআইনী একটা কান্ড করলো তার সঙ্গে নিকোডেমাস প্রকাশ্যে কথা বলতে পারেন না, তাঁর মর্যাদার হানি হবে।
সন্ধ্যার পর তিনি যীশুকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। যীশু নিকোডেমাসের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। যদিও যৌবনোচিত হঠকারিতা কিছু হয়েছে তথাপি যীশু বোঝাতে পারলেন যে তিনি অন্যায় কিছুই করেন নি। যীশুর যুক্তি শুনে এবং গ্যালিলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যীশু যে প্রেমের বাণী প্রচার করছেন তা শুনে নিকোডেমাস অভিভূত। তিনি নিজে যীশুর অনুরক্ত হয়ে পড়লেন তবে যীশুকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে জেরুজালেম ত্যাগ করে চলে যেতে। নিকোডেমাস জানতেন যে ঐ পশুগুলির মালিক,

মুদ্রা বদলকারীরা, গোঁড়া ফারিসীরা এবং স্বয়ং রাজা এই শান্তি ভঙ্গ করবার জন্যে যীশুকে ছেড়ে দেবে না।

অতএব নিকোডেমাসের সুপরামর্শমতো সঙ্গীদের নিয়ে যীশু জেরুজালেম ত্যাগ করলেন এবং সামারিয়া হয়ে গ্যালিলি ফিরে গেলেন।

সামারিয়ার অবস্থা তখন শোচনীয়। এই দেশ একদা জুডিয়ার সামিল ছিল কিন্তু এখন বিচ্ছিন্ন। চরম দারিদ্র্য, রোগব্যাধি লেগেই আছে, বাসস্থানেরও অভাব, ধর্ম থেকে মানুষ দূরে সরে গেছে। দেশের অধিকাংশ বাসিন্দাকে তাড়িয়ে দিয়ে অ্যাসিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মানুষরা তাদের জমিজায়গা ও বাসস্থান দখল করে নিয়েছে। এই আগন্তুকরা স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নতুন এক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে স্যামারিটান নামে পরিচিত হয়েছে।

যারা খাঁটি ইহুদি তারা এই স্যামারিটানদের অবজ্ঞা করতো। তাদের সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করতো। ইহুদিরা নাক কুঁচকে ওদের অপমানজনকভাবে সম্বোধন করতো, তাদের অচ্ছুত মনে করতো। স্যামারিটানদের ইহুদিরা এতদূর অবহেলা করতো যে ওদের ডামাসকাস বা সিজারিয়া যেতে হলে ওরা যতদূর সম্ভব স্যামারিয়া এড়িয়ে চলত। মালবাহী গাধাগুলিকে তাড়া দিতো, নেহাত দরকার না হলে স্যামারিটানদের সঙ্গে ইহুদিরা কথাই বলতো না।

কৌতূহলের বিষয় যে যীশুর কিছু ইহুদি ভক্ত ঐ 'অচ্ছুত' স্যামারিটানদের এড়িয়ে চলতো। তাদের সঙ্গে এরা মিশতে পারতো না। পরে এই ইহুদিরা উচিত শিক্ষা পেয়েছিল।

যীশু স্বয়ং কিন্তু সামারিয়া এবং এই সব অবহেলিত মানুষগুলিকে ছেড়ে নড়তেই চাইতেন না। স্যামারিটানদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো কথা বলতেন, তাদের অভাব অভিযোগ মন দিয়ে শুনতেন। একজন মহিলা কূপে জল নিতে এসেছিল। যীশু তো তাকে বসিয়ে তার পাশে বসে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

যীশুর ভক্তরা যীশুর কথাগুলি শুনে অবাক কারণ যীশু সেই মহিলাকে যেসব কথা বলছেন তা মহিলাটি বেশ সহজে বুঝতে পারছে, সরলভাবে প্রশ্নও করছে অথচ যীশুর কথা শিক্ষাভিমানী জুডিয়ার ইহুদিরা নাকি বুঝতে পারে না। এইভাবেই অতি সাধারণ ও নিরক্ষর নরনারীর মধ্যে যীশু তাঁর প্রেমের বাণী প্রচার আরম্ভ করলেন। ইহুদিরা ক্রমশঃ অনুভব করলো যে তাদের পরিত্রাতার আবির্ভাব হয়েছে।

যীশু যেভাবে বা যেসব কথা বলতেন তেমন অন্তরঙ্গভাবে কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে নি। তাঁর কথা বলার ও বোঝাবার ভঙ্গি ছিল অভিনব। সহজে সকলকে আকৃষ্ট করতো। তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন না কিন্তু মাঝে মাঝে গল্প বলতেন সেই গল্পর মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য বোঝাতে পারতেন।

জনগণকে এইভাবে শিক্ষা দেবার কৌশল বালক বয়স থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। ভক্তরা তাঁকে গুরু মনে করতো না বরঞ্চ সহানুভূতিসম্পন্ন একজন শিক্ষক মনে

করতো। যীশুর আরও একটা গুণ ছিল। তিনি অপরের মনোভাব তথা সমস্যা সহজে বুঝতে পারতেন এবং অত্যন্ত সহজভাবে তার সমস্যার সমাধান করে দিতেন, মাত্র দুই একটি কথায়।

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানারকম রোগ ব্যাধিতে ভুগছে। সেই যুগেও এক শ্রেণীর লোক রোগীদের ওপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করতো যদিও তারা ভাঙা হাড় জোড়া দিতে পারতো না বা হাতের ইসারায় মড়ক থামাতে পারতো না। আবার মজাও আছে। মানুষ এখন যেমন সেযুগেও কাল্পনিক রোগে ভুগত কিন্তু অন্য একজন তাকে বোঝাতে পারতো যে তার কোনো রোগই হয়.নি, ওটা তার কল্পনা, মনের ভুল তখন তার রোগ সেরে যেতো। অবশ্য এমন ভাবে রোগ আরোগ্য করতে তারাই পারতেন যার ওপর সেই রোগীর অগাধ বিশ্বাস আছে।

কাল্পনিক রোগে ভোগে বা সত্যিই কোনো রোগ হয়েছে এমন সরল মানুষদের ওপর যীশু প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তাঁর প্রতি মানুষের ছিল অগাধ বিশ্বাস, যীশু ভুল করতে পারেন না। যীশুর প্রতি তাদের এই বিশ্বাস তাদের রোগ সারাতে সাহায্য করতো। যীশু বলেছেন কিছুই হয় নি বা তুমি অচিরে আরোগ্য লাভ করবে তো তাতেই কাজ হতো। বিশ্বাসেই কাজ হতো।

রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নরনারীরা স্বয়ং এবং তাদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে যীশুর কাছে এসে সাহায্য প্রার্থনা করতো। যারা সুফল পেতো তাদের কাহিনী পল্লবিত করে প্রচার করতো। বৈদ্য হিসেবে যীশুর নাম ছড়িয়ে পড়ল যদিও তিনি বৈদ্য নন।

যীশু কেপারনম গ্রামে এসেছেন। একজন মা তাঁর সন্তানকে নিয়ে এলেন। নির্জীব হয়ে পড়ে আছে শিশুটি, দেখে মনে হবে সে বুঝি মারা গেছে। স্থানীয় বৈদ্যমশাইও জবাব দিয়েছেন। যীশু মাতাকে নতুন কিছু প্রস্তাব দিলেন যেমন শিশুকে রোদ ও হাওয়া লাগাতে এবং পুষ্টিকর কিছু আহার দিতে। শিশু বেঁচে উঠল। যীশু মরা ছেলেকে বাঁচাতে পারেন, এইভাবে ঘটনাটির প্রচার হলো। অথচ শিশুকে যখন যীশুর কাছে আনা হয়েছিল তখন সে আদৌ মারা যায় নি। স্থানীয় বৈদ্য তাকে প্রায় উপবাসেই রেখেছিল। আর কয়েকদিন দেরী হলে শিশুটি হয়তো মারা যেতো।

পিটারের শাশুড়ির খুব জ্বর কিন্তু যীশুকে দেখেই তার জ্বর ছেড়ে গেল এবং মহিলা তখনি অতিথিদের জন্যে রান্না চাপিয়ে দিলো। সত্যই কি যীশুকে দেখেই মহিলার জ্বর ছেড়ে গেল? নাকি তার জ্বর ছাড়বার সময় হয়েছিল? ম্যালেরিয়া বা পালাজ্বর যেমন আসে আর যায়। অথচ রোগমুক্তি যীশুর ওপর আরোপ করে সেই ঘটনা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের মতো যীশুর কাছে রোগীর ভিড় জমতে লাগলো এমন কি খঞ্জ ব্যক্তিকেও পিঠে করে আনা হলো। কুষ্ঠরোগীও বিশ্বাস করলো যীশুর আলখাল্লার প্রান্ত স্পর্শ করলেই সে রোগমুক্ত হবে।

এই খবর জেরুজালেমেও পেঁছিল কারণ জেরুজালেমের কিছু গোঁড়া ইহুদিকে-নাকি যীশু রোগমুক্ত করেছেন। বেশ ভালো, তারা যীশুর প্রশংসা করলো কিন্তু নিন্দা করতেও ছাড়ল না। যীশু নাকি কোনো এক রোমান রাজপুরুষের ভৃত্য-কে এবং এক গ্রীক কন্যাকে রোগমুক্ত করেছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা বেদ-নায় কষ্ট পাচ্ছিল যদিও ব্যথাবেদনা সারাবার জন্যে চিকিৎসক না হলেও চলে।

যীশুকে ছোট করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বর্তমানকালেও দেখা যায় যে মহাপুরুষরা এমন কাজ করেন না যা তাঁদের ওপর আরোপ করা হয়। এর দ্বারা মহাপুরুষকে ছোট করা হয়। মহাপুরুষরাও এহেন প্রচার ঘৃণা করেন।

যীশুর চোখে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সব মানুষ সমান। তিনি শত্রুমিত্র উচ্চ-নীচ সব মানুষের সঙ্গে মিশতেন, আহারও করতেন। কিন্তু ফারিসীরা তা পছন্দ করতো না। রোমান বা গ্রীকদের সঙ্গে মেলামেশা বা আহার রাজদ্রোহিতার সমান। লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। তারা যীশুর বিরুদ্ধে গোপনে চক্রান্ত করতে লাগল।

পরবর্তী পাসওভার অনুষ্ঠানে যীশু নিশ্চয় জেরুজালেমে আসবে তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যীশু জেরুজালেমে এসেছিলেন এবং সেই তাঁর শেষ জেরু-জালেমে আসা। একদল গোঁড়া ইহুদি মনে করতো যীশু যা প্রচার করে তা আরও ব্যাপকতা লাভ করলে তাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। যীশুকে হত্যা করে তারা যা সত্য তা দমন করতে পারে নি। জীবন দিয়ে যীশু আমাদের যে মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা আজও ভাস্বর।

২৫

পুরাতন শত্রু

যীশু জেরুজালেমে এসেছেন। বড় মন্দিরে যাবেন কিন্তু মন্দিরে পৌঁছবার আগেই বিরোধ বাধল সেইসব স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোঁড়া ফরিসিদের সঙ্গে যারা সিংহাসনের আড়ালে থেকে রাজ্য শাসন করে।

ঘটনাটা বলতে গেলে কিছুই নয়, অতি সাধারণ। রাস্তাঘাটে এমন প্রায়ই ঘটে। মন্দিরের কাছেই আছে মেষ তোরণ আর তার পরই বাথসেডা পুষ্করিণী। তিনি যখন ঐ তোরণ পার হয়ে পুষ্করিণীর ধারে গেছেন তখন শুনলেন একজন মানুষ তাঁর সাহায্য চাইছে, তাকে ডাকছে। লোকটি নাকি গত তিরিশ বছর ধরে খোঁড়া, চলতে পারে না। সে শুনেছে গ্যালিলির একজন সাধু ব্যক্তি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা অন্ধর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেন, খঞ্জকে পা দিতে পারেন। খঞ্জ লোকটি কি যীশুকে চিনতে পেরেছিল অথবা কেউ চিনিয়ে দিয়েছিল নাকি যীশুকে দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল এই সেই সাধু পুরুষ।

লোকটি দুই পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে ছিল। যীশু তার কাছে এসে তার দুই পা দেখে বললেন, তোমার পায়ে তো কিছুই হয় নি, আমি তো কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না, কে বললো তুমি সোজা হয়ে হাঁটতে পার না। উঠে দাঁড়াও তো, নাও লাঠি ছাড়া এবার হাঁটো। তোমার পা বেশ মজবুত।

যীশুর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে লোকটি উঠে দাঁড়াল তারপর কয়েক পা দিব্যি হাঁটতে পারল। তারপর সে হঠাৎ হাসতে লাগলো। সে চলতে পারছে, তার পা ঠিক হয়ে গেছে।

যীশু তাকে বললেন, তোমার পায়ে কিছুই হয় নি, নাও তোমার কাঁথা আর লাঠি তুলে নিয়ে বাড়ি যাও।

সেদিন যে রবিবার এবং বিশ্রাম দিবস কোনোরকম মোট বওয়া নিষিদ্ধ তা সে আনন্দের চোটে ভুলে গিয়ে কাঁথা পিঠে তুলে নিয়ে মহানন্দে বাড়ির দিকে রওনা হলো। কাঁথা দূরের কথা, গোঁড়া ফরিসিরা বলে যে বিশ্রাম দিবসে পরিধেয় বস্ত্রের সঙ্গে একটা সূঁচ পর্যন্ত নেওয়া চলবে না।

লোকটি কৃতজ্ঞতা জানাতে জিহোভার মন্দিরের দিকে চললো। ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে তা কোনো কোনো ফরিসির কানে পৌঁছে গেছে। এ কি কাণ্ড? এমন ঘোর অন্যায় কে আজ করতে পারে? তাকে এখনি সাজা দেওয়া উচিত।

খঞ্জত্ব থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত এবং পিঠে কাঁথাসমেত নিরীহ ব্যক্তিটিকে দেখতে

পেয়ে তাকে তারা থামিয়ে সমঝে দিলো যে পিঠে কাঁথা বয়ে তুমি পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করেছ। তোমাকে দণ্ড দেওয়া হবে।

সে বললো, আমি কি জানি? যে সাধু পুরুষটি আমার পা সারিয়ে দিলেন তিনিই বললেন কাঁথাটা তুলে নিয়ে বাড়ি যেতে। লোকটি আর দাঁড়াল না। সে তার নিজের পথে চলে গেল। ফরিসিরা রাগে ফুঁসতে লাগল। এই অনাচার এখনিই না থামালে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

উচ্চস্তরের মন্ত্রক স্যানহেড্রিনের অধিবেশন ডাকা হলো। মন্ত্রীরা বা অনুরূপ ক্ষমতাভোগী ব্যক্তিরা যীশুকে ডেকে পাঠাল, তোমার কি বলবার আছে বল কারণ তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।

যীশু ডাক পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় এসে মন দিয়ে তাদের অভিযোগ শুনে বললেন, পরের উপকার করতে গেলে দিনক্ষণ বা আইন মেনে চলা যায় না। পরোপকারের জন্যে কোনো নিষেধ থাকতে পারে না।

লোকটা বলে কি? এত সাহস! দেশাচার মানবে না?

কিন্তু প্রচুর ভক্তদের মধ্যে যীশুর প্রভাব লক্ষ্য করে তারা তাঁকে দণ্ড দিতে সাহস করলো না। প্রথম অপরাধ বলে তাঁকে শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হলো।

ফরিসিরা পরে বুঝল যীশুকে সহজে জব্দ করা যাবে না। লোকটি মোটেই উত্তেজিত হয় না, শত্রুদের সঙ্গেও বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। তবুও যীশুকে জব্দ করার জন্যে কয়েকটা ফাঁদ পাতা হলো। যীশু হয় ফাঁদে পা দিলেন না অথবা ফাঁদ থেকে সহজে বেরিয়ে এলেন। শেষবার তো শুধু একটা গল্প বলে তাদের অভিযোগ খণ্ডন করলেন।

স্যানহেড্রিনের মুরুব্বিরা ধোঁকায় পড়লো। রাজার কাছে যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় কিন্তু প্রথমে তারা তো রাজাকে স্বীকার করতে চায় না তার ওপর রাজা রোমের প্রতিনিধি পনটিয়াস পিলেটের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছুই করবেন না।

ফরিসি বা ইহুদিদের জন্যে পনটিয়াসের কোনো দরদ নেই।

ইহুদিরা তাদের ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো সমস্যা নিয়ে পনটিয়াসের কাছে গেলে তিনি কখনও কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। বলেন ভেবে দেখবেন তারপর কয়েক মাস পরে বলেন ইহুদিদের সমস্যার সঙ্গে রোমানদের কোনো বিরোধ নেই আর যীশু? না সেও রোমান কোনো বিধান ভঙ্গ করে নি। এই-ভাবে অভিযোগ থেকে যীশু যতবার মুক্তি পেয়েছে ততোবার তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

একমাত্র রাজা হিরোড কিছু করতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে অভিযোগকারী ফরিসিদের সম্পর্ক ভালো নয়। কিন্তু তা ভেবে আর দেরি করা উচিত নয়। যীশুকে রুখতেই হবে নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ধর্ম বল আর কিছু থাকবে না।

অতএব স্যানহেড্রিনের মুরুব্বিরা আপাততঃ হিরোডকে ক্ষমা করে যীশুর

বিরুদ্ধে অভিযোগের লম্বা ফর্দ নিয়ে রাজদরবারে হাজির হলো। এই যীশু নামে বাজে লোকটা নিজেকে প্রফেট বলে জাহির করছে, রাজদ্রোহিতা প্রচার করছে, ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছে, দলে দলে তার ভক্ত সংখ্যা বাড়ছে, দেশের পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেই জনটাকে যে নিজেকে ব্যাপটিস্ট বলা হতো তাকে যেভাবে চিরতরে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক সেইভাবে এই লোকটাকেও থামিয়ে দেওয়া হোক নচেৎ আমাদের ধর্মরাষ্ট্র (যদিও রাষ্ট্র ধর্ম নেই) রসাতলে যাবে।

হিরোড তার পিতার মতোই সন্দেহপ্রবণ। মুরুব্বিদের সব অভিযোগ শুনল। সেও একমত। যীশুকে গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু যীশুকে পাওয়া গেল না কারণ এই দ্বিতীয়বার যীশু জেরুজালেম ত্যাগ করে বহু ভক্ত সঙ্গে নিয়ে গ্যালিলি যাত্রা করেছেন। জুডিয়া অপেক্ষা গ্যালিলি তার বেশি পছন্দ, এখানে থাকতে তিনি ভালবাসেন।

যীশুর কর্মজীবন তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছেছে। তাঁর ভক্তরা তাঁকে তাদের পরিত্রাতা বলে গ্রহণ করেছে। শুধু যীশু যদি তাদের নেতৃত্ব দিতেন তাহলে সকল ভক্ত মিলিত হয়ে জেরুজালেম অভিযানে যেতো। কিন্তু যীশুর সেরকম কোনো অভিলাষ ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনো চাহিদা নেই। ধন মান গৌরব কিছুই তিনি চান না আর দেশনেতা হতে তো একেবারেই চান না। তিনি শুধু চান মানবজাতির মঙ্গল। তারা যেন স্বর্ণসঞ্চয়ের দিকে বৃথা মন না দেয়। এতে অশান্তি বাড়ে। অথচ এই সময়ে নিজেদের দোষ ত্রুটি সংশোধন করে পরের সেবা করলে, ঈশ্বরের চিন্তা করলে যে শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যাবে তার তুলনা নেই। তিনি চান সকল মানুষকে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলতে। এজন্যে মানুষ হিংসা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করুক। কিন্তু যারা তাঁকে তাদের রাজা করতে চায় তিনি তাদের দলে নেই।

তিনি মানবজাতির পরিত্রাতা বলে নিজেকে প্রচার করেন নি। নিজের আরাম ও সুখ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। তিনি মানুষের সেবক। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা আর সেই ঈশ্বরেই তার মনপ্রাণ নিবেদিত।

মানবজাতির প্রতি তাঁর বাণী যীশু আগেই নিবেদন করেছেন। সেই যখন জন বন্দী হলো তারপরই। যীশু গ্যালিলি চলে গেলেন। অসহায়, সরল, দরিদ্র, গ্রামবাসীদের মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়ান, তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দেন, রোগীদের পরিচর্যা করেন উৎসাহ দেন, মানুষকে ভালোবাসতে বলেন। তাঁর সরল সহজ কথা বুঝতে সরল মানুষদের কোনো অসুবিধে হয় না। তারা যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, যীশু অচিরে তাদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ান।

একদিন যীশু দেখলেন প্রচুর মানুষ সমবেত হয়েছে। তখন তিনি তাদের নিয়ে এক পাহাড়ে উঠলেন এবং তাদের কিছু অমৃতবাণী শোনাতে আরম্ভ করলেন যা—'সারমন অন দি মাউন্ট' বলে পরিচিত। যীশু তাঁর জীবনের সেরা কথা-গুলি বলে গেছেন। এখানে সেই বাণীর কতক অংশ নিবেদন করি। যীশু

বলেছেন ঃ

আত্মিকভাবে যারা দুর্বল তারা মহান ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছে, স্বর্গ রাজ্যে তাদের স্থান হবে। যারা কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে তারাও ঈশ্বরের আশীষধন্য, তিনি তাদের সান্ত্বনা দেবেন। যারা বিনয়ী তারা সমাজে বিশেষ স্থান পাবে, তারাই একদিন অধীশ্বর হবে। ন্যায়পরায়ণতার জন্যে যারা নির্জলা উপবাস করে ঈশ্বর তাদেরও আশীর্বাদ করেন, ঈশ্বর তাদের তৃপ্ত করবেন। দয়াশীলরা তাঁর দয়া অর্জন করবে, নির্মল হৃদয়রা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করবে। শান্তি স্থাপন করতে যারা সচেষ্ট হবে তারা ঈশ্বরের পুত্ররূপে স্বীকৃত হবে। ন্যায়পরায়ণতার জন্যে যারা নিপীড়িত তারাও ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত হবে না, স্বর্গেও তাদের আসন নির্ধারিত থাকবে। যারা তোমাদের আমার জন্যে লাঞ্ছিত করবে, নিপীড়িত করবে, তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনবে এবং সর্বতোভাবে তোমাদের প্রতি অন্যায় করবে জেনো স্বর্গে তাদের স্থান হবে না। পূর্বে যে সব মহাপুরুষ নিপীড়িত হয়েছেন তাঁদের স্বর্গে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন, তাঁদের জন্য তোমরা আনন্দধ্বনি দাও। লবণ বিনা আহার স্বাদহীন হয়, তোমরা পৃথিবীর সেই লবণ। পৃথিবী লবণহীন হলে মানুষ কী করে আহার করবে ? লবণহীণ মানুষ কোনোই মর্যাদা পায় না উপরন্তু তারা পদদলিত হয়। তোমরা পৃথিবীর দীপ্তি। যে শহর পর্বতশীর্ষে অবস্থিত তাকে গোপন করা যায় না। মানুষ বাতি জ্বালিয়ে জালার আড়ালে রাখে না, রাখে বাতি দানে যাতে সারা ঘর আলোকিত হয় অতএব তোমাদের আলোক দ্বারা সমগ্র মনুষ্যসমাজ আলোকিত হোক, তাহলেই তোমাদের সৎকর্ম মানুষের চোখে পড়বে এবং স্বর্গে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে।

এরপর যীশু অনেক সদুপদেশ দিয়েছেন সেগুলির কিছু কিছু অংশ তুলে দেওয়া হচ্ছে :

যীশু ভক্তদের বললেন, "আমি লোপ করিতে আসি নাই, আমি পূর্ণ করিতে আসিয়াছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার (যীশু যেসব উপদেশ দিলেন) মধ্যে কোনো একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয় তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে, কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাহাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা যাইবে। অধ্যাপক (রাবি) ও ফরিসিদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয় তবে তোমরা কোনো মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।"

যীশু আরও বললেন : "তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দেও কেননা তোমাদের সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভালো। আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেও, কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া অপেক্ষা বরং তোমার এক

অঙ্গের নাশ হওয়া তোমা পক্ষে ভালো।...তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিয়ো না বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও।...তুমি যখন দান কর তখন তোমার দক্ষিণহস্ত কি করিতেছে তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিয়ো না। তোমার দান যেন গোপনে হয়।"

খৃস্টিয় ধর্মের নানা উপদেশ দিয়ে যীশু পাহাড় থেকে নামবার আগে একটি ছোট অথচ মনোগ্রাহী প্রার্থনার উল্লেখ করেন। প্রার্থনাটি শুধু খৃস্টানদের নয় অন্য ধর্মের বহু ব্যক্তির জানা আছে। দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করবার পূর্বে, বিদ্যালয় বসবার আগে বা আহার গ্রহণের পূর্বে ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানগণ প্রার্থনাটি করতে ভোলেন না। প্রার্থনাটি নিম্নরূপ।

আমাদের সকলের পিতা যিনি স্বর্গে বাস করেন তাঁর পবিত্র নাম আমরা শুদ্ধ-চিত্তে স্মরণ করি। ধরাধামেও তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বর্গে যেমন আপনার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় পৃথিবীতেও তেমনি হোক। আপনার দয়াতেই প্রতিদিন আমরা গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারি। আপনার আশীর্বাদেই আমরা যেমন অপরের অপরাধ ক্ষমা করি আপনিও তেমনি আমাদের সকল দোষ ত্রুটি ক্ষমা করুন। আমরা যেন লোভ দমন করতে পারি এবং সকল মন্দ লোক থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এই রাজ্যে আপনার অধিকার ও প্রতিষ্ঠা চিরদিনের চিরকালের। আমেন। তাহাই হোক।

তারপর যীশু গ্যালিলি ত্যাগ করে সেই দেশে গেলেন যে দেশ বহু প্রাচীন কাল থেকে ফিনিশিয়া নামে পরিচিত। সঙ্গে রইলেন তাঁর একান্ত অনুরক্ত বারোজন ভক্ত। যীশু নিজেও ইহুদি হলেও ঐ গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফরিসি ইহুদী-দের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলেন। তাঁর ধর্ম এখন মানুষের সেবা করাই ধর্ম।

ফিনিশিয়া থেকে এলেন জন্মভূমিতে তারপর তিনি জর্ডন নদীতে নৌকায় ভ্রমণ করতে করতে ইচ্ছে করেই গ্রীকগণ কর্তৃক স্থাপিত দশ নগরী ডেকাপোলিশে অবতরণ করলেন। এই শহরে কিছু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচর্যা করলেন। তারা কি করে রোগমুক্ত হবে সে বিষয়ে তাদের নির্দেশ দিলেন। যীশুর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ফলে কোনো রোগী রোগমুক্তও হলো। যীশুকে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। যীশু শুধু মৃদু হাসলেন।

যীশু এবার থেকে প্যারাবেল বা রূপক-কাহিনীর সাহায্যে তাঁর ব্যক্তব্য প্রচার করতে লাগলেন। এইসব রূপক-কাহিনীগুলি অত্যন্ত সরল ও সুললিত ভাষায় লিখিত। সেই সময়ে যে সকল পণ্ডিত ইংরেজি ভাষা উত্তমরূপে লিখতে পারতেন তাঁরাই ইংলণ্ডের তদানিন্তন রাজা জেমসের নির্দেশে সমগ্র বাইবেল তথা এই রূপক-কাহিনীগুলি অনুবাদ করেছেন। তার আবার অনুবাদ করলে রসহানি হবে। কাহিনীগুলি ইংরেজি বাইবেল থেকেই পড়ে নেওয়া ভালো।

২৬

যীশুর মহাপরিনির্বাণ

তাঁর দিন যে শেষ হয়ে আসছে এ কথা যীশু আগেই জানতে পেরেছিলেন এবং গ্যালিলি ত্যাগ করবার আগেই তাঁর আত্মীয় স্বজনদের ও ভক্তদের বলেছিলেন।

পুরাতন নিয়ম পুস্তকে এইরকম লেখা আছে : "পরে যখন যীশু জেরুজালেমে যাইতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি সেই বারো জন শিষ্যকে বিরলে লইয়া গেলেন আর পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি ; আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন ; তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবে, এবং বিদ্রূপ করিবার, কোড়া মারিবার ও ক্রুশে দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে ; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন।"

অনেক শতাব্দী ধরে জেরুজালেম ইহুদি ধর্মের মূলকেন্দ্র। অধিবাসীরা ধর্মের অতি প্রাচীন রীতিনীতি অনুষ্ঠানাদি আঁকড়ে রেখেছে, নড়চড় হতে দেয় না। তবে যারা জুডিয়া তথা জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হয়ে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা যদিও তীর্থ করতে পবিত্র শহরে আসতো কিন্তু তারা মূল ধর্ম থেকে সরে গিয়ে ভোগবিলাসে মত্ত হয়েছিল। অধিকাংশই ব্যবসাবাণিজ্য করে ধনী হয়েছিল। মিশর, গ্রীস, ইটালি, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন বা পারস্যে তারা সুখেই বাস করছিল।

পারসিক সম্রাট সাইরাস যখন ইহুদিদের মুক্তি দিলেন, বললেন তারা নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে তখন কিন্তু যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেল না। অধিকাংশ ইহুদি ঘরে ফিরতে নারাজ। যেখানে আছে তারা সেইখানটাই নিজের ঘর বানিয়ে প্রতিষ্ঠিত। দেশের জমি অনুর্বর, ব্যবসা করারও সুযোগ নেই, সেই নিষ্ফলা দেশে ফিরে নতুন করে জীবন শুরু করতে অধিকাংশ ইহুদিই নারাজ। তারা যেখানে আছে এখন সেইটেই তাদের দেশ।

জুডিয়া তথা জেরুজালেমের অবস্থা তখন ভালো নয়। অনাহার, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি লেগেই আছে। এরই মধ্যে যারা বড় মন্দিরের আশপাশে ঘর বেঁধেছে তারা মন্দিরকে আশ্রয় করে কিছু রোজগার করে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। এদের মধ্যে কিছু পেশাদারী পুরোহিতও ছিল যেমন সর্বত্র দেবস্থানে আজও দেখা যায়।

পুরোহিত থাকলে চেলাও থাকবে। এই চেলারা পুণ্যার্থীদের পাগড়াও করতো।

হোম ও পশুবলির সব ব্যবস্থা করে দিতো এমন কি নিজেরা বলিদান দিয়ে তো দিতই উপরন্তু নিজেরা খাবার জন্যে খানিকটা সেরা মাংস কেটে নিতো। অবশ্য পুরোহিতকেও ভাগ দিতে হতো। এদের কোনোদিন আহারের অভাব হতো না।

তারপর ছিল মন্দিরের ভৃত্য সম্প্রদায়। তারা মন্দির পরিষ্কার রাখত, সন্ধ্যার পর মন্দির ফাঁকা হয়ে গেলে ধুয়ে সাফ করতো।

তারপর ছিল মুদ্রা বদলকারীরা আজকাল আমরা যাদের বলি মানি চেঞ্জার বা ব্যাংকার। বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বদলে দেওয়া ছিল তাদের কাজ অবশ্যই বাটা কেটে নিয়ে।

এরপর ছিল মন্দির ঘিরে হোটেল, সরাইখানা, বোর্ডিং ও লজিং হাউস। সারা পৃথিবী থেকে তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেমে আসত অতএব এইসব বোর্ডিং ও লজিং হাউসে যাত্রীর অভাব হতো না, ঘর খালি পড়ে থাকত না।

এ ছাড়া ছিল দর্জি ও জামাকাপড়ের দোকান, জুতোর দোকান, মোমবাতির কারখানা ইত্যাদি নানারকম দোকান। তীর্থযাত্রীরাই এইসব দোকান বাঁচিয়ে রাখত। খরিদ্দারের অভাব ছিল না। বলতে গেলে এই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল কিন্তু শহরের অধিকাংশ বাসিন্দারা দরিদ্রই ছিল। মন্দিরের আশপাশ ছাড়া শহরটা নোংরা ছিল, রাস্তা ছিল সরু, আবর্জনা জমে থাকত।

তবে তীর্থযাত্রীরা এই শহরে বাস করতে বা আমোদ করতে আসত না। তারা আসত জিহোভার মন্দিরে পূজার্চনা করতে। এমন পবিত্র মন্দির পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এই মন্দিরে রক্ষিত আছে পবিত্র 'নিয়ম-সিন্দুক' যার মধ্যে আছে মোজেসের সেই পাষাণফলক, যে ফলকে খোদিত আছে দশটি আজ্ঞা, টেন কমান্ডমেন্টস। মক্কা শরিফ যেমন দ্বিতীয় নেই তেমনি জেরুজালেমও দ্বিতীয় নেই।

যীশু জেরুজালেমে এলেই এইসব ব্যবসায়ীরা এবং ফরিসিরা তাঁর দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো সে দৃষ্টিতে থাকত ঘৃণা ও বিদ্রূপ। তারা বলাবলি করতো ঐ ছুতোরটা আবার জ্বালাতে এসেছে, গ্যালিলি না কি একটা গ্রাম? সেই গ্রামের গেঁয়ো ভূত। ব্যাপারটা কিরকম গোলমেলে সে পাপী ও অপরাধী এবং সৎ মানুষ, সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশে, একই ভাষায় কথা বলে। এরকম তারা দেখে নি, দেখতে অভ্যস্তও নয়। কে জানে? শয়তানের তো নানা রূপ থাকে। ওটাকে জব্দ না করলে আমাদের ব্যবসা লাটে উঠবে।

এর আগে যীশুকে দু'বার জেরুজালেম ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিল।

জেরুজালেমে তার থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।

ও কি আবার গোলমাল বাধাতে ফিরে এসেছে? নাকি মাত্র কয়েকটা বক্তৃতা দিয়ে ফিরে যাবে?

যীশু সরল ভাষায় সমবেত মানুষদের যেসব কথা বলতেন সেগুলি একেবারে

নির্দোষ। তাহলে কি হয়? লোকটা বিপজ্জনক। ইহুদি পুরোহিতরা যে ভাষায় যেসব কথা বলত, যেসব ভাষণ দিতো তার ভাষা অত্যন্ত দুরূহ। তাঁরা নিজেই বোধহয় জানত না তারা কি বলছে? অথচ যীশুর সাবলীল ভাষা ও বক্তব্য কারও এতটুকু অসুবিধা হতো না। তিনি বলতেন তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে মন, প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবে ভক্তি করবে। তারপরে বলতেন, তুমি নিজেকে যেমন ভালোবাস ঠিক সেইভাবে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে। ভালোবাসা বিতরণ করতে অর্থ ব্যয় করতে হয় না কিন্তু জগতের সবকিছু ক্রয় করা যায়।

তারপর বলতেন শিক্ষামূলক গল্প। রূপক করে বললেও বুঝতে একটুও অসুবিধে হতো না। শিশুরাও সেসব গল্পের অর্থ বুঝতে পারত। শিশুরা লোকটিকে খুব পছন্দ করতো। কাছে ঘেঁষতে ভয় পেতো না এমন কি কোলে-পিঠে চড়ে বসতো। যীশুও বলতেন, বাধা দিও না, ওদের আমার কাছে আসতে দাও, শিশুরা স্বর্গতুল্য, যেখানে শিশুর পাল খেলা করে সে স্থানটাই স্বর্গ। যীশু যে প্রেমের বাণী প্রচার করতেন তা আত্মাভিমানী ইহুদি রাবি উচ্চারণ করতে অপমানিত বোধ করতো। যীশু এতো সহজভাবে পথে বিচরণ করতেন যে কোনো প্রহরী তাঁকে কখনও বাধা দেয় নি।

ফারিসিরা বলতো, লোকটার কি আস্পর্ধা? বলে কি না ঈশ্বরের রাজত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, জুডিয়ার সীমানা পার হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত। তাহলে জুডি-য়ার রাজা কেউ নয়? আবার লোকটার কি সাহস? বিশ্রামবারে একটা খোঁড়ার চিকিৎসা করে তাকে দিয়ে মাল বইয়েছে? আবার শুনছি নাকি এক রমণীকে ঐ বিশ্রামবারে সারিয়ে তুলেছে। এসবই তো বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ। লোকটা কি কোনো আইন মানে না?

গ্যালিলির মানুষরা বলে যীশু নাকি বিদেশী, বিশেষ করে রোমান রাজপুরুষ-দের সঙ্গে একত্রে আহার করে। যেসব দলিত মানুষের মন্দির প্রবেশে বাধা আছে তাদের সঙ্গেও এক আসনে বসে যীশু নাকি আহার গ্রহণ করে। অনাচার আর কাকে বলে!

লোকটাকে যদি তার ইচ্ছামতো তার পথে চলতে দেওয়া হয় জেরুজালেম, তার পবিত্র মন্দির, তার পুরোহিতের দল, হোটেল ও সরাইওয়ালারা, কসাই, দোকান-দার, এদের কি অবস্থা হবে? লোকটা বলে সর্বত্রই, সে ডামাসকাস হোক আর অ্যালেকজান্দ্রিয়া হোক, ঈশ্বরের আরাধনা করা যায়, এই কথা এবং ওর অন্য সব উপদেশ লোকেরা যদি বিশ্বাস করে তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারও অন্ন জুটবে না। লোকটার ঐ মূল কথা "তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাস"। জেরুজালেমবাসীর মাথায় ঢুকলে মোজেসের বাণী তো নিরর্থক হয়ে যাবে। কি সর্বনাশ! কিন্তু যীশু ঐ একটি মাত্র শব্দ 'প্রেম' দিয়েই মানুষের মন জয় করেছিলেন। যীশুর অমৃতবাণীর সারমর্ম ঐ শব্দটি। (মেরেছে কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দিব না?)

যীশু চাইতেন মানুষ মতবিরোধ ও বিবাদ ভুলে গিয়ে সবমানুষকে ভালোবাসুক

তাহলে সব সমস্যার সমাধান হবে। তিনি তাঁর চারদিকে যে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় দেখতেন তা তাকে অত্যন্ত ব্যথিত করতো অথচ ঐসকল সমস্যা সহজেই মিটিয়ে ফেলা যায়। শুধু একটু ভালোবাসা।
তিনি মোটেই গম্ভীর ছিলেন না, প্রাণচঞ্চল ও আনন্দোচ্ছল ছিলেন, বলতেন জীবন কত আনন্দময়, জীবন তাঁর কাছে বোঝা ছিল না। তিনি তাঁর মা, ভাই বোন আত্মীয়দের এবং বন্ধুদের ভালোবাসতেন, কখনও অবহেলা করেন নি, অবাধ্য হন নি। গ্রামের সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। যারা বাড়িঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন তিনি তাঁদের দলে ছিলেন না। তিনি বৈরাগী ছিলেন না। দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেন না। পৃথিবী থেকে ব্যথা বেদনা অন্যায় অনাচার এবং সর্বোপরি হিংসা দূর করতে হবে। এই ছিল তাঁর ব্রত।
একটা উত্তম ওষুধ তাঁর জানা ছিল। যে ওষুধ প্রয়োগ করলে সমাজের কালো চেহারা সাদা হবে। সে ওষুধের নাম প্রেম।
প্রচলিত অনেক নিয়ম, আইন বা রীতিনীতি তাঁর পছন্দ ছিল না।
তিনি রাজার দেশ-শাসনের সমালোচনা করতেন না। তর্কও করতেন না। সমর্থনেও কিছু বলতেন না।
ফরিসিরা চেষ্টা করতো যীশু রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলুক কিন্তু যীশু সে ফাঁদে পা দিতেন না। তিনি বলতেন আইন মেনে চল, নিজের দোষ ত্রুটি সংশোধন করো তারপর রাজার দোষগুণ বিচার করা।
মন্দিরে তাঁর যেসব ভক্তরা চাকরি করতো তিনি তাঁদের চাকরি ছাড়তে নিষেধ করতেন, বলতেন নিজ কর্তব্য পালন করতে বিশেষ করে মন্দির যখন ধর্মস্থান।
ওল্ড টেস্টামেণ্ট অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম বইখানি যীশুর খুব প্রিয় ছিল। কারও সঙ্গে বাক্যালাপের সময় তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে প্রায়ই উল্লেখ করতেন। দেশে প্রচলিত শাসন বা আইন সম্বন্ধে তিনি কখনও কিছু মন্তব্য করতেন না। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত জীবন ছিল না বা কিছুই গোপন ছিল না। অথচ ফরিসিদের চোখে এই লোকটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক।
যীশু বলতেন আমার সম্বন্ধে মানুষ যা ইচ্ছে ভাবতে পারে তা ভাবুক, আমি প্রতিবাদ করবো না। একদিকে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক বিপক্ষ আর অপর দিকে তিনি একা।

শেষবার যখন যীশু জেরুজালেমে এলেন তখন তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে বীরের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। যীশু যা প্রচার করতেন এবং তাঁর অলৌকিক কাহিনী ইত্যাদি শুনে তারা মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল। তাদের মাথার ওপর কোনো গুরু ছিল না, যীশু যেন তাদের সেই গুরু এবং পরিত্রাতা তাই এই বিপুল অভ্যর্থনা। সাধারণ মানুষের হৃদয় তিনি জয় করেছেন, তাদের মনের মধ্যে তিনি এসে গেছেন।
এই সময়ে জুডিয়ার কৃষকদের মধ্যে যীশু সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। ল্যাজেরাস নামে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। মেরী ও মার্থা

নামে তার দুই ভগিনী ছিল। এই ভগিনী দুটি যীশুর ভক্ত ছিল, যীশুকে শ্রদ্ধা করতো, তাঁর পরিচর্যা করতো।
ল্যাজেরাস মারা গিয়েছিল। তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। সে সময় যীশু অন্যত্র ছিল। যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক ভগিনী বললো, আপনি উপস্থিত থাকলে আমাদের ভাই মারা যেতো না। যীশু বললেন, তোমাদের ভাই মারা যায় নি, সে নিদ্রা যাচ্ছে। চল দেখি।
কবর-বস্ত্র দিয়ে দেহ আবৃত করে ও এক খণ্ড বস্ত্র দিয়ে ল্যাজেরাসের মুখ বন্ধ করে তাকে একটি গহ্বরে শুইয়ে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। যীশু পাথর সরাতে বললেন, পাথর সরাবার পর কবরে শায়িত ল্যাজেরাসকে উঠে আসতে বললেন। তার মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো, কবর-বস্ত্র তুলে নেওয়া হলো। ল্যাজেরাস উঠে দাঁড়াল। কৃষকদের মধ্যে যীশুর এই সর্বশেষ অলৌকিক কাহিনীটি প্রচারিত হয়েছিল। যীশুর প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছিল।
সত্যমিথ্যা কল্পনা বাস্তব মিলিয়ে যীশুর অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী গ্যালিলির সীমা ছাড়িয়ে জুডিয়া তথা জেরুজালেমেও ছড়িয়ে পড়েছিল। জেরুজালেমের মানুষ যীশুর নাম, তাঁর অমৃতবাণী ও অলৌকিক কাহিনীর বিষয় শুনলেও তাঁকে অধিকাংশ মানুষ দেখে নি।
যীশু পাসওভার ভোজ উপলক্ষে জেরুজালেমে আসছেন এ কথা লোক মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছিল তাই তাঁকে দেখবার জন্যে জেরুজালেমের সাধারণ নরনারী সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তাই যীশু যেদিন একটি গর্দভের পিঠে চেপে শহরে প্রবেশ করলেন সেদিন তাদের কি উদ্দীপনা ও আনন্দ! তাদের আনন্দ কলরবে আকাশ বাতাস কম্পিত। নারীরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল।
যীশু কিন্তু জানতেন এসব সাময়িক উত্তেজনা। পাহাড়ের মাথায় বনে আগুন লাগে, চারদিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয় তারপর পড়ে থাকে ছাই। মানবের প্রশংসায় বা মহান ঈশ্বরের মহত্ব গুণগান করে এইসব হোসান্না বা হ্যালেলুইয়া ধ্বনি দেওয়া অসার। এরকম ধ্বনি তিনি অনেকবার শুনেছেন। তাঁর কাছে এসবের কোনো মূল্য নেই। তার চেয়ে এরা যদি তাঁর প্রেম ও প্রীতির বাণী হৃদয়ে গ্রহণ করে তো তিনি আনন্দিত হবেন। বুঝবেন তার পরিশ্রম সার্থক।
জেরুজালেমে পেঁাছে কোনো একটা নিরালা পল্লীতে যীশু বাসস্থানের খোঁজ করতে লাগলেন। শহরের ভেতরে তিনি থাকতে চান না, শহরতলী তাঁর বেশি পছন্দ। এমন একটা বাসস্থান অবশ্য তাঁর জানা ছিল। স্থির করলেন এখানেই বাস করবেন। বেথানি অঞ্চলে অলিভ পাহাড়। সেখানে আছে ল্যাজেরাসের কুটির। এখানে তিনি আগে বাস করে গেছেন। ল্যাজেরাসের শুদ্ধচিত্ত দুটি বোন মেরী এবং মার্থা তাঁর ভক্ত।
এই অলিভ পাহাড় অনুচ্চ এবং জেরুজালেম থেকে বেশি দূরে নয়, বেড়াতে বেড়াতে পেঁাছে যাওয়া যায়। ঐ কুটিরে পেঁাছে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর-

লেন, কিছু আহার করলেন তারপর জেরুজালেমে জিহোভার মন্দিরে এলেন। এবারও তিনি হাতে একটা চাবুক নিয়েছেন। মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে এবারও তিনি পশুগুলি তাড়িয়ে দিলেন। মুদ্রা-বদলকারীরাও রেহাই পেল না। তাদেরও পাট গুটিয়ে চলে যেতে হলো।
পরদিন সকালে এর প্রতিক্রিয়া জানা গেল। স্যানহেডরিন স্থির করলো লোকটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।
ভোর বেলায় যীশু মন্দিরের দরজায় আসতেই সশস্ত্র প্রহরী তাঁর পথ আটকালো। তাঁকে ধমক দিয়ে বললো, কার হুকুমে কাল বিকেলে তুমি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে পশুগুলোকে আর মুদ্রা-বদলকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছ? উত্তর দাও।
বেশ ভিড় জমে গেছে। জনতা দু দলে ভাগ হয়ে গেছে, একদল যীশুর পক্ষে। তারা যীশুকে সমর্থন করতে লাগলো। তারা বললো, লোকটি তো ঠিক কাজই করেছে।
অপর দল দাবি করলো, ওকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলো।
দু দলই রীতিমতো উত্তেজিত, হাত পা ছুঁড়ছে, চিৎকার করছে, মারামারি লাগে বুঝি। যীশু তখন বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে, জনতা শান্ত হলো। যীশু তখন গল্পচ্ছলে কিছু উপদেশ দিলেন। ফারিসিরা চুপ করে থাকলেও তারা ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করছে না। কয়েকজন পুরোহিতও এসেছে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যীশুর এবং ধীর ও স্থির। তিনি সকলকে শান্ত করলেন এবং জনতার শুভেচ্ছা নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন।
শাসকদলের সঙ্গে প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করলেন। সৈন্যরা বাধা দিলো না। যীশু তাঁর অলিভ পাহাড়ের বাসায় ফিরে চললেন। অনেক মানুষ তাঁকে অনুসরণ করলো। সেদিন আর কোনো ঘটনা ঘটে নি।
সেদিন বোধহয় ফারিসিরা প্রস্তুত ছিল ন।
কিন্তু তারা স্থির করলো এ মানুষকে ছাড়া হবে না। ফারিসিরা যাকে শত্রু মনে করে তাকে খতম না করে ছাড়ে না। যীশুও জানতো। তাই দিন যত এগিয়ে চললো তাঁর উদ্বেগও ততো বাড়তে লাগলো। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না। মানবজাতিকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করবার তিনি যে চেষ্টা করছেন তা বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে।
এছাড়া তাঁর উদ্বেগের আর একটা প্রধান কারণ ছিল।
তাঁর বারোজন শিষ্যের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা এবং একতা ও একনিষ্ঠতার অভাব ছিল না। বারোজনের মধ্যে কে যে যীশুর সবচেয়ে বড় ভক্ত তাও ি থর করা কঠিন।
কিন্তু কয়েক দিন হলো একজনকে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে।
বারোজন শিষ্যর মধ্যে এগারোজনের বাড়ি গ্যালিলি শুধু জুডাস জুডিয়ার সন্তান। ক্যারিয়ট বা কেরিয়োথ গ্রামে তার বাড়ি।
জুডাস যেহেতু জুডিয়ার সন্তান সেজন্যে যীশুর প্রতি সে অনুরক্ত হলেও

আর এগারোজন শিষ্যর মতো তার মন প্রাণ সমর্পণ করতে পারে নি এবং সে মনে মনে কল্পনা করতো গ্যালিলির শিষ্যরা তাকে বোধহয় সমদৃষ্টিতে দেখে না অথচ এরকম কোনো কারণ ঘটে নি।
জুডাসের চিত্ত শুদ্ধ হয় নি, লোভও জয় করতে পারে নি। তবে সে হিসেব-নিকেশ ভালো করতে পারত এজন্যে তার গুরুভাইরা তাকে তাদের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিল। তাদের সামান্য কিছু অর্থ আমদানি হতো সেসবই তারা জুডাসের কাছে গচ্ছিত রাখত। মাঝে মাঝে জুডাস হিসেবের গোলমাল করে ফেলত। তার আর একটা ত্রুটি ছিল। যীশুকে ভক্তরা কোনো উপহার দিলে সে প্রতিবাদ করতো। যীশু কিন্তু তাকে বলতেন ভালবাসার দান গ্রহণে আপত্তি কী? তার ধারণা উপহার গ্রহণ করার অর্থ বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া।
অথচ যীশুকে ত্যাগ করার কথাও সে চিন্তা করতো না। সে অন্য গুরুভাইদের মতো যীশুর সঙ্গে সর্বদা থাকত এবং তাঁর সমস্ত উপদেশ মন দিয়ে শুনত। তবে সেইসব উপদেশ সে কি নিজ মনে গ্রহণ করতো? কোনো কারণে তাকে ভর্ৎসনা করলে সে অত্যন্ত কুপিত হতো। মনে মনে বলতো আমি এর শোধ নোব। অথচ যীশু বা কেউ ভর্ৎসনা করলে অন্য শিষ্যরা মাথা নিচু করে থাকত এবং অপরাধ যতো সামান্যই হোক স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করতো।
যীশু জেরজালেমে এসেছেন। জুডাস স্থির করলো সে তো এখন নিজের লোকেদের মধ্যে আছে। যদি কিছু করতে হয় তো এই উপযুক্ত সময়।
একদিন রাত্রে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে জুডাস নিঃশব্দে উঠে হাজির হলো ফরিসি নেতাদের কাছে। গভীর রাত্রি হলেও তারা তখন মন্ত্রণা করছিল।
বাইরের রক্ষী খবর দিলো একজন ছোকরা বলছে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে পারে।
নেতারা বললো তাকে ভিতরে নিয়ে এস।
জুডাসকে পেয়ে নেতারা যেন হাতে স্বর্গ পেল। একে অবলম্বন করে ওরা লোকটাকে জব্দ করবে চাই কি তাকে ঘায়েল করবে। প্রশ্ন হলো যীশুকে প্রকাশ্যে গ্রেফতার করা যাবে না কারণ যীশুর ভক্তর সংখ্যা প্রচুর। তাকে গোপনে গ্রেফতার করতে হবে কিন্তু যারা যীশুকে গ্রেফতার করতে যাবে তারা যীশুকে চেনে না, ভক্তদের সঙ্গে যীশু থাকলে তাঁকে পৃথক করে চেনা প্রহরীদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। চিনিয়ে দেবার কাজটি জুডাস করে দেবে।
যীশুকে প্রকাশ্যে গ্রেফতার করতে গেলে তাঁর ভক্তরা নিশ্চয় বাধা দেবে, তাদের সংখ্যা বড় কম নয়, গোলমাল বাধবে। অবস্থার মোকাবিলা করতে রোমান সৈন্যরা ছুটে আসবে তাতে ফরিসি বেকায়দায় পড়বে এবং স্যাডুসিসরাও যদিও যীশুর সমর্থক নয় তাহলে তারা ফরিসিদের অকৃতকার্যতার সুযোগ নেবে।
অতএব যা কিছু করণীয় তা ঘোর অন্ধকার রাত্রে লোকচক্ষুর অগোচরে করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা জুডাসকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। জুডাসও বুঝল। কাজ কিছুই শক্ত নয়, শুধু একটি বিশ্বাসঘাতকতা।
তা সামান্য হলেও এই জরুরী কাজটির জন্যে জুডাসকে কি পরিমাণ ঘুষ দিতে

হবে ? বেশি নয়। মাত্র তিরিশটি রৌপ্য মুদ্রা। তাতেই জুডাস সন্তুষ্ট। কথা-বার্তা সব পাকা হয়ে গেল।

শহরতলী বেথানির অলিভ পাহাড়ে ল্যাজেরাসের কুটিরে যীশু শান্তভাবে তাঁর জীবনের শেষ স্বাধীনতা অতিবাহিত করেছিলেন।
সেদিন পাসওভার, নিস্তার পর্ব। ইহুদিরা দিনটি বিশেষভাবে পালন করে। এদিন তারা রুটি ও মেষশাবকের ঝলসানো মাংস দিয়ে ভোজন সমাধা করে।
যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন তোমরা শহরে গিয়ে সাধারণ একটা সরাইখানার একখানা ঘর ভাড়া নাও। আমরা সকলে একসঙ্গে সেই ঘরে রাতের ভোজন সমাধা করব।
সন্ধ্যা হতেই জুডাস তার গুরুভাইদের সঙ্গে অলিভ পাহাড়ের কুটির থেকে নেমে সরাইখানার সন্ধানে শহরের দিকে চললো। সে যেন কিছুই জানে না। যীশুর নিরীহ এক শিষ্য মাত্র। কিন্তু মনে মনে ছটফট করছে। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রাখছে।
একটি সরাইখানায় ভালো একখানা ঘরও পাওয়া গেল। একটা লম্বা টেবিলে যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে নিয়ে ভোজনে বসলেন। তিনি জানতেন এই তাঁর শেষ ভোজন, লাস্ট সাপার।
ভোজনের টেবিলে নিরানন্দের হাওয়া বইছে। যীশু অল্পই কথা বলছেন। শিষ্যরা ভয়ংকর কিছু একটা আশংকা করছে। কারও মনে কোনো আনন্দ নেই। বেশ গুমোট ভাব।
শেষ পর্যন্ত পিটার আর থাকতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু কি ব্যাপার ? আমরা কি কেউ কিছু অন্যায় করেছি যে জন্যে আপনি ব্যথিত। আপনি কাকে সন্দেহ করেন ?
যীশু খুব ধীর ও অকম্পিত স্বরে বললেন, হ্যাঁ, যারা এখন এই টেবিলে বসে আমার সঙ্গে আহার করছো তাদের মধ্যে একজন আমাদের সকলের সর্বনাশ ডেকে আনবে।
তখন সকল শিষ্যই উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ নিজ নির্দোষিতা ঘোষণা করল।
জুডাস কিন্তু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
এবার সকলে বুঝতে পারল দোষী কে ? কিছু একটা ঘটবে। সর্বনাশ আশংকা করে সকলে যেন ভেঙে পড়ল। সেই ছোট ঘরে তাদের যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। তারা যীশুকে নিয়ে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে অলিভ পাহাড়ে ফিরে গেল। অলিভ পাহাড়ে ছোট একটা উদ্যান ছিল। জনৈক বন্ধু বলেছিল কেউ যদি নির্জনে কিছু সময় অতিবাহিত করতে চায় তাহলে এই উদ্যান অতি চমৎকার স্থান।
কাঠের ছোট ফটক খুলে তারা উদ্যানে প্রবেশ করল। উদ্যানে একদা একটা তেল পেশাই ঘানি ছিল। সেজন্যে উদ্যানটিকে ঘানি যন্ত্রের স্মরণে গেথসিমেন

-বলে।

রাত্রি বেশ গরম। বাতাস বইছে না। সকলে দেহমনে ক্লান্ত। শান্ত সমাহিত যীশু শিষ্যদের থেকে পৃথক অন্যত্র গেলেন। যাবার সময় বললেন, আমি প্রার্থনা করবো। তোমরা কাছে এসো না কিন্তু নজর রেখো।

যীশু তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি এখনি জেরুজালেম ত্যাগ করে চলে যেতে পারতেন কিন্তু তার মানে পরাজয় বরণ করে নেওয়া এবং নিজেকে অপরাধী প্রমাণ করা।

একটি বৃক্ষের নীচে বসে তিনি ধ্যানমগ্ন। হ্যাঁ তিনি ধরা দেবেন। জানেন ওরা তাঁর ওপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালাবে তবুও বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

শিষ্যদের কাছে তিনি ফিরে গেলেন। তারা গভীর ঘুমে অচেতন। হয়তো ভেবেছে কোনো বিপদ যীশুকে স্পর্শ করতে পারে না, নিজেকে রক্ষা করার শক্তি তাঁর আছে। এইজন্যে তারা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

সহসা সারা উদ্যান কলকোলাহলে সরব হয়ে উঠল। স্যানহেড্রিনের নেতাদের রক্ষীরা এগিয়ে আসছে। তাদের পুরোভাগে জুডাস।

জুডাস এগিয়ে এসে যীশুকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করল। এই হলো ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতের জন্যেই সৈনিকরা অপেক্ষা করছিল।

সকলের তখন ঘুম ছুটে গেছে কিন্তু সবার আগে বুঝতে পারল পিটার কি ঘটছে, তাদের কি সর্বনাশ হচ্ছে। সে একজন সৈনিকের হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে আঘাত করল। যীশু সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে পিটারকে নিরস্ত করে বললো, পিটার নিরস্ত হও। আঘাতের বদলে আঘাত নয়। সৈনিক তার কর্তব্য করছে। তুমি আঘাত করলে ওরাও আঘাত করবে। আমার বাণী হিংসা নয়, অহিংসা। অহিংসার বাণী আমি প্রচার করে আসছি। তলোয়ারের গুণ-গান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তলোয়ারের নির্বাসন চাই।

যীশুর দুই হাত বেঁধে সৈন্যরা অন্ধকার রাত্রে তাকে নিয়ে গিয়ে তুলল পুরো-হিত আন্নাস ও তার জামাতা কাইয়াফাসের বাড়ি। বন্দী যীশুকে দেখে তারা উল্লসিত। তাদের শত্রু এখন তাদের হাতের মুঠোয়।

প্রশ্নের পর প্রশ্নে তারা যীশুকে জর্জরিত করতে লাগলো। কেন? কেন? মানুষকে অমানুষ করবে এমন সব কথা কেন তুমি বলছ? প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেন তুমি প্রচার করছ। কেন তুমি বলছ সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান? এসব বলবার অধিকার কে তোমাকে দিলো? এ সাহস তুমি কোথায় পেলে? বল, উত্তর দাও।

যীশু একটুও বিচলিত না হয়ে শুধু বললেন, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

কারণ প্রশ্নের উত্তর তো পুরোহিতদের অজানা নয়? উত্তর জেনেই তো তারা প্রশ্ন করেছে। যীশু তো কিছুই গোপন করেন নি। যা বলবার তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে এসেছেন অতএব এরা কেন সময় নষ্ট করছে?

একজন সৈনিক যে কখনও কোনো বন্দীকে এমন ভাষায় ও নির্ভয়ে নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে শোনে নি সে ভাবল লোকটা তো ভীষণ দুর্বিনীত। সে যীশুকে সজোরে আঘাত করল। তার দেখাদেখি যীশুকে আরও কয়েকজন আঘাত করল তারপর তাকে বেঁধে কাইয়াফাসের বাড়িতে নিয়ে গেল। আজ রাত্রি লোকটা ওখানেই পড়ে থাকুক। এতো রাত্রে বিচারসভা ডাকা যাবে না।
গভীর রাত্রি হলেও ফারিসি ও স্যাডুসিসরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দলে দলে কাইয়াফাসের বাড়িতে হাজির হয়ে দেখল আসামী শান্ত হয়ে বসে পরবর্তী ধাপের জন্যে অপেক্ষা করছেন।
সহসা দরজার বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। একজন পরিচারিকা পিটারকে দেখিয়ে বললো, এই পাজী জেলেটাকে সে বন্দীর সঙ্গে অনেকবার দেখেছে। ওকে ধর, মার।
পিটার তো আর যীশু নয়। সে ভীষণ ভয় পেয়ে বললো বন্দীকে সে চেনে না। তার কাছেও সে কখনও যায় নি। মেয়েটি ভুল দেখেছে।
ক্রুদ্ধ প্রহরীরা বেচারা পিটারকে মারতে মারতে সেখান থেকে বার করে দিলো।
কোনোরকমে রাত্রি কাটল। ঘরের বাইরে সারারাত ধরে চলল যীশুর প্রতি নানা কটু মন্তব্য। তিনি নির্বিকার।
পরদিন ভালো করে সকাল হতে না হতে মন্ত্রণা তথা বিচারসভা বসল। একতরফা বিচার। নাজারেথের ছুতোর মিস্ত্রিটাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। শুক্রবার ৭ এপ্রিল তারিখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে।
ফারিসিদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। একটা শয়তানের হাত থেকে শহর রক্ষা করে তারা এখন শান্তিতে বাস করতে পারবে। কিন্তু তখনও অনেক ধাপ বাকি।
ইতিমধ্যে শহরের গোলমাল পনটিয়াস পিলেটের কানে গেছে। সে জানতে চায় এতো হট্টগোল কি জন্যে? পিলেটকে সব বলা হলো। পিলেট সব শুনে বললো, বাঃ বেশ, তোমরা দেখছি স্বাধীন হয়ে গেছ। তোমরা কি জাননা যে রোম সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধির সামনে হাজির করতে হবে, শুনানী হবে তারপর প্রতিনিধি রায় দেবে। তোমাদের মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা নেই কোনো মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও যীশুকে বন্ধন মুক্ত করে শুনানীর জন্যে যীশুকে পিলেটের কাছে পাঠান হলো। যীশু তাঁর ব্যক্তব্য পেশ করতে পারবেন। যীশুর জন্যে পিলেট তার প্রাসাদে অপেক্ষা করছিল।
ধর্মপ্রাণ গোঁড়া ফারিসিরা এবং যারা যীশুর বিরোধী তারাও পিলেটের প্রাসাদের বাইরে বিচারের ফল শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো কারণ তখনও নিস্তার পর্ব চলছিল। অথবা তাদের প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। এটাও অবশ্য ঠিক যে নিস্তার পর্বের সময় ইহুদিরা বিধর্মীদের স্পর্শ এড়িয়ে চলে। যীশু ইহুদি হলেও তাদের বিচারে বিধর্মী।
জুডিয়াতে এসে পর্যন্ত পিলেট শান্তিতে বাস করতে পারে নি। সর্বদাই গোলমাল লেগে আছে, কারও না কারও বিরুদ্ধে নালিশের পাহাড় জমছে। কেন এই

অশান্তি, কেন এতো অভিযোগ তা সে বুঝতে পারে না।
পিলেট বললো যীশুকে তার খাস কামরায় নিয়ে যেতে। যীশুর সঙ্গে পিলেট গোপনে কথা বলবে। সেখানে কেউ উপস্থিত থাকবে না। যীশুর সুন্দর মুখশ্রী, নিষ্পাপ সরল ও ভয়হীন দৃষ্টি দেখে পিলেট আকৃষ্ট হয়েছিল।
যীশুর সঙ্গে আলাপ করে পিলেট বুঝল মৃত্যুদণ্ডের মতো কোনো অন্যায় কাজ যীশু করেন নি।
স্যানহেড্রিনের মুরুব্বিরা যখন যীশুর বিচার করছিল তখন নেকোডিমাস যীশুকে সমর্থন করেছিল। যীশু জিহোভার মন্দিরে প্রথম দিন প্রবেশ করে যখন পশুরপাল তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন এই নেকোডিমাসের সঙ্গে যীশুর আলাপ হয়েছিল।
নেকোডিমাস বলেছিল যীশু ধর্মদ্বেষী নয়, তিনি বরঞ্চ অধর্মের বিরুদ্ধেই সোচ্চার। এদিকে আগের দিন রাত্রে পিলেটের পত্নী প্রকুলা স্বপ্ন দেখেছিল যে নিরপরাধ এক সাধু ব্যক্তিকে রোমান সৈন্যরা গ্রেফতার করেছে। ফারিসিরা তার মৃত্যু দাবি করছে। ঘুম থেকে উঠেই প্রকুলা পিলেটকে সতর্ক করে দিলো যে ঐ সাধু যদি সত্যি তার কাছে আসে তাহলে তার প্রতি যেন কোনো অবিচার না করা হয়।
যীশুর সঙ্গে কথা বলে পিলেট প্রীত হলো। যীশুকে মুক্তি দিলো।
যীশু কি পিলেটকে এরকম কিছু বলেছিল যে তোমরা সর্বদা এতো ভয়ে ভীত কেন? তোমরা তোমাদের বিরাট সাম্রাজ্যের গৌরব করো কিন্তু তা হারাবার ভয়ে সর্বদা ভীত। তোমরা শক্তিশালী ও ধনীকে যেমন ভয় করো তেমনি নিঃসহায় ও দরিদ্রকেও তেমনি ভয় করো। যাদের তোমরা বর্বর বলো সেই গল, গথ ও হূণ-দেরও ভয় করো আবার মহামান্য সিজারকেও ভয় করো। যে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেও তোমরা নিজেদের নিরাপদ মনে কর না। আমি কপর্দকশূন্য দরিদ্র এক মানুষ, নিরস্ত্র, আমাকেও তোমরা ভয় করছ, মনে করছ আমি বুঝি এক ক্ষুধার্ত সিংহ অথচ আমি বারবার লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়েছি, অবজ্ঞা ও ঘৃণা কুড়িয়েছি তবুও আমাকে ভয়। তোমরা ঈশ্বরের শাসনকেও ভয় করো। রক্ত, অস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুর ওপর তোমাদের বিশ্বাস নেই। জানি না আমি ভয় জয় করতে পেরেছি কি না, তবে ঈশ্বর আমার সহায় এবং আমি পৃথিবীতে তাঁরই প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমার কিছুই নেই অথচ সবই আছে।
স্যানিহেড্রিনের প্রধানকে পিলেট ডেকে পাঠিয়ে বললো, তোমাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাদের আইনানুসারে সে কোনো অন্যায় করে নি। এমন মানুষকে আমি কোনো সাজা দিতে পারি না। সে মুক্ত।
ফারিসিরা ছাড়বার পাত্র নয়। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তারা নতুন অভিযোগ করলো। লোকটা শুধু অধর্ম প্রচার করছে না, সে রাজাদ্রোহী, বলছে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। লোকটা জুডিয়ায় এসে পর্যন্ত গোলমাল করছে।

পিলেট তখন জিজ্ঞাসা করলো যাকে তোমরা আসামী বলছ সে কোন দেশের লোক? জুডিয়া না গ্যালিলি?
গ্যালিলি।
তাহলে তাকে গ্যালিলির রাজা হিরোড অ্যান্টিপাসের কাছে নিয়ে যাও সে বিচার করবে।
নিষ্কৃতি পেয়েছে ভেবে পিলেট আত্মতৃপ্তি লাভ করলো। যাক ঘাড় থেকে দায়িত্বের বোঝা নামল।
হিরোড অ্যান্টিপাস সেইসময়ে জেরুজালেমে এসেছিল পাসওভার অনুষ্ঠান পালন করতে। কারও বিচার করতে বা মৃত্যুদণ্ড দিতে নয়। পিলেটের মতো সেও ঝামেলায় যেতে চায় না।
যীশুর বিশেষ করে তাঁর অলৌকিক কাহিনী হিরোড কিছু শুনেছিল। তার ধারণা হয়েছিল ধর্মপ্রচার লোকটার মুখোশ, ওসব বুজরুকি। লোকটা আসলে বাজীকর।
অদৃষ্টের কি পরিহাস! যীশুকে যখন হিরোডের সামনে আনা হলো, তখন সে যীশুকে বললো তার জাদুবিদ্যা দেখাতে। যীশু অবশ্য আদেশ শুনে হাসলেন না বা দপ করে জ্বলেও উঠলেন না। তিনি নীরব রইলেন।
বিচারসভায় বেশ ভিড় হয়েছে। নানাজনে নানা মন্তব্য করছে। তারা বলতে লাগলো, লোকটি বলে সে নাকি রাজা, সে সকল আইনের ঊর্ধ্বে। রঙ চড়িয়ে তারা যীশুর বিরুদ্ধে কতোই না কটূক্তি করতে লাগলো।
জনতা ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। হিরোড বুঝল এখনি ফয়সলা না করলে মারামারি বেধে যাবে। সেই মারামারির পরিণতি কোথায় দাঁড়াবে কে জানে। তাকে না সিংহাসন খোয়াতে হয় তার চেয়ে এই বাজে লোকটা যাকে তার রাজ্যের কেউ চায় না তাকে বলি দেওয়া হোক। প্রজারাও সন্তুষ্ট হবে তারও ক্ষমতা বজায় থাকবে।
হিরোড আদেশ দিলো আসামীকে নিয়ে যাও কিন্তু ওকে রাজার মতো সাজিয়ে পিলেটের কাছে নিয়ে যাও।
কোথা থেকে কেউ একটা ময়লা আলখাল্লা এনে যীশুর মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিলো। যীশু যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। প্রহরীরা তাঁকে ঘিরে ঠেলতে ঠেলতে পিলেটের দরবারে নিয়ে চললো। জনতাও বিদ্রূপ করতে করতে অনুসরণ করলো।
পিলেট যদি সাহসী হতো তাহলে যীশুকে বাঁচাতে পারত। মানসিকভাবে সে ছিল দুর্বল। স্ত্রীর সতর্কবাণীতেও সে কান দিতে পারে নি। যীশুকে বাঁচাবার জন্যে স্ত্রী প্রকুলা অনুরোধ করেছিল কিন্তু পিলেট সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারে নি।
পিলেট মনে মনে ভয় পেয়েছে। জেরুজালেমে রোমান সৈন্য বেশি নেই। এখন স্যাডুসিসরা ফারিসিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা একটা হেস্তনেস্ত করতে পারে। ধর্মের জন্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। তারা চায় ক্ষমতা। তারা

রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কূটবুদ্ধিতে তারা ওস্তাদ। তার ওপর ওরা এখন বেপরোয়া। দল বেঁধে প্রাসাদ আক্রমণ করলে যীশুর বদলে তাকেই মরতে হবে। পিলেট মনে মনে এইরকম ভাবছে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে একজন ফারিসি নেতা বললো তুমি যদি লোকটাকে দণ্ড না দাও তাহলে আমরা তোমার নামে অভিযোগ করে রোমে সম্রাটের কাছে দূত পাঠাব যে তুমি দেশের তথা রোম সাম্রাজ্যের একজন শত্রুকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। বলতে কি রোমে যাবার জন্যে দূত প্রস্তুত।

পিলেট এবার শংকিত হলো। তাহলে তাকে পদচ্যুত করা হবে এমন কি সে পেনসনও পাবে না। পিলেট জনতার দাবি মেনে নিলো। প্রধান পুরোহিত এবং তার সহকারীরা আসামীকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। একপাল নেকড়ের মুখে পিলেট যীশুকে ছেড়ে দিলো।

মন্ত্রণাসভা এবার পরামর্শ করতে বসলো লোকটাকে কিভাবে হত্যা করা হবে। সেকালে অপরাধীদের ঢিল ও পাথরের টুকরো ছুঁড়ে হত্যা করা হতো। কিন্তু এই বিধর্মীটাকে উপযুক্ত এমন শিক্ষা দিতে হবে যা দেখে কেউ আর অধর্ম প্রচার করতে সাহস করবে না।

পাথর ছুঁড়ে হত্যা করাটাও অমানুষিক ব্যাপার ছিল। অপরাধীকে একটা পাহাড়ে খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে নিচে ঝাঁপ দিতে বলা হতো। সে ঝাঁপ দিতে রাজি না হলে তার প্রতি প্রস্তর বৃষ্টি আরম্ভ হতো। মৃত্যুর পরও প্রস্তরের আঘাত চলত। এই অবস্থা কারও মনঃপুত হলো না।

ক্রীতদাসরা পালিয়ে গেলে ধরা পড়ার পর তাদের কাঠের ক্রুসে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। রক্তমোক্ষণ, জল বা খাদ্যের অভাব অপেক্ষা হতভাগ্যনিঃশ্বাস নিতে পারত না ঝুলন্ত অবস্থায়। তাতেই তার মৃত্যু হতো।

তাহলে লোকটাকে ঐ ক্রুসেই ঝুলিয়ে দাও।

পাসওভার উৎসবের সময় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এমন কোনো অপরাধীর মৃত্যু-দণ্ড রদ করার অনুমতি ইহুদিদের মঞ্জুর করা হতো।

শেষ চেষ্টা হিসেবে পিলেট স্যানহেডনের নেতাদের বললেন তারা যীশুর মৃত্যু-দণ্ড স্থগিত রাখতে চায় কিনা, যীশুর মুক্তি তারা চায় কি না।

না তারা যীশুর মুক্তি চায় না। তারা মুক্তি চাইল বারাব্বাস নামে একজন দস্যুর। পিলেটের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করবার সমস্ত ব্যবস্থার ভার দেওয়া হলো চারজন রোমান সৈন্য ও একজন ক্যাপটেনের ওপর। বেশ ভারি একটা ক্রুশ তৈরি করা হলো, সম্ভবতঃ সাইপ্রেস কাঠের। যীশুর গা থেকে সেই ময়লা আলখাল্লাটা খুলে ফেলা হলো তারপর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো কাঁটার মুকুট।

জেলখানা থেকে দু'জন চোরকেও আনা হলো। তাদেরও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

এবার এই তিন আসামীকে নিয়ে যাওয়া হবে মাইল দেড় দুই দূরে গলগথা নামে এক অনুচ্চ পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের মাথায় ক্রুশ বসানো হবে যাতে দূর

থেকেও মানুষ সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখতে পায়। জনতার মধ্যে কেউ হাসবে কেউ কাঁদবে।

গলগথা শব্দটি এসেছে "গালগলটা" শব্দ থেকে যার অর্থ হলো মাথার খুলি, করোটি। ঐ পাহাড়ে মানুষের মাথার অনেক খুলি পড়ে আছে।

প্রহারে জর্জরিত, অভুক্ত, দুর্বল যীশুকে বাধ্য করা হলো নিজের ক্রুশ পিঠে চাপিয়ে গলগথা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে। রাস্তার দু পাশের জনতা কেউ বা যীশুর দুর্দশা দেখে অশ্রুমোচন করল কেউ বা উপহাস করল।

একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। জনতার মধ্যে যীশুর যেসব ভক্ত ছিল তারা দয়াভিক্ষা চাইল কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। চোখের জল ফেলা ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না।

ক্রুশে পেরেক দিয়ে হাত ও পা বিদ্ধ করে এক মহাপ্রাণকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দিলো। তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে তাঁকে মরতে হবে। রোমান সৈনিকরা একটা কাগজে বেশ বড় অক্ষরে রোমান, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখল "ইহুদিদের রাজা নাজারেথের যীশু"। তারপর সেটা যীশুর মাথার ওপর টাঙিয়ে দিলো। বিচারের এই যে পরিহাস সেটা স্যাডুসিস ও ফরিসিদের সমঝে দেবার জন্যে রোমানরা কি ইহুদিদের ব্যঙ্গ করতে চাইল।

কাজ শেষ করে রোমানরা জুয়ো খেলতে আরম্ভ করলো। তখনও অনেক লোক। কেউ মজা দেখছে, নিষ্ঠুর দৃশ্য উপভোগ করছে অনেকে নীরবে চোখের জল ফেলতে প্রার্থনা করছে। অনেক রমণীও ছিল।

অন্ধকার নেমে আসছে। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে যীশু কিছু বলছেন কিন্তু তা শোনা যাচ্ছে না, খুব অস্পষ্ট।

একজন রোমান সৈনিক দয়াপরবশ হয়ে এক টুকরো স্পঞ্জ ভিনিগারে ভিজিয়ে যীশুর ক্ষতস্থানে লাগাতে গেল যাতে যন্ত্রণার একটু লাঘব হয় কিন্তু যীশু তাকে নিষেধ করলেন।

যীশু তাঁর পরমপিতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছেন। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, এদের ক্ষমা কর প্রভু, এরা জানে না এরা কি করছে।

তারপর একসময়ে বললেন, এবার সব শেষ।

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে নিজের কোলে টেনে নিলেন।

যীশুর শেষ নিঃশ্বাস পতনের পর আরিনাথিয়র গ্রামের জোসেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি পিলেটের কাছে অনুমতি চাইল, সে যীশুর দেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে সসম্মানে কবর দিতে চায়। যীশুর অমৃতবাণী সে শুনেছে, যীশুর প্রতি সে অনুরক্ত কিন্তু পিলেট তাঁর অনুরোধ রাখতে পারল না।

ইতিমধ্যে গোঁড়া ফরিসিরা পিলেটের প্রাসাদে হানা দিয়ে মৃতদেহ দাবি করছে। যীশু বলেছিলেন যে তিনি আপন কবর থেকে উত্থিত হবেন এই ঘটনা যদি সত্য হয় এইরকম আশংকা করে ফরিসিরা নিজেরাই যীশুর দেহটা মজবুত করে পুঁতে ফেলতে চায় এবং সেখানে প্রহরীও মোতায়েন রাখবে যাতে লোকটার চেলারা

তার লাশ কবর থেকে তুলে নিয়ে যেতে না পারে।
পিলেট তাদের বললো তারা যা ইচ্ছে করতে পারে।
তৃতীয় দিনে দু'জন ধর্মপ্রাণা মহিলা যীশুর কবরস্থানে এল প্রার্থনা করতে। তারা এসে দেখল প্রহরীরা শায়িত, কবরের ওপরের প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত এবং যীশুর মৃতদেহ অদৃশ্য।

যীশুর ভক্তরা তাঁর মহিমা কীর্তন করতে করতে বলতে লাগলেন আমাদের প্রভু সত্যই ঈশ্বরের পুত্র। তিনি পুনর্জীবন লাভ করেছেন।

২৭

একটি ধারণার শক্তি

যীশু মানবজাতিকে যে মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন, নিঃসন্দেহে তা কালোত্তীর্ণ বলে প্রমাণিত। তাঁর সেইসব অমৃতবাণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবজাতির প্রেরণা যুগিয়েছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, অসৎ মানুষকে সৎ করেছে। তিনি এক মহান গুরু তাই তাঁর প্রচারিত ধর্ম আজ আর কোনো ধর্মগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তা সকল মানবজাতির।

যীশুর সময়ে পৃথিবী অন্যরকম ছিল। চারদিকে অভাব, দারিদ্র্য, রোগ, ব্যাধি, অশিক্ষা, হানাহানি, দস্যুবৃত্তি, ব্যভিচার। পাপে পরিপূর্ণ ছিল সেই পৃথিবী।

তখন ক্ষমতায় যারা আসীন ছিল তাদের সম্পদ ছিল প্রচুর আর যারা তাদের দাস ছিল তাদের দু মুঠো অন্ন জুটত না। এদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাই যীশুর বাণী এদের মর্ম স্পর্শ করেছিল। তাঁর বাণী তাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করতো। তিনি বললেন তারা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর চোখে ভেদাভেদ নেই। সেই অদৃশ্য শক্তি সকলকে সমান চোখে দেখেন। তাঁর ওপর যে বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকে তিনি রক্ষা করবেন।

এইসব অশিক্ষিত দরিদ্ররা লিখতে পড়তে জানত না কিন্তু তাদের শোনবার কান ছিল। সেই কানে প্রেমের বাণী প্রবেশ করাবার মতো শিক্ষা যীশুর জানা ছিল। তিনি জানতেন এইসব অর্ধমৃতদের কি করে জাগিয়ে তোলা যাবে।

এই অর্ধমৃতদের তাদের প্রভুরা তাদের গৃহপালিত পশু অপেক্ষা ভিন্ন চোখে দেখত না। তাদের গোয়ালের গরুর সঙ্গে তাদের ক্রীতদাসের বা ভৃত্যের কোনো তফাৎ নেই।

এই সহায় সম্বলহীন মানুষরা ধনীদের সেবায় তাদের শেষ বিন্দু রক্তটি নিংড়ে দিয়ে একদিন সকলের অগোচরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। কেউ তাদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে নি। তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর কেউ মনে রাখে নি।

তারপর একদিন তারা মুক্তির পথ দেখতে পেলো। তাদের কেউ বললো হতাশ হয়ো না, আশা রাখ, তোমরা সকলে এক পিতার সন্তান যিনি স্বর্গে আছেন। তোমাদের মুক্তি আসন্ন।

এসব কথা অবশ্য আগে অনেকবার বলা হয়েছে।

যীশু যা প্রচার করলেন যে বিশ্বাস তিনি আরোপ করলেন তা কিন্তু মনেপ্রাণে

সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিল নিপীড়িত এই অবহেলিত ইহুদিরা। এরা যীশুর দেশেই বাস করতো। তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং তিনিই যে ত্রাণ করবেন এই বিশ্বাস তাদের হয়েছিল। তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখল।

কয়েক শতাব্দী পরে মধ্য যুগে যীশুর ধর্মমতে বিশ্বাসী ইহুদিরা অপর ইহুদিদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের পুত্রকে এই ইহুদিরাই হত্যা করেছে।

অথচ যীশু স্বয়ং ইহুদি ছিলেন, তাঁর মা ইহুদি ছিলেন। যাঁদের সঙ্গে ঘুরতেন ফিরতেন তারা সকলেই ইহুদি ছিল। যে ইহুদিদের মধ্যে তিনি জন্মেছিলেন তাদের তিনি ত্যাগ করেন নি। তিনি গ্রীক, রোমান, স্যামারিটান, ফিনিশিয়ান, সিরিয়ান সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করেছেন। তিনি ইহুদিদের মঙ্গলের জন্যেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। অতীতের সেইসব বীর ও নির্ভীক প্রফেটদের সন্তান এবং ইহুদিদের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রফেট।

তবে যেসব ফারিসি ও স্যাডুসিস ইহুদিরা যীশুকে হত্যা করেছিল তারা ইহুদি হিসেবে হত্যা করে নি। তারা ছিল সংকীর্ণমনা, সব মানুষ সমান তারা তা বিশ্বাস করে নি। ধর্মনীতি অপেক্ষা রাজনীতি তাদের কাছে বড়ো ছিল তাই তারা যীশুকে হত্যা করলো অথচ যীশু তাদের কোনো ক্ষতি করে নি।

যীশু কোনো ধর্ম প্রচার করেন নি, প্রচার করেছিলেন প্রেমের বাণী, মানুষের মনে প্রেমভাব সঞ্চারিত করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর প্রচারিত বাণী গ্রথিত করে খৃশ্চান নামে ধর্ম প্রবর্তন করলেন। এই খৃশ্চান সম্প্রদায় সর্বপ্রথম গ্যালিলিতেই গড়ে উঠল। খৃষ্ট শব্দটি গ্রীক যার অর্থ ঈশ্বরীয়। মানুষ বিশ্বাস করেছিল যীশু ঈশ্বর-প্রেরিত তাই ধর্মের নাম দেওয়া হলো তাঁরই নামানুসারে।

যীশুর মৃত্যুর প্রায় শত বৎসর পরে তাঁর অনুগামীরা সিরিয়ার অ্যান্টিওক শহরে মিলিত হয়ে খৃশ্চান ধর্ম নামকরণ করেন এবং তাঁরা নিজেদের ইহুদি সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেন। আচার আচরণে কোনোদিকে ইহুদিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক রইল না।

খৃশ্চানরা গলগথায় বা জেরুজালেমে অন্যত্র নিয়মিতমিলিত হতো। যীশুর বাণী পাঠ করতো ও প্রার্থনা করতো। ভবিষ্যতে গীর্জা গঠনের বীজ এরই মধ্যে নিহিত ছিল। জিহোভার সঙ্গেও খৃশ্চানদের আর কোনো সম্পর্ক থাকল না। জিহোভা আর তাঁদের আরাধ্য দেবতা নয়। খৃশ্চানদের দেবতা স্বর্গভূমিতে বাস করেন, তাঁর প্রভাব সর্বত্র, তিনি সকলের।

নতুন খৃশ্চানদের গোঁড়া ইহুদিরা স্বীকার করতে চায় না। যারা জিহোভাকে স্বীকার করে না তারা শত্রু। বিরোধ বেধেই ছিল এখন তীব্র থেকে তীব্রতর হলো।

তথাপি খৃশ্চান ধর্ম সারা পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও যীশুর জীবনী গ্রীক ভাষায় অনুবাদ হলো। ইতিমধ্যে অ্যালেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযানের কল্যাণে গ্রীক ভাষার বহুল প্রচলন হয়েছে। গ্রীক ভাষায় ধর্ম

পুস্তক পড়তে অসুবিধে রইল না।
এবার এমন একজন মানুষ চাই যে যীশুর বাণী তথা খৃশ্চান ধর্ম দেশে বিদেশে প্রচার করবে।
তেমন একজন মানুষের আবির্ভাব হলো। তার নাম পল।

২৮

একটি ধারণার জয়

ওল্ড টেস্টামেণ্ট অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম পুস্তকে পলকে বলা হয়েছে পৌল কিন্তু পৌল বা পল নামের আগে তার অন্য এক নাম ছিল শৌল বা সল।

সে ইহুদি পিতামাতার সন্তান। এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোণে সিলি-সিয়া জেলায় তারসাস শহরে তারা বাস করতো। পিতামাতা ছেলের নাম রাখ-লেন সল।

বংশের সুনাম ছিল। আত্মীয়-স্বজনরাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সারা রাজ্যে তাদের আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুরা বাস করতো। তারা ইহুদি হলেও রোমান নাগরিক ছিল। সলের পিতা রোম সম্রাটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দেওয়ার জন্যে রোম সম্রাট তাকে রোমের নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মানিত করেন। ফলে সলের পিতার খাতির বেড়ে যায় এবং কাজকর্ম আদায় করার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়।

লেখাপড়া শেখাবার জন্যে সলকে জেরুজালেমে পাঠান হলো। অন্যান্য ইহুদি বালকদের মতো সেও শিক্ষালাভ করলো। লেখাপড়া শেষ হলে তাকে তাঁবু তৈরি করতে শেখানো হলো। পরে সল তাঁবু তৈরির পেশা বেছে নিলো।

জেরুজালেমের বিদ্যালয়ে সল যে শিক্ষা পেয়েছিল তা কিন্তু গোঁড়া ফরিসি শিক্ষক প্রদত্ত শিক্ষা। সে শিক্ষা সলকেও গোঁড়া ফরিসি তৈরি করেছিল। নতুন কোনো ভাবধারা তার মনে সঞ্চারিত হতে পারে নি।

ফরিসি নেতারা স্যাডুসিসদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যীশুকে যখন প্রাণদণ্ড দিয়ে-ছিল সল তখন প্রতিবাদ করেন নি। যারা জুডিয়া এবং গ্যালিলি থেকে যীশুর শিক্ষাদীক্ষা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিল সল তাদের দলে ছিল অর্থাৎ সে ঘোর যীশু বিরোধী ছিল।

সাধু স্টিফেনকে ফরিসিরা যখন পাথর ছুঁড়ে হত্যা করছিল তখন সল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। হতভাগ্যকে বাঁচাবার জন্যে সে একটাও আঙুল তোলে নি। যীশুর ভক্তদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে দুষ্কৃত যুবকরা দল গঠন করেছিল। এইরকম কোনো দলের সঙ্গে সল ভিড়ে গিয়েছিল। আজকালের ভাষায় সে একটি মস্তান বনে গিয়েছিল।

সেই প্রথম যুগের খৃশ্চানেরা আদর্শ জীবন যাপন করতো, এক গালে চড় মারলে অপর গাল পেতে দিতে তারা দ্বিধা বোধ করতো না। তারা ধর্মপ্রাণ ছিল, পরোপকার করতো, অপরের সেবা করতো। দরিদ্রকে যথাসাধ্য দান করতো, নিজের সম্পদ অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিত। মৃত্যুদণ্ড হলে তারা যীশুর নাম

স্মরণ করতে করতে ফাঁসিমঞ্চে গিয়ে দাঁড়াত।

কোনো একটা ঘটনা সলের মনকে নাড়া দিয়েছিল। এই খৃশ্চানরা কিরকম মানুষ ? এদের প্রহার করলে প্রতিবাদ করে না। নিজে খেতে না পেলেও দরিদ্রকে দেয়। যীশু এদের তাহলে কি শিক্ষা দিয়ে গেছে ? লোকটাও নিশ্চয় অসাধারণ একজন ছিল নইলে এরা যিশুর সব কথা মেনে নিল কি করে ?

সলের মনে একদিন সহসা পরিবর্তন এলো। সে মানুষ তার পুরাতন ধ্যান-ধারণা এক দিনেই বিসর্জন দিলো। সে যীশুকে তার প্রভু বলে মেনে নিল। ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছিল।

জেরুজালেমের ইহুদি মহাযাজক খবর পেয়েছিলেন যে ডামাসকাসে একদল ইহুদি খৃশ্চান হয়ে গেছে। মহাযাজক একখানা চিঠি দিয়ে সলকে ডামাসকাসে পাঠালেন। তাকে আদেশ দেওয়া হলো ঐ লোকগুলিকে বন্দী করে জেরুজালেমে নিয়ে আসতে। সেখানে তাদের বিচার করা হবে যদিও বিচারের আগেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

তারপর যা ঘটেছিল নতুন নিয়ম পুস্তক থেকে তুলে দিচ্ছি :

"পরে তিনি (সল) যাইতে যাইতে দম্মেশকের (ডামাসকাস) নিকট উপস্থিত হইলেন তখন হঠাৎ আকাশ হইতে আলোক তাঁহার চারিদিকে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রতি বাণী হইতেছে, শৌল শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ ? তিনি কহিলেন, প্রভু আপনি কে ? প্রভু কহিলেন আমি যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ ; কিন্তু উঠ, নগরে প্রবেশ করো, তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা বলা যাইবে। আর তাঁহার সহ-পথিকেরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে শৌল ভূমি হইতে উঠিলেন, কিন্তু চক্ষু মেলিলে পর কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; আর তাহারা তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে দম্মেশকে লইয়া গেল। আর তিনি তিন দিন পর্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিলেন এবং কিছুই ভোজন কি পান করিলেন না।"

ডামাসকাসে পেঁছিনো মাত্র পারিপার্শ্বিক কিছু দেখে ও ভেবে সলের সহসা অনুশোচনা হয়েছিল যে আমি কি করতে যাচ্ছি, একদল নিরীহ ও অসহায় মানুষ যারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি এবং শত্রুকেও ভালোবাসতে বলছে এমন কতকগুলো মানুষকে আমি ঘাতকের হাতে তুলে দেবো ?

সল এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। জেরুজালেমের মহাযাজক অন্যায় করতে যাচ্ছেন কিন্তু যীশু কোনো অন্যায় করে নি। তিনি মহাযুগের অনেক ঊর্ধ্বে। সলের মধ্যে সহসা এই বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। সে এখন অন্য মানুষ।

যার হাতে মহাযাজকের আদেশপত্রটি দেবার কথা ছিল, সল তার কাছে গেল না। সে জানতো ডামাসকাসে খৃশ্চান সম্প্রদায়ের নেতা হলেন আনানিয়াস। সল সোজা সেই আনানিয়াসের কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলো তাকে বাপ্তাইজ করে দিতে।

আনানিয়াস সলকে বাপ্তাইজ করলেন এবং সেইদিন থেকে তার নাম হলো পল।
এখন থেকে খৃশ্চান ধর্ম প্রচার করার ব্রত নিল পল।

সল অর্থাৎ পল তার তাঁবু তৈরির পেশা ছেড়ে দিয়ে সাইপ্রাস থেকে আগত বার্নাবাস নামে সদ্য দীক্ষিত এক খৃশ্চানের নির্দেশে অ্যান্টিওকিয়া বা অ্যান্টিওক শহরে গেল। এই শহরেই খৃশ্চান ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল। যারা ইহুদি ধর্ম-মন্দির সায়নাগগে আর প্রার্থনা করবে না পরন্তু যারা যীশুর অনুগামী হবে তারা এখন থেকে খৃশ্চান নামে পরিচিত হবে।

অ্যান্টিওক শহরে অল্প কিছুদিন কাটিয়ে নবীন সন্যাসী পল বেরিয়ে পড়ল দিকে দিকে যীশুর প্রেমের বাণী প্রচার করতে। একাজ তখন মোটেই সহজ ছিল না। অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে পল রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র যীশুর অমৃত বাণী পেঁৗছে দিতে পেরেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। কোথায় কোন রোমান কবরখানায় তার কবর আছে তা কেউ জানে না। কবর দেওয়া হয়েছিল কি না তাই বা কে বলতে পারে ?

পল প্রথমে প্রচার আরম্ভ করেছিল এশিয়া মাইনরের উপকূল শহর ও গ্রামে। প্রচুর গ্রীক অধিবাসীও ছিল। তারা পলের কথা মন দিয়ে শুনত, বাধা দিতো না। স্থানীয় লোকেরা পলের কথাগুলি সহজে বুঝতে পারত কারণ সে যা বলতো যীশুর মতো সরল ভাষাতে বলতো। ফলে খৃশ্চানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো।

বাধা অবশ্য আসত। ভূমধ্যসাগরের বন্দর শহরগুলিতে এমন কিছু ইহুদি ছিল যারা সদ্য খৃশ্চান হয়েছে তারা কোনো কারণে পলকে সহ্য করতে পারত না। তার সমাবেশে বাধা দিতো। প্রতিবাদ করতো, বিদায় হতে বলতো। এই ইহুদিরা তাদের পুরাতন সংস্কার ভুলতে পারতো না। (খেরেস্তান হয়েছি বলে কি জাত দিয়েছি ?)

পল ছাড়বার পাত্র নয়। পুরোনো ইহুদিদের সে বোঝাবার চেষ্টা করতো তাদের সঙ্গে খৃশ্চানদের কোনো মিল নেই, দুটোই সম্পূর্ণ আলাদা। জিহোভা ও যীশু দুজনকে একই সঙ্গে ভজনা করা যায় না। ইহুদিরা এসব মেনে নিতে নারাজ। তারা পলকে বাধা দিতো। তাকে হত্যা করবার চেষ্টাও করেছে। পলকে ইহুদিরা ঘৃণা করে।

অনেক ভেবেচিন্তে এবং অভিজ্ঞতা থেকে পল উপলব্ধি করলো যে খৃশ্চান ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আর ইহুদিদের মধ্যে নয় অন্য মানুষদের মধ্যে যীশুর বাণী প্রচার করতে হবে। পল স্থির করলো সে এশিয়া মাইনর ত্যাগ করে ইউরোপ যাবে।

তদনুসারেপল গিয়ে উপস্থিত হলোম্যাসিডোনিয়ার অভ্যন্তরে ফিলিপ্পি শহরে। ম্যাসিডোনিয়া হলো অ্যালেকজাণ্ডারের দেশ। । এইখানেই পল গ্রীকদের মধ্যে খৃশ্চান ধর্ম প্রচার আরম্ভ করলো। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে দু'দিন বক্তৃতা দিতে না দিতেই তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে আটক করা হলো।

কিন্তু পল তার প্রচারগুণে জনসাধারণের মনে এসে গিয়েছিল। তার বিনয়,

অহিংসা ও প্রেমের বাণী তাদের মুগ্ধ করেছিল। তারা গোপনে পলকে জেলখানা থেকে বার করে দিলো।

পল পরাজয় স্বীকার করবে না। সে গ্রীস ত্যাগ করে পালিয়ে গেল না। তারা যদি তাকে আবার গ্রেফতার করে তো করবে। তার বিশ্বাস ছিল জনগণের ওপর। যীশুর বাণী তারা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে।

পল এবার গেল এথেন্সে। এথেন্সবাসীরা তার কথা ধৈর্য ধরে শুনত কিন্তু পল তাদের মনে ছাপ ফেলতে পারল না কারণ গত চারশ বছর ধরে তারা অনেক রকম মতবাদ শুনে আসছে। তাই কোনো মিশনারি তাদের ওপর আর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাদের আগ্রহ দেখা গেল না। তবে এথেনিয়রা তাঁকে বাধা দিতো না, এগিয়ে গিয়ে কোনো প্রশ্নও করতো না। কেউ বাপ্তাইজ হতেও চাইত না।

এথেন্সের পর করিন্থ-এ এসে পল সাফল্য লাভ করলো। এখানে অনেককে সে বাপ্তাইজ করতে সক্ষম হলো। করিন্থের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পল ইউরোপে বেশ কিছুদিন কাটাল। তারপর সে আবার এশিয়ায় ফিরে এলো পশ্চিম উপকূলে এফিসাস বন্দরে।

এই বন্দর শহরে অ্যাপলোর যমজ বোন গ্রীকরা যাকে বলত আর্টিমিস কিন্তু ডায়না নামেই যে পরিচিত তার নামাঙ্কিত একটি পবিত্র মন্দির ছিল। ডায়না ছিল চন্দ্রদেবী, গডেস অফ দি মুন।

গ্রীকরা বিশ্বাস করতো ডায়নাদেবী পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তিনি তাঁর পিতা জিউসদেব অপেক্ষাও শক্তিশালী।

পল সেই ডায়নাদেবীর শহরে এলেন খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে। স্থানীয় একটি সায়নাগগে ভাষণ দেবার জন্যে পল অনুমতি চাইলে তা মঞ্জুর করা হলো। কিন্তু পল তাঁর ভাষণ ভালো করে আরম্ভ করার আগেই ইহুদিরা প্রতিবাদ জানাতে পলের ভাষণ বন্ধ হয়ে গেল। যীশুর বিষয় কোনো ভাষণ এই সায়নাগগে দেওয়া চলবে না।

পল তখন এক গ্রীক দার্শনিকের একটি লেকচার হল ভাড়া করে লোক জুটিয়ে যীশুর মতবাদ প্রচার ও তা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। এই সভা দু বছর ধরে চলেছিল এবং এমন বিস্তারিত আলোচনা এতো দীর্ঘদিন ধরে আর চলে নি।

ঐ লেকচার হলটি ডায়নার মন্দিরের এক অংশেই অবস্থিত ছিল। ধর্মপ্রবণ শহররূপে এফিসাসের সুনাম ছিল। পলের এই খৃষ্টধর্ম সভার জন্য ডায়নার মন্দিরের তদারককারীরা লাভবান হয়েছিল।

পলের বক্তৃতা শুনতে দলে দলে লোক আসত। তারা ডায়নার মন্দিরে পূজা দিতো, ডায়নার মূর্তি কিন্তু দোকানে সওদা করতো। এরকম ব্যবসা পৃথিবীর সকল তীর্থস্থানেই চলে।

পলের জনপ্রিয়তা যতো বাড়তে লাগলো স্থানীয় ইহুদিরা ততো শংকিত হতে থাকলো। গ্রীকরাও ভাবলো তাদের ডায়নাদেবীর প্রভাবও ক্রমশঃ কমতে থাকবে।

তাঁর অলৌকিকত্বে আর কেউ বিশ্বাস করবে না।
মন্দিরে যেসব স্বর্ণকার ও রৌপ্যকাররা কাজ করতো তারা পলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলো। তারা ফরিসি ও স্যাডুসিসদের পথ ধরলো। যীশুর মতো এই লোকটাকেও নিকেশ করতে হবে।
টের পেয়ে পল এফিসাস ছেড়ে চলে গেল কিন্তু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে শহরের খৃশ্চানরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে। তাদের এখন হটানো শক্ত। বলতে কি সেই গোড়ার দিকে শহরটি খৃশ্চান ধর্মের একটি ঘাঁটিতে পরিণত হলো। খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যা ও সমস্যা নিয়ে এফিসাসে মাঝে মাঝে আলোচনা সভা বসত।
পল এখন বৃদ্ধ। তাকে অনেক লাঞ্ছনা ও পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে যার ফলে তার শরীর ভেঙে পড়ছে তাই তার ইচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে সে তার প্রভুর শহীদ হবার পুণ্যভূমিটি একবার দেখে আসবে।
পলের বন্ধুরা পলকে সতর্ক করে দিলো। তারা বললো জেরুজালেমে যে খৃশ্চান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তারা তাদের পুরানো সংস্কার ভুলতে পারে নি। যে সব প্রচারক বিধর্মীদের নিন্দা করে না, যারা ইহুদি, খৃশ্চান ও অন্যান্যদের সমান চোখে দেখে তাদের এরা সহ্য করতে পারে না। পল গ্রীসে সাফল্যলাভ করেছে বলে জুডিয়াতেও সাফল্যলাভ করবে এমন ভেবে থাকলে সে ভুল করছে। তার পক্ষে জেরুজালেম না যাওয়াই ভালো।
ওদের কথায় পল কান দিলো না বা ওদের কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। তার ধারণা প্রেম বিতরণ করে সকল মানুষের মন জয় করা যায়।
পলের ধারণা ভুল। জেরুজালেমে পৌঁছে পল বড় মন্দিরে যাওয়া মাত্র সকলে তাকে চিনতে পেরে ঘেরাও করে তখনি হত্যা করতে উদ্যত হলো। সৌভাগ্যক্রমে রোমান সৈন্যরা এসে পড়ে তাকে উদ্ধার করে দুর্গে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখল। নিরাপত্তার কারণে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
রোমানরা ভেবেছিল লোকটা বিপ্লবী, মিশর থেকে এদেশে এসেছে গোলমাল বাধাতে কিন্তু পল যখন সন্তোষজনক প্রমাণ দিলো যে সে রোমান নাগরিক তখন তারা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে হাতকড়া খুলে দিলো।
জেরুজালেমে রোমানদের সৈন্যাবাসের অধ্যক্ষ লিসিয়াস সংকটে পড়লো। তার অবস্থা দাঁড়াল পনটিয়াস পিলেটের মতো। পল কোনো অপরাধ করে নি। তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া যায় না অথচ শহরে শান্তি রক্ষা করতে হবে নইলে হয়ত গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে।
ফরিসি ও স্যাডুসিসরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে যীশুকে তাড়াতাড়ি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অনুতপ্ত না হলেও তারা এখন চিন্তা করছে কাজটা ভালো হয় নি। এনিয়ে ওদের মধ্যে তর্কবিতর্কের শেষ ছিল না। ঝগড়া বিবাদ লেগেই ছিল। সাধারণ মানুষের তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল।
লিসিয়াস পলকে তলব করলেন বটে কিন্তু কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। পলও দেখল দেশের যা পরিস্থিতি তাতে তিনি সুবিচার পাবেন না।

লিসিয়াস শেষ পর্যন্ত পলকে দুর্গে আটকে রাখলেন। জনতার রোষ থেকে পল মুক্ত থাকতে পারবে। তারপর কিছুদিন পরে ব্যাপারটা একটু থিতিয়ে যেতেই লিসিয়াস পলকে সিজারিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন যেখানে রোম সম্রাটের প্রতিনিধি বাস করতেন।

সিজারিয়াতে পল প্রায় স্বাধীন জীবন যাপন করছিলেন কিন্তু মানুষ তাকে শান্তিতে বাস করতে দেবে না। তাঁর বিরুদ্ধে স্যানহেড্রিনের অভিযোগের শেষ নেই। নিত্য নতুন অভিযোগ। শেষে পল বললেন তাঁকে রোমে যেতে দেওয়া হোক। তিনি রোম সম্রাটের কাছে দরবার করবেন। রোমান নাগরিক হিসেবে এমন দরবার অধিকার তাঁর আছে।

৬০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে রোমে যাবার জন্যে পল জাহাজে উঠলেন। যাত্রা বোধহয় শুভ ছিল না। মল্টা দ্বীপের কোনো পাহাড়ে জাহাজটি ধাক্কা খেল। জীবনহানি বেশি হয় নি কিন্তু আর একটা জাহাজে উঠে ইটালি যাবার জন্যে তাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে হলো। পল রোমে পেঁছিলেন ৬১ খৃষ্টাব্দে।

রোমে পেঁছে পল মুক্তপুরুষের মতোই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রোমানরা তাঁর কাজকর্মে বাধা দেয় না। তারা চায় না যে পল জেরুজালেমে ফিরে যাক তাহলে সেখানে দাঙ্গা বাধবে। ইহুদিদের ধর্মীয় ব্যাপারে রোমানদের কোনো আগ্রহ নেই আর তাদের দৃষ্টিতে যে মানুষ অপরাধ করে নি সে শাস্তি পাবে কেন ?

পলের সামনে বিরাট সুযোগ উপস্থিত হলো। রোমানরা বুঝেছে পল তাদের ক্ষতি করতে আসে নি। দরিদ্র-পল্লীতে পল একখানা ঘর ভাড়া নিল এবং স্থির করলো এবার সে ধর্ম প্রচারে নামবে।

গত কুড়ি বছর পল যতো পরিশ্রম করেছে কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে ততো। ভ্রমণ করেছে নানা দেশে, সর্বত্র আহার ও আশ্রয় পায় নি। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও দীর্ঘদিন ধরে জাহাজ বা নৌকায়। এর মধ্যে উৎপীড়িত হয়েছে অনেকবার, কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছে কয়েক বার।

এখন সে বৃদ্ধ এবং একজন পরিণত ও সম্পূর্ণ মানুষ। পলের মতো মানুষেরা বিশ্রাম জানে না। সে আবার ধর্মপ্রচারে নেমে পড়ল। বলতে গেলে শুধু গ্যালিলি থেকে রোম পর্যন্ত পল খৃশ্চান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে নি, সারা পৃথিবীতে ধর্ম প্রসারের জন্যে পল হলেন পুরোধা পুরুষ।

পলের জীবনাবসান কিভাবে হলো তা সঠিকভাবে জানা যায় না। চৌষট্টি খৃষ্টাব্দে নিরো যখন রোমের সম্রাট তখন খৃশ্চানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হলো। রোমানরা খৃশ্চানদের আক্রমণ করলে, তাদের সম্পত্তি লুটপাট করলে বা হত্যা করলে নিরো তাদের উৎসাহ দিতো।

নিরোর সময় থেকে পলের নাম আর শোনা যায় নি। জনতার হাতেই হয়তো তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

২৯

খৃশ্চান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হলো

রোমে খৃশ্চানদের পীড়ন বা হত্যা করা হচ্ছে জেনেও আর এক খৃশ্চান শিষ্য পিটার রোমে গেলেন। টাইবার নদীর ধারে কোনো একজায়গায় একদল খৃশ্চান ছোট একটি কলোনিতে বাস করছিল। রোমে পৌঁছবার পর পিটারও রোমান-দের রোষ পড়ে পলের নিরুদ্দেশ পথেই যাত্রা করেছিল। এতো বাধা ও পীড়ন সত্ত্বেও সত্যের জয় হলো। খৃশ্চান ধর্ম স্থায়ী আসন লাভ করলো। কালক্রমে খৃশ্চান যাজকরা রোম নগরে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করলো। রোম হলো খৃশ্চান-দের রাজধানী।

পিটারের নাম আমরা বহুবার শুনেছি কিন্তু তাঁর পূর্ণ পরিচয় আমরা জানি না। পল সম্বন্ধে যদিও বা কিছু জানা যায় তো পিটার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

কাইয়াফাসের বাড়িতে পিটার আশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু একদিন ক্ষিপ্ত একদল জনতা তাকে চিনতে পেরে যখন হত্যা করতে উদ্যত তখন পিটার বলেছিল যীশুকে সে জানে না। তারপর আর পিটারের নাম শোনা যায় না। পিটার কোনোরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এ ঘটনাটি ঘটেছিল যীশুর জীবিত-কালে।

এরপর পিটারের নাম দীর্ঘদিন শোনা যায় নি তবে জানা যায় যে যীশু ক্রুশ-বিদ্ধ হবার সময় সে উপস্থিত ছিল। তারপর আবার সে হারিয়ে যায়।

তারপর অনেক বৎসর পরে আবার যখন তার নাম শোনা গেল তখন সে একজন পোড়খাওয়া প্রচারক। দূর দূর শহর থেকে সে নানারকম মনোগ্রাহী চিঠি লিখত। শহর থেকে অন্য শহরে যেতে যেতে পিটার খৃশ্চান ধর্মের মহিমা প্রচার করতো।

পিটার ছিল গ্যালিলি হ্রদের একজন সাধারণ ধীবর। এরই স্ত্রীর প্রবল জ্বর হয়েছিল এবং যীশু তাকে রোগমুক্ত করে। পিটারের স্ত্রী তখনই শয্যাত্যাগ করে উঠে অতিথিদের জন্যে রন্ধন চড়িয়ে দিয়েছিল।

পিটারের কোনো পাণ্ডিত্য ছিল না, সে লেখাপড়া অল্পই জানত। পলের মতো ব্যক্তিত্ব তার ছিল না। কিন্তু যীশুর প্রতি তার ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। সে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল তাই লেখাপড়া জানা মানুষদের দলে গিয়ে জুড় বড় কথা শোনাবার চেষ্টা না করে সে জুডিয়ার আশপাশে গ্রামে বা ব্যাবিলন থেকে সামারিয়া, সামারিয়া থেকে অ্যাণ্টিওক, এইসব অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সরল

নিরক্ষর মানুষদের কাছে সে যীশুর গুণগান করতো ও তাঁর বাণী প্রচার করতো। গ্যালিলি হ্রদে থাকবার সময় যীশু তাকে যেসব শিক্ষা দিয়েছিল সেসব কথা বলতেও ভুলত না।

কিন্তু পিটার কেন বা কি ভাবে রোমে এলো তা আমরা জানি না। ইতিহাস ঘেঁটেও কিছু পাওয়া যায় না। তবে সেই প্রথম যুগে খৃশ্চান চার্চ গঠন করতে যারা সহায়ক ছিল তাদের মধ্যে পিটার ছিল অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

একজন তথ্যানুসন্ধানী শুধু এইটুকু লিখেছেন যে পিটার এবং পল দুজনে একত্রে ধর্মপ্রচার করতেন এবং দুজনেই রোমে জনতার হাতে কয়েক মাসের ব্যবধানে নিহত হয়েছিলেন। হতেই পারে কারণ ঐ সময়ে রোমে গণহত্যা চলতো। রোমানরা তো প্রথমে খৃশ্চানদের কোনো গুরুত্ব দিতো না কিন্তু পরে তারা খৃশ্চানদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো। খৃশ্চান ধর্মের প্রভাব যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং ধর্ম যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো তখন রোমানরা শংকিত হয়েছিল। রোমের প্রভাবশালী ও অনেক পণ্ডিত যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

জুপিটারের ভক্তরা স্বভাবতই ভীত হচ্ছিল। জুপিটারের মন্দিরে আর ভিড় হয় না। মন্দিরের আয় দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে পরন্তু বহু রোমান খৃশ্চান ধর্মের জন্যে অর্থ ব্যয় করছে। পশু ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতি হচ্ছে। বলির জন্যে কেউ আর পশু কিনছে না। পুরোহিতরা প্রমাদ গুনলো।

রোমের মানুষরা ক্রমশঃ ঘোর খৃশ্চান বিরোধী হয়ে উঠল বিশেষ করে দরিদ্র কৃষিজীবি ও শ্রমিকশ্রেণী যাদের জমি নেই, কাজ নেই। তাদের কাছে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা প্রচার করতে লাগলো যে এই সবের মূলে ঐ খৃশ্চানরা।

ঝগড়াবিবাদ ও মারামারি যেমন বাড়তে লাগলো তেমনি খৃশ্চানদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চলতে লাগলো সেইসঙ্গে গুজব। গুজব খুবই মুখরোচক। শোনামাত্রই মানুষ বিশ্বাস করে। এক রোমান গৃহিণীকে বললো, ছেলেপুলে সামলে রাখিস। খৃশ্চানরা প্রতি রবিবার শিশুর গলা কেটে তার রক্ত পান করে তা নইলে ওদের যে দেবতা আছে সে সন্তুষ্ট হয় না।

যারা শুনল তারা বললো এর একটা বিহিত করতে হবে। কি বিহিত করা হবে? না, খৃশ্চান দেখলে ধর আর মার। খৃশ্চান বিরোধীরা নানাভাবে আবহাওয়া বিষিয়ে তুললো। রোম সাম্রাজ্যও তখন ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছে আর শাসকরা সব বেপরোয়া কাণ্ডকারখানা করছে।

রোমানরা সম্রাটের দরবারে খৃশ্চানদের বিরুদ্ধে বার বার গুরুতর অভিযোগ করতে লাগলো। খৃশ্চানরা সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তারা ক্ষমতা দখল করতে চায়।

খৃশ্চানরা তো প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে বিচারের দিন আগত প্রায়। ঐ দিন পৃথিবী ধ্বংস হবে, নতুন মানুষ আসবে তখন পৃথিবীর সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে।

সেই অত্যাচারী সম্রাট নিরোর কানে কথাটা উঠেছিল। খৃশ্চানদের বাড়িতে

আগুন লাগাতে গিয়ে পুরো রোম নগরটাই জ্বালিয়ে দিলো। তারপর কুকুর বেড়াল আর ইঁদুরের মতো ইহুদি আর খৃশ্চানদের খুঁজে বার করে তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলতে লাগলো। হত হতে লাগলো শত শত নিরীহ নরনারী। এইরকম কোনো হত্যালীলার সময় পল ও পিটার নিহত হয়েছিল। খৃশ্চান যত মরে তাদের জোরও যেন ততো বাড়তে থাকে। শিক্ষিত রোমানরা তো আগেই খৃশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এখন প্রভাবশালী রোমানরা খৃশ্চানদের সংখ্যা বাড়াতে লাগলো। এদের মধ্যেও অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছিল।
কিন্তু খৃশ্চানরাও আর বিনা প্রতিবাদে মার খেতে রাজি নয়। কিন্তু শক্তি তাদের কম এবং ধর্ম বলে প্রাণের বদলে প্রাণ নয়। তখন তারা গা ঢাকা দিলো। নির্জন স্থানে, অরণ্যে বা পাথরের খনিতে তারা প্রতি সপ্তাহে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করতো। সেই স্থানই হতো তাদের পবিত্র গির্জা।
ক্রমশঃ রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকল। অনেক রাজা নিজ দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল আর সেই সুযোগে খৃশ্চান চার্চের শক্তি বাড়তে লাগলো। চার্চের বিশপরা শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন। যে দেশ থেকে রাজা পালিয়ে গেছে সেই-সব দেশ বিশপরা শাসন করতে লাগলেন। বিশপদের সুশাসনে ও সুবিচারে সকলে সন্তুষ্ট।
রোম তার গৌরব হারাল। চারদিকে দারিদ্র্য, রোগব্যাধি ও হতাশা। কোনো রাজা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। তখন রোম নগরীর বিশপরাই দেশের ভার নিলেন এবং ক্রমশঃ দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। খৃশ্চান জগতের প্রধান কেন্দ্ররূপে রোম স্বীকৃতি পেলো তবে চার্চ নিয়ে পরে অনেক সংগ্রাম হয়েছে সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। তবে যীশুর প্রেম যে জয়ী হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।